সূচীপত্র

বিধবা বিবাহ নাটক

উমেশচন্দ্র মিত্র

১৮৫৬

সংস্কৃত নাটকাদিতে নান্দীপাঠ ইত্যাদি যে সকল প্রণালী আছে তাহা বঙ্গভাষায় সুশ্রাব্য হয় না, এজন্য পরিত্যাগ করিলাম।

উমেশচন্দ্র মিত্র

এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য 'বিধবা বিবাহ নাটক' সেকালে নানা স্থানে অভিনীত হয়েছিল, কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে এর বিশেষ প্রভাব ছড়িয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন একদা এর অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর এই অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। নাটকটির গুণাগুণ সম্পর্কে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রথম অঙ্ক

১

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটী

[বিদ্যুল্লতা ও সুখময়ীর প্রবেশ]

বিদ্যু—দিদি কেমন আছিস গো, অনেকদিন তোকে দেখিনি, একবার দেখতে এলেম।

সুখ—আরে ভাই প্রাণে কেবল বেঁচে আছি, দিন রাত একরকমে কেটে গেলেই হয়।

বিদ্যু—সে কি বোন তোর কিসের দুঃখ, বড় মানষের বৌ, বড় মানষের ঝি, ভাল খাস, ভাল পরিস, এত শীগ্‌গির কি বাঁচবার সাধ গেল?

সুখ—ভাল খেলে আর ভাল পরলেই কি সুখ হয়; কে না খায়, কে না পরে, মনিষ্যিজন্মের সাধ যার কিছুই থাকে না তার বাঁচলেই কি মলেই কি?

বিদ্যু—সে বোন যার যেমন অদৃষ্টের লেখন, বিধাতা পুরুষ যাকে যেমন রেখেছেন সে তেমনি আছে, সুখ দুঃখ তো মনিষ্যির হাতে নয়।

সুখ—যা বল্লে তা সত্তি কিন্তু কি দুরন্ত কাল পড়েছে দেখ দেখি, রক্ত মাংসের শরীর ত বটে, আর কত যন্তনা সইবো। শুনতে পাই ছ'বছরের বেলা তা ছেলেবেলায় খেলাধুলায় এক রকম কেটে গেছে, এখন তো আর তা হয় না। এখন বোন থেকে থেকে মন যে কি করে ওঠে তা বলবার নয়।

বিদ্যু—ভাই কাল আবার দুরন্ত কি? কাকে মারেও না ধরেও না, যেমন কালি গেছে তেমনি আজিও যাচ্ছে। কাল কি আবার দুরন্ত হয় আর শান্ত হয়—তোর কথা ভাই বুঝতে পাল্লেম না।

সুখ—তুই বুঝতে পারবি কেন লো? যার কিছুর অভাব নেই সে কি অভাব কারে বলে তা জানে? যে দেশে রাৎ নেই সে দেশে কি চাঁদ আছে?

সুখের বসন্ত দেখ ব্যাপিল ভুবন।
বহিতেছে সুখময় মলয় পবন॥
তরুবর নবপত্র করেছে ধারণ।
কোকিল করিছে দেখ সুধা বরিষণ॥
মল্লিকা মালতী আদি পুষ্প প্রস্ফুটিত।
গন্ধে দেখ চতুর্দ্দিক কিবা আমোদিত॥
ভ্রমর ভ্রমিছে দেখ ভ্রমরীর সনে।
তিলার্দ্ধ নহে সে স্থির মত্ত মধুপানে॥

সুধাকরে সুধাক্ষরে স্মরে শর হান।
বিধবা যে বিরহিণী বাঁচে কিসে প্রাণ॥
যে রাখিবে কুল মান সে রহিল কোথা।
কে বুঝিবে কারে কব অন্তরের ব্যথা॥
রমণীর শিরোমণি কান্ত যার নাই।
সে জন বল লো দিবে কাহার দোহাই॥
দিনরাত্রি সম ভাব ভিন্ন ভাব নাই।
বসন্ত দুরন্ত কাল বলিলাম তাই॥

এখন বুঝলি ?

বিদ্যু—হাঁ হাঁ বুঝেছি, ভাতারের কথা বলতেছিলি, তা ভাই এত ঘোর ফের করে বল্লে বুঝবো কেমন করে।

সুখ—তুই বুঝবি কেন।

যার জ্বালা সেই জানে কি জানিবে পরে।
বধিরে কি ধার ধারে সুমধুর স্বরে॥

বিদ্যু—ভাই এত কে জানে, তুই রাঁড় মানুষ, তোর আবার বসন্তে ক্লেশ বোধ হয়, কোকিলের ডাকে মন কেমন করে, ভ্রমরের গান শুনতে পারিস নে, ফুলের গন্ধ সইতে পারিস নে, এত কেমন করে জানবো, তোদের ভাই কি ওসব হয় ?

সুখ—না, আমরা আর মানুষ নই, যে দিন বিধবা হয়েছি সেই দিন মনুষ্যত্ব গিয়ে দেবত্ব হয়েছে, আর চাট্রে হাত পা বেরিয়েছে। আমাদের কি কিছু বোধ হয় ? একেবারে স্পন্দ রহিত হয়েছি।

বিদ্যু—কি করবো বোন যেমন শনেছি তেমনি বল্লেম। বিধবা হলেই ধর্ম্মে কর্ম্মে মন হয়। আর কোন দিকে মন যায় না। তোর ভাই আর এক রকম তা কেমন করে জানবো ?

সুখ—তা জানবি কেন ? কথায় বলে উড়তে না পেরে পোষ মানে। কি করবো, যেখানে বল্লে কিছু হবার যো নেই, সেখানে না বলাই ভাল। মনের কথা যদি সকলে বলে তবে আমি যা বল্লেম এই কথা সকলেই বলবে। তুই ভাই জিজ্ঞাসা কল্লি, তাই কথার পিঠে কথা পেড়ে বলে ফেল্লাম। তুই ভাই এ কথা কাউকে বলিস নে।

বিদ্যু—না ভাই কারে আর বলবো।

[পদ্মাবতী ও তার তিন বিধবা কন্যার প্রবেশ]

পদ্মা—কি গো বিদু, অনেক দিনের পর যে, ভাল আছিস্ তো গো ?

বিদ্যু—হ্যাঁ মা ভাল আছি, আসতে পারিনে ; ছেলেপিলের ব্যাম, আর কেউ ঘরে

নেই, কি করে আসবো। আজ একটু অবকাশ পেয়ে একবার দেখতে এলেম।

পদ্মা—তোদের পাড়ায় কোন গোল শুনতে পেয়েছিস্ ?

বিদ্যু—কিসের গোল মা ?

পদ্মা—তা' শুনিস্‌নি সে কেমন গো ? এদেশে আর কোন কথা নাই, কেবল সেই কথাই হচ্ছে, তোরা শুনতে পাসনি ?

বিদ্যু—না মা কিছু তো শুনিনি।

পদ্মা—বিধবার যে বে হবে তোরা তা শুনিসনি ?

রেবতী—(অঞ্চল ধরিয়া) কি বল্লি মা রাঁড়ের বে হবে, কবে মা ?

রাই—কি বল্লি ? কি বল্লি মা রাঁড়ের বে, কার আগে হবে মা ?

সুলো—ওমা ! ওমা ! কার সঙ্গে মা, কোথা থেকে, বাপের বাড়ী থেকে না শ্বশুরবাড়ী থেকে ?

পদ্মা—তোরা তো বড় উতলা গো, কথার উপর কথা কোস্, বল্‌তে দিস্‌নে, আগে শোন তারপর যা হয় তা বলিস্।

সুলো—কি মা, বল শীগ্গীর করে বল।

পদ্মা—শোন্ শোন্ ; কালি কর্ত্তাটি বল্‌তেছিলেন যে কে একজন (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) দূর হোগ্ মেনে নামটা মনে পড়ে না, কিসের সাগর কি একখানা বই ছাপিয়েছে, তাতে লিখেছে যে, যে শাস্ত্রে স্বামীকে মান্য করতে বলে, আর যে শাস্ত্রে পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে পতিত হয় বলে, সেই শাস্ত্রেই নাকি বিধবার বিয়ের বিধান আছে। কে জানে মা, রামমোহন রায় নাকি বিধবার বে দেবার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলো, তা ধম্মো আছেন সে কম্ম না হতে হতে তাঁর সেখানেই মিত্যু হলো, আর তাঁকে ফিরে আসতে হলো না। ওমা এ সাগর আবার কোন্ গুণের সাগর গো ! দেশ শুদ্ধ নাকি এর কথা নিয়ে তোলপাড় করতেছে। আবার না কি দুটো দল বেঁধেছে, একদল বে দেবার দিকে, আর একদল বে না দেবার দিকে। কে জানে মা, কলি ঘোর হলো আরও কত হবে।

সুলো—ওমা কি বল্লি দুই দল বেঁধেছে, একদল বে দেবার দিকে, আর একদল বে না দেবার দিকে ? হেঁ মা, তবে বাবা কোন্ দলে মা ?

পদ্মা—সে তো আর তোর মত ক্ষেপে ওঠেনি ; তা সে কোন্ দলে জিজ্ঞাসা করতেছিস্ ? ভাল মানষের ঘরে কি কখন বিধবার বে হতে পারে, এ কথা বলতে লজ্জা করে, একি কখন হয়।

সুলো—তা হবে কেন, আমরা ক্ষেপেছি বটে। বাবা যেমন পাঁচটার পর তোকে বে করেছেন, আবার তুই যদি আজ মরিস তবে কাল অমনি আর একটি হবে। আমাদের বেলাই (অস্পষ্ট স্বরে)···

(সুলোচনার কথা শেষ না হইতে হইতে)

পদ্মা—তুই ত বড় বেহায়া মেয়ে রে। কথা কোস্ তার আইল নাই, কি বলতে কি বলিস্।

সুলো—হ্যাঁমা এখনকার কালে সত্তি কথা বলতে গেলেই বেহায়া হয়। কথায় বলে মনের কথা ফুটে বল্লেই পাগল, পেটে করে রাখতে পাল্লেম তবেই ভাল হতেম। বলতে গেলেই কথা জম্মায়—

পদ্মা—থাক থাক আর তোর কথায় কাজ নাই। ভাল সুলোচনা। যদি সত্তি সত্তি রাঁড়ের বে হয় তুই কি বে করতে পারবি ?

সুলো—বাবা কি এতে মত করবেন মা, তোকে কি বলেছেন ? তাঁর মতই মত।

পদ্মা—এ মেয়েটা ক্ষেপেছে গো ! বলে কি, এর যে আর দেরী সয় না। তোরা একে বুঝিয়ে বল তো মা।

সুলো—আমাকে আর বুঝুতে হবে না, আমি সব বুঝি, যেরূপ যন্তণায় কাল কাটাই শত্তুরেও যেন এমন করে না থাকে।

পদ্মা—সে কি গো, আমাকে তো এতদিন বলিসনি, তোর কি ব্যামো হয়েছে মা ?

সুলো—সে কথা মা কত বলবো।

দিয়েছিলে বিবাহ আমার বাল্যকালে।
কিছুদিন পরে পতি গ্রাসিলেক কালে ॥
একরূপে গেছে কাল ধূলায় খেলায়।
নাহি জানিতাম পতি বিরহের দায় ॥
নাহি জানিতাম পতি সহবাস কিবা।
একরূপে কেটে গেছে নিশি আর দিবা ॥
কাল পেয়ে ক্রমে কাল যৌবন উদয়।
জ্বলিল বিরহানল নিবিবার নয় ॥
রাত্রিদিন জ্বলে সেই প্রবল অনল।
একদিনে হবে বুঝি চিতায় শীতল ॥
লোকে বলে ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিয়ে থাক।
দোহাই তোমার ধর্ম্ম ধর্ম্ম যদি রাখ ॥
কি করিবে ধর্ম্ম বল ধর্ম্ম নষ্ট হলে।
কি করিবে শুষ্ক কাষ্ঠ নির্ব্বাণ অনলে ॥
কথায় কি যায় কভু অন্তরের ব্যথা।
বিরহেতে অনুরোধ উপরোধ বৃথা ॥
প্রতিদিন এক ভাব ভিন্ন ভাব নাই।
দিবস যেরূপে যায় রজনীও তাই ॥
সজ্জিত শয্যায় নিত্য করি গো শয়ন।

শয্যায় কণ্টক বোধ কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কালী যদি কূল দেন হয় যদি বিয়ে।
সবে মেলি ঘটা করে আসি পূজা দিয়ে ॥

মা শুনলি আর কত বলবো।

পদ্মা—এই কথা তোর। আমি বলি কত ব্যামই না হয়েছে। কি করবো মা, যার যা অদৃষ্টের লিখন, তা কে খণ্ডাতে পারে। এখন যাই বান্না বান্নার কিছু হয়নি।

(সকলের স্ব স্ব কর্ম্মে গমন)

২

বাটীর বহির্ভাগ

[কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ]

কীর্ত্তি—(স্বগত) আজ কোন কর্ম্মই হল না, ছেলেগুলোর সাথে মিথ্যা গোল করলেম। বলে কি বিধবার বিবাহ হবে, কি সর্ব্বনাশ, কি আশ্চর্য্য, অদ্যাবধি চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্চে, এখন গঙ্গা প্রবল বাহিনী আছেন, এখন ভূমিকম্প হতেছে। হা ধর্ম্ম কি নাই ? এত শীঘ্রই কি ভারতভূমি পরিত্যাগ করেছেন ? একি ভ্রম ! আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ ও প্রতিপালন ক'রে আসতেছে ; এখন কি আবার নূতন নিয়ম হবে। আবার বলে কি বিধবারা কি মানুষ নয়—তাদের কি ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের তিলার্দ্ধ বিভিন্নতা আছে ? কি নির্ব্বোধের কথা ? আমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি এবং পূর্ব্বপুরুষেরা এই নিয়ম স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করে এসেছেন, এখন কি আমরা তাঁদের অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়েছি ? বিধবারা যদি এতকাল পতিবিরহ সহ্য করতে পেরে থাকে তবে এখনও পারবে।

[শ্যামাচরণ মিত্রের (বন্ধু) প্রবেশ]

শ্যামা—কি গো ঘোষজা মহাশয় ভাল আছেন তো, একক বসে কিসের ভাবনা হচ্ছে ?

কীর্ত্তি—আসতে আজ্ঞা হউক মহাশয়। ভাল আছেন, অনেক দিন যে দেখি নাই ; বাটীর সমস্ত মঙ্গল ?

শ্যা—(অভ্যর্থনা করিয়া) হাঁ মহাশয়, আপনার মঙ্গলেই মঙ্গল। বড় যে কৃশ দেখিতেছি, কোন ব্যারাম হয় নাই তো ?

কীর্ত্তি—না মহাশয়, শারীরিক কোন ক্লেশ নাই, তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে সময়ে সময়ে অনেক ভাবনা উপস্থিত হয়, তাতেই বোধ হয় কৃশ দেখতেছেন।

শ্যা—সে কথা সত্য, সকল সময় একভাবে যায় না। সংসারে কখন আহ্লাদ, কখন শোক, কখন ক্ষোভ। কাল কি একরূপে যায়? আপনার পুত্রেরা কোথা, এখনও কি স্কুল হতে আসে নাই?

কীর্ত্তি—না মহাশয় এখনও আসে নাই। ছেলেগুলো আজি একটা মিছা কথা লয়ে মহা গোল করতেছিল, আমাকে কোন কর্ম্ম করতে দেয় নাই।

শ্যা—ছেলের গোলে কর্ম্মবন্দ, সে কি রূপ মহাশয়?

কীর্ত্তি—সে কথা আর কি বলবো, বিধবার বিবাহ লয়ে সর্ব্বত্রই মহা গোলযোগ হতেছে, আজি ছেলেদের সংগে সেই বিয়ে, তর্ক করতে করতে এমন রাগের উদয় হলো, যে আর কোন কর্ম্ম করতে পারলেম না। আপনি বিবেচনা করুন দেখি, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। কন্যা কিছু বড় হলে তাকে পাত্রস্থ করণ কালীন সকলের সম্মুখে আনতে কত ঘৃণা হয়। বয়স্থা বিধবার কিরূপে বিবাহ দিবে! সাগর স্বরূপ হিন্দু শাস্ত্র হতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কি বিধি বাহির করেছেন তা বলতে পারিনা, একেবারে সকলে নেচে উঠেছে—আর কোন কথা নাই, ঘরে ঘরে কেবল ঐ কথাই শুনতে পাই।

শ্যা—কি বল্লেন মহাশয়, বিধবা বিবাহের ন্যায় লজ্জাকর বিষয় আর কিছুই নাই? একথা সংগত হলোনা, বিধবা বিবাহ লজ্জাকর বলতেছেন, কিন্তু তাহারা পতি বিহনে যে সকল কর্ম্ম করে তাহা কি লজ্জাকর নয়, বিবাহটাই লজ্জাকর বিষয় হলো?

কীর্ত্তি—ওরে ভাই লুকিয়ে চুরিয়ে কোথায় কি সে সমুদয় দেখতে গেলে কি কর্ম্ম চলে? প্রকাশ্যেই সমুদয় দোষ, গোপনে কে না কি করে, কার ঘরে কি না আছে? অতএব সে কথা ছেড়ে দেও।

শ্যা—তবে আপনার কি এই অভিপ্রায় যে গোপনে ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ ইত্যাদি হওয়া ভাল, কিন্তু প্রকাশ্যে শাস্ত্র সম্মত দ্বিতীয়বার বিবাহ হওয়া ভাল নয়।

কীর্ত্তি—দূর হউক ও কথায় আর কাজ নাই। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) মিত্রজ মহাশয় আবার দেখুন দিকি রাজা কি অবিচার করিতেছেন। শুনতে পাই ব্যাবস্থাপক সমাজে নাকি বিধবা বিবাহের আইন হচ্চে। রাজা বলপূর্ব্বক যে কোন কর্ম্ম হউক অনায়াসে করতে পারেন, অতএব হিন্দুধর্ম্ম যে এককালীন লোপ হবে তার আর সন্দেহ নাই।

শ্যা—মহাশয়! আপনার নিতান্ত ভ্রম হয়েছে। ব্যবস্থাপক সমাজে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় যে আইনের কথা উল্লেখ করলেন, সে আইনের মর্ম্মই আপনি অবগত হন নাই। ঐ আইনের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ বিধবা স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তবে সেই পরিণয় দ্বারা উৎপাদিত যে সন্তান, তিনি

প্রথম বিবাহের সন্তানের ন্যায় পিতার ধনাধিকারী হবেন। এক্ষণে এই আইনে কাহার কি আপত্তি হতে পারে? রাজা বলপূর্ব্বক কাহারও বিবাহ দিতেছেন না, তবে যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করবেন তাঁহার জন্যই এই নিয়ম হতেছে।

কীর্ত্তি—তবেই হলো গো তবেই হলো, কথায় বলে তোকে তাড়াব না তোর উঠান বস্‌বো। একটা উপলক্ষ মাত্র করে বিধবার বিবাহ দেওয়া রাজার চেষ্টা হয়েছে। যা হউক, এতদিনের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সাক্ষাৎ কলি অবতার রূপে ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগকে থাকতে থাকতে এই সকল গুলো দেখতে হলো। আরও বা অদৃষ্টে কি আছে কে বলতে পারে।

শ্যা—আপনার সঙ্গে মিথ্যা মিথ্যা বিতণ্ডা করতে পারিনা। আপনি যদি ইচ্ছা-পূর্ব্বক না বুঝেন, তবে আপনাকে কে বুঝাবে।

[রামদাস বাবাজীর (বৈষ্ণব) প্রবেশ]

রামদাস—(কুঁড়োজালির মধ্যে মালার শব্দ করিতে করিতে) হরিবোল! হরিবোল! প্রভু তোমার ইচ্ছা। কোথাগো ঘোষজা মহাশয় বাটীতে আছেন?

কীর্ত্তি—কে গো বাবাজী নাকি, আসতে আজ্ঞা হউক, উপরে আসুন।

রাম—হরিবোল! হরিবোল! কৃষ্ণ পার কর। কি গো কি গণ্ডগোল করতে-ছিলেন, কোন শাস্ত্রের তর্ক হর্তেছিল? (অতি মৃদুস্বরে) কৃষ্ণ···ষ্ণ···ষ্ণ··· ষ্ণ···ষ্ণ।

কীর্ত্তি—(বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া) মিত্রজ মহাশয়, আমরা যে বিষয়ের তর্ক করিতেছিলাম, বাবাজীকে সেই বিষয়ের মধ্যস্থ করুন।

শ্যা—বাবাজীদের সব চলে, পাঁচসিকা খরচ মাত্র, কাড়তেও যেমন ছাড়তেও তেমন। বাবাজীদের মত আমাদের নিয়ম হলে ভাবনা কি ছিল। প্রথম স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রী পুরুষে বিবাদ হলে যেখানে নূতন কাড়া হয় সেখানে বিধবার বিবাহ কোন্ বিচিত্র কথা।

রাম—(রাগান্বিত হইয়া) হরিবোল! হরিবোল! তুই পাষণ্ড মূর্খ, বৈষ্ণবতন্ত্রের কি ধার ধারিস, মিছা কতকগুলো বকলেই তো হয়না। বেল্লিকের কথা শুনেছ হে? এখানে বসাই নয়। (গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্‌যোগ)

কীর্ত্তি—বাবাজী বসুন বসুন, কোথা গমন করেন, ও সব কথায় কান দেন কেন? এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহের যে উদ্যোগ হচ্চে তাতে আপনার মত কি?

রাম—আমার মতের কথা যদি জিজ্ঞাসা করলে তবে বলি। "অমৃতং পক্ককুষ্মাণ্ডং

কুষ্মাণ্ড স্তকরুনং বিষং” কুষ্মাণ্ডটা পক্কই ভাল। বিবাহ যদি বল্লে তবে কিঞ্চিৎ বয়স্থা নারীটাই উত্তম, নিতান্ত বালিকাটা ভাল নয়, অতএব বয়স্থা নিতান্ত ঘৃণ্যর পাত্রী নহে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি বল লোকাচার—তা সকল কর্ম্ম চালালেই চলে। আমাদের মত যদি সর্ব্বত্র চলে, তবে কি এ কর্ম্মে কোন গোল হয়? সে যা হউক, এখন যেমন চলছে তেমনি চলুক, দেখনা কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

কীর্ত্তি—সে কথা নয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে যে দল হয়েছে, তাতে আমাকে থাকতে বল?

রাম—কৃষ্ণ! তোমার ইচ্ছা! কেন গো ঘোষজা, তোমার বৈবাহিক কোন দলে? তিনি তো সদ্বিবেচক বটেন, তাঁহার মতে মত দাওনা কেন, আর অন্যের মতে আবশ্যক কি?

কীর্ত্তি—তাঁর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ হয়েছে। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে একজন প্রধান গোঁড়া।

রাম—রাধে! রাধে! কি বল্লে গোঁড়া? হা! তিনি তবে মহাত্মা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—তাঁহার তুল্য আর কে আছে—তাঁর যে মত আমারও সেই মত।

কীর্ত্তি—বাবাজী সে গোঁড়া নয়, বিধবার বিবাহে তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ, এইজন্য তাঁকে তৎপক্ষে গোঁড়া বলতেছিলাম।

রাম—হরি! হরি! তাই ভেঙ্গে বল, আমি আর একখানা বুঝেছিলেম, সে যা হউক, এখন কোন দিকেই থাকা নয়, দেখ না কি হতে কি হয়, শেষে যেদিকে জল পড়বে সেই দিকেই ছাতি ধরবে।

কীর্ত্তি—(স্বগত) বাবাজী গোঁড়ার নাম শুনেই অস্থির হয়েছিলেন, শেষটা মীমাংসা করলেন ভাল, (প্রকাশ) বাবাজী বেলাটা অধিক হয়েছে আহার করে আসি।

রাম—আমরাও এক্ষণে বিদায় হই।

(সকলের প্রস্থান)

৩

অন্তঃপুর

[কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রবেশ, পদ্মাবতী উপস্থিত]

কীর্ত্তি—কি গো সকলে কোথা—আমার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে? বেলা অনেকটা হয়েছে।

পদ্মা—এই যে সব হয়েছে, আমার কি এক কম্ম? বৌগুলি মেয়েগুলি সব সমান

—যে কম্ম না দেখি সে কম্মই হয় না—মলেই বাঁচি, আর পারিনে।

কীর্ত্তি—কেনগো তোমার কিসের অভাব, সোনার ঘরকন্না, কি না আছে। (আহারারম্ভ করিয়া) কৈ গো রেবতী কোথা, রাইকিশোরী কোথা, সুলোচনা কোথা, তোরা সব কি করিস গো, বুড়ো মাগির ঘাড়েই কি সব ভার দিতে হয়?

পদ্মা—তারা সব রঙ্গ নিয়ে আছে, তোমার কথা শোনবার জন্যে তাই বসে রয়েছে। কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলেম, তা একেবারে নেচে উঠ্‌লো। বয়েস কালে কেবল কি রঙ্গ নিয়েই থাকতে হয়?

কীর্ত্তি—সে কি গো! মেয়ে মানুষের ওসব কথা কি, তাদের এ কথা কে বল্লে?

পদ্মা—কেন তুমি আমাকে সেদিন বলেছিলে, তাই কথায় কথায় সেই কথা বলেছিলেম, তা বল্লে না পেত্তায় যাবে, একেবারে সব নেচে উঠ্‌লো। তুমি যদি তাদের রকম দেখতে তো অবাক হতে। ওঁরা এক একজন ধনুর্দ্ধর।

কীর্ত্তি—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ইহারা কুলবালা, কাকেও কোন কথা বলে না, ইহারাও নির্ল্লজ্জ হয়ে এই কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ করেছে, বোধ করি ইহাদের মনে মনে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে, নতুবা এ কথা ব্যক্ত করবে কেন। হা! কালের কি বিচিত্র গতি। (প্রকাশ) ও গো মেয়েরা এ দিকে আয় দেখি?

[কন্যাগণের প্রবেশ]

সুলো—কেন বাবা কি জন্যে ডাক্‌চো, এই যে আমরা এসেছি।

কীর্ত্তি—তোরা কেমন মেয়ে গা, মায়ের উপর—

পদ্মা—বুড়ো হলে কি বাহাত্তুরে হয়, কি বলতে কি বল।

কীর্ত্তি—তাই বলতেছিলাম, ওটা কথার ফের, হে গা মেয়েরা, গিন্নির উপর কি সব ভার দিতে হয়, ও আর কতদিন বাঁচবে, তোরা করবিনে তো কে করবে?

সুলো, রেবতী, রাজকিশোরী (একত্রে)—আমরা করিনে তো কে করে? গিন্নির জন্যে বুঝি ও পাড়ায় মানুষে কায করে যায়? উনি কেবল লাগাতে আছেন বৈতো নয়।

পদ্মা—শুনলে ওদের কথার শ্রী, ওদের কথায় আঁটে কে, ওরা কি সব সামান্যি মেয়ে। একবার সে কথাটা জিজ্ঞাসা কর দেখি।

কীর্ত্তি—হেঁ গা তোরা মা—রাম-রাম-এক যাই ভুলে যাই—গিন্নির সঙ্গে তোরা বিধবার বিয়ের কথা কি বলতেছিলি?

সুলো—সে কি গো! আমরা কি বলবো। (উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে দ্রুত গমনে কন্যাগণের প্রস্থান)

পদ্মা—দেখলে ওদের রকম, ওরা কোন দিন কি করে বসে দেখ না।

কীর্ত্তি—মেয়েগুলো বড় বেহায়া হয়েছে বটে, একদিন ভাল করে শিখাব, আজ বারবেলাটা কিছু বলবো না।

(কীর্ত্তিরাম ঘোষের প্রস্থান)

১

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

[রসবতী নাপতেনীর প্রবেশ]

রস—ওগো বেলা যে আর নাই, কতক্ষণ বসে রয়েছি, তোমাদের কি কামাবার বেলা হয় না, আমার কি আর কর্ম্ম নেই, তোমাদের কর্ম্মেই বসে থাকবো ?

সুলো—কি লো রসবতী এসেছিস্, তোরে দেখতে পেলেম্ তবু ভাল। কবে এসেছিলি তা বলতেছিস্ আমাদের কর্ম্মেই বসে থাকবি। যে নোক হয়েছে, নোকের, নোকের ভরে আর চলতে পারিনে। সেদিন হোঁচট খেয়ে পাটা একেবারে গেছে। আয় ছাতের উপর আয়, কাময়ে দিবি।

রস—এখনকার মেয়েদের পায়া ভার নোক কিগা এতই ভারি, চলতে পার না, চল, ছাতের উপর চল।

(উভয়ের ছাতের উপর উত্থান)

সুলো—(কামাইতে কামাইতে) হেঁলো রসবতী, তুই কি রেতে ঘুমুসনে, কামাতে কামাতে ঢুলতেছিস কেন ? বুড়ো বয়সে বুঝি নূতন একটা কেড়েছিস ? সেকেলে মানুষের ধ্যান বোঝাই ভার।

রস—সে কি গো ! তোমাকে যে কামানই দায়। বুড়ো মানুষ, তিনকাল গেছে এক কালে ঠেকেছে, আমি আবার রেতে ঘুমোইনে। দিনের বেলা আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, রেতে কি আর জ্ঞান থাকে ? যেমন শুই অমনি মরে থাকি।

সুলো—তাই বল্‌তেছিলেম, রেতের বেলা তোর আর জ্ঞান থাকেনা।

রস—না, তোমাকে বেনে কথায় পারা দায়। এখন স্থির হয়ে কামাও, আর কথায় কাজ নাই।

সুলো—(ক্ষণেক বিলম্বে) হেঁলো রসবতি, ঐ বোসেদের বাড়ীর বারাণ্ডায় উটি কাদের ছেলে বসে আছে, দেখ দেখি, আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আহা ! রূপ ত নয় যেন সোনার থালখানি। ওকে চিনিস, ঐখানে রোজ বসে থাকে দেখতে পাই।

রস—(বারাণ্ডাভিমুখে চাহিয়া) হেঁগো ওঁকে চিনি, ওখানে আমি কামুয়ে থাকি। উটি রামকান্ত বসের ছেলে। ওগো ছেলোটর কথা যে মিষ্টি, বসে শুনতে হয়, এমন কখন শুনি নাই।

সুলো—ঐ দেখ্ আমাদের দেখে হাস্‌তেছে।

রস—(ঐ দিকে চাহিয়া) আহা কি দাঁতগুলি, যেন মুক্তো সাজিয়ে রেখেছে। ধন্য ওর মা, এমন ছেলে গর্ভে ধারণ করেছে। হাসতেছে বটে তো—তা আমাদের দেখে হাসতেছে বল কেন, তোমাকে দেখেই হাসতেছে—আমার আর কি দেখে হাসবে।

সুলো—তুই কত ন্যাকরাই জানিস। আমার সঙ্গে কি ওর আলাপ আছে—তা আমায় দেখে হাসবে। তুই ওদের বাড়ী আসিস্ যাইস্, তোর সঙ্গে বরং আলাপ থাকতে পারে। সে যা হোক এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, যেন চাঁদ উঠেছে।

রস—ওর কি এমনি, রূপনু গা, তুমি যে একেবারে গলে পড়লে ? তোমারও চোক যে আর কোন দিকে নাই।

সুলো—তুই কি চোকের মাতা খেয়েছিস্ লো, রূপের কথা আবার জিজ্ঞাসা করতেছিস, একবার ভাল কর দেখ দেখি।

রস—(স্বগত) আহা ছেলেবেলা রাঁড় হয়েছে, কখন ত অন্য পুরুষের মুখ দেখে নাই, অমন রূপ দেখে মন চঞ্চল হবে তার আশ্চর্য্য কি। আমরা যে বুড়ো হয়েছি, আমাদেরি মন কেমন করে, ও তো কালকের মেয়ে, ওর দোষ কি। (প্রকাশ) তাইতো গা তোমার কি এতই মনে লেগেছে।

সুলো—দেখ্ দেখি কিভাবে বসে আছে। এমন কখন দেখি নাই রসবতী।

কিবা অপরূপ রূপ আহা মরে যাই।
ও রূপের অপরূপ কভু দেখি নাই ॥
দেখ ওলো রসবতি কি কটাক্ষে চায়।
গৃহেতে থাকিতে আর অন্তর না চায় ॥
কিবা দুটি ভুরু ভঙ্গি কিবা দুটি আঁখি।
ইচ্ছা হয় হৃদয়ের সঙ্গে গেঁথে রাখি ॥
রজত লো কোথা আছে ও জ্যোতির কাছে।
মুক্তিকাতে লুকাইল লজ্জা পায় পাছে ॥
সুধাকর সম দেখ মুখ শশধর।
কলঙ্ক গোঁপের রেখা কিবা মনোহর ॥
আসল কমল সম কিবা দুটি পানি।
ও যাহার পতি তারে ধন্যা বলে মানি ॥
ধন্য ধন্য সে নারীর তপস্যার বল।
দাসী হয়ে তার করি জীবন সফল ॥
উহারে হেরিয়া যেই গৃহে ফিরে যায়।
পাষাণ সমান বলি তাহার হৃদয় ॥
মুখ ছাঁদে ফাঁদিয়াছে কি কটাক্ষ ফাঁদ।

দিনরাত্রি হেরিলেও না ফুরায় সাধ ॥
থাক মেনে কুলমানে কাজ নাই আর ।
মন সাধে শোধি গিয়ে বিরহের ধার ॥

হেঁরে রসবতি! তুই ত ওদের বাড়ীতে আসিস্ যাইস্, আমাদের দেখে হাঁসতেছে কেন জিজ্ঞাসা করতে পারিস? আমার মাথা খাস্ নাপতেনি জিজ্ঞাসা করিস।

রস—(স্বগত) আমি এ কম্ম অনেক করেছি, তোমার অভিপ্রায় বুঝতে বাকি নেই। ভাল দেখা যাউক, ঝোপ বুঝে কোপ হয়েছে, এখন শেষ রক্ষা হলে হয়। আমি যেমন তত্ত্ব করি, অদৃষ্টক্রমে তেমনি মিলে গেছে। (প্রকাশ্যে) তা আমার বলতে কি, আমি এখনি জিজ্ঞাসা করতে পারি, ভাই আমার তো এক কম্ম নয়, আপনার দুঃখে দিনরাত ঘুরে বেড়াই, কোন কম্মই বা করবো। মেয়েটা ওপাড়ায় নেমন্তন্ন গেছিলো, কার হাত বালা দেখে বাড়ী এসে আর সমস্ত রাৎ ঘুমোয়নি। কি করবো বলো; আপনি কাময়ে জুময়ে যা পাই তা খেতে কুলোয় না—কোন দিক রাখ্‌বো। এদিক আনতে ওদিক হয় না।

সুলো—ও-লো এত লোক থাকতে তোর মেয়ের কি বালা হবে না? আহা ছেলেমানুষ, আবদার করেছে, আমি বালা দেব তার একটা ভাবনা কি?

রস—মা তোমরা বই আমার আর কে আছে, তোমরা না দেবে তো দেবে কে। তবে আমি এখন যাই, বেলাটা গেছে।

সুলো—মর মাগি যাই বলতে আছে—আসিঁ বল, এখন যা বল্লেম মনে আছে তো, ওখানে যাবি দিশ্বি করে যা।

রস—সে কি গো আমি কি তোমাদের মত, আজ এক কথা বলি কাল তা রয় না? একবার যা শুনলেম, সে কথা কি আর ভুলি, যাব বৈ কি, কাল সব শুনতে পাবে।

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—কি গো তোর কি আর কামান ফুরায় না? সেই বেলা অবধি কামাচিছস—নাপ্‌তেনীর সঙ্গে কি এত কথা বলিস, আর কি কোন কম্ম নাই?

সুলো—কারও সঙ্গে কি দুটো কথা কইতে নাই, আমাদের কি আর বেঁচেও সাধ নাই, দুদণ্ড কথা কব তাও দোষ?

পদ্মা—কথা বল্লে তুই মা এত রাগিস্ কেন। মা যদি দুটো কথা বলে তা কি শুনতে নাই। যাও মা এখন যাও আপনার কম্ম দেখগে।

সুলো—না মা এখন শুইগে বড় অসুখ করেছে।

(সকলের প্রস্থান)

২

শয়ন মন্দির

[সুলোচনার প্রবেশ]

সুলো—(একক শয্যায় শয়ন করিয়া স্বগত) হা ? আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত আছি—অপরাহ্নে যা দেখলাম তা স্বপ্ন কি সত্য ? (হস্তদ্বারা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া) না স্বপ্ন কোন ক্রমেই নয়—সত্যই দেখেছি ; হা ! স্বপ্ন এর কত্তে ভাল ছিল—চৈতন্য হলে সমুদয় অলীক বোধ হতো, কিন্তু সত্য হলে আর মনকে প্রবোধ দিবার উপায় নাই। আহা ! কাল রাত্রে এই সময়ে অন্তঃকরণ একরূপ ছিল আজ সে রূপ নাই, কাল মন ভাবনারহিত নির্ম্মল আলোকময় ছিল, আজ সে ভাবের বিপরীত অন্ধকারময় দেখিতেছি। হে সুখময় সময় ! বুঝি আজ অবধি তোমার সহিত শেষ বিদায় ললেম—বুঝি স্বচ্ছন্দতা কেমন আর জানব না, নতুবা অগ্রেই আমার অন্তঃকরণ কেন নিরাশ হচ্চে। সে যাহা হউক, ভাবী দুঃখ আর ভাবতে পারিনা, এক্ষণে ভাবনাতেই যে এক আশ্চর্য্য সুখ বোধ হয় তাহারি রসাস্বাদন করি। (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) আহা ! আজ যে অপরূপ রূপ দেখলেম তা এখনও যেন দেখতে পাচ্চি—আহা ! দৃশ্যে তাঁকে যেরূপ সুন্দর দেখলেম, অন্তঃকরণে কি তাঁর সেইরূপ ? আমি যেন তাঁকে চিত্তপুত্তলিকার মত নিরন্তর ধ্যান করিতেছি, আমি তাঁর জন্যে যেরূপ কাতর হয়ে কেবল তাঁহারি চিন্তাতে মগ্ন আছি তিনি কি সেই-রূপ করতেছেন ? কি আমাকে চকিতের ন্যায় দৃষ্ট করে অমনি বিস্মৃত হয়ে অন্যান্য আমোদে মত্ত আছেন—নিত্য যেরূপে থাকেন সেইরূপে আছেন। হা ! আজ এই অপূর্ব্ব শয্যা যেন শরশয্যা বোধ হচ্চে, নিদ্রা কেন চক্ষু হতে পলায়ন করেছে, কেবল ভাবতেই কেন ইচ্ছা হচ্চে—

কাহারে হেরিয়া মন হইল গো উচাটন
কার ভাব অন্তরে উদয়।
এমন কেমনে হলো, হেরে মন হরে নিল,
সামান্য তস্কর এতো নয় ॥
আজি কি নূতন ভাব, আবির্ভাব মনে।
সুখের মিলন কেন অসুখের সনে ॥
শীতল সলিল কেন অনল সহিত।
এই চিত্ত পুলকিত পুনঃ চমকিত ॥
ছিলাম একই ভাবে ভাবনা রহিত।
নির্ম্মল সরস মন কামনা বর্জ্জিত ॥
সেরূপ বিরূপ হল কিসের কারণ।
অমূল্য সন্তোষ কেবা করিল হরণ ॥

প্রেমাঙ্কুরে কোথা হবে নব অনুরাগ।
এ কি দেখি পুষ্প আছে নাহি যে পরাগ॥
বসিলাম আজি বুঝি চিন্তা সিন্ধু তীরে।
ভাসিলাম আজি বুঝি পরিতাপ নীরে॥
নতুবা নৈরাশ কেন উল্লাসেতে হয়।
আহ্লাদ হইবে কোথা বিষাদ উদয়॥

আর কত ভাবেবো, নিদ্রা যাই (ক্ষণেক নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া)। এই যে রজনী প্রভাত হয়েছে, সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিক আলোকময় করে ক্রমে দৃষ্টি পথারূঢ় হচ্চেন, মন্দ মন্দ শীতল প্রভাত সমীরণ প্রবাহে শিশিরাবৃত পল্লব সমূহ হেলয়মান হচ্চে, প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কুসুমদল সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত কয়তেছে, বিহঙ্গগণ নব প্রকাশিত দিবস দৃষ্টে সরসান্তঃকরণে সঙ্গীতালাপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ বিস্তার করতেছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকই আলোকময় দেখতেছি ; যেন সমুদয় পৃথিবী আনন্দধাম বোধ হচ্চে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যেন অন্ধকারময় দেখতেছি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হা! স্মরণ হচ্চে, স্বপ্নযোগে যেন এক অপূর্ব্ব রূপবান পুরুষ্যের সহিত সমস্ত বিভাবরী সহবাস করেছি। হা! তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, উত্তর প্রদান করলেন—তাঁকে স্পর্শ করণার্থ হস্ত বিস্তার করলেম, কোথায় পলায়ন করলেন—অমনি চমকিত হয়ে জাগ্রত হলেম, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করলেম, কাকেও দেখতে পেলেম না। হা! পুনরায় স্বপ্নযোগে দেখবার জন্যে নিদ্রিত হলেম, আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ে কোথায় পলায়ন করলেন আর দেখতে পেলেম না। আর ভাবলে কি হবে, গাত্রোত্থান করি।

৩

বাটীর বহির্ভাগ

[কীর্ত্তিরাম ঘোষ উপস্থিত। গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ]

কীর্ত্তি—আজ কি সুপ্রভাত! আপনার সহিত সাক্ষাৎ হলো, আসুন প্রণাম।

গ্রহাচার্য্য—(পঞ্জিকা হস্তে) মঙ্গল হউক ; আমি তোমার নিয়ত আশীর্ব্বাদক, আশীর্ব্বাদ না করে জল গ্রহণ করিনা, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, একবার দেখতে এলেম, আপনার সমস্ত মঙ্গল ?

কীর্ত্তি—মহাশেয়ের আশীর্ব্বাদেই সমস্ত মঙ্গল। গণক মহাশয়, আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আমার গৃহিণীর পেটের পীড়া হয়েছে, তা বলতেছিল কে গ্রহশান্তি করলে ভাল হয়, বিশেষতঃ তিনি অদ্যপ্রসূতা এইজন্য অধিক ভাবনা হয়েছে। আপনাকে একবার পরীক্ষা করতে হবে।

আচার্য্য—সে জন্য আপনি তিলার্দ্ধ ভাবিত হবেন না, অনায়াসে কুগ্রহের শান্তি করবো। আর গর্ব্ব করা নয়, গর্ভ পরীক্ষা আমার ভালরূপ আইসে, অতএব তা দেখেও নিশ্চিত বলতে পারবো।

কীর্ত্তি—তবে রাজযোটক হয়েছে, এক কর্ম্মে দুই কর্ম্ম হবে, আসুন অন্তঃপুরে আসুন।

(উভয়ের অন্তঃপুরে গমন)

কীর্ত্তি—ওগো এই গণক মশায় এসেছেন, কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

পদ্মা—(অল্প ঘোমটা দিয়া) তা আমরা কি বলবো, তুমি কি জান না।

আচার্য্য—দেখি মা হাত দেখি, লজ্জা কি, আমি কোথায় কি না দেখে থাকি।

পদ্মা—(সভয়ে হস্ত প্রসার করিয়া মৃদুস্বরে) ওমা কি বলতে কি বলবেন।

আচার্য্য—(পদ্মাবতীর হস্ত স্বীয় হস্তের উপর লইয়া) হাঁগো ঘোষজা, তোমার গৃহিণীর লক্ষণটা ভাল দেখ্‌তেছি। সন্তান পরীক্ষাটা অগ্রে করি। (খনার বচন পড়িয়া)—

বাণের পৃষ্ঠে দিয়া বাণ,
পেটের ছেলে টেনে আন্—

পদ্মা—সে কি গো ! কি কর ! ওমা আমি কোথা যাব ! এ কি সর্বনেশে কথা ! আমার আর হাত দেখতে হবে না।

সুলো—(অতি ব্যগ্রচিত্তে) ও মা আমি একবার হাতটা দেখাব।

পদ্মা—(বিরলে) তুই মা কি জন্যে হাত দেখাবি, তোর কি আছে, তা' গণক ঠাকুর কি বলবেন।

সুলো—তবু মা দেখাই না কেন, কেমন গণক দেখা যাবে। (গণকের প্রতি) ওগো গণক ঠাকুর আমার হাতটা একবার দেখ।

আচার্য্য—(স্বগত) মন্দ নয়, এঁর হাত দেখতেও প্রবৃত্তি হয়—চোরের রাত্রিবাস লাভ—প্রকারান্তরে হাতে ধরাটাও ঘট্‌বে। (প্রকাশ) তোমরা স্থির হয়ে বসতে পার না, তা আমি কিঁ দেখে কি বল্‌ব। তোমার হাত দেখতে হবে ? দেখি।

সুলো—এই দেখুন, আপনি যেমন দেখবেন—তেমনি বলবেন, মার মত আমি ভয় করব না। আমার ভরসা আছে।

আচার্য্য—(হস্ত দেখিতে দেখিতে) হুঁ এ মেয়েটার সব সুলক্ষণ দেখিতেছি, একটা কুলক্ষণ—আছে।

কীর্ত্তি—সে কিরূপ মহাশয়, আপনি কি কুলক্ষণ, কি সুলক্ষণ দেখলেন, একবার ভাল করে দেখুন দেখি।

আচার্য্য—কুলক্ষণের মধ্যে মেয়েটির সন্তানের স্থানটা ভাল নয়। একটী সন্তান

মাত্র লিখতেছে কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হবে না।

পদ্মা—কি গো ঠাকুর কি বললেন ! সন্তান কি ?

আচার্য্য—হাঁ এই যে স্পষ্ট সন্তান লিখতেছে, তোমরা বল্লেই শুনবো, আমি যে কর্ম্ম করি তা ভাল বুঝি।

কীর্ত্তি—(স্বগত) ভায়ার যত বিদ্যা তা এক আঁচড়েই টের পাওয়া গেছে। (প্রকাশ) ভাল তারপর দেখুন দেখি হস্তাঙ্কে আর কি লিখ্‌তেছে।

আচার্য্য—অবশ্য দেখ্‌বো। (হস্ত আলোকাভিমুখে লইয়া) (স্বগত) মেয়েটীর কি আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখতেছি ! ক্ষণেক সুখ, ক্ষণেক দুঃখ, ক্ষণেক আহ্লাদ, ক্ষণেক মনস্তাপ। অদৃষ্টটা এই আনন্দময় সৌভাগ্য কিরণে সুখ বিস্তার করতেছে, পুনরায় সন্তাপ ও কলঙ্ক মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারময় হলো ! (প্রকাশ) শারীরিক পীড়া কিছু দেখতে পাই না, যে কিছু পীড়া তা কেবল অন্তঃকরণের।

সুলো—গণকঠাকুর, আমার মৃত্যুটা কোথায় কিরূপে হবে দেখ দেখি !

আচার্য্য—আমরা মৃত্যু গণনা করে কাহাকেও কিছু বলি না। (পুনরায় হস্ত লইয়া) হাতে হাতে একটা বড় ফাঁড়া দেখ্‌তেছি—ইহাতেই যে মৃত্যু লিখতেছে—অপমৃ…

পদ্মা—(হস্ত ধরিয়া) থাক আর তোর হাত দেখিয়ে কাজ নেই। উনিও যেমন গুণতেছেন তুইও তেমনি হাত দেখাতেছিস্‌। আয় আপনাদের কর্ম্ম দেখিগে।

আচার্য্য—হা ! তোমরা স্ত্রীলোক, শাস্ত্রের কি বুঝবে, তোমাদের সঙ্গে সমুদয় বলাই আমার অকর্ত্তব্য হয়েছে।

পদ্মা—হাঁ আপনি সকলি ঠিক বলেছেন। আমার মেয়ে বিধবা, আপনি তার সন্তানের স্থান মন্দ দেখে একটা সন্তান হবে বল্লেন। সুলোচনা তো তেমন মেয়ে নয়, কারও ভালতেও থাকে না কারও মন্দতেও থাকে না। আপনি তার সুখ দুঃখ কলঙ্ক, শেষ অপমৃত্যুও গুণলেন। পোড়া কপাল আর কি ! যেমন কাল পড়েছে তেমনি গণকও হয়েছে।

আচার্য্য—(স্বগত) স্ত্রীলোকের নিকট অদ্য অপদস্থ হলেম। ছি ছি এ ব্যবসা না করাই ভাল, পাঁজী পুঁতি ছিঁড়ে ফেলব, আর এরূপ গণতে যাব না। (প্রকাশ) আজ কেমন লগ্নের ব্যতিক্রম হয়েছে, বোধ হয় সেই জন্যই গণনা যথার্থ হয় নাই। আমি এক্ষণে আসি। আর একদিন এসে দেখ্‌ব।

(গণকের প্রস্থান)

৪

রামকান্ত বসুর বাটী

[রসবতী নাপ্তেনীর প্রবেশ]

রস—(বাটীতে প্রবেশ করিয়া) ওগো কত্তা ঘরে আছেন ?

মন্মথ—কেও কার তত্ত্ব কর ? কর্ত্তা বাটী নাই, তাঁর সহিত কি প্রয়োজন আছে ?

রস—(অল্প ঘোমটা টানিয়া) মন্মথ বাবু ? তোমার বাপের সঙ্গে একটা কথা ছিল, তা ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গেও একটা কথা আছে বলে যাই।

মন্মথ—কি রে রসবতী, তোর কি সকলের সঙ্গেই কথা থাকে ? তুই কত বরাতেই ফিরিস্।

রস—এমন কিছু নয় বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেছিলেম্ কি, পাড়ার মেয়েছেলেদের সঙ্গে কি এম্নি করে তামাসা কত্তে হয় ? সোমত্ত বৌ ঝি ছাতে উঠে, তা কি একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে হয়, না তাদের দেখে হাসতে হয়।

মন্মথ—হেঁরে রসবতি ! আমিও ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তোকে তত্ত্ব করেছিলেম্, তুই সেদিন কাদের ছাতে কার নখ্ কাটতেছিলি ? তোকে আমি দূর থেকে চিনতে পেরেছিলেম।

রস—যার নখ কাটি না কেন, তুমি ভাই হাসতেছিলে কেন আগে বল, না বল্লে কিছু বলবো না।

মন্মথ—তা কি কেউ কারে দেখে হাসে না, হাসতেই কি এত দোষ, সে যা হউক সে মেয়েটী কার, তার নাম কি ?

রস—তাই বলি ভাই ; এখনকার সব ছেলেপিলে এক এক রকম। তার নামটী তো এমন নয়, যেমন তাকে দেখেছ তার নামটিও তেমন। তার নাম বল্লে কি হবে ভাই ?

মন্মথ—নাম বলতে দোষ কিরে রসবতী, নামতো আর খেয়ে ফেলবো না, শুনবো বৈতো নয়। (অতি ব্যগ্র চিত্তে) বল্না রসবতী, তোর কি আর পায় পড়বো ?

রস—ছি ছি, এমন কথা কি বলতে আছে, তুমি মাতার ধন, যেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, তুমি পায় পড়বে ? তাঁর নামটী শুনলেই কি ভাই রাজা হবে ?

মন্মথ—নাম তুই আগে বল্বিনে, ভাল আমি হাসতেছিলেম তোকে কে কে বল্লে ?

রস—কেন তুমি যাকে দেখে হাসতেছিলে, তার কি আর চোক নাই, সে আপনি দেখেছে।

মন্মথ—তোরা কি বলাবলি করতেছিলি দেখতে পেয়েছিলেম। নাপতেনি, তুই সেখানে ছিলি ভালই হয়েছে, (হাসিতে হাসিতে) সব কথা বল্বি।

রস—সে কি গো ! আমি কি ঐ কাজেই বেড়াই ? এই জন্যে বুঝি নাম জিজ্ঞাসা করতেছিলে ? না ভাই রসবতী তো সে রকমের মানুষ নয়।

আমি অতি শিষ্ট মতি নাম মম রসবতী
উনছা বাত্তি আলতা কামাই।
বয়স হয়েছে ঢের নাই জানি ঘোর ফের,
আপনার জবালায় বেড়াই ॥
বিধাতা দিয়াছে আঁখি, দেখি সব নাহি মাখি,
সাক্ষী ধৰ্ম্ম তোমার দোহাই।
সে কথা যথার্থ বটে, আছে নানা গুণ ঘটে,
কিন্তু কোন ফাঁদে যাই নাই ॥
বেড়াই সকল বাটী, কাজে কিন্তু বড় খাঁটি
আঁটা আঁটি সব মোর কৰ্ম্ম।
একবার যাহা বলি, যদ্যপি উল্টায় কলি,
তবু আমি নাহি খাই ধৰ্ম্ম ॥
ছেলেবেলা পতিহীন, কিন্তু নহি পরাধীন,
রোজগার নাহি ছাড়া কভু।
এই অন্ন নাই ঘরে ভূতে এনে দেয় পরে,
জানি মাত্র যা করেন প্রভু।
দ্বেষী লোকে করে দ্বেষ, পাপ কিন্তু নাহি লেশ,
ঠিক আছি কাঁটার ওজনে।
কোন দিকে নাহি ফাটা, ইহাতে যে দেয় কাঁটা,
দুঃখ নাহি তাহার মরণে ॥
তাই বলি মনমথ, সে হইল মনোমত,
মনোমত লোক দেখ তবে।
চন্দ্র সূৰ্য্য হও সাক্ষ্য, চারিদিকে প্রতিপক্ষ,
আমা হতে এ কৰ্ম্ম না হবে ॥

না ভাই আসি যাই,—অনুগ্রহ কর এই অনেক। কথায় বলে "রাজায় রাজায় ঝকড়া হয় উলুখাঁকড়ার প্রাণ যায়" কি করতে কি হবে, লাভে হতে অভাগিনীর প্রাণটা যাবে।

মন্মথ—সে কিরে রসবতি? আমি তোকে এই কৰ্ম্মের কৰ্ম্মী বল্লেম, একটা কথার কথা বলে, "ঘরে কেও, না কিছু খাই নাই" তুই যে সেই প্রকার করলি? তুই বল্লি এমন কাজ কখন করিস্ নাই; তা ভাই আমি কি এই কাজ অনেক করেছি। সে কথা থাকুক, এখন সে আমার কথা তোর সঙ্গে কি বলতেছিল বলু দেখি।

রস—তাই বলি ভাই তুমি বড় সেয়ানা, ঘুরয়ে ফিরয়ে আমাকে সেই বোল বলাবে, সে যা হউক তোমা হতে এক কৰ্ম্মের শিক্ষা পেলেম্, এই এক লাভ বলতে

হবে। সেদিন তোমার কথা সে অনেক জিজ্ঞাসা করেছিল, তা আমি যত জানতেম বল্লেম।

মন্মথ—তার নামটি কি এখন বল দেখি।

রস—যেমন তিনি তাঁর নামটিও তেমনি।

লোচন হইল তার কিসের কারণ।
সুলোচনা হেরিল না যেই অভাজন॥

শুনলে গা, তাঁর নাম সুলোচনা। আমি ভাই অনেক মেয়ে দেখেছি, তা এতরূপ এতগুণ একত্তরে কোথাও দেখিনি।

মন্মথ—সুলোচনা! সুলোচনা! আহা নামটী শুনেই পাগল হতে হয়।

হইল গ্রথিত নাম স্মরণের পথে।
উত্থান করিল মন আশারূপ রথে॥
মঙ্গল বাতাস ভরে করিব গমন।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥"

ওলো রসবতি! এত দিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেম, আপনার মন আপনার বলতে পারতেম, আজ ভাই তুই সেই সুখ নষ্ট করলি, এখন তোর হাতে সব সমর্পণ করলেম, যদি দয়া করিস্ তবেই মঙ্গল, নচেৎ জানলেম তোর হতেই আমার সব সুখ নষ্ট হলো।

রস—এ কি গো, শুনেছি পুরুষের আট গুণ মেয়ের, তোমার যে আর একরকম দেখতেছি, তুমি যে তাঁর করতে অধিক উতলা হলে। ভাই এসব উতলার কাজ নয়, স্থির হও, দেখ কি হতে কি হয়।

মন্মথ—একটা কথায় বলে "গাই বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়া দুদ দেয়"। ভাই তোর অনুগ্রহ থাকলে সব মঙ্গল হবে, এখন আর একটা কথা বলি, আজ যদি সেই সুলোচনাকে ছাতের উপর আনতে পারিস্, তবে তাকে একবার ভাল করে দেখে জীবন সার্থক করি।

রস—তার আটক কি, আমি আজ বিকেলে তাকে সঙ্গে করে ছাতে উঠুবো, তুমি এই বারাণ্ডায় থেকো, আগে চোখের মিলন হোক্ পরে ভাই তোমাদের কপাল আর আমার হাতযশ। এখন ভাই আমি যাই।

মন্মথ—দেখিস্ যা বল্লি যেন মনে থাকে।

রস—তার জন্যে চিন্তা নাই, আমার মুখে যে দিন দুই কথা শুনবে সেদিন জিব কেটে ফেলো। এখন চল্লেম।

(রসবতীর প্রস্থান)

রস—(যাইতে যাইতে) (স্বগত) এখন তো দুই দিকে কাজ গোছান হলো, এখন উভয়ে উভয়ের জন্য অস্থির হয়েছে—মিলনের জন্য ব্যগ্র হয়েছে, এখন যা ইচ্ছে করি তাই করতে পারি, কিন্তু হঠাৎ হাত ছাড়া করা হবে না—আগে

মুড়িটি বানিয়ে পরে কোপ। এখনকার কাল বড় মন্দ হয়েছে, একবার কর্ম্ম উদ্ধার হলে আর কাহারও দিকে চায় না। (ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) হা! প্রণয়ের প্রথম অনুরাগে কি অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়—উভয়ের সরল অন্তঃকরণ—কখন কোন প্রতারণার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই—নৈরাশ কাহাকে বলে জানে না—একেবারে অন্ধ স্বরূপ হয়েছে। এত যে বয়স হয়েছে, এদের অনুরাগ দেখে আমারও যৌবনকালের অনুরাগ স্মরণ হতেছে। হা এমন সুখ কি অধিক কাল স্থায়ী হবে? কখনই নহে। এ বিষয়ে যাদের কিছুমাত্র দর্শন আছে তারাই জানে যে অকস্মাৎ কত অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হয়ে প্রণয়পথ অবরোধ করে—পরম রমণীয় সুখময় সময় এক সামান্য কথায় বিষময় করে—যুগ সহস্রে যে প্রণয়শৃংখল ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এক তুচ্ছ কথায় তাহা অনায়াসে নষ্ট করে। যাহা হউক, প্রথমটাই ভাল, শেষটা কিছু নয়।

প্রথম মিলনে দেখ অনুরাগ কত।
উভয়ে উভয়ে প্রেমে দিনরাত্রি রত॥
ক্ষণেক অন্তর হলে অন্তর কাতর।
পলকে প্রণয় বোধ অল্পেতে বিস্তর॥
এমনি নূতন প্রেমে বন্ধ করে প্রাণ।
প্রিয়জন ভিন্ন সব বিষময় জ্ঞান॥
যদ্যপি কথার ছলে কথান্তর হয়।
অভিমান আসি করে প্রণয়েরে জয়॥
ভালবাসা যত তার তত অভিমান।
নূতন প্রেমের এই নিশ্চিত সন্ধান॥

ভাল! সুলোচনাকে এখন কি বলা উচিত? এ কর্ম্মে সকল সত্য বল্লে চলে না, দুই একটা আপনার কারিগরি চাই, এসব কাজে একগুণ শুনে দশগুণ বলতে হয়— তিলকে তাল কত্তে হয়। এখনকার বাজারে লোকে কথা বেচে খায়, শাদা কথায় কাজ হয় না। যাই এখন সুলোচনার কাছে যাই, দেখিগে সে কি ভাবে আছে।

৫

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর

[সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত]

সুখ—তোর ভাই কাল অবধি এমন বিরস বদন দেখতেছি কেন? কারও সঙ্গে ভাল করে কথা কোসনে—একবার ভুলেও হাসিসুনে—একাই সর্ব্বদা বসে থাকিস— মায়ের সঙ্গে কি ঝকড়া করেছিস? না কর্ত্তা মুকু করেছেন?

আহা ! তোর চোক দুটি যেন রাঙা জবাফুল হয়েছে। কাল রাতে ঘুম হয় নাই বটে ? না সমস্ত রাত কেঁদেছিস্, এমন তো তোর কখন হয় না।

সুলো—(হাসিতে হাসিতে) সে কি ভাই, আমার কি হয়েছে (চক্ষু পুঁছিয়া) কাঁদবো আবার কার জন্যে ? আমার জন্যে কেউ কাঁদে, তবে তার জন্যেও কাঁদি। তোর ভাই ঠাট দেখে বাঁচিনে, কত রঙ্গই জানিস্। কাল ভাই বুকে একটা ব্যথা ধরে সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, তাই বুঝি চক্ষু রাঙা হয়েছে।

সুখ— ঠাকুরঝি বুকের ব্যথা যে অনেক রকম হয়, এক রকম তো নয়। লোকে বলে বুকের ঘা, তোর তো ভাই সে ঘা নয় ? (ক্ষনেক সুলোচনার প্রতি এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) না ভাই এমন ভুল কখন হয় না— মুখটি একেবারে আদখানি হয়েছে—বর্ণ যেন কালির পোঁচ, এমন তো ভাই কোন ব্যামো দেখিনে যে একদিনে শরীর এমন করে ফেলে। যা হউক, কখন কোন কথা ভাঁড়াসনে আজ এইটি ভাঁড়ালি।

সুলো—না ভাই, আমার আর কি কথা আছে তা গোপন করবো। কর্ম্মের মধ্যে দুটো খাই আর ঘুমুই। কথায় বলে "ঘর নাই তার উত্তর শিয়র"— ভাব্বার কে আছে তা ভাব্বো। সমুদ্রে পড়ে আছি তা শিশিরে ভয় কি ? পরমেশ্বর যে অবস্থায় আমাদের রেখেছেন, তাতে কি ভাই নূতন ভাবনা কিছু আছে ? জীয়ন্তে কি ভাবনা যাবে, এ ভাবনার কি কূল কিনারা আছে ?

কূলে তীর হতে দেখ অকূল পাথার।
বিরহ উহার নাম নাহি পারাপার ॥
হুতাশ বাতাস তাহে অহর্নিশি বহে।
তরুণ তরুণী তরি কতদিন রহে ॥
বিলাপ তরঙ্গে ভাঙ্গে ধর্ম্মরূপ জালি।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সতীত্বের পালি ॥
বানচালি হয়ে শেষে কলঙ্ক চড়ায়।
ডুবিবে তরুণী তরি উঠিবার নয় ॥

ভাই ভাবনা আর কিসের বল দেখি ?

সুখ—এত দিন তো ঠাকুরঝি তোর এমন ভাব দেখি নাই, একেবারে অকস্মাৎ কি সব শোক উথলে উঠ্‌লে ? এমন তো কখন হয় না।

সুলো—(স্বগত) হা ! অন্তঃকরণ যে দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হচ্চে তা তোমার নিকটে যদ্যপি নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারতেম, তথাপি কিঞ্চিৎ সুস্থ হতেম। যার বিরহে দিবারাত্রি হাহাকার করতেছি, কোন দিন তাকেই যদি এই সমুদয় বলতে পারি তবেই ভাল, নতুবা মনের যন্ত্রণা মনেই নিবারণ করবো।

রোদন হইল সার বিরহে যাহার।
যার জন্য দিনরাত্রি করি হাহাকার ॥

আমার যৌবন রথে যে হইল রথী।
অপূর্ব্ব প্রণয় ব্রতে সে হইল ব্রতী ॥
অকূল পাথারে যদি কূল দেন কালী।
কভু যদি পাই সেই নয়ন পুত্তলী ॥
কহিব সকল কথা যত আছে মনে।
সেই ভিন্ন বলিব না অন্য কোন জনে ॥
কহিব তাহার তরে কাঁদিয়াছি যত।
কহিব তাহার তরে ভাবিয়াছি কত ॥
কহিব যেমনে আছি বিরহে তাহার।
হইব তাহার সংগে প্রেমসিন্ধু পার ॥

(প্রকাশ) না ভ ই তোর কথা বুঝতে পারলেন না, আমরা এত জানিনে। সে যা হউক, তোর বাপের বাড়ীর সকলে নাকি একঘরে হয়েছে, তুই তার কিছু শুনিসনে?

সুখ—(দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) হ্যাঁ ভাই, কাল খোকার ঝি এসেছিল, তাইতে শুনলেম, বাবা নাকি বিধবার বিয়ের দলে মিলে পাড়ার সকলের সংগে বিবাদ করেছেন। শেষে ভাই কি ঘটে বলতে পারিনে।

সুলো—তবে তো তুই পাথরে পাঁচকিল মেরেছিস্। তুই ভাই একবার বাপের বাড়ী যেতে পাল্লেই কাজ গোছাবি, আর কাকেও কিছু বলতে হবে না। আমাদের অমন জোটে না।

সুখ—ঠাকুরঝি, তুই এতও জানিস্। বে হতে ভাই আগে তোর বর হবে, তোর ভেয়েরা তো একেবারে বিধবা বিবাহ দিতে পাগল হয়েছে, দেখ একদিন ক্ষেপে উঠে যদি তোকেই ধরে বসে, তাহলে ঠাকুরঝি ভাইয়েদের অনুরোধ তো ছাড়াতে পারবিনে নিদেন চক্ষুলজ্জায়ও কিছু বলতে পারবিনে।

সুলো—সে ভাই যাদের যেমন বলে তারা তেম্নি বলে, তুই ভাই বৌ মানুষ, চক্ষু লজ্জা তোর অধিক হতে পারে। সে যা হউক, এখন ভাই আমাদের বের জন্যে অনেক চেষ্টা করতেছে, শেষে কি হয় বলা যায় না।

সুখ—এখন ভাই তা কে বলতে পারে। শুনতে পাই আমাদের দেশে এরকম গোল মাঝে মাঝে হয়ে থাকে শেষ কিচ্ছু রয় না। শুনেছি রাজা রাজবল্লভ একবার এই চেষ্টা করেছিলেন তা কেবল বৈদ্যের পৈতে দিয়ে ক্ষান্ত হলেন, আমাদের অদৃষ্টে আর কিছু হলো না।

সুলো—ভাই আমাদের অদৃষ্টে যে কিছু হয় এমন তো বুঝি না। পরমেশ্বর যেন কাকেও এদেশে বিধবা না করেন, বিধবা না হয়ে মরাও ভাল। এখন ভাই যাই।

(সুলোচনার প্রস্থান)

৬

শয়ন মন্দিরে

[সুলোচনার প্রবেশ]

সুলো—(স্বগত) নাপ্‌তেনী যে এখনও আসতেছে না, কারণ কি? বুঝি কি অমঙ্গল হয়েছে। হা! আমি সেই গুণনিধির জন্যে যেরূপ অস্থির ও উতলা হয়েছি, বোধ হয় আমার প্রতি তাঁহার সেরূপ ভাব হয় নাই। কি জন্যেই বা হবে? কেবল চকের দেখা বৈতো নয়। রমণীর অন্তঃকরণ যেমন অল্পেই দ্রব হয়, পুরুষের ত সেরূপ নয়। (পুনরায় ভাবিতে ভাবিতে) না, কথায় বলে "বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ" নাপ্তেনী কর্ম্ম শেষ করেও আসতে পারে। দেখি এই ভৌতিক আশার কোথায় শেষ হয়।

[রসবতীর প্রবেশ]

রস—কোথা গো, গিন্নী কোথা, দিদিরা কোথা, কাকেও যে দেখতে পাইনে।

সুলো—(স্বগত) ঐ এসেছে, কি করে এসেছে এখনি শুনতে পাবো। (প্রকাশ) কি লো রসবতী, এই ঘরে আয়, কার তল্লাশ করচিস্?

রস—(হাসিতে হাসিতে) এই যে গো, তুমি যে এখানে একলা কোণের বৌটির মত বসে আছ?

সুলো—তোকে দেখতে পেলেম তবু ভাল। কাজ পড়লেই কি এত মাগ্গি হতে হয় লো? তোর দোষ নাই এ কর্ম্মেরি দোষ।

রস—সে কি গো, এত রাগ কেন? আমি তোমার ভিন্ন কি আর কারুর কর্ম্মে গিছলেম। একি কালের ধর্ম্ম? "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর?" যে কর্ম্মের জন্য পাঠিয়েছিলে তার একটা শেষ না করে কি আসা হয়?

সুলো—নাপ্তেনি! তুই কথায় সর্ব্বস্ব দিস্, কাজে তত হয় না। তুই যে অবধি গিয়েছিস্ সেই অবধি যে কিরূপে আছি তা তোকে বলে কত জানাবো। তোর আসা পথ চেয়ে আমি সেই অবধি বসে রয়েছি। এখন কাজের কথা কি বল্ দেখি।

রস—না ভাই তোমাদের কথায় থাকাই কুকর্ম্ম, একেবারে তিলকে তাল করে ফেল। কাল সহকারে ভালর চেষ্টা পেলেই আগে মন্দ ঘটে। আমি তোমার জন্যে এই সাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি, প্রাণের ভয় করি নাই—মানের ভয় করি নাই—পরিণামে কি ঘটে তারও ভয় করি নাই—প্রাণপণে তোমার কর্ম্ম সাধনে পণ করেছি, ভাই তার প্রতিফল আসবা মাত্র যে মুখ ঝামটা দিলে তাতেই ঢের হয়েছে, এখন "ছেড়ে দেও ভাই কেঁদে বাঁচি।"—

(রসবতীর গমনোদ্যোগ)

সুলো—(রসবতীর অঞ্চল ধরিয়া) মর মাগি, তামাসা বুঝিসনে? মনের জ্বালায় কে কি না বলে। আমার মাতার দিব্বি যাসনে। ঘাট হয়েছে, এখন কি করে

এসোছস্ বল, আর কাটা ঘায়ে ন্যূনের ছিটে দিসনে। কি ক্ষণে যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ভুলেও ভুলতে পারিনে।

কি ক্ষণে কেমন দিনে হইল দরশন।
দুঃসহ বিরহানল করিছে দাহন॥
মহা বলে জ্বলে অগ্নি জলে না জুড়ায়।
সেরূপ ভাবনা ঘৃত আহুতি বাড়ায়॥
অবলা ললনা সনে এ কোন ছলনা।
জ্বালার উপর জ্বালা কেন লো বলনা॥
প্রণয় গভীর সিন্ধু নাহি পারাপার।
কলঙ্ক তরঙ্গ রঙ্গে করিছে বিহার॥
গঞ্জনা প্রবল বায়ু বহে নিরন্তর।
বিরহের চোরা বালি বড়ই দুষ্কর॥
বিধি যদি লিখে থাকে অধিনীর ঘটে।
জুড়াব জীবন গিয়া মিলনের তটে॥
এই ব্রতে ব্রতী আমি নহি তো কখন।
কভু নাহি জানিতাম বিরহ কেমন॥
আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন।
প্রথমেই করিতাম বন্ধন মোচন॥
মাজয়াছি সেই দিন ধারয়াছি ফণা।
ভাজয়াছি যেই দিন সেই গুণমণি॥
রমণীর সঙ্গে কেন প্রবঞ্চনা আর।
মোচন করলো মম বিরহ বিকার॥

নাপতেনি! আর কথায় মন ভেজেনা; যদি স্ত্রী হত্যা কত্তে বসে থাকিস তবে উঠে যা; মিছে যন্ত্রণা দেবার ফল কি।

রসবতী—(পুনরায় বসিয়া) ভাই তোমার যেমন জ্বালা আমারও তেমনি। আপনার দুঃখে ঘুরে বেড়াই, তাতে তোমার কর্ম্মে আহার নিদ্রা আর মনে নাই। ভাই যার ভালর জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতেছি, সে যদি তা না বুঝে উল্টে রাগ করে, তবে মনটা কেমন হয়, তা তুমি বুঝে দেখ দেখি। সে যা হউক এখন স্থির হও, যে বিষয়ের জন্যে এত উতলা হয়েছ তার সব বলি, শোন। সেদিন তোমার কাছ থেকে বসেদের বাড়ীতে গেলেম্। তা বোন্ বলবো কি, ওদের বাড়ীতে আমি যাই বটে, সে ছেলেটিকে কাছে কখন দেখি নাই, সেদিন দেখে এক দণ্ড মুখে কথা সরলো না। ভাই রূপের কথা কি বলবো, রং যেন দুদে আলতা ফেটে পড়তেছে। আর কি নাক, কি চোক, কি চলন, কি চাউনি! এত যে বয়েস হয়েছে এমন কখন দেখি নাই। আহা!

হাসিটী এখনও মনে রয়েছে। পরে ভাই আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন. "কি খবর রে রসবতি?" আমি বল্লেম খবর ভাল, একথা সেকথা জিজ্ঞাসা। এই কথা শুনে অমনি আমার কাছে এসে বল্লেন কি কথা বল্, তা ভাই আমার কাছে যখন এলেন আমার গাটা শিউরে উঠ্‌লো।

সুলো—দেখিস্ লো যেমন ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করা হয় না—এক কর্ম্মে গিয়ে যেন আর একখানা করে বসিস নে।

রস—এ কালের মেয়েদের সঙ্গে কথা কহাই দায়। আমার কি আর বয়েস আছে, না ওরূপ চেষ্টা আছে। যদি থাকেই, তা ভাই, আমাদের কাছে কে আসে। তোমরা যেমন রূপের গৌরবে যা মনে কর তাই কত্তে পার, আমাদের কি তা হবার যো আছে।

সুলো—তা বল্লে কি হয় ভাই, যে পরিবেশন করে সে চোর হলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাঘাত হয়। ভাই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, অদৃষ্টকে আর বিশ্বাস হয় না, এখন "পথের কুটা গাছটাও শত্রু বোধ হয়"। কি জানি যদি মরণকালে গঙ্গার দিকে পা করে বসিস্। যা হউক ভাই যেন ধর্ম্ম খাসনে।

রস—(স্বগত) বড় না কি ধর্ম্ম করতে বসেছি তা ধর্ম্ম খাব না, ধর্ম্ম থাকলে তো ধর্ম্ম খাব। (প্রকাশ) থাক ভাই আর ঠাটে কাজ নাই। ময়রার কি সন্দেশ খেতে প্রবৃত্তি হয়? আমাদের কি আর কিছু সাধ আছে? কথায় বলে "আঁব ফুরালে আমশি আর যৌবন ফুরালে কাঁদ্দে বসি।" ভাই আমার কি আব সেকাল আছে? কেঁদে কোক্‌য়ে কি এসব কাজ হয়? দূর হোগ আর বাজে কথায় কাজ নাই, কাজের কথা বলি শোন। তারপর ভাই আমার কি কিছু বলতে ভরসা হয়, না বল্লেও নয়, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেম, হেঁগা বাবু একটা কথা বলি, বারাণ্ডায় উঠে সেদিন কি দেখ্‌তেছিলে, পাড়ার মেয়ে ছেলে ছাতে উঠে, তা কি অমন করে চেয়ে থাকতে হয়? ভাই বল্লে না পেত্তায় যাবে, এই কথা শুনে বুঝি সব মনে পড়লো, অমনি চমকে ওঠে ত্রস্ত জিজ্ঞাসা করলেন, হেঁরে রসবতী! তুই সেদিন যার কাছে বসেছিলি সেটি কে—তার নাম কি—কাদের মেয়ে—সধবা না বিধবা? আমি বল্লেম এত কথা ভাই একেবারে জিজ্ঞাসা করলে, কোন কথার উত্তর দেব, এক একটা করে বলি। পরে ভাই তোমার কথা শুনে, এমনি উতলা হলেন যে তাঁকে স্থির করে রাখা ভার হলো। তুমি বা তাঁর জন্যে কত ভেবেছ—কত কেঁদেছ—তোমার জন্যে তিনি যে কি করতেছেন, যদি একবার দেখ, তবে তোমারি আর দুঃখ থাকবে না।

সুলো—(সজল নয়নে) কি বল্লি নাপ্তেনি, আমার জন্যে তিনি কি আমার মত কাতর হয়েছেন? এ যে আমি স্বপ্নেও জানতেম না। বিধাতা কি আমার প্রতি এতদিনের পর সদয় হলেন; এখন কি তাঁরে আমার বলে ভাবতে পারবো?

কি বললি রসবতী রসে টলে মন।
সে কি এত ভাবিতেছে আমারি কারণ॥
তার জন্যে ভাবিয়াছি কাঁদিয়াছি কত।
সে কি সখি মম জন্যে ভাবিতেছে তত॥
রজনী করেছি ভোর মন-চোর তরে।
হরি হরি মরি মরি সে কি স্মরে মোরে॥
অনিবার অশ্রুধার পড়িয়াছে কত।
সে কি এবে হইয়াছে মম প্রেমে রত॥
ভালবাসি যারে যদি ভালবাসে সেই।
ভালবাসা আশা তবে পূর্ণ হলো সই॥
যার জন্য নিরন্তর অন্তর বিকল।
বাসিলে সে ভাল হয় প্রণয় সকল॥
যে রোপিল প্রেমাংকুর যে সেচিল বারি।
অমূল্য যৌবন ফলে সেই অধিকারী॥
করিল অন্তর হতে অন্তর হরণ।
মনে মনে আমি তারে করিনু বরণ॥
আমি তাঁর সে আমার কি করিবে পরে।
এতদিনে একজন ভালবাসে মোরে॥

রসবতি! তোরে আর কি বলবো, এখন যে পর্য্যন্ত তাঁর সংগে দেখা না হচ্চে সে পর্য্যন্ত যে কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো ভেবে স্থির করতে পারিনা। দেখ্‌ ভাই, আগে একটা সন্দেহ ছিল যে কি জানি যার জন্যে এত উতলা হয়েছি সে যদি অপহেলা করে, এখন তো আর সে সন্দেহ 'নাই। রসবতি! তুই যদি কখনও ভালবেসে থাকিস তবে অবশ্যই জানিস্‌ যে, যে যাকে ভালবাসে তাঁর অদর্শনে কত ক্লেশ হয়। তারপর শেষ কি হলো বল দেখি। তাঁর সংগে দেখা হবার কি উপায় স্থির করেছিস?

রস।—হেঁগা কথায় বলে "ভবী ভোলবার নয়" তোমার যে তাই হয়েছে, যে সে কথা হউক আপনার কাজ ভোল না। তাঁর সংগে এখন সেরূপ দেখা হবার বিলম্ব আছে, আপাততঃ যদি কেবল দেখতে চাও ভাল করে দেখাতে পারি। আগে শুভ দৃষ্টি হওয়া ভাল নয়?

সুলো—তাঁরে দেখাবি বল্লি, কেমন করে বল দেখি?

রস।—কেন তোমাদের ছাতে চল, সেইখান থেকে দেখাবো। তিনি বারাণ্ডায় থাকবেন বলেছেন।

সুলো—তবে চল, আগে চক্ষু সার্থক করি, পরে যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।

[উভয়ের ছাতের উপর গমন]

সুলো—(স্বগত) আহা ! কি মনোহর সায়ংকাল ক্রমে নিকটীবর্ত্তী হচ্চে। দিবাকর পশ্চিম দিকে রক্তিমাবর্ণ করে ক্রমশঃ অস্তাচলে গমনোদ্যোগী হচ্চেন, সুখময় মলয় মারুত মন্দ মন্দ সঞ্চারে প্রফুল্ল কুসুম দল ক্ষরিত মকরন্দ বহন করত চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে—ভ্রমর ভ্রমরী নব মুকুলিত বকুল পুর্ণ সুধাপানে উন্মত্ত হয়ে অসীম আনন্দ ভরে গুণ গুণ স্বরে সংগীত করিতেছে ; নব মঞ্জরীতে সুশোভিত তরুবরোপরি পিকবর কি সুমধুর স্বরে কুহু কুহু ধ্বনি করিতেছে। হা ! মলয় সমীরণ বুঝি আমার অবস্থা দর্শন করে মৃদুভাবে প্রাণকান্তের নিকট বার্ত্তা বহন করিতেছে। পিকবর মধুকর বুঝি আমার মংগল সাধন জন্য প্রাণেশ্বরের নিকট আব্দাশ করিতেছে, তরুশাখা সকল বুঝি আমার ভাবি শুভাদৃষ্ট দৃষ্টি করে মহোল্লাসে নব পরিচ্ছদ ধারণ করেছে, প্রক্বতির সমুদয় স্বভাব সুপ্রসন্ন দেখ্‌তেছি দেখি আমার অদৃষ্টে কি ঘটে। (প্রকাশ) রসবতি, এই তো এলেম, কৈ কি দেখাবি বল্লি যে।

রস—ভাই স্থির হও, তোমার কি আর দেরী সয় না। এখনি বারাণ্ডায় উঠবেন ; আমার সংগে কথা আছে।

৭

রামকান্ত বসুর বাটী

[মন্মথ উপস্থিত]

মন্মথ—(আপন গৃহে একক বসিয়া স্বগত) আঃ কিছু আর ভাল লাগতেছে না কেন ? আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সরস থাকে, আজ এখন ভিন্নভাব দেখতেছি কেন ? রসবতী-নাপতেনি আমাকে যা বলে গেল তা কি সত্য, কি প্রবঞ্চনা করে মন বুঝে গেল। না, তাই বা কিরূপে সম্ভব হতে পারে, আমি আপন চক্ষুকে কিরূপে অপ্রত্যয় করবো, সে দিবস যে অপরূপ রূপ দর্শন করেছি তা জীবন থাকতে বিস্মৃত হবো না। একবার অবলোকন মাত্রে চিত্তপটে সেই মনোমোহিনীর চন্দ্রবদন চিত্রিত হয়েছে—অন্তঃকরণ সেই মরালগমনা কমলাক্ষীর প্রণয় শৃংখলে আবন্ধ হয়েছে। রসবতী বল্লে, সে অতি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে ! হা ! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমত রূপবতীর অদৃষ্টে বৈধব্য যন্ত্রণা নির্দ্দেশ করেছেন, অবলা রমণীর ইহকালে পতি সম্ভোগ সুখ হলো না। হা ! নিষ্ঠুর দেশের কি দুর্নীতি ! সৎকালীন বিবাহ হলো—সৎকালীন আপন অদৃষ্টকে যাবজ্জীবন জন্য একজনের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন বিবাহ কাকে বলে কিছুমাত্র জান্ত না—পতি কাহাকে বলে কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিল না, বিবাহ হলো এইমাত্র জেনে যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হা ! জগদীশ্বর কি ভারতরাজ্যের রমণীদিগের

প্রতি এমত দয়াশূন্য হয়েছেন ? তাদের যন্ত্রণার কি আর শেষ হবে না ? ইদানী অনেকে বিদ্যার গৌরব করেন—অনেকে সভ্যতার গৌরব করেন, কিন্তু তাঁহারা কি ভ্রমেও বিবেচনা করেন না যে তাঁদের দেশে অদ্যাবধি স্ত্রী-হত্যার পাতক দূরীকৃত হলো না, তাঁরা প্রকাশ্যে সভ্যতার গর্ব্ব করেন কিন্তু অন্তঃপুরে তাঁদের রমণীরা অত্যন্ত অসভ্য জাতির রমণীদিগের অপেক্ষাও হীনাবস্থায় কাল যাপন করে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যেন স্মরণ হচ্চে, রসবতী আমাকে বলে গেছ্‌ল, বারাণ্ডায় উঠ্‌লে তাঁরে দেখতে পাব, এখন একবার যাওয়া কর্ত্তব্য, রসবতীর কথা সত্য কি মিথ্যা জানতে পারবো।

(মন্মথের বারাণ্ডায় উত্থান)

৮

কীর্ত্তিরাম ঘোষের ছাত

[সুলোচনা ও রসবতী উপস্থিত]

সুলো—কৈ লো রসবতি, ক্রমে রাত্রি নিকট হলো আকাশে তারা সব প্রকাশ হতেছে, অন্ধকার হলে আর কি দেখবো ? আকাশের তারা সকলের সংগে আমার সেই নয়ন তারা মিশ্রিত হলে আর কি দেখবো বল দেখি।

রস—(স্বগত) তাই তো, এত বিলম্ব হচ্চে কেন, আজ কোথা কাজটা পাকাপাকি করে রাখবো, এখন সকলি ফাঁকা ফাঁকী দেখ্‌তেছি। কথায় বলে, "ঢেঁকীর স্বর্গে গেলেও ধান ভানা ঘটে" অভাগিনীর ভাগ্যে কি তেমন লাভ আছে ? এই কর্ম্ম আমার অদৃষ্ট হতে সমাধা হবে না। এত পরিশ্রম বুঝি সমুদয় বিফল হলো। (প্রকাশ) দেখ ভাই পুরুষের মন তো রমণীর মন নয়, পুরুষ জাতি অতি নিষ্ঠুর, বুঝি আর কোন আমোদে মত্ত হয়ে আমাদের কথা ভুলে গেছেন। দেখ এখনও সময় আছে।

সুলো—রসবতি, অন্তঃকরণ অস্থির হয়েছে, এক এক নিমেষ বৎসর জ্ঞান হচ্চে, আর বিলম্ব সয়না।

রস—(বারাণ্ডাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যেন কে এসেছে না ? দেখ দেখি বুঝি তিনিই হবেন (পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া) হাঁ গো তিনিই বটেন। ভাই! নিকটে এসো, উভয়ের মিলন করে দেই, আহা: দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব রূপ! আমরা উহার অনাগমনে বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতেছিলাম, এখন দেখ সপ্তাহ বহু বৃষ্টির পর, যেমন গগন মণ্ডলে প্রভাকর উদয় হলে জগতীস্থিত সমস্ত জীবের উল্লাস হয় তাদৃশ হয়েছে কিনা! আহা! বল দেখি তোমার বদন কমল তদ্দৃষ্টে প্রফুল্লিত হইতেছে কিনা ?

সুলো—(ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) (স্বগত) আহা! কি আশ্চর্য রূপ। কি

অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য! হে প্রাণকান্ত! অদ্য মনে মনে তোমাকে মন সমর্পণ করলেম, তুমি যদি আমার প্রতি সদয় থাক, তবে কলঙ্ক ভয় থাকবে না—পরের কথায়—শঙ্কিত হব না। আজ সরল চিত্তে তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করলেম। (প্রকাশে)—

দেখ লো কেমন রূপ সুচিকণ, মদন মোহন
দাঁড়ায়ে ঐ।
উহার তুলনা, তুলনা তুলনা, ভূতলে বলনা
অমন কৈ॥
আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী, যে নারী উহারি
সে জন কেবা।
হেরিয়া হরিল, মন শিহরিল, বিরহে দহিল,
রজনী দিবা॥
কুলে দেহ ছাই, মানে কাজ নাই, যদি ওলো পাই
ও মুখ চাঁদে।
আমি হবো তার, সে হবে আমার, প্রণয় কি আর
কলঙ্কে বাদে॥
পরেরি কথায়, কবে কে কোথায়, ত্যজে লো প্রণয়
অমূল্য নিধি।
প্রণয়েতে কেনা, কে আছে না কেনা, জগতে দেখ না,
এই তো বিধি॥

রস—(সুলোচনার হস্ত ধরিয়া) সুলোচনা, আজ জীবন সার্থক কর, মনের সাধে ঐ নবীন নীরদ রূপ দর্শন কর।

লক্ষেক যোজন অন্তে থাকে লো তপন।
তথাপি পদ্মের কান্ত শাস্ত্রের লিখন॥
সূর্য্যের আতপে হয় প্রফুল্ল পদ্মিনী।
কমল মুদ্রিত হয় বিনা দিনমণি॥
একি দেখি ভিন্ন ভাব স্বভাব এ নয়।
ভূতলে হইল কেন ভানুর উদয়॥
বুঝি হেরি তোর মুখ পূর্ণ সরোজিনী।
ভূতলে পড়িল ঐ দেখ দিনমণি॥
আপন মণ্ডল ছাড়ি ভূতলে উদয়।
সামান্য পদ্মিনী হলে একি কভু হয়॥
বিষণ্ণ বদনে কেন আর লো মুদিত।
নয়ন মেলিয়া দেখ তপন উদিত॥

লাবণ্য হয়েছে তোর সুনির্ম্মল জল।
ভাসিতেছে কেশ তাহে অপূর্ব্ব শৈবাল ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার ছলে বাজিছে কঙ্কণ।
নিশ্বাস বহিছে যেন মলয় পবন ॥
মৃণাল সম ভুজ যত্নেতে গঠিত।
মুখ শতদল তোব তাহে বিকশিত ॥

সুলোচনা! তুমি যার জন্যে নিয়ত অস্থির চিত্তে কাল যাপন করতেছিলে —যার অদর্শনরূপ প্রজ্বলিত দাবানল হৃদয় কানন দগ্ধ করতেছিল, এখন ঐ মনোহর মন্মথরূপ দর্শন করে মন্মথের গর্ব্ব খর্ব্ব কর—দর্শনরূপ শীতল সলিল সেচন দ্বারা প্রবল বিরহানল নির্ব্বাণ কর।

সুলো—রসবতি! প্রাণকান্তের মনোহররূপ দর্শন করে জীবন সার্থক করলেম, কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যেমন অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়, এখন দর্শন আমার পক্ষে সেইরূপ হলো, এখন যাতে শেষ রক্ষা হয় তা কর।

রস—ভাই সবুরে মেওয়া ফলে, স্থির হও, ক্রমে সব হবে। এখন ভাই যাই—মর আসি, আবার কাল আসবো।

সুলো—এস ভাই।

[উভযেব প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

১

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটীর বহির্ভাগে পাঠশালা।

[গুরুমহাশয ও ছাত্রগণ উপস্থিত]

গুরুমহাশয়—ওরে নিধে! বড় যে গপ্পো মাচ্চিস, আমার কি চোক্ নাই? লেখ্ লেখ্, গপ্পের ঢের সময় আছে।

রামকান্ত (ছাত্র)—গুরু মহাশয়, বড় পেচ্ছাপ পেয়েছে।

গুরু—যা যা, অমনি কলকেটা নে যা, এক কল্কে তামাক সেজে আনিস্।

রাম—(পুনরাগমন করিয়া) গুরু মহাশয়, বাবা আমাকে সকাল সকাল বাড়ী যেতে বলে দেছেন।

গুরু—কেনরে সকাল সকাল যাবি?

রাম—গুরু মহাশয়, দিদিকে আজ কনে দেখতে আসবে।

বলাই—(ছাত্র) ওগো গুরু মহাশয়, ওর সব মিছে কথা; ওর বোনের ও বছর বিয়ে হয়ে গেছে আবার কনে দেখতে আসবে কি গুরু মহাশয়?

গুরু—হেঁরে হারামজাদা বাড়ী যাবার কি আর ওজর পেলি না? এক বেতে সোজা করে দেবো দেখবি ?

রাম—(ক্রন্দনাকুল হইয়া) ও গুরু মহাশয়, কোন্ শালা মিছে কথা কচ্চে, আমি কি করবো গুরু মহাশয়, বাবা যে বলেছেন দিদির বিয়ে হবে।

বলাই—গুরু মহাশয়, ওর শালার দিব্বিতে বিশ্বাস নাই, যে বোনের বিয়ে জাল করতে পারে তার একটা শালার দিব্বি কি ?

গুরু—তোর বোনের কি দুবার বিয়ে হবেরে রামকান্তে ?

রাম—আমি কি করবো গুরু মহাশয়, সকলের বোনের দুবার বে হবে।

কানাই
বলাই
নিধিরাম } —(একত্রে) দেখেছ দেখেছ গুরু মহাশয়, আমাদের গালাগাল দিচ্চে গুরু মহাশয়, গুরু মহাশয়, তোমাকেও গাল দিলে।

গুরু—নিয়ায় তোরে বেত গাছটা, রামকান্তে বড় বাড়ুয়েছে, ওকে ঘা কতক না দিলে হবে না, (বেত্র লইয়া) হেঁরে হারামজাদা এদিকে আয়তো, তোকে ভাল করে বে'টা দেখাই।

রাম—(ক্রন্দন করিতে করিতে) দোহাই গুরু মহাশয়, আমি কিছু জানি না। শালার দিব্বি শুনবে না তা কি দিব্বি করবো ?

গুরু—আর তোর দিব্বিতে কাজ নেই। নেয়ায় তোরে ওকে ধরে।

[রামদাসবাবাজীর প্রবেশ]

রামদাস—কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা! হরিবোল! হরিবোল! কি গো গুরু মহাশয়, বড় যে আসর গরম দেখ্‌তেছি ? ব্যাপারটা কি, ও ছেলেটি কান্দেছে কেন, ওটী কাদের ছেলে ?

গুরু—আসতে আজ্ঞা হউক বাবাজী, অনেক দিনের পর যে! ও ছেলেটী মাজের পাড়ার অদ্বৈত দত্তের ছেলে, বড় বজ্জাত, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ী যাবে, তা আর কোন ওজর না পেয়ে, বল্লে কি—"আমার ভগ্নীর বিয়ের কনে দেখতে আসবে" কিন্তু তার বিবাহ চারি বৎসর হলো হয়েছে, আবার বলে কি সকলের ভগ্নীর দুবার বে হবে, শুনেছেন মহাশয় ওর কথা ?

রাম—গুরু মহাশয় ওর দোষ নাই, অদ্বৈত দত্তের কন্যার বিবাহ যথার্থ বটে কাল্পনিক নয়। তুমি কি জাননা বিধবা বিবাহের নূতন ব্যবস্থা প্রকাশ হয়েছে ? সেই ব্যবস্থা অনুসারে এই বিবাহ হবে, কোন্নগরে পাত্র স্থির হয়েছে, আমি উহার সমুদয় বৃত্তান্ত জানি।

গুরু—(কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) রাম রাম! এ কি! কথায় যা বলে কর্ত্তব্যে তাই হলো ? বাবাজী মেয়েটীর বয়স কত ?

রামদাস—মেয়েটী বুঝি ১৩ বৎসরের হবে, এখন তোমার পোড়কে ছেড়ে দেও। আজ কনে দেখতে আসবে বটে।

গুরু—যারে রামকান্ত বাড়ী যা, কাল সকাল সকাল লিখতে আসিস।
রামকান্ত—দেখ দেখি গুরু মহাশয় কানাই আমাকে ঠাট্টা করছে। বলে কি তোর বোনের দুবার বিয়ে হলো। গুরু মহাশয় আর কারুর বোনের কি দুবার বিয়ে হবে না।
গুরু—যা যা বাড়ী যা, আর ঠাট্টা শুনে কাজ নাই।

(সকলের প্রস্থান)

২

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

[রসবতীর প্রবেশ]

(সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত)

সুলো—এই যে রসবতি, নাম কত্তে কত্তে এসেছিস, তুই অনেক দিন বাঁচবি লো। তোদের পাড়ার খবর কি বল দেখি।
রস—আমাকে দেখলেই কেবল খবর জিজ্ঞাসা কর বইতো নয়, নাপ্তেনী যে কি খেয়ে খবর যোটায় তাতো একবার ভুলেও ভাবনা।
সুলো—(সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) দেখ ভাই কথায় বলে "কানু ছাড়া গান নাই" নাপ্তেনীর কাজ ছাড়া কথা নাই। যে সে কথা কয় আপনার কাজ ভোলে না। পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করলেম, তাতে খাবার কথা আনলে।
রস—একটা কথাও কি বলতে নাই গা। পাড়ার খবর জিজ্ঞাসা করছিলে; একটা বড় রঙ্গের খবর আছে, আগে কি খাওয়াবে বল, তবে বলি।
সুলো—(ব্যগ্র হইয়া) কি খবর বলনা রসবতি? তোর কাছে রঙ্গের বে কি আর কিছু খবর থাকে? তুই নিজে রঙ্গের মানুষ, তোর কাছে অন্য খবর আসবে কেন? এখন বল দেখি কি খবর?
রস—ওপাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নর বিয়ে হবে, কাল কনে দেখে গেছে, এর পঁচিশে বিয়ে, তোমাদের সব নিতে আসবে।
সুলো—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) প্রসন্নর বিয়ে? সে যে সে বৎসর রাঁড় হয়েছে লো, এ বিয়ের বর পেলো কোথা? রাঁড়ের বিয়ে যে সত্তি সত্তি হলো! (সুখময়ীকে সম্বোধন করিয়া) ভাই এ বিয়ে দেখতে যেতে হবে।
সুখ—তাই আমাদের যেতে দিচ্ছে; এ বিয়ের নাম শনলে মারতে আসবে।
সুলো—না যেতে দেয় লুকুয়ে যাব। ভাই, প্রসন্ন তো সামান্য মেয়ে নয়। সে একেবারে সব গোল ঘুচুতে বসেছে, যা হউক বিয়েটা দেখতে হবে।

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—কার বিয়েরে রসবতী?

রস—না মা তোমার আর সে বিয়ের কথা শুনে কাজ নাই। একটা নূতন রকমের বিয়ে হবে, সেই কথা দিদি ঠাকরুণদের পরুচে দিচ্ছিলেম।

পদ্মা—বিবাহ আবার নূতন আর পুরাণ কিরে? তুই কত রঙ্গই জানিস্, কি রকম বল্ দেখি শুনি? আমরা বুড়ো হয়েছি, এত ফেরফার বুঝতে পারিনে।

রস—সে বড় কৌতুকের বিয়ে মাঠাকরুণ, মাজের পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের বিয়ে হবে। প্রসন্ন কে বুঝতে পেরেছ? অদ্বৈত দত্তের মেয়ে, তার চারি বৎসর হলো বিয়ে হয়েছিল, পরে সে বৎসর বিধবা হয়েছে। সেই মেয়েটীর এই পঁচিশে বিয়ে হবে। এ বিয়ে রঙ্গের বিয়ে নয়?

পদ্মা—নাপ্তেনী, তুই বুড়ো মানুষ পেয়ে কি ঠাট্টা করতেছিস্? আমি কি এতই পাগল হয়েছি, প্রসন্নের বিয়ে হবে তাই বিশ্বাস করবো। আমার তো এখনও বাওরাত্তুরে হয় নাই?

রস—মা ঠাকরুণ, তুমি কি ঠাট্টার যুগ্গি মানুষ, তা তোমাকে ঠাট্টা করলেম! নূতন বিধেন হয়েছে, তা কি শোনো নাই? বিধবার যে বিয়ে হবে।

পদ্মা—বল্লি কি রসবতী (নাসিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) ওমা আমি কোথা যাবো! অবাক কল্লি মা! বিধবা বিয়ের বিধান হয়েছে বলে কি সত্তি সত্তি বিয়ে হলো, প্রসন্ন মা কেমন মেয়ে, কেমন করে বিয়ে করবে—কেমন করে সে ভাতার নিয়ে ঘরকন্না করবে? প্রসন্নের মাই বা কেমন! এ বিয়ের বর কে; তাকে কেমন করে জামাই বলবে। খান কতক বই পড়ে কি এতই বুঝেছে? ওমা, এ কি লজ্জার কথা! এর কত্তে প্রসন্নকে কেন মেচো বাজারে ঘর করে দিলে না। তাও যে ভাল ছিল। সে যা হউক নাপ্তেনি, আমার মেয়েদের কাছে ওসব কথা পরচে দিওনা, একালের মেয়েদের চেনা ভার, কার মনে কি আছে কে বলতে পারে। প্রসন্ন মা সেদিনকার মেয়ে, আমাদের বাড়ীতে খেলতে আসতো, খান দুই চার বই পড়ে স্বচ্ছন্দে রাঁড় মানুষ বিয়ে কত্তে চল্লো। এ বিয়ের ঘটকালি কোন পোড়ার মুখো করেছে তার কি দড়ি কলসী যোড়ে নাই—এ বিয়ের পুরুত কোন হতভাগা, তার কি আর যজমান যোটে নাই?

রস—তা কি মা ঘোড়া হলে চাবুক হয় না? বিয়ে করবার মানুষ জুটলে কি ঘটকের জন্যে, না পুরুতের জন্যে কর্ম্ম আটক থায়? তা মা ঘটকের দোষ দিলে কি হবে।

পদ্মা—সে কি লো! তুই যে ঘটকের কথায় রেগে উঠলি। তোর এ বিয়েতে কিছু হাত আছে নাকি? এখন যে অনেক ঘটকী হয়েছে তারা সব কর্ম্ম করতে পারে। এ বিয়ের ঘটকালি লুকিয়ে করলে তারে কি বলে জানিস্? সেটা আর স্পষ্ট করে বলবো না।

সুলো—(স্বগত) নাপ্তেনীর লুকিয়ে ঘটকালি করাই অভ্যাস বটে, তা পষ্ট

করবার যো পেয়েছে ছাড়বে কেন। (প্রকাশ) মা তোমার নাপ্তেনীর সঙ্গে ঝকড়া করলে কি হবে? "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম উলু বনে কেত্তন" বিয়ে করবে একজন, দেবে একজন, মাঝে মাঝে ওর দোষ দিলে কি হবে?

রস—মা আমার দোষ কি? আমি কার বাড়ী না যাই, কার কর্ম্ম না করি, আমাকে বর দেখে আসতে বল্লে, দেখে এলেম, আর বরকে কনে দেখালেম তা মা "দায়ী মুদ্দুই রাজী কি করবে কাজী"?

পদ্মা—(সুলোচনার প্রতি) মা, তোরা ওসব কথায় কান দিসনে, আর আজ কর্ত্তারে বলে তোদের সব বই কেড়ে নেবো। আমরা হলেম বুড়ো মানুষ—ছেলেগুলো এক এক রকম, কোন দিন কি করে বসবে! রসবতি, তুই মা ওসব কথা আমার বাড়ীতে পাড়িসনে, আমার ঘর এমন নয়, পুণ্যের ঘর, লোককে দশ কথা শুনুই বই শুনি না, এখন যাই।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান)

সুখ—কেমন ঠাকুরঝি, আর বিয়ে দেখতে যাবে? দেখলে তো মা বিয়ের নাম শুনে কি বল্লেন?

সুলো—মা অমন বলে থাকেন। বলে কয়ে কি কোন কাজ হয়? তুই ভাই নিশ্চিন্ত থাক; আমি তোকে বিয়ে দেখুয়ে আনবো। ওলো রসবতি তুই তো বিয়ের ঘটকালি করলি, এখন আমাদের বিয়েটা দেখাবার ঘটকালি কর দেখি, তুই মনে কল্লে সব পারিস।

রস—না, দিদি, শুনলে তো, এ কথায় থেকে কি তোমাদের দোরটী খাব? তোমাদের বাড়ী আসি যাই সেইটী কি বন্ধ করবে? বিয়ে দেখাবার আশ্চর্য্য কি, তা কি হয় না? শেষ ভাই প্রকাশ হলে, তোমাদের আর কি হবে, মত্তে আমিই মরবো।

সুলো—তুই যে কর্ম্ম করিস তা আবার প্রকাশ হয়? মর মাগী বুঝতে পারিস নে, একবারকার রোগী আরবারকার রোজা। বিয়েটা দেখিয়ে আনু দেখি, শেষে কি কত্তে কি হবে কে বলতে পারে?

রস—ভাই বিয়ে দেখাবার আশ্চর্য্য কি? বিয়ের দিন একটু অধিক রাত করে পাল্কি নিয়ে আসলে, তোমরা দুজনে চুপি চুপি যেতে পার, তার একটা ভাবনা কি? কিন্তু ভাই দেখো, আমাদের যেন মনয়ো না, কেউ যেন জানতে না পারে।

সুলো—সেই কথাই ভাল। নাপ্তেনি তুই আছিস বলে আমরা বেঁচে আছি। বিয়ের রাতে তবে আসিস, আমরা দুজনে যাব। আর অম্নি চলে আসবো। খিড়কী দোরে পাল্কি আনিস্।

রস—তাই হবে, এখন তবে যাই, বাড়ীতে কি হচ্চে দেখি গিয়ে।

(সকলের স্ব স্ব প্রস্থান)

৩

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর

[রসবতীর প্রবেশ]

রস—কৈগো কনের মা কোথা বিয়ে বাড়ী সব চুপচাপ দেখতেছি যে, উয্যুগ সুয্যুগ কৈ, এ কেমন বিয়ে গো ?

মোহিনী—কি লো রসবতী ! তবু ভাল । বিয়ের আর উয্যুগ সুয্যুগ করবো কি বোন এ বিয়েতে কেউতো আর আহ্লাদ আমোদ কত্তে আসবেনা, তা কার জন্যে উয্যুগ করবো ।

রস—তাই বটে বুঝেছি, যেমন ফাকী দিয়ে নিকোড়ে জামাই পাবে, তেমনি সব কর্ম্মই ফাকী দিয়ে সারবে ? মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ, ফাকী দিলে কি হবে ?

মোহিনী—সে কি লো, আমার কি তেমনি মেয়ে, তা ফাকী দিয়ে জামাই পাব ? জামাই কি কেউ ফাকী দিয়ে আনে ? তোর নাই তা তুই কি বুঝবি । উয্যুগের কথা তো বললেম, এ বিয়েতে কাকে নিয়ে উয্যুগ করবো কে আসবে ?

রস—বিয়ে বাড়ীতে আবার লোকের ভাবনা ? বলনা, আমি পাড়াশুদ্ধ সব আনি । আমাকে আর ও পাড়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছিলো, তা আমি না জিজ্ঞাসা করে বলতে পারলেম না । শাক দিয়ে মাচ ঢাকলে তো হয় না, বল না কেন বিয়েতে কিছু করবো না । এখন তো এমন বিয়ে হতেই চল্লো, তাই বলে কি কেউ ঘটাঘটি করবে না, না আহ্লাদ আমোদ করবে না ? তুমি নেমন্তন্ন করলে কে না আসবে ? যাদের বাড়ী না আসতে দেবে, তারা লুকয়ে আসবে ।

মোহিনী—তবে তুই এসেচিস্ ভালই হয়েছে, কে কে আসবে বল দেখি ? শামীকে সঙ্গে দেই, নেমন্তন্ন করে আয় ।

রস—কেন উত্তরপাড়ার সিঙ্গিদের বাড়ীর হর আসবে, থাকো আসবে, বামা আসবে, সদু আসবে, ঘোষেদের বাড়ীর ক্ষমা আসবে, সুলোচনা আসবে, ভাবিনী আসবে, বাঁড়ুর্য্যেদের কাদী আসবে, কত নাম করবো সবাই আসবে ।

মোহিনী—তবে একটু দাঁড়া শামীকে ডাকি । ও শামি···ই···ই···ই (উত্তর পাইয়া) শীগ্গির আয়, শীগ্গির আয় ।

শ্যামা—কেন মা কি জন্যে ডাক্‌চো আমি খেলা কত্তে কত্তে এসেছি, শীগ্গির বল, আমার জন্যে সব বসে রয়েছে ।

মোহিনী—মেয়েটা কেবল ধুলোয় ধুলোয় বেড়ায়, (অঞ্চল দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া) তোকে যে বিয়ের নেমন্তন্ন করতে যেতে হবে, কাপড় পরে আয়, গয়না পরয়ে দেই ।

শ্যামা—ওমা কার বিয়ের নেমন্তন্ন মা ?

মোহিনী—শুনিসনে, তোর দিদির যে আজ বিয়ে হবে লো। কেমন রাঙ্গা বর আসবে দেখিস্ দেখি।

শ্যামা—ওমা দিদির যে একবার বিয়ে হয়েছিলো, আবার কি বিয়ে হবে ? যদি আমায় সব জিজ্ঞাসা করে তবে আমি কি বলবো মা ?

মোহিনী—শুনলি নাপ্তেনী, মেয়েটা কেমন বজ্জাত, ওকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে, তবে ও নেমন্তন্ন করতে যাবে। (শ্যামার প্রতি) তোর সে কথায় কাজ কি ? তোর দিদির যবার বিয়ে হোক না কেন, তোকে বল্লেম, তুই নেমন্তন্ন করতে যা।

শ্যামা—মা দিদির যদি দুবার বিয়ে দিলি তবে আমারও দুবার দিয়ে দিতে হবে, আমি কখন দিদির কত্তে কম বিয়ে করবো না, কেন, দিদির দুবার বর আসবে, আমার বুঝি একবার ? তা হবে না মা !

মোহিনী—আঃ মর ছুঁড়ি, শ্বশুরের তো দুবার বিয়ে হোগ, আলাই বালাই তোর কেন দুবার বিয়ে হবে ? তোর দিদির কপালে ছিল তাই হলো। এখন যা, কাপড় পরে আয়।

(শ্যামার প্রস্থান)

মোহিনী—দেখ্লি নাপ্তেনী, এতটুকু মেয়ে ওর কথা শুনলি, দুবার বিয়ে শুনে আশ্চর্য্য হয়েছে।

রসবতী—ভাই দিন কতক পরে দেখতে পাবে, যদি নাপ্তেনী বেঁচে থাকে তবে অমন কত বিয়ে দেবে, প্রথম প্রথম একটা কাজ হলে এরকম হয়, তার পর কি আর এরকম থাকবে ? এখন শীঘ্গির মেয়ে সাজয়ে দেও, অনেক বেড়াতে হবে।

মোহিনী—কোথা গেলি লো শামি, আয় আয়, বেলা হলো।

শ্যামা—এই যে মা এসেছি, এখন চুল বেঁধে দে আর গয়না পরয়ে দে।

মোহিনী—বস্ লো বোস (অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া) এই হয়েছে, এখন যা মা।

শ্যামা—দিদির এ বিয়েতে কি গয়না দিবি বল্ না ?

মোহিনী—তোর সে খবরে কাজ কি ? তুই যে কর্ম্মে যাচ্চিস সে কর্ম্মে যা, আর পাকাম করে কাজ নাই।

শ্যামা—মা তুই আমাকে বলবিনে, তা দুবার বিয়ে দিস্ না দিস্ গয়না দুবার দিতে হবে।

মোহিনী—ভাল, তা তখন হবে, এখন যা, তুই বড় বাচাল, কারোর সঙ্গে কোন কথা কোস্নে, নাপ্তেনী সব বলবে।

শ্যামা—তবে চল্লেম, আয়রে নাপ্তেনী আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

৪

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর।

[রসবতী ও শ্যামার প্রবেশ]

রস—কৈ গো মেয়েরা কোথা গো ? কেউ যে খবর নেয় না।

কাদম্বিনী—কে লো রসবতী এসেছিস, আয় আয়, মেয়েটা কার রে ? দিম্বি মেয়েটী যে ? তবে রসবতি, অনেক দিন তোরে যে দেখিনি ?

রস—আর বোন এক রকমে রাৎ-মর দিন কাটাই। আর আসতে পারিনে, তা দেখতে পাবে কেমন করে। আজ একটা কাজ পড়েছে তাই মস্তে মস্তে এলেম। এ মেয়েটি কে চিনলে না ? এটা, অদ্বৈত দত্তের ছোট মেয়ে।

কাদম্বিনী—আহা দিম্বি মেয়েটী যেরে ? এসো মা বসো বসো। (রসবতীর প্রতি) তোর তো এখন কাজ কামাই নাই, আজ কি কাজে পড়ে এলি বল দেখি ?

রস—তোমরা কি শোন নাই গা, অদ্বৈত দত্তের বড় মেয়ে প্রসন্নের আজ বিয়ে, তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলেম, সব যেতে হবে, আমি যখন এসেছি তখন কোন ওজর শুনবো না।

[বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনিতা সত্যভামার প্রবেশ]

সত্যভামা—কি গো রসবতী যে কি খবর বাছা ?

রস—এই মা তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এলেম, ও পাড়ার দত্তদের বাড়ীর প্রসন্নের আজ বিয়ে।

সত্যভামা—প্রসন্নের যে সে বছর বিয়ে হয়েছিল বাছা, আর বছর সে জামাইটি না গেছে ? আর কোন্ প্রসন্ন বাছা ?

রস—না মা সেই প্রসন্ন। তোমরা কি শোনো নাই গা, ভট্টাচার্য্যদের ব্যবস্থা নিয়ে সব রাঁড়ের বিয়ে হচ্চে। এ মা সেই বিয়ে।

সত্যভামা—ওমা সে কি গো ! কোথা যাব মা ? রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা বেরিয়েছে বলে কি সত্যি সত্যি বিয়ে করতে হয় !

রস—মা সদ্দ কি ব্যবস্থা বেরয়েছে, রাঁড়ের বিয়ের আবার আইন হয়েছে।

সত্য—বিয়ে তার আবার আইন কি বাছা ?

রস—তা শোন নাই মা। এ-ই যেমন কোম্পানীর লোকে সাঁড় ধরে আর আর গাড়ীতে যোতে, তেমনি নাকি রাঁড় ধরবে আর বিয়ে দেবে।

সত্য—তোরা বাছা কেবল রঙ্গ নিয়ে আছিস। প্রসন্নের বিয়ের কথা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে। এ মেয়ে কেমন করে বিয়ে করবে, এ কি লজ্জার কথা। এ যে ঘোর কলিকাল পড়লো।

ওমা ওমা কোথা যাব লাজে মরে যাই।
মোহিনীর হবে নাকি নূতন জামাই।

কেমনে এমন বিয়ে করিবে প্রসন্ন।
ধন্য বটে মেয়ে তারে ধন্য বলে গণি ॥
কেমনে নূতন বরে বরিবেক মেয়ে।
সত্য সত্য হলো তবে বিধবার বিয়ে ॥
ঘুচিল কি সকলের কলঙ্কের ভয়।
ধর্ম্ম কর্ম্ম হলো লোপ অধর্ম্মের জয় ॥
আমরা কুলীন ঘরে জন্মিয়াছি বটে।
তবু তো এমন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে ॥
ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে।
গঙ্গাজলে ধোয়া মেয়ে আছে কার ঘরে ॥
ছমাস নমাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম্ম রক্ষা তাই ॥
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাঁহারি দোহাই ॥
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এই মাত্র কয় ॥
একি দেখি সর্ব্বনাশ ত্রাস নাই মনে।
ধেড়ে মেয়ে সভা মাঝে আনিবে কেমনে ॥
এ বের ঘটক কেবা কেবা এর বর।
কিরূপে এরূপ কাজে হইল তৎপর ॥
প্রসন্ন তো ছোট মেয়ে লজ্জা নাহি তার।
কি হবে মা ছেলে পিলে ঘরে আছে যার ॥
হাতে ছেলে কাঁকে ছেলে শুধাবে যখন।
ওমা ওমা কোথা তুমি করহ গমন ॥
কি করে প্রবোধ দিবে কি বলিবে তারে।
বলিবে কি যাই বাবা বাবা আনিবারে ॥
কি বলিয়া লোকমাঝে দেখাইবে মুখ।
বলিবে কি উথলিল পুরাতন সুখ ॥
কোথায় ছেলের হবে শ্রাদ্ধেতে উৎসাহ।
জননী চলিল তার করিতে বিবাহ ॥
কোথায় করিবে ছেলে বৃষ অন্বেষণ।
জননীর হলো বিয়ে ধনুর্ভঙ্গ পণ ॥
উপস্থিত ঘোর কলি দোষ দিব কারে।
ডুবিল ভারত ভূমি পাপের সাগরে ॥

রসবতী, তোর কথা শুনে আমার গায়ে জ্বর এসেছে, এদের কেমন বুকের পাটা, সচ্ছন্দে রাঁড় মেয়ের বিয়ে দিতে চল্লো, নেমন্তন্ন করতে এসেছ বাছা, তা যাব, আমরা কুলীনের মেয়ে কোথায় না যাই, আমরা সকলে যাব।

রস—তোমরা যাবে না তো কে যাবে? মা এখন তবে আমরা আসি, অনেক বাড়ী বেড়াতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

৫

রামদেব তর্কালঙ্কারের টোল

[হরিহর তর্কবাগীশের প্রবেশ]

হরিহর—তর্কালংকার খুড়ো বাড়ী আছেন, একখানা পত্র আছে।

রামদেব—এসো বাপা এসো, আর বৃদ্ধ হয়েছি, কোথায় যেতে পারি না, এখন পত্রাপত্র যেখান হইতে আইসে, তোমরা না আনলে কে আনবে। কোথাকার পত্র বল দেখি?

হরি—কেন আপনি কি শুনেন নাই, অদ্য রাত্রে বড় একটা কৌতুকের ব্যাপার আছে? সেই জন্য আপনার নিকট আস্‌লেম।

রাম—ব্যাপারটা কি হে? প্রাপ্তির বিষয়টা কি রূপ অগ্রে বল, পশ্চাৎ অন্য কথা হবে, তোমরা বালক, তোমাদের কৌতুকেই অধিক আমোদ হয়। রুধিরের বিষয়টা কিরূপ বল দেখি?

হরি—রুধির যথেষ্ট, অজস্র, যত আকাঙ্ক্ষা করেন। আপনি কি জনশ্রুতিতে শুনেন নাই, অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্যার অদ্য বিবাহ হবে? সেই বিবাহে সভাস্থ হওনের নিমন্ত্রণের কথা বল্‌তেছিলাম।

রাম—রাম! রাম! কি বল্লে, বিধবা কন্যার বিবাহ? ইহাও জীবিত থাকতে থাকতে দেখতে হলো যা শ্রবণ মাত্রেই ঘৃণার উদয় হয় সেই বিবাহে নিমন্ত্রণের কথা বল্‌তেছ? মহাভারত! মহাভারত! এ বিবাহে নিমন্ত্রণে যাওয়া দূরে থাকুক, ওর নামোল্লেখও কোর না।

হরি—তর্কালংকার মহাশয়, যে কথা আজ্ঞা করলেন, তা বড় বিচার সংগত হলো না। যে যাহা করে, আপন আপন কর্ম্ম ফল আপনারাই ভোগ করে, মধ্যে মধ্যে আমরা কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদের ক্ষতি করি। শুনলাম বিদায় আদায়ের বিষয়টা ভালরূপ বিবেচনা হবে, এবং ফলারের আয়োজনটাও অপূর্ব্বরূপ হয়েছে। আমরা কিছু পুরোহিত নহি, গুরুও নহি, কেবল উপস্থিত হয়ে কিঞ্চিৎ লভ্য করতে দোষ কি?

রাম—(বিদায় ও ফলারের কথা শুনিয়া) বাপা হে যে কথা বললে মিথ্যা নয়,

তবে কি জান নামটা আছে—সম্ভ্রমটাও আছে, লোকে হঠাৎ দোষ দিবে, ইহাই সন্দেহ করি, নতুবা এ কোন বিচিত্র কর্ম্ম, অনায়াসেই করা যায়। কেমন হে ছাত্র পাঠালে হয় না ?

হরি—না মহাশয়, সেটী হবার উপায় নাই, সকলকে স্বয়ং সভাস্থ হতে হবে। তর্কালঙ্কার মহাশয় ! অনর্থক ভীত হতেছেন কেন ? লোকে যাতে দোষ না দেয়, এমত সদযুক্তি আছে, তাহাই করা যাবে।

রাম—সে কেমন বাপু, বিধবা বিবাহের সভায় সভাস্থ হওয়া যাবে, অথচ লোকে নিন্দা করবে না, এ উভয় দিক্ কি রূপে রক্ষা হবে ?

হরি—আপনি বৃদ্ধ হয়ে পুরাতন কৌশলাদি বিস্মৃত হয়েছেন। আমরা বিবাহ নিবারণ জন্য সভাস্থ হয়ে বিচার দ্বারা প্রথমে বিলক্ষণ গোল করবো, পরে "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে খোলা কেটে বামন মরে" প্রত্যাগমন কালীন, গোপনে আশীর্বাদ করে আসবো, এ হলে উভয় দিক্ রক্ষা হলো না ?

রাম—ভাল বলেছ বাপু, ইহাই যুক্তি সিদ্ধ বটে, যাওয়াই কর্ত্তব্য হলো, কিন্তু এ বিবাহ সম্পন্ন হওনের পূর্ব্বে ভালরূপে আপত্তি কর্তে হবে। বিচারে পরাস্ত হলে কদাচ এ বিবাহ দিতে পারবে না।

হরি—(স্বগত) বিধবা বিবাহ বিষয়ক লিখিত বিচারেই বড় জয়ী হয়েছেন, এখন বাচনিক বিচারে পরাস্ত করবেন। কতকগুলিন কটু কাটব্য বলে আসবেন. এই মাত্র। (প্রকাশ) তবে যাওয়াই স্থির হলো, আমি গমনকালীন আপনার টোল হয়ে যাব।

(হরিহরের প্রস্থান)

৬

অদ্বৈত দত্তের বাটী

[কৃষ্ণসখা পুরোহিতের প্রবেশ]

(সভাসদগণ উপস্থিত)

পুরোহিত—ব্রাহ্মণেভ্যোনমঃ।

অদ্বৈত—প্রাতঃ প্রণাম, আসতে আজ্ঞা করুন। ক্রমে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হচ্ছে এবং পাত্রও উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে অপেক্ষা করে আছেন।

পুরোহিত—হাঁ, লগ্নের অধিক বিলম্ব নাই, আর আর কর্ম্ম সম্পন্ন করে রাখুন। (পদ প্রক্ষালন করিয়া) শুনলাম কতকগুলিন ভট্টাচার্য্য বিবাহ কালীন গোলযোগ করতে আসবেন। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে বিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করতে না পারলে. বিবাহ কর্ম্ম আরম্ভ করতে দেবেন না।

বাচস্পতি (সভাসৎ ভট্টাচার্য)—ভালই তো হে, আমরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম

করিতেছি না, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মে বিচারের ভয় কি ? বিশেষতঃ বিচার এক-রূপ শেষ হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করেছেন, তাহাতে আপত্তির কোন উপায় দেখি না। যা হউক, কি আপত্তি করেন দেখা যাবে। (কর্ম্মকর্ত্তার প্রতি) এক্ষণে পাত্রানায়নের উদ্যোগ করুন। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

[পাত্র ও বরযাত্রগণের প্রবেশ]

পুরোহিত—এই যে পাত্র ও বরযাত্রগণ আসতেছেন, (অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি) ও গো শঙ্খধ্বনি কর। (শঙ্খধ্বনি)

সভাসদগণ—(গাত্রোত্থান করে)—আসতে আজ্ঞা হউক মহাশয়েরা, (পাত্রের প্রতি) এসো বাবু, অনেক দূর হতে আসা, এইজন্য এত বিলম্ব হয়েছে, এক্ষণে লগ্ন নিকটবর্ত্তী হলো, শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মারম্ভ করা যাউক।

[রামদেব তর্কালঙ্কার, হরিহর প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণের প্রবেশ]

রামদেব—কে হে শীঘ্র শীঘ্র কর্ম্মারম্ভ করতে চাহ ? ক্ষণেক বিলম্ব কর, অগ্রে কোন্ শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহ দিবে তাহা স্থির হউক, পরে বিবাহ হবে। যত নাস্তিক একত্র হয়ে একেবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ করতে উদ্যত হয়েছ ? প্রতিপক্ষ কে উপস্থিত আছেন অগ্রসর হউন, নতুবা সমুদয় কর্ম্ম ব্রহ্মশাপে পণ্ড হবে।

বাচস্পতি—নমস্কার তর্কালঙ্কার মহাশয়, একেবারেই এত রাগত কেন ? বসুন—শ্রান্তি দূর করুন—ভাল এ বিষয়ের বিচার অবশ্যই হবে। আমরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম করতেছি না, শাস্ত্র সম্মতই হচ্ছে।

হরিহর—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রথমেই এত ক্রোধ কেন, স্থির হউন, বিচার অবশ্যই হবে।

রামদেব—আরে তুমি বুঝ না হে, নাস্তিকদের সহিত সদ্ব্যবহার করাই উচিত নয়, ক্রোধে সমস্ত শরীরের লোম পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হচ্ছে, আমরা জীবিত থাকতে থাকতে এই কর্ম্মগুলো হবে ? অদ্য ইহার একটা শেষ না করে জল গ্রহণ করা নয়। (বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের প্রতি) কে হে, তুমি বিচার করবে ? (বলপূর্ব্বক হস্ত ধৃত করিয়া) বসো, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে কোন্ শাস্ত্রের কোন্ বিধি অনুযায়ী বিধবার বিবাহ দিবে ?

হরিহর—(স্বগত) তর্কালঙ্কার মাশয়ের প্রথমেই এই চোট, শেষ কি করেন বলা যায় না, দক্ষালয়ে শিবের বিবাহের গোচটাই বা হয়ে উঠে। (প্রকাশ) হাঁ, এ সঙ্গত কথা, বাচস্পতি মহাশয় এক্ষণে প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করুন, ক্রমে মীমাংসা হউক।

বাচস্পতি—বিধবা বিবাহ কোন্ শাস্ত্রের মতানুসারে হবে, এই জিজ্ঞাসা-

করতেছেন। পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের স্পষ্ট বিধি দেখতেছি, যথা—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥*

স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হলে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত। এক্ষণে পরাশর সংহিতার এই বচনের প্রতি আপনার কি আপত্তি আছে ?

রামদেব—হা নির্ব্বোধ! পরাশর সংহিতাতে একটা বচন দেখে একেবারে পৃথিবী-সুদ্ধ লোককে অন্ধ করতে চাহ? যে বচন পাঠ করলে উহা কোন্ বিবাহের পক্ষে? উহা বিধবা বিবাহ বিষয়ক নহে, বাগ্দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক। পূর্ব্বে বাগ্দান করলে বিবাহ সিদ্ধ হতো, এ জন্য বাগ্দত্তা কন্যার স্বামী অনুদ্দেশাদি হলে, সেই কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহ করতে পারবে, ইহাই সংহিতা কর্ত্তার অভিপ্রেত। দেখ, অদ্যাবধি বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণদের এই প্রথা প্রচলিত আছে। অতএব ঐ বিধি বাগ্দত্তা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ক তাহার সন্দেহ নাই।

হরিহর—(মহা আস্ফালন করিয়া) এই তো বটে মহাশয়, না হবে কেন, সর্ব্বেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র, শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌত্র, হবেই তো, না হওয়াই বিচিত্র। এসো তো বাচস্পতি, এখন দেখা যাউক।

বাচস্পতি—আপনারা স্থির হয়ে বিচার করুন, উতলার কর্ম্ম নয়। পরাশরের উল্লেখিত বচন বাগ্দত্তা কন্যার প্রতি কি রূপে সংলগ্ন হতে পারে? মাধবাচার্য্য উক্ত বচন উপলক্ষে যে আভাস দিয়েছেন, তাতে বাগ্দত্তা কন্যার বিবাহ কদাচ উপলব্ধি হয় না, কারণ প্রথমে বিবাহের বিধি দিয়া পরেই কহিতেছেন। যথা—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণ ॥

অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহ না করে ব্রহ্মচর্য্যের অধিক ফল দেখাচ্ছেন। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। পরে সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা অধিক ফল দেখাচ্ছেন।
যথা—

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥

---

* এই সমস্ত বচন শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

মনুষ্যশরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে। এক্ষণে বিবেচনা করে দেখুন, যদ্যপি (নষ্টে মৃতে) এই বচন বাগ্দত্তা বিষয়ক হয় তবে ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমন অবশ্যই তদ্বিষয়ক হইবেক। কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না, যে সংহিতা কর্ত্তা বাগ্দত্তা কন্যার প্রতি ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনের বিধি দিয়েছেন, অতএব ঐ বচন বাগ্দত্তা বিষয়ক কি রূপে হতে পারে ?

হরিহর—(স্বগত) ভাল ধরেছে তো বটে। ভট্টাচার্য্যের বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহার উত্তর কোন মতেই হবে না। ইহার উত্তরই বা কি, দেখতে পাই না ভট্টাচার্য্যকে অপদস্থ করা হবে না, এ স্থানে আমার কিছু ঘটকালি করা আবশ্যক হচ্ছে। (প্রকাশ) ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! এক কথা লয়ে অধিক বিতণ্ডা করণের সময় নাই, এখন একবার সংক্ষেপে শেষ করে যাউন, আপনার আর কি আপত্তি আছে বলুন।

রামদেব—ওহে বাচস্পতি ! আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহ যদ্যপি বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে কি রূপে শাস্ত্র সম্মত বলবে ? ভগবান্ বেদব্যাস স্থির করেছেন।

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাং বিরধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণঞ্চ তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতিরবা ॥

যেখানে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পুরাণের পরস্পর অনৈক্য হবে, সেখানে বেদই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ, আর স্মৃতি ও পুরাণে অনৈক্য হলে, স্মৃতিই গ্রাহ্য। অতএব বেদে যদ্যপি এমত দৃষ্টি হয়, যে স্ত্রীলোকের দুইবার বিবাহ করা বিধেয় নহে, তবে তোমার আর কি আপত্তি আছে ?

শ্রীকৃষ্ণ (আর এক ভট্টাচার্য্য সক্রোধে)—ওহে, বেদটাই শুনিয়ে দাওনা, বাচস্পতির আর কেন ভ্রম থাকে।

বলরাম (ভট্টাচার্য্য)—ওহে বেল্লিককে ভালরূপ শিক্ষা দেও আর কোথাও বিচার করতে না যায়।

বাচস্পতি—আপনারা তাবতে গোলযোগ করলে বিচার কি রূপে হতে পারে ? এবং কাহার কথারই বা উত্তর দিব। কি বেদ বলুন দেখি ?

রামদেব—তোমরা সকলে স্থির হও।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি, তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত।
যন্নৈকাং রশনাং, দ্বয়ো র্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মানৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ॥

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করতে পারে, যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করতে পারে না। এক্ষণে বিধবা বিবাহ বেদ বিরুদ্ধ হচ্ছে, তুমি স্মৃতির মতে কিরূপে বিবাহ দিবে ?

হরিহর—(অর্দ্ধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) বাচস্পতি এখনও ভাল করে বলতেছি, এ কর্ম্মে ক্ষান্ত হও, নতুবা বিচারে পরাস্ত হলে এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয় তোমার নিকট লব। বিচার করা সামান্য কথা নয়।

বাচস্পতি—স্থির হও ভাই, অগ্রে বিচার শেষ হউক পরে যা হয় হবে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে বেদ হতে যে প্রমাণ দিলেন, অগ্রে ঐ বচনের যথার্থ—তাৎপর্য্য গ্রহণ আবশ্যক। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই, যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এককালে বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ এককালে দুই বা অধিক স্ত্রী বিবাহ করতে পারে, আর যেমন এক রজ্জু দুই যূপে এক কালীন বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করতে পারে না। এই বচনের যে তাৎপর্য্য বল্লেম তাহার পোষকতার জন্য মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করেছেন এবং ঐ বেদের যে অর্থ করেছেন তাহা বলতেছি শ্রবণ করুন।

নৈকস্যা বহব ঃ সহপতয়ঃ

এক স্ত্রীর এককালীন বহু পতি হইতে পারে না।—

সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্ব নিষেধো

বিহিতো ন তু সময়ভেদেন।

এই বেদ দ্বারা এক স্ত্রীর এক কালীন বহু পতি বিবাহ নিষিদ্ধ হচ্ছে, নতুবা সময় ভেদে বহু পতি বিবাহ দূষণাবহ নহে। এক্ষণে আপনি বেদের যে প্রমাণ প্রয়োগ করলেন তা বিধবা বিবাহ নিষেধক কি রূপে হতে পারে?

হরিহর—(স্বগত) বাচস্পতি তো ছাড়বার পাত্র নয়, আমাদের ভট্টাচার্য্যকে থলি ঝাড়া করলে, শেষে বা পলায়ন করতে হয়। যাহা হউক হঠাৎ ছাড়া হবে না। (প্রকাশ) ওগো তর্কালঙ্কার খুড়ো ও খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে ওরূপ বিচারে হবে না। একেবারে একটা ব্রহ্ম অস্ত্র অব্যর্থ সন্ধানে ত্যাগ করুন দেখি।

রামদেব—(বাচস্পতিকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলপূর্ব্বক হস্ত টানিয়া) আরে ও বাচস্পতি যা বলি তাতে মনঃসংযোগ কর, কেবল আত্মগর্ব্বে থাকলেই কি হবে।

হরিহর—(স্বগত) শেষটা হাতাহাতি চুলোচুলিই বা হয়, কিন্তু তাতে আমাকে পারা ভার, সেরূপ বিচারে বিলক্ষণ পটু আছি, মুহূর্ত্তে জয়লাভ করবো। (প্রকাশ) ও হে বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বল্লেন মনোযোগ পূর্ব্বক শুন, মিছা বেল্কম কেন।

রামদেব—(ছাত্রের প্রতি) ওহে, নস্যের ডিবিটা দেওতো, একবার নস্যটা লই।

হরিহর—এই যে মহাশয় লউন, নস্য ব্যতিরেকে বুদ্ধি যোগায় না। একবার ভাল করে লাগুন তো।

রামদেব—(নস্য লইয়া) ওহে বাচস্পতি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিধবা বিবাহের যে বিধি দেখাচ্ছ, বিবাহ কালীন বিধবা কোন গোত্রোল্লেখে সম্প্রদান

করবে ? স্ত্রীলোক বিবাহ হলেই স্বামীর গোত্রাবলম্বন করে। অতএব পুনরায় বিবাহ কালীন ঐ স্ত্রীকে কোন্ গোত্র হতে কোন্ গোত্রে দিবে ?

হরিহর—তর্কালঙ্কার মহাশয় ! বুঝলেন না, সে সময়ে বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ হবে স্বামীর গোত্রটা মাঠে মারা যাবে—ওটা ঠিক ভাড়া খাটার গোছ হবে। ও হে বাচস্পতি ! এ কথার উত্তর দেও, নতুবা শেষটা বিভ্রাট ঘটবে—বিভ্রাট বুঝ তো ? (স্বগত) গোড়া বেঁধে রাখা ভাল।

বাচস্পতি—তর্কালঙ্কার মহাশয় ! আপনকার প্রশ্ন এই যে, বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ কালীন কোন গোত্রোল্লেখে বিবাহ হবে। ভাল, এক্ষণে গোত্র শব্দের অর্থ কি, অগ্রে মীমাংসা করা আবশ্যক।

বিশ্বামিত্রো যমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমঃ
অত্রির্বশিষ্ঠঃ
কাশ্যপ ইত্যেত সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষী নামপত্যা—
চটকানাং যদপত্যং তদ্ গোত্রমিত্যাচক্ষতে।

বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য এই অষ্ট ঋষির সন্তান পরম্পরকে গোত্র বলে। অতএব এই শাস্ত্রানুযায়ী যমদগ্নি, ভরদ্বাজ ইত্যাদি মুনিগণের সন্তানেরা তস্তৎমুণিগণের নামানুযায়ী গোত্রোল্লেখে বিখ্যাত সুতরাং গোত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ বংশ ভিন্ন আর কিছু উপলব্ধি হচ্ছে না। এক্ষণে মীমাংসা করা আবশ্যক যে বিবাহ কালীন কি রূপে গোত্রের উল্লেখ হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছেন,—

বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকং।
নাম সংকীর্ত্তর্যেদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈব সেবহি॥

বরের প্রপিতামহপূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করবে, কন্যারও এইরূপ, অর্থাৎ বিবাহ কালীন বর ও কন্যা পরস্পর কোন্ গোত্র অর্থাৎ কোন্ মুনির বংশোদ্ভব তাহা উল্লেখ করে কন্যা সম্প্রদান করবে। অতএব বর কন্যার আদি পুরুষের নামোল্লেখ করাই যখন শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রেত হচ্ছে, তখন কন্যার যতবার বিবাহ হউক না কেন সেই পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ করা বিধেয় হচ্ছে। যেহেতু কন্যা যতকাল জীবিতা থাকিবে তাহার পিতৃকুলের আদি বংশের নাম কোন ক্রমেই পরিবর্ত্ত হবে না। বিবাহ কালে যখন পিতার গোত্র উল্লেখ করাই বিধেয় হচ্ছে, তখন কোন গোত্র উল্লেখে বিবাহ হবে। ইহার উত্তর স্থলে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

হরিহর—(স্বগত) ভেড়ো যে সকল কথাই খণ্ডন করতে লাগলো হে, এখন মানে মানে প্রস্থান করতে পারলে হয়। (প্রকাশ) তর্কালঙ্কার মহাশয় ! এখনও সময় আছে, আর দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রামদেব—ওরে নাস্তিক খ্রীষ্টিয়ান, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ যে দিবি,

তার মন্ত্রের কি হবে বলু দেখি, এক স্ত্রীর দুইবার সংস্কার কি রূপে হবে ?

হরিহর—(স্বগত) তর্কালঙ্কার খুড়ো এখন আম্‌তা আম্‌তা করছেন, যা হউক গতিকটা বড় ভাল নয়, অধিক বাড়াবাড়ি হলে বিদায়টা পাওয়াই ভার হবে। তার মধ্যে বাচস্পতি যে রূপ ভদ্র ও সুবোধ ব্যক্তি ধরে দু'ঘা মারলেও কিছু বলবেন না, কিন্তু ক্রমে মুড়ো মারাই উচিত। (প্রকাশ) ভট্টাচার্য্য মহাশয় ! লগ্নের সময় ক্রমে নিকট হচ্ছে, আর অনর্থক কর্ম্ম পণ্ড করণের ফল কি ?

বাচস্পতি—মহাশয়, কিঞ্চিৎ স্থির হউন, বিবাহের মন্ত্র পাঠের যে আপত্তি উপস্থিত করতেছেন তার মীমাংসা করি।

হরি—(স্বগত) আঃ মলো যা, এ-যে আবাব ছাড়ে না, একি ঘোর বিপদে পড়লেম। কি অযাত্রায় আসা গেছে। (প্রকাশ) ভাল, বলুন শুনা যাউক।

বাচস্পতি—তর্কালঙ্কার মহাশয় ! বিবাহ সম্পাদক মন্ত্র সমূহ মধ্যে এমত কোন মন্ত্র আছে যা দ্বিতীয়বার বিবাহে সংলগ্ন হয় না ?

বিশেষতঃ

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ

কি ক্ষত যোনি কি অক্ষত যোনি, যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয তাহাকে পুনর্ভূ বলে, অতএব যখন দ্বিতীয় সংস্কাবে স্পষ্ট বিধি দেখা যাচ্ছে তখন দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্র নাই এ কথা কোন ক্রমেই গ্রাহ্য হতে পারে না।

হরি—(তর্কালঙ্কারের কর্ণে কর্ণে) ওগো তর্কালঙ্কর খুড়ো ! আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, এখন অনর্থক গোলযোগ করলে আসল কর্ম্মে ব্যাঘাত হবে। বিবাহ কর্ম্ম আরম্ভ হউক, আপনার অনুমতি দিতে লজ্জা বোধ হয় আমি সে কর্ম্ম সমাধা করতেছি (প্রকাশ) বাচস্পতি মহাশয় ! রাত্রি ছয় দণ্ড অতীত হয়েছে, এই বিচারের জন্য আপনাদের কর্ম্ম পণ্ড করা নিতান্ত অভদ্রেব কর্ম্ম, অতএব কর্ম্মারম্ভ করুন। বিচার পরে হবার কি বাধা আছে।

বাচস্পতি—তাতে ক্ষতি কি। আমার এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য, যে বিধবা বিবাহ পুনরায় শাস্ত্র বিরুদ্ধ না বলেন।

রামদেব—(মহাক্রোধে) বেল্লিক ব্যাটার কথা শুনেছ হে ভট্টাচার্য্য ? আমি যখন এর মধ্যে আছি, তখন অমনি ছাড়া হবে না।

হরি—(তর্কালঙ্কারে হস্ত ধরিয়া) তর্কালঙ্কার খুড়ো ঃ স্থির হও, রাগ বাড়ালেই বাড়ে, আপনার কোন্‌ ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে হচ্ছে। বাচস্পতি মহাশয়, আপনি কর্ম্মারম্ভ করুন। খুড়ো এখন এসো, একবার কর্ম্মকর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করে বাটী যাওয়া যাউক্‌। (কর্ম্মকর্ত্তাকে দেখিয়া) এই যে দত্তজা মহাশয় আপনি কায়েস্থ চূড়ামণি, আপনার তুল্য বিবেচক ও বোদ্ধা এখানে দেখ্‌তে পাই না। বিশেষতঃ আপনার বহু শাস্ত্রে দর্শন আছে, এই জন্যই

বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত নিশ্চিত জেনে সাহস পূর্ব্বক এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েছেন। যা হউক আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, আমরা নিয়ত আশীর্ব্বাদ না করে জলগ্রহণ করি না। উপস্থিত কর্ম্মে আয়োজনও যথেষ্ট করেছেন।

রামদেব – ওহে হরিহর ! আমাদের যদ্যপি আশীর্ব্বাদের জোর থাকে, তবে দত্তজার বাটীতে এরূপ কর্ম্ম সর্ব্বদাই হবে।

হরিহর—(স্বগত) খুড়োর আশীর্ব্বাদের জোর এমনি বটে। সর্ব্বদাই এরূপ বিবাহ হবে তার জন্য চিন্তা নাই (প্রকাশ) তা বটেই তো, আপনার আশীর্ব্বাদে কি না হয়।

অদ্বৈত—(হাস্যমুখে) আপনাদের আশীর্ব্বাদে কি না হতে পারে। (ব্রাহ্মণ-দিগের যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া) এক্ষণে আপনারা অনুমতি প্রদান কর্লে কর্ম্মারম্ভ হয়।

রামদেব হরিহর প্রভৃতি ভট্টাচার্য্যগণ একত্রে—আঃ আপনার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি এ প্রদেশে দেখতে পাই না। আমাদের অনুমতির অপেক্ষায় আর বিলম্বের আবশ্যক নাই "শুভস্য শীঘ্রং" কর্ম্মারম্ভ করুন।

(ভট্টাচার্য্যগণের প্রস্থান ও বিবাহের সঙ্কল্পাদি আরম্ভ)

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর

[সুলোচনা, সুখময়ী ও বসন্তীর প্রবেশ]

সুলোচনা—কৈ গো, কনের মা কোথা গো ? বিয়ে ফুরয়ে যাবে বলে শীগ্গির এলেম, কৈ বর কোথা ?

মোহিনী—এসো মা এসো ! বর এখনও বাড়ীর ভিতর আসেন নি, আমরা এই স্ত্রী আচারের উয্যুগ করতেছি।

সুলোচনা—কৈ গো, পাড়ার আর সব কোথা ? (চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সব এসেছেন। তবে থাক ! ভাল আছিস্ হর ! ভাল আছিস্ সদু ! ভাল আছিস্ কতদিনের পর ভাই তোদের সঙ্গে দেখা হলো।

থাক—আর ভাই ভাগ্গি বিয়েটা হলো, তাই তোর সঙ্গে দেখাটাই হলো—সুলোচনা ! তোর মা যে ভাই তোকে আস্তে দিলে ? তোকে এক দণ্ডের জন্যে চোকের আড় হতে দেয় না, এই রাত্রে এমন বিয়ে দেখতে কেমন করে বেরয়ে এলি ?

সুলোচনা—(হাসিয়া) রেতে বেরয়ে এলেম তাই আশ্চর্য্য হলি, কত লোক যে ভাই দিনে বেরয়ে আসে। তার কি বল্ দেখি ? আজ কাল আবার বেরোবার ভাবনা।

মোহিনী—আমার মা এখনও কোন কর্ম্ম হয় নাই, আমি যাই, বর এলে তোদের ডেকে নে যাব।

(মোহিনীর প্রস্থান)

সুলোচনা—প্রসন্নের বর কত কথা জানে আজ দেখবো। ভাগ্যি এই বিয়ে দেখতে এসেছি বোন তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচবো।

থাক—সে দিগে ফাকি তা জানিস? একি সেই বিয়ে পেলি যে কনে একদিগে পড়ে থাকবে বর নিয়ে সমস্ত রাত আমোদ করবি। এ বিয়ের বাসর ঘরে তিষ্ঠান ভার হবে, পালাবার পথ পাবি না।

সুলোচনা—তা তখন বুঝবো। বর তো প্রসন্নের চিরকালের লো, আমাদের আজ বৈ ত নয়। একবার এলে হয় তখন দেখিস্! এখন ভাই চল্, বাহিরে বর বসে আছে, ঐ দিক দিয়ে দেখে আসি।

(স্ত্রীলোকদের বর দেখিতে গমন)

সুলোচনা—(স্বগত) আহা দিব্বি বরটী যে গা, ছেলেটী দেখে দুঃখ হচ্ছে, এমন ছেলের কপালে এই বিয়ে ছিল। তা বে'টা যেমন তেমন হোগ বরের অদৃষ্টটা ভাল, একেবারে রাঁধা ভাত পেলে। প্রসন্নের অদৃষ্টটাও ভাল বল্‌তে হবে আমাদের মত চিরকালটা জ্বলে পুড়ে মরতো—সর্ব্বনাশী একাদশীর ভার বইতো সে সব দায় এড়ালো। আমাদের মত আলো চাল খেতে হবে না—চড়ুকির হাসির মত কেবল মুখে ধম্ম ধম্ম করে মর্‌তে হবে না।

রসবতী—কি গো, কেমন বর দেখলে?

সুলোচনা—এই যে নাপ্তেনী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তোকে খুঁজতেছিলেম। ঐ দেখ্ দেখি, বরের পাশে উটি কে বসে রয়েছে, ওঁকে দেখে মনটা কেমন কচ্চে, যেন কোথায় দেখেছি বোধ হচ্ছে।

রসবতী—কি গো, ওঁকে একেবারে চিন্‌তে পাল্লেনা। আমরা তো ভাল, খেলেম না ছুঁলেম মা তবু তো ভুলতে পাল্লেম না, তুমি একেবারে সব ভুলে গেলে। এই ভাই ভালবাসা ভালবাসা কর। ভালবাসা খায় না পরে। আমরা তো বয়েস কালে ভাল ছিলেম গা, যাকে একবার ভালবাস্‌তাম্ তাকে কি আর ভুলতাম। লোকে বলে মেয়ে মানুষের ভালবাসা আর পাখির বাসা, আছে তো আছে, নাই তো নাই, ভাই সে কথা তো মিল্লো। একবার ভাল করে দেখ দেখি।

সুলোচনা—মর্ মাগী, তোর মন জান্‌বার জন্যে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম। দিনরাত যাকে মনে মনে দেখ্‌তেছি তাকে কি আবার চিন্‌তে হয়। এখন বল্ দেখি রসবতী উনি কতক্ষণ থাকবেন?

রসবতী—তুমি যেমন ভুলেও রসবতীকে একবার ভাব না রসবতী তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরে। তুমি কেমন করে জান্‌বে, এ বাড়ী যে মন্মথের মামার

বাড়ী ; এখিন জল খেতে এলে তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হবে। ভাই এখন বুঝে দেখ দেখি তোমাকে এত লুকিয়ে চুরিয়ে এখানে কেন আনলেম। বিয়ে কি কেউ কখন দেখেনি, তাই তোমাকে বিয়ে দেখাতে আনলেম। ভেবে দেখ দেখি ভাই, সেদিন কেমন হবে, যে দিন ঐ বর এই কনে, মনে সুখে এই রকমে বিয়ে দেব ? তখন ভয় থাকবে না—ভাবনা থাকবে না—মনের মত মম্মথকে নিয়ে সচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।

সুলোচনা—রসবতী, তুই আশায় আকাশের চাঁদ হাতে দিস্, তোর কথায় এতদিন বেঁচে আছি। বিয়ের কথা বল্‌তেছিলি, পোড়া দেশে কতকগুলিন লোক না মলে আর কতকগুলিন না হলে, রাঁড়ের বিয়ে কি সর্ব্বত্র চল্‌বে ? এই একটা বিয়ে হচ্ছে, দেখিস্ দেখি এর কত গোল হবে। এক কর্ত্তা বলবেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়া হবে না, আর এক কর্ত্তা বলবেন, এ বিয়ের বরযাত্রদের একঘরে করা উচিত। ভাই এই সব বুড়ো বুড়ো কর্ত্তারা একবার ভুলেও ভাবেন না, যে বিধবা হয়ে কত লোক কত কি কচ্ছে। যারা কিছু না করে ধর্ম্মকাযে আছে, তাদের ক্লেশটাও তো ভাবতে হয়। তাদের বাঁচবার সাধ কি থাকে বল দেখি ?

রসবতী—ভাই রাঁড়ের বিয়ে এখন গণ্ডা গণ্ডা হবে, যদি বেঁচে থাক আর বেঁচে থাকি তবে কত বিয়ে দেখাব।

সুলোচনা—সে যা হবার তা হবে, এখন বল দেখি উনি কখন বাড়ীর ভিতর আসবেন ?

বসবতী—তুমি এখন স্ত্রী আচার দেখ্‌তে যাও, আমি ঠিক করে তোমাকে ডেকে আন্‌বো এখন।

সুলোচনা—সেই কথাই ভাল, আমাকে ভাই ডাকিস্ ঐ বর বাড়ীর ভিতর যাচ্ছে, আমরা স্ত্রী আচার দেখি গে।

(কামিনীগণের স্ত্রী আচার দেখিতে গমন)

হর—ঐ লো বর আসছে, থাক শাঁকটা বাজা, ওলো ভাবিনী তোরা সব উলু দে।

ভাবিনী—আগে এই পিঁড়ীখানা পেতে দেই। তুই ভাই হাই আমলা ঝাল ঝাড়া বাটা নে আর, অমনি বরণডালা আর শ্রীটে আনিস্। (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) কে কনের মা কোথা, বর এলো গিন্নীর খবর নাই, এ কেমন গো।

হর—তুই যেমন চোকের মাথা খেয়েছিস্ ঐ যে মোহিনী এসেছে, আয় সব আয়, বরণ করবার উয্যুগ করি।

(বরকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করাইয়া) (স্বগত) আহা ! দিব্বি ছেলেটি, মুখখানি যেন ছাঁচে তুলেছে, প্রসন্নের কপালটা ভাল বলতে হবে। (প্রকাশ) আয় গো মোহিনী আয়, তোরা জামাই বরণ করসে। (অন্যান্য কামিনীগণের

প্রতি) তোরা ভাই ধুতরোর পিশ্বীমগুলো জ্বাল, চিতের কাঠি কাটি একুশটা গণে দিছিস্।

ভাবিনী—তোব আর গিন্নীপনা দেখে বাঁচিনে, আমরা কি কখন বিয়ে দেখিনি তা এ দিছিস্ ও এনেছিস্, জিজ্ঞাসা করতেছিস্ ? এই সব এনে রেখেছি। তুই আগে তুক তাক গুলো কর, এই কুলুপ নে (কর্ণে কর্ণে) এই মাকুটা নিয়ে বরকে একবার ভ্যা করা দিক দেখি।

হর—(বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই আজ ওজর করলে চল্‌বে না। (হস্তে মাকু দিয়া) এই হাতে দিলেম মাকু ভ্যা করতো বাপু।

বর—এ সব দেখে শুনে আমার ভ্যা বরাই সাব্যস্ত হলো, এখন আর কি বাকী আছে তা বল।

হর—এই যে, তবে নাকি বর কথা জানে না ? বাকী যা আছে তা ভাই প্রসন্ন করবে। আমাদের বল্‌তেছ কেন ?

ভাবিনী—ওলো ওদিগে কন্যা সম্প্রদানের সময় বোয়ে যায়, শীগ্গির শীগ্গির কর্ম্ম সেরে নে।

হর—আমাদের সব হয়েছে, এখন বর নে গেলেই হয়। এই যে বর কনে নিতে এসেছে। চল্ ভাই চল্। আমরা এখন বাসরেব উয্যুগ সুয্যুগ করিগে।

(স্ত্রীলোকদিগের বাসব সজ্জায গমন)

[রসবতীর প্রবেশ]

রস—(কর্ণে কর্ণে সুলোচনার) ওগো এই বেলা এসো এর পর গোল হবে।

সুলো—চল্ চল্, দেখা হলে ভাই আগে আমি কি বলবো ? বড় লজ্জা কর্‌তেছে, তুই আমাকে দুই একটা কথা শিখ্যে দে, তাই আগে বলবো।

রস—ইস্ যেন ভাজা মাচ্‌টা উল্টে খেতে জানেন না, আমি ও'কে কথা শিখ্যে দেব, তাই উনি বলবেন, কেন আমাব সঙ্গে এত কথা কইতে পার আর এর বেলা বোবা হলে ? (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি গো ! তুমি যে ভয়ে কাঁপ্‌তেছ আর যে চল্‌তে পাব না। যার জন্যে পাগল হয়েছিলে, তার সঙ্গে কথা কইতে এত ভয়, সে কেমন গো !

সুলোচনা—কে জানে ভাই, আমার বড় ভয় কর্‌তেছে, (লজ্জিত হইয়া) দূর মাগী বুঝিস্ নে, এ আহ্লাদের ভয়। চল্ এখন চল্, ভয় ভেঙ্গে যাবে এখন।

রস—এই যে গো, এই ঘরে আছেন, এখানে কেউ আস্‌বে না, নির্ভয়ে এসো। (ঘরে প্রবেশ করিয়া) এই নেওগো বাবু, তোমার সুলোচনাকে নেও, ছেলে-মানুষ বড় ভয় পেয়েছে, তুমি নইলে ওর ভয় ভাঙ্গতে কেউ পারবে না। ভাই আমার কর্ম্ম তো আমি কল্লেম, এখন তোমার হাতযশ।

মন্মথ—রসবতি! তোর কর্ম্ম কি এখনই ফুরুলো, এই তো কর্ম্মের আরম্ভ (সুলোচনাকে সম্বোধন করিয়া) কি ভাই ! এত লজ্জা কেন ? তোমার তো

আর বিয়ে নয় ? বসো এইখানে বসো।

রস—(সুলোচনার প্রতি) মুখের কাপড়টাই খুলে বসো, এখানে কি ভাই কনে দেখা দিতে এলে ? ও গো বাবু ! একবার এই প্রদীপের নিকট এসো দুজনের শুভ দৃষ্টিতে হউক, দেখে যাই ! দূরে দূরে দেখেছ, একবার নিকটে নিকটে দেখ।

মন্মথ—ওগো রসবতি ! যাকে দিনরাত মনে মনে দেখ্‌তেছি, তাকে কি ভাল করে দেখতে হয় ? যার প্রেম প্রদীপ মধ্যে দিন রাত জ্বলতেছে, তাকে দেখতে কি আর এ প্রদীপের আবশ্যক করে ? বরং তোমার সুলোচনাকে দেখতে, ওঁর যে দেখা চোখের দেখা, তার পর তো আর মনে থাকে না।

সুলো—(স্বগত) প্রথমে কথাতেই জিতে যান, এ ভাল নয়, আর নাচ্‌তে বসে ঘোমটা দিলে কি হবে, (অতি মৃদুস্বরে) ও'লো রসবতি ! উল্টো কলির উল্টো বিচার দেখ, একথা শুনেছিস্‌ যে মেয়ে মানুষের চোকের দেখা আর পুরুষের মনের দেখা ? এই নূতন কথা শুনে যা। মেয়ে মানুষ কি নিত্য নূতন দেখতে পায় ? পুরুষেই তা দেখে। যে অনেক দেখে সে কি সব মনে রাখে ?

মন্মথ—(স্বগত) আহা এমন মধুর স্বর কখন শুনি নাই। যেন সহস্র কোকিল ঝংকার করতেছে। আজ আমার কি শুভাদৃষ্ট ! এমন গুণবতীর সহিত মিলন হলো। (প্রকাশ) কেমন গো রসবতি ! এখন তো লজ্জাবতীর লজ্জা ভাংগলো, যেমন করে হউক কথা তো শুনলেম।

রসবতী—কেন গো বাবু তোমার কি কথা শোনবারও আশা ছিল না ? এই কি অনেক হলো ? কত কথা শুনবে এখন শুন। আমার ভাই আজ অনেক কর্ম্ম আছে, আমি যাই (সুলোচনার কর্ণে কর্ণে) দেখ ভাই। যেন বিয়ে ফুরুলে ছাঁদনায় নাথী হয় না।

(রসবতীর প্রস্থান)

মন্মথ—ভাই ! অনেক দিনের আশা আজ তোমার দেখা পেয়ে সফল হলো। যেদিন তোমারে দেখেছি, সেই দিন অবধি যে কিরূপে আছি, তা ভাই যদি মন খুলে দেখাবার হতো দেখাতেম, মুখে কত বল্‌বো।

সুলো—আমিও কি স্বচ্ছন্দে ছিলাম ? রসবতী যদি না থাকতো, এতদিন পাগল হতেম। কি কর্‌বো মা, বোন্‌, ভাজ, এদের সাক্ষাতে দুদণ্ড বসে ভাবতেও পারি নে। আজ কত কৌশলে নাপ্তেনী বিয়ে দেখাতে এনেছে, তাই তোমার সংগে দেখা হলো, না এলে তাও হতো না। (হাসিতে হাসিতে) ভাই ! পুরুষের মন তো মেয়ে মানুষের মত নয় ; একজনের কাছে বন্ধ হয়ে থাকে না। কেনই বা থাকবে ? একটা ছেড়ে দশটা দেখতে পায়। মেয়ে মানুষের মনতো তেমন নয়, একবার যাকে ভালবাসে, তাকে কি আর ভুলতে পারে ?

না মলে আর ভালবাসা যায় না।

মন্মথ—কি বল্লে ভাই, ভালবাসা রমণীর যেমন পুরুষের তেমন নয়, তবে তো তুমি ভালবাসা কারে বলে তা জাননা। ভালবাসা হল মনের ভাব, তা কি পুরুষের এক রকম আর স্ত্রীলোকের এক রকম ? যথার্থ যে ভালবাসা তা এক প্রকারই হয়।

সুলো—সে কথা ভাই সত্য, তুমি অনেকবার ভালবেসেছ, ভালবাসা কারে বলে তা ভালই জান। আমি কেমন করে জানবো, আর কখন তো ভালবাসিনি। "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস" এই সবে আমার হাতে খড়ী।

মন্মথ—যথার্থ ভাই ! ভালবাসা কি দুবার হয় ? যে দুবার ভালবেসেছে সে আদৌ একবারও ভালবাসে নাই, এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্ছে, এক ভালবাসা নিয়ে ঝকড়া করলে কি হবে, যে যেমন ভালবাসে ক্রমে আপনা হতেই ভাল রূপে প্রকাশ হবে। আজ ভাই যেন বিয়ের উপলক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, পরে কি হবে তার উপায় স্থির কর, নতুবা তোমার কিরূপ বল্‌তে পারি না; আমার জীয়ন্তে মৃত্যু হবে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) যদি সফল হয় তবে একটা ভাল উপায় আছে।

সুলো—কি উপায় স্থির করেছ বল দেখি ?

মন্মথ—দেখ ভাই, এখন তো বিধবা বিবাহ সর্ব্বত্রেই হতে চল্ল, যদি তুমি সম্মত হও তবে তোমার পিতার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করি। তাঁহার অভিপ্রায় হলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

সুলো—(আশ্চর্য্য হইয়া) এই উপায় স্থির করেছ ! না ভাই ! হিত করতে বিপরীত হবে, সে কর্ম্মে কাজ নাই। বাবা তো তেমন নয়, এ বিয়ের নাম শুনলে ক্ষেপে উঠেন, তিনি আবার আমার বিয়ে দেবেন ? ভাই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বার করবে কেন ? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এই সৌভাগ্য বলতে হবে, অদৃষ্টকে আর অধিক বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

মন্মথ—শুনেছি স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা অধিক চতুর, অতএব তুমি ভাই এর যে উপায় হয় কর।

সুলো—এর উপায় আমাকেও করতে হবে না, তোমাকেও করতে হবে না, রসবতী করবে। এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্চে, একবার বিয়ের বাসর ঘরে যাই, পরে রেতে রেতেই ঘরে যেতে হবে। আবার শীগ্গির দেখা হবে।

মন্মথ—(সুলোচনার হস্ত ধরিয়া) ভাই ! তোমাকে যাও বলে বিদায় দিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাকে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রাণের সঙ্গে রেখেছি, তাকে যেতে দিলে যে প্রাণ শুদ্ধ যাবে। শীগ্গির দেখা হবে বল্‌ছেছ, যদি তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় দেহে প্রাণ অবস্থিতি করে তবেই দেখা হবে, নচেৎ এই দেখা

শেষ দেখা।

সুলোচনা—বালাই, শত্তুরের সঙ্গে শেষ দেখা হোগ। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে কি অমনি কথা বলে? আর অধিকক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়। পরের বাড়ী, কে কি মনে করবে।

মন্মথ—একান্তই যদি যাবে তবে প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীটী ধারণ কর, যদি সহজে না মনে পড়ে, এই চিহ্ন দেখে মনে করো যে একজন তোমার প্রণয় পাশে যাবজ্জীবন বদ্ধ হয়ে আছে, একজন দিবারাত্রি তোমাকেই ধ্যান করতেছে, একজন তোমাভিন্ন অন্য কিছুই জানে না।

সুলোচনা—হা! অভাগিনীর অদৃষ্টে পরিশেষে এত সুখ ছিল, স্বপ্নেও জানতেম না! যার জন্যে আমি নিরন্তর ব্যাকুল চিত্তে কাল যাপন করছি, সে আমার জন্যে এখন ততোধিক ব্যাকুল হয়েছে, এ ভ্রমেও জানতাম না। যা হউক, বাল্যকাল হতে উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হওন পর্য্যন্ত এরূপ সুখ সম্ভোগ কখনই হয় নাই। হায়! যদি এই গুণনিধিকে পতি বলে চিন্তা করতে পারতেম! (প্রকাশ) যদি স্মরণের চিহ্ন অঙ্গুরী আমাকে দিলে তবে আমার অঙ্গুরী তোমাকে ধারণ করতে হবে। (অঙ্গুরী পরিবর্ত্তন করিয়া) আহা! দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে?

মন্মথ—সুলোচনা! আজ আমাদের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হলো, এখন তোমাকে বিবাহিতা স্ত্রী বলে চিন্তা করবো। (গাত্রোত্থান করিয়া) এখন তবে বিয়ে দেখতে যাও, আমিও বরযাত্রদের আহারাদির উদ্দোগ করতে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

৭

বিবাহের বাসর ঘর

[সুলোচনার প্রবেশ]

সুলো—এই যে বর এসেছে, ওলো হর! বর যে ঘুমুচ্ছে, কে ঘুম পাড়ালে লো?

হর—তুই ভাই এতক্ষণ কোথায় ছিলি; বিয়ে দেখতে এসে কোথায় দুদণ্ড আমোদ করবি, না রসবতীর সঙ্গে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোর ভাজ তোকে খুজতেছিল। বর ঘুমুবে কেন লো, তুই ডাক দেখি, উঠবেন এখন। উনি অমন জেগে ঘুমিয়ে থাকেন।

সুলো—(বরকে সম্বোধন করিয়া) ভাই, আজকেই কি তোমার যত ঘুম এসে পড়লো? ঘুম কি এতই হলো, আমরা কি আর কেউ নই? আমরা কি ভাই তোমার ঘুম দেখতে এলেম?

বর—(গাত্রোত্থান করিয়া) ঘুমবো কেন গো, তোমরা কি সকলকে ঘুমুতেই

দেখ ? তোমাদের দেখে শুনে আর মুখে কথা সচ্চে না।

সুলো—এ কেমন বর গো ? তুমি কি কখন মেয়ে মানুষ দেখ নাই গা, তা আমাদের দেখে মুখে কথা সচ্চে না, আমাদের প্রসন্ন তো ভাল, তুমি এখানে না থাকলে এতক্ষণ কত কথা কইতো।

বর—তোমাদের প্রসন্নের বিয়ে পুরাণ হয়েছে, আমার এই নতুন বিয়ে, তোমাদের প্রসন্ন এক বাসর দেখেছে, ফিরে বাসর নে পড়েছে, আমি ত কখন বাসর দেখি নাই তা আমাকে মিছা ভৎর্সনা করতেছ কেন ?

সুলো—ক্রমে রাত শেষ হলো, তোমার একটী গান শোনবার জন্যে আমরা সব বসে রয়েছি, আমাদের ভাই একটী গান শোনাও।

বর—তাই এতক্ষণ বলতে নাই ? কি গান গাব বল দেখি, বল মা তারা গোছ, একটা রামপ্রসাদী গাব ?

সুলো—ওমা ! আমরা কি তোমার রামপ্রসাদী শোনবার জন্যে বসে রয়েছি ? রামপ্রসাদী গেয়ে ভিক্ষা করে, আমরা ঢের শুনেছি।

বর—তবে একটী সখী সম্বাদ গাই ?

সুলো—কেন আমরা কখন কবি শুনি নাই ? তা তোমার কাছে সখী সম্বাদ শুনবো ?

বর—তবে একটী রামমোহন রায়ের গীত গাই।

সুলো—এ কি "ধান ভানতে শিবের গীত" বাসর ঘরে রামমোহন রায়ের গান ?

বর—তবে সব গোল ঘুচিয়ে একটু হরি সংকীর্ত্তন করি ?

সুলো—কেন, আমাদের তো অন্তিমকাল উপস্থিত হয় নাই, তা তুমি হরি সংকীর্ত্তন করবে ? সংকীর্ত্তন শোনবার অনেক সময় আছে। যদি ভাই গাও তবে আর তামাসায কাজ নাই।

বর—তবে কি গান গাইব তোমরাই বল। একটা নিধুবাবুর টপ্পা গাই ?

সুলো—দেখ্‌লো হর দেখ্‌, তবে নাকি বর রসিক নয় ? আমি তো বলেছিলাম, ধুকুড়ির ভিতর খাসাচাল্‌ আছে, বাসর ঘরে টপ্পা নইলে কি হরি সংকীর্ত্তন না রামমোহন রায়ের গান ভাল লাগে, যার, যা অঙ্গ। (বরের প্রতি) যাই রাত শেষ হয়েছে, আমাদের সব এখনি বাড়ী যেতে হবে, একটী টপ্পা গাও শুনে যাই।

বর—(গীত)—

এখন রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর হোক নিশি অবসান॥
অরুণ উদয় হবে সুকোমল প্রকাশিবে।
কুমুদ মুদিত হবে, শশী যাবে নিজ স্থান॥

এই তো গান গাইলেম, এখন তোমারে ভাই একবার নাচতে হবে "না" বল্লে

শুনবো না।

হর—এইবার দেখা যাবে সুলোচনা, বড় বরের সঙ্গে লেগেছিলে, এখন নাচ দেখি, কেমন মেয়ে দেখি।

সুলো—ওলো বুঝতে পাল্লিনে, সমস্ত রাত জেগে বরের বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তা না হলে ভাল মানষের মেয়েদের নাচতে বলেন? এখন সকাল হল বাড়ী যাই।

বর—তোমরাই দেখ গো হার্ কার হলো, আমাকে বোবা বলতেছিলেন এখন পালায় কে দেখ।

সুলো—(গমনোদ্দ্যোগে গাত্রোত্থান করিয়া) ওলো হর তোদের বরের জিত হয়েছে, ও'র মাথায় জয়পত্র বেঁধে দিস্, আমরা এখন চল্লেম। আয় লো রসবতী আয়, বৌ আয়, বাড়ী যাই।

রসবতী—চল গো চল, পাল্কি বসে রয়েছে, আর দেরি করে কাজ নাই। আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাব না, কাল দেখা হবে।

(সুলোচনা ও সুখময়ীর প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

১

বিশ্বেশ্বর বসুর বাটী

[দিগম্বর সেন ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতকগুলিন পড়সী উপস্থিত]

বিশ্বেশ্বর—সেনজা, এখন হিন্দুয়ানী নে ধুয়ে খাও, কাল পাড়ায় স্বচ্ছন্দে রাঁড়ের বিয়ে হয়ে গেল, হাত দিয়ে রাখতে পাল্লে? আমি তো বলেছিলেম যে যখন বিধবা বিয়ের আইন জারী হতে চল্লো, তখন আর এ কর্ম্ম আট্কাবে না।

দিগম্বর—(তামাক খাইতে খাইতে) ওহে বোস্জা একটা বিয়ে হয়ে গেল বলে কি হিঁদুয়ানী গেল? কত লোক যে খ্রীষ্টান হচ্ছে, তাই বলে কি সকলের জাত যায়? কতকগুলি বোল্লিক যুটে এ কর্ম্ম করেছে বইতো নয়, তা এর ফল হাতে হাতেই দেখ্তে পাবে। সম্প্রতি অদ্বৈত দত্তের মাতার শ্রাদ্ধ নিকট হয়েছে, এখন এসো সকলে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করি, ওর বাড়ীতে কাহারও যাওয়া হবে না, তা হলেই বাছা টের পাবেন। "যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্ম্মা" যেমন সকলকে ছেটে বিয়ে দিলেন তেমনি কাঁদতে হবে।

বিশ্বেশ্বর—সেনজা, এখন আর দলাদলীতে কি হবে, এদিকে গলাগলি হয়ে উঠেছে। শ্রাদ্ধেতে কেউ যাবে না বলতেছ, কাকে নিয়ে থাকবে বল দেখি? এদিকে যে "নরক গুলজার" হয়েছে তার খবর রাখ? আমরা যে কএক জন

এখানে বসে রয়েছি, এর মধ্যে অনেকের বাড়ীর ছেলে পিলে কাল কন্যাযাত্র গেছলো, তা জান ? কারেও কি কিছু বলবার যো আছে ? এখন ক্রমে ক্রমে সরতে পাল্লেই হয়, আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না।

দিগম্বর—ওহে ভাই, লুকুয়ে চুরুয়ে কে কোথায় গিছলো তা ধরুতে গেলে কি কর্ম্ম চলে? অনেকে তামাসা দেখতে গেছ্লো, তাই বলে কি তাদের কন্যাযাত্র যাওয়া হয়েছে ?

বিশ্বেশ্বর—সেনজা, তামাসা দেখতে গেলে তো বাঁচতাম, সকলেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সেরে এসেছেন তার কি বল দেখি ? বল্তে লজ্জা হয়, এই বাঁড়ুজ্জে মহাশয় বসে আছেন, ও'র ছেলে কাল বিয়ে বাড়ীতে পরিবেষণ পর্য্যন্ত করেছেন, তার কি বল দেখি ?

বন্দ্যোপাধ্যায়—(রাগান্বিত হইয়া) কি বল্লে হে তুমি ? আমি গৌরীকান্ত বাঁড়ুয্যের সন্তান, আমার ছেলে বিধবার বিয়েতে কন্যা যাত্র পরিবেষণ করেছে ? তুমি কায়স্থ চূড়ামণি হয়ে এই কথাটা বল্লে হে ? আমার বংশে কি একথা সম্ভব ?

বিশ্বেশ্বর—বাঁড়ুয্যে মহাশয় রাগ করেন কেন ? "ঠক্ বাচ্তে গাঁ ওজড় হয়েছে, মাথামুণ্ডু বলবো কি বল দেখি, রামদেব তর্কালঙ্কার, যার দোহাই দিয়ে আমরা বেড়াই, যিনি এ প্রদেশে একজন মহামান্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, তিনি কাল রাত্রে স্বচ্ছন্দে সভাস্থ হয়ে বিদায় পর্য্যন্ত গ্রহণ করে এসেছেন। তা বাঁড়ুয্যে মহাশয়, তোমার আমার কি দোষ বল দেখি ? যাঁদের ব্যবস্থা নিয়ে ঝকড়া করবো, তাঁরাই অগ্রসর হলেন, আমাদের আর মিছে গোল করলে কি হবে ?

বন্দ্যোপাধ্যায়—বল্লে কি সেনজা, আমি যে তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হলেম, তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বিয়েতে গিয়ে বিদায় পর্য্যন্ত লয়ে এসেছেন ? আমরা আর কোথায় আছি ?

দিগম্বর—ওহে, যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন যাতে আর না হয় তার চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বেশ্বর—আমাকে যে দিকে টেনে নে যাও সেইদিকেই যাব, কিন্তু একটা কথা আগে বলে রাখি। যিনি যত চেষ্টা করুন, বিধবার বিবাহ কেহ বন্ধ করতে পারবেন না ; দেশের লোকের চোক্ ফুটেছে, আর কেহ টোলের ব্যবস্থা শুনবে না, টোল সব টোল খেয়ে গেছে, ক্রমে হিন্দুয়ানীর টোল উঠ্লো, এখন একে একে হরিবোল দিয়ে সরে যেতে পাল্লেই হয়, অতএব মিছামিছি একটা গোল কেন করবে ? এখন এই রূপেই চলুগ, পরে যা হয় দেখা যাবে। যাই এখন প্রাতঃ ইত্যাদি হয় নাই।

(সকলের স্ব স্ব ভবনে গমন)

২

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর

সুলোচনার শয়নমন্দিরে

[রসবতী নাপ্তেনীর প্রবেশ]

রসবতী—কি গো কাল রাত জেগে এখনও ঘুমুচ্চো গা ? এত ঘুমের ঘোর কেন ? কেউ কি কখনও রাত জাগে না।

সুলো—রসবতী এসেছিস্ ? তোকে স্বপ্নে দেখ্‌তে ছিলেম, তোর লো যেমন রাত জাগা অভ্যাস আছে, আমার তো আর তা নাই। তুই অমন সাত রাত সাত দিন জেগে কাটাতে পারিস্।

রসবতী—তা ভাই তোমারও রাত জাগা অভ্যাস করে দিচ্চি, তার একটা ভাবনা কি। আমাদের ভাই বাজে রাত জাগা, তোমার কাজের রাত্‌ জাগা হবে। এখন সেদিন মন্মথ বাবুর সংগে দেখা হয়ে, নাপ্তেনীর কথা বিশ্বাস হয়েছে কি না বল দেখি ?

সুলো—তোকে কোন্ কালে অবিশ্বাস করেছি লো ? এখন তুই না হলে যে শেষ রক্ষা হয় না। বিয়ের উপলক্ষে তাঁর সংগে একবার দেখা হয়েছে, এখন মধ্যে মধ্যে দেখা হবার উপায় কি বল ? দিন রাত কেবল তাঁর রূপ মনে জাগ্‌তেছে, কেবল তাঁকেই ধ্যান করতেছি।

রসবতী—আমি ভাই একটা উপায় ঠিক করেছি, তা অনায়াসে হতে পারে। তুমি এই ঘরে একা থাক, জানলা দিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষ আসতে পারে। যদি তুমি সম্মত হও তবে আমি মন্মথ বাবুকে আজ রাত্রে তোমার ঘরে আনতে পারি, শেষ রাত্রে এই জানলা দিয়ে নেবে যাবেন, রাত্রে আর তোমার ঘরে কে আসবেন ?

সুলো—তোর এত বুদ্ধিও আসে, আমাদের ভাই এত আসে না। জানলা দে আসবেন বল্‌তেছিস, উঠবেন কেমন করে ?

রসবতী—তোমার ভাই তা ভাবতে হবে না, তুমি কেবল ঘরের দোর বন্ধ করে শুয়ে থেক, বাকি সব আমি করবো। আর ভাই আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে আসবো না, কি জানি কেউ যদি কিছু মনে করে ? মাঝে মাঝে এসে সব বলে যাব।

সুলো—তবে নাপ্তেনি আজ্ রেতে তাঁকে আনিস্, যেন দুই কথা হয় না।

রস—হাঁ গো, যখন বলে যাচ্ছি, তখন কি দুই কথা হবে ? এখন চল্লেম।

(রসবতীর প্রস্থান)

সুলো—(ক্ষণেক বিলম্বে) (স্বগত) আঃ আজি, এক এক নিমেষ বৎসর সদৃশ বোধ হচ্ছে কেন ? দিবসের কি আর শেষ হবে না ? সূর্য্যদেব আমার প্রতি

নির্দ্দয় হয়ে অস্তাচলে বিস্তৃত হয়েছেন। হ্যাঃ প্রাণকান্তের নিমিত্ত প্রাণ অস্থির হয়েছে। তার দর্শন ভিন্ন সুস্থির হবে না। আজি বিরহের ধার ভাল রূপে পরিশোধ করবো; পোড়া কোকিল চিরকাল্‌টা পুড়েয়েছে, আজি প্রাণনাথকে বলে তারে ভাল করে শিখাবো, চন্দ্রের কিরণ চিরকালটা বিষ বরিষণ করেছে, আজি তাকেও শিখাবো, মলয় সমীরণ যত জ্বালাতন করেছে, আজি তিনি কেমন বিরহিনী জ্বালান তাঁকেও বুঝাবো।—

ভাসিলাম আজি আমি সুখ রূপ নীরে।
প্রাণনাথ আসিবেন আমার মন্দিরে॥
সেই পূর্ণ শশধর হইলে উদিত।
মানস কুমুদ মম হবে বিকশিত॥
তাঁহারি দর্শন রূপ তপন কিরণ।
দুঃখময় অন্ধকার করিবে হরণ॥
তাঁহারি বচন সুধা সুখে করি পান।
বিরহ পিপাসা হতে পাব পরিত্রাণ॥
দিন রাত্রি জ্বলিয়াছি বিরহ অনলে।
জুড়াব জীবন আজি মিলনের জলে॥
কোকিল করেছ মোরে যত জ্বালাতন।
প্রাণেশ্বরে বলে তোরে শিখাব এখন॥
জ্বলিয়াছি শশি তব বিষ বরিষণে।
জান না যে প্রাণনাথ জলসার জানে॥
মলয় বাতাস তুমি হুতাশ বাড়াও।
আসিতেছে প্রাণকান্ত ক্ষণেক দাঁড়াও॥
ভ্রমর ভাঙিব তোর জারি জুরি আজ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসে যুবরাজ॥
মন্মথ তুমি বা জান কতই সন্ধান।
মন্মথের হাতে আজি পাই পরিত্রাণ॥
দিয়াছ রমণী পেয়ে যতেক যন্ত্রণা।
পাইলে তাহার শাস্তি হইবে চেতনা॥
তুমি হে বসন্ত জানি দুরন্ত নিতান্ত।
আসিতেছে প্রাণকান্ত তোমার কৃতান্ত॥
নিষ্ঠুর কুসুম তো বড়ই সৌরভ।
প্রাণনাথ আজি সব ভাঙিবে গৌরব॥
যন্ত্রণা দিয়াছ যত বুঝিব এখন।
মন্ত্রণা করিয়া নাথ করিবে শাসন॥

(ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) কখন বেশভূষার প্রতি মনোযোগ করি নাই, আজ কেন সে দিকে মন যাচ্ছে ? (দর্পণ লইয়া) চুলগুলো কেমন এলো মেলো হয়ে রয়েছে ; ভাল করে বাঁধতে হবে। (বিরক্ত হইয়া) আঃ কাল মত্তে রাত জাগতে গিছলেম, চোক দুটো রাঙ্গা জবাফুল হয়ে রয়েছে। (সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া) বর্ণটা কেমন কালির মত হয়েছে, মুখ শুকুয়ে গেছে। এ বেশ প্রাণনাথকে কেমন করে দেখাবো ? হা ! ছেলে বেলা বিধবা হয়েছি, কখন তো চুলের দিকে চেয়ে দেখিনে, আপনার শরীরের দিকে ফিরে দেখিনে, কেবল পশুর মত খেয়েছি আর ঘুমুয়েছি, এখন আর্শিতে মুখ দেখে কেমন লজ্জা করছে, যাহোক চুলটো বাঁধি, আর গাটা পুঁছি, আর চোকে একটু গোলাপ জল দেব কি ? তাই দেই, তবু চোকটা কিছু ফরসা হবে। সকালে যদি শুনতাম তাহলে স্নান করতেম, তবু একটু ভাল দেখাতো। যাই, এখন মার কাছে যাই, কাল বিয়ে দেখতে গিছলেম, জানতে পেরেছেন কি না দেখি গে।

(সুলোচনার প্রস্থান)

৩

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর

[মোহিনী ও হর এক গৃহে উপস্থিত]

হর—ভাই তোর তো এখন নতুন জামাই হলো, কত লোকে কত বলেছিল, বিয়ে কেউ হাত দিয়ে রাখতে পাল্লে ? আগে মনে করেছিলেম কেউ আসবে না, শেষে বিয়ের রাতে দেখি না সকলেই এলো। ঐ পোড়ারমুখো ভট্টচার্য্যগুলো বিদেয় পর্য্যন্ত নে গেছে, আর ভাই কত লোক লুকিয়ে এসেছিল তা জানিস্ ? ঘোষেদের বাড়ীর গিন্নি কেমন তা তো শুনেছিস্ ? তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকুয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ করলে।

মোহিনী—ভাই, কোন্ মেয়েটি ঘোষেদের বাড়ীর বল্ দেখি ? ঐ যার নাম সুলোচনা ?

হর—হাঁ ভাই, তোর কি মনে নাই, কাল বাসর ঘরে বরের সঙ্গে কত আমোদ করুলে ? সুলোচনা ভাই বড় আমুদে মানুষ।

মোহিনী—ভাই যা বলিস্ যা কোস্, মেয়েটীর রকম ভাল ঠেকে না, কেমন উচ্‌কা উচ্‌কা বোধ হয়।

হর—তোর বোন কেমন কথা, সুলোচনার মত মেয়ে কার ঘরে কটা আছে ? এক-দিন তোমার বাড়ীতে বিয়ে দেখতে এসেছিল, তাইতে তুমি তার রকম ভাল দেখলে না। ছেলে বেলা অমন রকম হয়ে পর্য্যন্ত কারর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয় না।

মোহিনী—আমার ভাই কারর কথা কারো সংগে বলা অভ্যাস নাই, তুই যদি আগে বল্লি তবে একটা কথা বলি, কাকেও বলিস্ নে। আমি ভাই দেখে অবাক হয়েছি।

হর—তুই কি থেকে থেকে স্বপন দেখ্‌তেছিস্? দু'দণ্ডের মধ্যে এত কি দেখেছিস্ বুঝতে পারিনে।

মোহিনী—আগে শোন্, তারপর আমার দোষ দিস্। কাল ভাই তোরা তো স্ত্রী আচার করে উপরে গেলি। আমি কন্যাযাত্র কত হয়েছে, বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলেম্, তা বল্লে না পেত্তায় যাবি, ভাই ও পাশের ঘরে আমাদেব মন্মথের সংগে সুলোচনা কথা কচ্চে দেখ্‌লেম। আমি ভাই তাই দেখে দুদণ্ড অবাক হয়ে রইলেম; একবার মনে কল্লেম মন্মথের সংগে বুঝি কি সম্পর্ক আছে, তারপর ভাব্‌লেম তাই বা কেমন করে হবে, মন্মথ আমাদের ঘরের ছেলে। ওর সংগে সম্পর্ক থাকলে আমরা আর জান্‌তেম না। এই কথা মনে কত্তে কত্তে, দেখি যে রসবতী নাপ্তেনী সেই ঘর থেকে বেরুয়ে এলো, তখন সব বুঝলেম। তার পর ভাই আমিও নাপ্তেনীকে দেখেও না দেখে আর এক দিক দিয়ে চলে গেলেম। কে জানে মা, না দেখে শুনে কারর কোন কথা বল্লে পাপ হয়, এই আপনার চোকে দেখ্‌লেম তাই বল্লেম। ঐ যে নাপ্তেনী আসে উনি একজন কম পাত্র নন। ও'র অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ও'র সংগে যখন সুলোচনার এত মিলেছে, তখন ভেতরে একটা কিছু কথা আছে তার আর সন্দেহ নাই।

হর—কে জানে বোন তোর কথা শুনে আমার হরিভক্তি উড়ে গেছে। আমি জানতেম্ সুলোচনা বড় ভাল মেয়ে, একটু বাচাল হোগ, রীত চরিত্তির ভাই ভাল শুনেছিলেম। কার মনে কি আছে তা কে বল্‌তে পারে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ঐ জন্যে কাল সুলোচনাকে আর রসবতীকে অনেকক্ষণ দেখতে পাইনে, দুজনে বুঝি ঐ করুতেছিল, যা হোক বোন, আমাদের ও কথায় কোন কথা কয়ে কাজ নাই।

মোহিনী—মন্মথ ঘরের ছেলে, উরির জন্যে ভাবনা হয়, তা না হলে পরের জন্যে কে কোথায় ভাবে? আর সে ভাবনায় ফল বা কি? ভাই এইজন্যে কর্ত্তা বলেন, যে রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তা ভালই হয়েছে। আর বাপ মাকে কোন যন্ত্রণা সইতে হবে না। এই দেখ্ দেখি সুলোচনা এমন ঘরের মেয়ে, যদি ভালমন্দ কিছু ঘটে, তবে তার বাপ মার কি লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে? তাদের বেঁচে মরে থাকা হবে, এর কত্তে বিয়ে দেওয়া ভাল নয়? সে যা হোগ্, এখন সুলোচনার কথা যা শুন্‌লি, যেন কোথাও গল্প টল্প করিস্‌নে। একে আমাদের বাড়ী লুকুয়ে এসেছিল, তাতে এসব কথা প্রকাশ হলে, আমাদের সকলে লজ্জা দেবে। ভাই এত জানলে ওদের আন্‌তে বারণ কত্তেম।

হর—তুই পাগল হয়েছিস্, এই কথা আমি আবার কাকেও বল্‌বো, একি বলবার কথা, এখন আয়, বর কনে পাঠাবার উদ্যোগ করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

৪

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর

[সুলোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত]

সুখময়ী—ঠাকুর ঝি, আজ যে তোকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌তেছি ? যেন কত কর্ম্মই না হাতে আছে। একবার কোথাও দু'দণ্ড স্থির হয়ে বস্‌তেছিস্‌নে, কারণ কি বল দেখি ?

সুলোচনা—তুই তো সকলকে ব্যস্তই দেখিস্ বৈতো নয়। আমার আর কি কর্ম্ম আছে, তা ব্যস্ত হব ? কাল রাত জেগে ভাই বড় অসুখ হয়েছে, যাই, সকাল সকাল শুইগে। মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলেম।

সুখময়ী—(সুলোচনার বদন নিরীক্ষণ করিয়া) ইস্, ঠাকুরঝির যে আজ বড় বাহার ! চুল বাঁধা হয়েছে, টিপ পরা হয়েছে (হাসিতে হাসিতে) আবার গায়ে কি একটু মাখা হয়েছে। আজ্ তোর এত ফুরতি কেন বল্ দেখি ?

সুলো—ও কথা আর বলিস্‌নে, আজ মানষের কাছে বেরুতে লজ্জা করছে। দিদিকে মাথাটা আঁচড়ে দিতে বল্লেম, তা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বল্লে চুল বাঁধলে তোকে কেমন দেখায় কখন দেখি নাই, আজ্ তোর চুল বেঁধে দেই। তা ভাই বারণ করতে করতে চুল বেঁধে দিলে, তার পর টিপ ও পরয়ে দিলে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্‌চড়্ করছে।

সুখময়—মা দেখতে পেলে এখুনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া করবে। একে তো ও পাড়ায় রাঁড়ের বিয়ে হয়েছে শুনে ক'দিন আপনা আপনি কত বক্‌ছেন, তাতে তোর চুল বাঁধা টিপ পরা দেখ্‌লে, কাকে ও আস্ত রাখবেন না। কাল রেতে শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলেম, কর্ত্তা বল্‌তেছিলেন, বিধবার বিয়ের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ, শুনতে লজ্জা করে, এ কর্ম্ম কি ভদ্র-লোকে কর্‌বে ?

সুলো—অমন দেশাচারের মুখে আগুন। শুন্‌তে লজ্জা করে। ভাব্‌তে লজ্জা করে, এসব কথা বলা সহজ বটে কিন্তু যারা যন্ত্রণা সয় তারাই জানে। এ দেশে বিধবা হওয়া কত পাপের ভোগ। দাসী বৃত্তি করে কাল্ কাটান ভাল, দিনান্তে অর্দ্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করা ভাল, এ দেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়। ভেবে দেখ্ দেখি আমাদের বেঁচে থাকবার ফল কি ? পোড়া দেশের লোক এ দিকে শাস্ত্র দেখায়, যে স্ত্রীলোকের স্বামী আর নাই, কিন্তু

যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি তা একবারও ভাবে না। কথায় কথায় ধর্ম্ম দেখায়, ধর্ম্ম যে কিসে থাকে তা দেখায় না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে। তা ভাই যে যা বলে বলুক, আমাদের তো কিছু বল্‌বার যো নাই, কথায় বলে বেঁধে মারে সয় ভাল, আমাদের তাই হয়েছে। এখন ভাই যাই, বড় ঘুম পাচ্ছে শুইগে।

সুখময়ী—ঠাকুরঝি, ঘরে একলা ঘুমোবার জন্যে কি চুল বাঁধলি, টিপ পরলি, অমন বাহার নিতে কে বলেছিল ?

সুলো—তোর আর রংগ দেখে বাঁচিনে, যাই এখন যাই।

(উভযেব প্রস্থান)

৫

সুলোচনার শয়নমন্দির

সুলোচনা—(দ্বার রুদ্ধ করিয়া) (স্বগত)—এই তো সব কর্ম্ম সারা হলো, এখন যার জন্যে এত বেশ ভূষা করলেম, তিনি এলেই আশা পূর্ণ হয়। নতুবা বৌ যা বল্লে, কেবল ঘুমাবার জন্যে চুল বাঁধা হবে। রসবতী যখন নিশ্চিত বলে গেছে তখন আসবেন তার আর সন্দেহ নাই। তা নইলে এসে বলে যেত। ঐ যেন জানলার নীচে কি শব্দ হলো না ? (গবাক্ষের নিকট গিয়া) এই শিঁড়ি দেছে ! কখন কি কল্লে ? রসবতী তো এ বিষয়ে ভাল নিপুণ, সব ঠিক করেছে। (পালঙ্কোপরি উত্থান করিয়া) হা ! এতদিনের আশা আজি বুঝি পূর্ণ হলো, গগনের চন্দ্র তুল্য তাঁকে দূর হতে নিরীক্ষণ করেছিলেম, অদ্য বুঝি সেই চন্দ্র হস্তে ধারণ করতে পারবো। হা ! কালের কি বিচিত্র গতি ! পূর্ব্বে অন্তঃকরণ কি ভাবে ছিল, এক্ষণে কি আশ্চর্য্যরূপে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে ! কেবল আহার নিদ্রা ও মিথ্যা গল্পে সময় ক্ষেপ করতাম, জীবনের যে আর কি সুখ আছে কিছুমাত্র জানতেম না। এক্ষণে সে ভাবের বিনিময়ে আর এক নূতন সুখ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। হা ! কয়েক দিবসাবধি তাঁকে নির্জনে দেখ্‌বার আশায় অন্তঃকরণকে কত রূপে তৃপ্ত করেছি ! এক্ষণে কিরূপে তাঁকে সন্তুষ্ট করবো ; কিরূপ আলাপ তাঁর মনোমত হবে, কিরূপ বেশভূষায় তাঁকে মুগ্ধ করবো, মনে মনে এই সকল কল্পনা নিয়তই করতেছি। পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি ক্ষেপ করতেম না, কাল কি করবো, কি হবে তিলার্দ্ধ চিন্তা করতেম না, ভাবীকাল কেবল অন্ধকারময় বোধ করতেম, এক্ষণে সেই প্রাণকান্তের সন্তোষের জন্য কত নূতন নূতন কৌশল মনে মনে স্থির করতেছি, পুনরায় সাক্ষাৎ হলে এই বলবো—এই

করবো, মনে মনে কতরূপ যুক্তি স্থির করতেছি। এক্ষণে নিশ্চিত বোধ হচ্ছে, জীবিত থেকে এ সুখ হতে বঞ্চিত হওনাপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। কিন্তু এই অপর্য্যাপ্ত আনন্দের মধ্যে এক একরকম কেন অসুখ বোধ হচ্ছে? মনে মনে কেন ঘৃণার উদয় হচ্ছে? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ অসুখের কারণ বুঝতে পারতেছি। আমি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহি; পতিভাবে তাঁকে চিন্তা করতে পারবো না, এই বিষয় প্রকাশ হলে লোকে আমাকে ব্যাভিচারিণী বলবে, এই জন্যে অন্তঃকরণে সন্দেহের উদয় হচ্ছে। হাঁ! ইহার উপায় কি? নিষ্ঠুর দেশের নিয়মে আমাদের যাবজ্জীবন বৈধব্য শৃঙ্খলে বন্ধ করেছে—স্ত্রী জাতির কেবল পতি সুখই সুখ, সেই সুখ হতে বঞ্চিত করেছে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) দূর হউক, একথা অনেক ভেবেছি, আর কত ভাববো। (ক্ষণেক পরে) ঐ যে জানালা দিয়ে উঠ্‌তেছে (দৃষ্টি করিয়া) হাঁ তিনিই বটে, আপনি গিয়ে খাটের উপর বসাই, আমার ঘরে এসেছেন, আমার লজ্জা করলে চলবে না।

[মন্মথের প্রবেশ]

মন্মথ—(গৃহে প্রবেশ করিয়া) কি গো গৃহিণী চিনতে পার?

সুলো—(হাসিয়া) ওমা! এত রাত্রে মেয়ে মানুষের ঘরে এ কে এলো! তুমি কে গা, এখানে কি জন্যে এলে?

মন্মথ—তাইতো গা এ কোথায় এলেম। আমি ভাই পথিক ভিক্ষুক কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাই।

সুলো—পথ ভুলে এসেছ বটে? এত রাত্রে পথিক ভিক্ষুক? এ কেমন পথ, কেমন ভিক্ষা গো?

মন্মথ—কেমন পথ কেমন ভিক্ষা বুঝতে পাল্লেনা?

বিরহ ক্ষুধায় আমি নিতান্ত অসুখী।
প্রেম ভিক্ষা তাই আমি চাই বিধুমুখী॥
তোমার যৌবন পথে আমি লো পথিক।
ভিক্ষা দিয়ে তুষ্ট কর চাহিনা অধিক॥
অতিথির সেবা দেখ শাস্ত্রের বিধান।
তৃষিত অতিথে প্রিয়ে স্থান দেহ দান॥

কেমন পথ, কেমন ভিক্ষা এখন বুঝলে?

সুলো—ভাই এখনকার কালে অজ্ঞাত পথিককে স্থান দেওয়াই কঠিন। তোমার কিরূপ স্বভাব কিছুমাত্র জানিনে।

মন্মথ—আমাকে কি চোর বিবেচনা কর? তোমার কি ধন আছে তা আমি হরণ করবো?

সুলো—আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আর কোন ধন নাই, একমাত্র ধন আছে

সেইজন্যই ভয় করি।

নিতান্ত দুঃখিনী আমি অন্য ধন নাই।
একমাত্র ধন আছে ভয় করি তাই ॥
বিদেশী অতিথি বেশ করিয়া ধারণ।
মন ধন যদি তুমি করহ হরণ ॥
মন নিয়ে যদি ফিরে নাহি দেহ সখা।
বিদেশী পথিক তুমি কোথা পাব দেখা ॥
ভিক্ষারীর বেশ বুঝি সকলি কল্পনা।
ললনার মন নিতে করেছ ছলনা ॥
ধীরে ধীরে ফিরে যাও প্রেমের ভিক্ষারী।
চোর বলে ধরিবেক কলংকের দ্বারী ॥

মন্মথ—তোমার মন হরণ করবো এই ভয় করতেছ ? প্রত্যয় জন্য অজ্ঞাত পথিকের মন বোধ স্বরূপ আগে রেখে, শেষে স্থান দেও, তাহলে তো আব সে ভয় থাকবে না।

মন বাঁধা রেখে প্রিয়ে স্থান দেহ ঘরে।
আপনার মন বুঝে মন দিও পরে ॥
যদি হে তোমার মন যাই চুরি করে।
অতিথির মন তুমি নাহি দিও ফিরে ॥
উভয়ে ডভয় মন করিয়া হরণ।
গৃহে গিয়া উভয়েরে করিব স্মরণ ॥
চোরা মন কোন জন রাখিবেনা বাঁধা।
দুজনেব মন তবে থাকিবে লো বাঁধা ॥

সুলো—আব কাজ নাই, তুমি যেমন অতিথি তোমাবে চিনেছি, অতিথির সেবা আবশ্যক করে, এখন পালংগে বসো, (পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে সেই দেখা আব এই দেখা, ভাল আছ ?

মন্মথ—তোমার অদর্শনে যেমন থাকা সম্ভব, তেমনি আছি। তুমি যার প্রতি সদয় থাক, সে কি কখন ভাল ভিন্ন মন্দ থাকে ? তুমি যেমন রাখবে তেমনি থাকবো।

সুলো—ভাই তুমি অনেক জান, আমরা স্ত্রীলোক কখন পব পুরুষেব সঙ্গে আলাপ করি নাই। তোমাব মত কথা কোথা শিখবো ! কিন্তু যদিও কখন এ ব্রতে ব্রতী হই নাই, যে রূপ শুনতে পাই, তাতে মনে বড় ভয় হয়। লোকে বলে বালির বাঁধ আব পুরুষেব প্রেম, প্রথমে বেশ হয়, শেষ রয়না। যদি আমাব অদৃষ্টে তাই ঘটে, তবে কি হবে বল দেখি ?

মন্মথ—কি বল্লে বিধুমুখি প্রণয় শেষ রয়না ? কোন্ অপ্রেমিকের কাছে এ কথা

শুনেছ ? সত্য প্রণয়ের কি ক্ষয় আছে ? যত দিন সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়, যত দিন ভূমিকম্প হয়, যত দিন এই ক্ষণস্থায়ী দেহে প্রাণবায়ু অবস্থান করে, ততদিন কি যথার্থ প্রণয়ের ক্ষয় হয় ?

কি বলিলে বিধুমুখি অসম্ভব কথা।
যথার্থ প্রেমের হ্রাস দেখি নে লো কোথা ॥
অসার সংসারে দেখ কিছু নাহি রয়।
এই আছে সেই বটে পুনঃ হয় লয় ॥
বহু যত্নে অর্থ দেখ হয় উপার্জ্জন।
কত দিকে কত রূপে করয়ে গমন ॥
দশ জন মাঝে লোকে যশ লাভ করে।
কর্ম্ম দোষে সেই যশ ক্ষয় হয় পরে ॥
যৌবনের গর্ব্ব দেখ আগে কত হয়।
বিধুমুখি সেই গর্ব্ব কত দিন রয় ॥
একবার প্রেম ডোরে বন্ধ হলে মন।
সে প্রেম কি যায় কভু থাকিতে জীবন ॥
খলের ছলের প্রেম হয় বটে ক্ষয়।
বিধুমুখি সেই প্রেম রয় কিনা রয় ॥

ভাই পর আপনার হলে সে কি আর পর হয় ?

সুলো—আর পরের কথা ভাবতে পারিনা। এখন মেয়ে মানুষের মন নিয়ে তো পালাবে না ? এই দেখা হলো, আবার কবে দেখা হবে ?

মন্মথ—কেন রসবতী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যে উপায় করে দেছে, তাতে প্রতি রাত্রে আসতে পারি, তুমি আসতে দিলে হয়।

সুলো—আর রঙ্গে কাজ নাই, কথায় বলে "ভবী ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা ?" আমি তোমাকে আসতে দেব না ? এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্ছে নিদ্রা যাও।

(উভয়ের নিদ্রা)

৬

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটীর বহির্ভাগ

[শ্যামাচরণ মিত্রের প্রবেশ]

শ্যামাচরণ—কি গো ঘোষজা, বিধবার বিয়ে হবে না বলে যে কত ঝকড়া করেছিলে, এখন রাখতে পাল্লে ? মানুষের ভ্রম আর কতদিন থাকে ?

কীর্ত্তি—আর ও কথা ভাই বোল না, আমাদের শাস্ত্রেই তো আছে শেষ সব

একাকার হবে, এখন তাই হতে চল্ল। তবু মিত্রজা, তুমি কি মনে কর এই কর্ম্ম সকল স্থানে চল্‌বে? যাদের মানের ভয়, ধর্ম্মের ভয় আছে তারা কি এতে যাবে?

শ্যামা—এখনও চল্‌বে জিজ্ঞাসা কর্‌তেছ? শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশ হয়েছে, আর কি কেউ বিয়ে রাখতে পারে?

কীর্ত্তি—তুমি কি মনে করেছ, ধর্ম্ম একেবারেই গেছে হে? আর এই আইন কি সত্য সত্যই প্রচলিত হবে?

শ্যামা—কেন, রাজার কি ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, কতকগুলিন মিথ্যা আপত্তি শুনে ক্ষান্ত হবেন? বিশেষতঃ আপনি কি একথা ভ্রমেও বিবেচনা করে দেখ্‌বেন না যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে দেশের কত উপকার হবে, ভ্রূণ-হত্যা, ব্যভিচার দোষ, প্রভৃতি কত পাপের হ্রাস হবে। যাবজ্জীবন পতিশোক প্রভৃতি কত যন্ত্রণার সমতা হবে?

কীর্ত্তি—ভাই তোমার এই সকল কথা শুনে বড় বিরক্ত হতে হয়। ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ এক যাই বল্‌তেছ, ঐ সকল ঘটনা কটা হয়ে থাকে? কালে ভদ্রে কখন কখন যা হয়ে থাকে, তা কি বিধবাদের বিবাহ দিলেই নিবারণ হবে? যে সকল দেশে বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে কি ব্যভিচার দোষ নাই?

শ্যামা—ঘোষজা, এ তোমার নিতান্ত ভ্রম দেখ্‌তেছি। বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হলে, ব্যভিচার দোষ সমূলে নির্ম্মূল হবে এমত নয়, পাপ শূন্য দেশ কুত্রাপি নাই, তবে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, যে সকল কারণে পাপের উৎপত্তি হয়, তাহা অনুধাবন করে যত নিবারণ করা যেতে পারে চেষ্টা করা উচিত। যখন নিশ্চিত দেখ্‌তেছি, অধিকাংশ বিধবারাই ব্যভিচারিণী হয়, তখন যাতে তার নিবারণ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ দুর্ভাগা বিধবাদের দোষ কি বল দেখি? একে রমণীর অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ কোমল, তাতে তারা স্বামী অভাবে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়হীনা হয়, এ স্থলে এমত কি কর্ম্ম আছে যাহা তাহাদিগের দ্বারা না হতে পারে? বল দেখি বাল্যকালে কন্যা বিধবা হইলে তার পিতামাতা আত্মীয়গণের অন্তঃকরণ কি রূপ হয়? ঐ অভাগিনীর ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা চিন্তা করলে কাহার অন্তঃকরণ শোকার্দ্র না হয়? কোন্ পাষাণ অন্তঃকরণ এমত নিষ্ঠুর আছে, যে ঐ চিরদুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত না হয়? হাঁ, ইহা আমি স্বীকার করি, যে কন্যা বিধবা হলে সকলেই প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন, সে বিধিলিপি কেহই খণ্ডন করতে পারেনা, এক্ষণে দেশের নিয়মানুযায়ী কন্যা সৎপথাবলম্বী হয়ে থাকলেই পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, কিন্তু ঐ দুর্ভাগা রমণী যাবজ্জীবন যে রূপ ক্লেশে কাল যাপন করবে, তা ক্ষণকাল চিন্তা করলে, কাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক না হবে? বিধবা

হয়েই কি রমণীর মন পাষাণময় হয় ? না জগদীশ্বর প্রদত্ত মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারাদি একেকালীন লয় পায় ? স্বামী অভাবে স্ত্রীলোকের জীবিত থাকার ফল কি বল দেখি ?

কীর্ত্তি—আপনি যা বল্লেন তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করুন দেখি, যে বিধবাদের মনঃস্থির করবার জন্য আমাদের নিয়ম কর্ত্তারা কত উপায় করে দেছেন ? কেবল কামরিপুর শান্তি কি মনুষ্য জন্মের প্রধান উদ্দেশ ? বিধবারা ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকুক, যাদের সন্তানাদি আছে তারা সেই সন্তান লালন পালন করুক, কিছুতেই কি তাদের মনঃস্থির হবে না ?

শ্যামা—আপনার ভ্রম কোন ক্রমেই দূর হবে না। আপনি বলতেছেন, বিধবারা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃস্থির করুক, ভাল, যারা সেরূপে মন স্থির করতে অক্ষম হবে তাদের উপায় কি করলেন ? সেই নিয়ম উত্তম বলবো যদ্দ্বারা জীবনের অভাব দূর হয়। যে সকল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে তাবৎ বিধবারাই বিবাহ করে এমন নয়। অতএব বিবেচনা করুন দেখি, বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা ? বিশেষতঃ আপনি বলতেছেন যে কেবল কামরিপুর শান্তি কি মনুষ্য জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য ? ইহা আপনার আরও ভ্রম দেখতেছি, বিবাহ যদি কামরিপুর শান্তির জন্যই হয়, তবে মনুষ্য ও পশু জাতিতে প্রভেদ কি রইলো ? আপনার যদি এরূপ ধারণা হয়ে থাকে, তবে বিবাহের যে সুখ তাহা আপনি আদৌ জ্ঞাত হন নাই।

কীর্ত্তি—যা বলুন মহাশয়, জীবন থাকতে এ বিষয়ে সম্মত হব না, কিন্তু ইহাও বিলক্ষণ বুঝেছি যে আমাদের সন্তানেরা একর্ম্ম করতে ক্ষান্ত থাকবে না। যে কটা দিন বেঁচে আছি একর্ম্মগুলা যেন না দেখতে হয়।

শ্যামা—বেঁচে থাকলে কত কি দেখতে হবে, সে ভাবনা আগে কল্লে কি হবে। এখন চল্লেম।

কীর্ত্তিরাম—আসুন।

(শ্যামাচরণ মিত্রের প্রস্থান)

৭

অন্তঃপুর—সুলোচনা উপস্থিত

(রসবতীর প্রবেশ)

রস—কি গো দিদি ঠাকরুণ চিনতে পার ?

সুলো—এই যে নাপ্তেনী এসেছিস, ভালই হয়েছে। তুই কি ঠাট বদলে এসেছিস লো, তা তোকে চিনতে পারবো না ?

রস—জানি কি ভাই ; সকল দিন তো মানুষের সমান যায় না। কথায় বলে 'বিয়ে ফুরোলে ছাঁদ্‌লায় নাথী" যদি তাই হয়ে থাকে।

সুলো—তুই কি আপনার মত সকলকে দেখিস্‌লো "বিয়ে ফুরুলে ছাঁদ্‌লায় নাথী" বল্‌তেছিস, এর মধ্যে কি বিয়ে ফুরয়ে গেল ? এই সবে আরম্ভ, এখনও অনেক বাকি আছে।

রস—তবে ভাই, এখন রোজ দেখা হয় কিনা বল দেখি ?

সুলো—(সজল নয়নে) সে কথা আর তোকে কি বলবো, আজ তিনদিন আসেন নাই। কি জন্যে যে আসেন না তা বলতে পারি না। এর বৃত্তান্ত কি বল্‌ দেখি ?

রস—ভাই এর আমি কিছুই জানি না, প্রায় একমাস হলো মন্মথ বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।

সুলো—তিনি যে আমার চক্ষের পুত্তলিকা হয়েছেন তা তো তিনি একবার ভুলেও ভাবেন না, আমি যে তাঁকে রাত্রিদিন ধ্যান কর্‌তেছি, তা তো তিনি জেনেও জানেন না। পতিসেবা কেমন কখনও জানিনে, তাঁহার সেবাতেই যে সে আকাঙ্ক্ষা পরিতুষ্ট করতেছি, তাতো তিনি বুঝেও বুঝলেন না। পুরুষ জাতিকে যে নিষ্ঠুর বলে তা এখন ভাল করে জানলেম। (ক্ষণেক ভাবিয়া) রসবতী তুই এব সব জানিস্‌, আমাকে বলতেছিস্‌ না। আমি পুরাণ হয়েছি, বুঝি নূতন জুটয়ে দিচ্ছিস ?

রস—এখন কালের ধর্ম্মই এই বটে ! নাপ্তেনী ভাই, কি এই কর্ম্মই করে খায় ? এই জন্যে তো আগে বলেছিলেম, আমা হতে এ কর্ম্ম হবে না। তুমি ভাই আগে ধরে ভদ্র ঘট্‌য়ে শেষে আমাকেই দোষী করতেছ। এই ভাই নাকে কানে খত হলো এ কর্ম্মে আর থাকবো না।

সুলো—রসবতি, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস না, আমাতে কি আর আমি আছি, তা আমার কথায় তুই রাগ করতেছিস, (অঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া) দেখ দেখি শরীর কেমন হয়ে গেছে। আর ভাই ! তোরে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার এমন অরুচি হয়েছে কেন বল দেখি ? কিছু খেতে ইচ্ছে করে না, দিনরাত গা বমি বমি করে, যেখানে শুই সেইখানেই ঘুমুই।

রসবতী—(সুলোচনার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) সর্ব্বনাশ ! যা মনে করেছিলেম তাই হয়েছে ! এ যে স্পষ্ট গর্ভের লক্ষণ দেখ্‌তেছি। আমি আগেই জানতেম, যেখানে এ কর্ম্ম হয় সেখানে উটি সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে। আহা ! ছেলেমানুষ,—কখনও এসব জ্বালা জানে না, কি ব্যামো হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেছে, এরে নিয়ে কি করবো কিছু বুঝতে পারি নে। যা হোগ্‌ এখন কিছু বলা হবে না, ভালরূপ বিবেচনা করে যা হয় বলবো। (প্রকাশ) তোমার ভেবে ভেবে অমনতর হয়েছে, ও আপনি ভাল হয়ে যাবে। আমি আজ

তাঁর কাছে গিয়ে সব বলবো, আর আজ রেতে তাঁকে পাঠয়ে দেব, তুমি যা ভেবেছ তা নয়, তিনি তো তেমন রকমের মানুষ নন, তোমার নামে গলে পড়েন, তিনি আবার তোমা ছাড়া হবেন।

সুলো—যা বলিস্ রসবতী, আমি মনে মনে জানতে পেরেছি আর কখন সুখী হব না ; আমার এই অবধি হলো, এখন মলেই বাঁচি। সে যা হোগ আজ একবার তাঁকে পাঠ্য়ে দিস, তিনি যতক্ষণ কাছে থাকেন একটু ভাল থাকি।

রসবতী—এখন বেলা গেল, আমি তাঁর কাছে যাই।

(রসবতীর প্রস্থান)

৮

শয়ন মন্দির

সুলোচনা উপস্থিত।

সুলো—(স্বগত)—হা ! আমি কি অভাগিনী, জম্মাবধি এক নিমেষের জন্যে সুখী হলেম না। কেবল বিলাপে বিলাপে কালক্ষেপ করলেম—ইহ জম্মে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিছু মাত্র হলো না। অজ্ঞানাবস্থায় বিধবা হয়ে পতি সেবা সুখ হতে বঞ্চিত হলেম। বুঝি কাঁদতে কাঁদতে এ জম্ম শেষ করতে হলো। হা ! বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! বিধবা হয়েও নির্দোষী আমোদে কাল-ক্ষেপ কর্তেছিলেম। পরে, পরের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করে এখন বিধিমতে জ্বলতেছি। হা ! যাঁর জন্যে আমি দিবারাত্রি রোদন কর্তেছি এক নিমেষ যাঁকে না দেখলে অন্তঃকরণ কাতর হয়, তাঁকে আজ তিন দিন দেখি নাই। বোধ করি আজ আসবেন, কিন্তু প্রাণান্তে তাঁর সঙ্গে আগে আলাপ করবো না, দেখি কি রূপ ব্যবহার করেন, চতুরের চাতুরী আজ ভাল করে বুঝবো। (গবাক্ষাভিমুখে চাহিয়া) ঐ বুঝি আস্তেছেন, এখন কপট নিদ্রা যাই, দেখি ফিরে যান কি অবস্থান করেন।

[মন্মথের প্রবেশ]

মন্মথ—(সুলোচনাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া) (স্বগত) হা ! প্রাণেশ্বরীকে কখনও নিদ্রিতাবস্থায় দেখি নাই। অদ্য নয়ন সার্থক হলো। আহা যেন ভূমিতে চন্দ্রোদয় হয়েছে। (প্রকাশ) সুলোচনা ! সুলোচনা ! উঠ উঠ। (স্বগত) একি নিদ্রাভঙ্গ হয় না কেন ? আবার আঁচলে মুখ ঢাকলেন, বুঝি কএক দিন আসি নাই প্রাণেশ্বরীর অভিমান হয়েছে। আজ বুঝি মান ভঙ্গ করতে হলো, দেখি লঘু মান কি গুরু মান। (প্রকাশ) সুলোচনা ! আমার অপরাধ হয়েছে, তা এত রাগত হয়েছ ? যে তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করেছে, যে তোমা ভিন্ন আর কাকেও জানে না, যে শয়নে স্বপনে তোমাকে দিনরাত্রি

ধ্যান করে, বিধুমুখি তার সংগে কি মান শোভা পায় ? ভাল, কি অপরাধ করেছি বল, অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেও। বিধুমুখি এমন কি দোষ আছে যার মার্জনা নাই ? (স্বগত) না, এ গুরু মান হয়েছে, সহজে ভাংবে না।

সুলো—(স্বগত) কেমন চতুর, কত চাতুরি জানেন, আজ বুঝবো। পায়ে ধরুয়ে কথা কব, দেখি পায়ে ধরেন কিনা। রমণীর মান বড় কি পুরুষের মান বড় আজ বোঝা যাবে।

মন্মথ—আমা হতে কি তোমার মান বড় হলো ?

কি দোষেতে রোষ করি হলে ম্রিয়মাণ।
অকারণে কেন প্রিয়ে কর অপমান ॥
অপরাধ করে থাকি শাস্তি দেহ তার।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড একি চমৎকার ॥
তুমি তো রসিকা বট প্রেমিকার শেষ।
মিছা কেন ধরিয়াছ মানিনীর বেশ ॥
এলায়ে পড়েছে বেণী কবরী বন্ধন।
দুর্জয় ভুজংগ মান করেছে দংশন ॥
নবনী জিনিয়া অংগ সুকোমল তোর।
মরি মরি সেই অংগ ধুলায় ধুসর ॥
সুবর্ণ যে বর্ণ হেরে মাটীতে লুকায়।
মাটী কি লো তোর শয্যা দেখে হাসি পায় ॥
আগে যারে দেছ স্থান হৃদয়ের মাঝে।
মানময়ী তার সংগে মান কি লো সাজে ॥
মন দিয়ে আগে যার বাড়ায়েছ মান।
মানময়ী তার সংগে সাজে কি লো মান ॥
ত্যজ রংগ হলো সাংগ সুখের রজনী।
অনংগে জ্বলিছে অংগ অনংগ মোহিনী ॥
শশি দেখ ধরিয়াছে গরলের ডালি।
কোকিল ঝংকারচ্ছলে পাড়িতেছে গালি ॥
মলয় বাতাস পরিহাস করে।
কুসুম সৌরভে তনু বিষে যেন জ্বরে ॥
এ সময়ে রসময়ী দয়া শূন্য হলে।
কি করিবে মান লয়ে প্রাণ মোর গেলে ॥
আহা মরি দুটি আঁখি ভাসিতেছে জলে।
তবু কি মানের অগ্নি এত বলে জ্বলে ॥
বসনে বদন ঢাকা দেখিয়া তোমার।

শশি বলে আমা সম কেহ নাহি আর ॥
অতএব খোল বাস তোল লো বদন।
শুধাংশুর গর্ব্ব খর্ব্ব করহ এখন ॥
তোমাকে নিস্তব্ধ দেখে শঠ পিকবর।
বলিতেছে মোর তুল্য কার আছে স্বর ॥
মহোল্লাসে ঐ দেখ করিতেছে গান।
কথা কয়ে কোকিলের কর অপমান ॥
বহু কথা কহ পাখী করিতেছে ধ্বনি।
বহু কথা কহ কহ বলিতেছে ধনী ॥
মান ভঙ্গ ছলে পাখী করিতেছে গান।
তবু কি লো বহু তোর নাহি ভাঙ্গে মান ॥
জানিলাম রমণীর মন বড় দড়।
আমা হতে হলো তোর মান কি লো বড় ॥
মিছা কথা শুনে কেন মন কর ভারি।
প্রাণ কান্তা যেন আমি নিতান্ত তোমারি ॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান মম।
কি আছে আমার বল প্রিয়ে তোমা সম ॥
মান পরিহর প্রিয়ে পর হার গলে।
নতুবা বিদায় দেহ গৃহে যাই চলে ॥
অন্তর তোমারে দিয়ে দেশান্তরে যাব।
করিয়া তোমার নাম ভিক্ষা করে খাব ॥
কহিব না কথা আর হইব লো মূক।
দেখিব না আর প্রিয়ে রমণীর মুখ ॥
শিখিয়া তোমার কাছে শিক্ষা দিব পরে।
রমণীর সঙ্গে কেহ প্রেম নাহি করে ॥
পথিকেরে দেখা পেলে ফিরাইব ধরে।
আপনার মন যেন নাহি দেয় পরে ॥
কথায় যদি লো তোর ভিজিল না মন।
আয় তবে সাধি তোর ধরিয়া চরণ ॥

(চরণ ধরিয়া) সুলোচনা, অপরাধ ক্ষমা কর, শাস্তির শেষ হয়েছে।

সুলো—(স্বগত) এখন বড় দায়ে ঠেকেছেন, যখন পায়ে ধরা পর্য্যন্ত হলো, তখন আর মানের প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ) ভাই আবার কেন জ্বালাতন করতে এলে, এত যন্ত্রণা দিয়েও মনের সাধ মেটে নাই। কথায় কথায় বড় প্রণয়ের গর্ব্ব করতে, এখন সে সব বোঝা গেল। ছি ছি! পুরুষ বড় নিষ্ঠুর কথায়

শুনেছিলেম, এখন ঠেকে শিখলাম। ভাই তোমার দোষ নাই। আমার অদৃষ্টের দোষ বলতে হবে। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যদি সুখ লিখতেন, তাহলে আমার এমন দশাই বা কেন হবে।

জানিলাম প্রাণকান্ত তুমি হে কেমন।
ভুলাইতে পার ভাল রমণীর মন॥
জানি বটে তুমি প্রাণ রমণী রঞ্জন।
পলকে ভুলাতে পার অবলার মন॥
আশায় ভাসাও আগে সুখের সাগরে।
ফাঁসাও হাসাও লোক কিছু দিন পরে॥
আগে যাহা বলেছিলে মিথ্যা সে তো নয়।
খলের ছলের প্রেম রয় কি না রয়॥
দিয়াছ রমণী পেয়ে যতেক যন্ত্রণা।
ভাল বাস যারে সেই দিবে হে চেতনা॥
রমণীর মনো দুঃখ সত্য যদি হয়।
সমোচিত শাস্তি তবে পাবে রসময়॥
জ্বলিলাম তোমা হতে আমি হে যেমন।
রমণীর শাপে তুমি জ্বলিবে তেমন॥
দুঃখিনীরে দুঃখ নীরে ভাসালে যেমন।
ভাসিবে ভাসিবে নাথ তুমি হে তেমন॥
অশেষ বিশেষে আগে দিয়ে মন-ব্যথা।
শঠরাজ নাহি লাজ ফিরে বহু কথা॥
প্রথমে বাড়ায়ে সুখ পরে হে বিমুখ।
কি বলিয়া রসরাজ দেখাইলে মুখ॥
যাও যাও ফিরে যাও চতুর প্রেমিক।
যাও তথা যথা পাবে আমোদ অধিক॥
পুরুষ রতন তুমি যতনের ধন।
আমি কি সে জানিব হে তোমার যতন॥
তার কাছে যাও যেই বুঝিবে মরম।
রেখ যেন সেই খানে প্রেমের ধরম॥
পদে পদে করিয়াছ যার অপমান।
রসরাজ তার সঙ্গে সাজে কি হে মান॥
বুঝিল না যেই জন অন্তরের ব্যথা।
রসরাজ তার সঙ্গে মান করা বৃথা॥
ভাল সাজ সাজিয়াছ আহা মরি মরি।

যে সাজালে এই সাজ ধন্য সেই নারী ॥
নূতন প্রেমের কি হে এত অনুরাগ।
এখন যে যায় নাই তাম্বুলের দাগ ॥
এখনও যে ঢুলু ঢুলু করিতেছে আঁখি।
কি বলিয়ে এলে নাথ দিয়ে তারে ফাঁকী ॥
অলক্তের চিহ্ন অঙ্গে করেছ ধারণ।
অভ্যাস করেছ ভাল ধরিতে চরণ ॥
কপালে শোভিছে ভাল সিন্দুরের রেখা।
রমণীর সাজ সাজা কে শিখালে সখা ॥
চতুরালী জারী জুরি ভাঙ্গিল তো আজ।
করো না প্রেমের গর্ব্ব আর রসরাজ ॥

ভাই এখন মান দূরে থাকুক, মানে মানে থাকতে পাল্লেই বাঁচি। তোমার কি বল দেখি, এখনি আমার মত কত শত দেখতে পাবে, আমি তো আর তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখবো না; অন্য কাহাকেও ভাববো না। সে রাত্রে কাল আসবো বলে গেলে, তার পর তিন রাত আর দেখা নাই, আমি আছি কি মরেছি, তাও তো একবার জানতে হয়।

মন্মথ—রসময়ি! অকারণে যদি অভিমান কর তবে আর উপায় নাই। আমি কি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া আছি? সেদিন তোমার কাছ থেকে গিয়ে দেখলেম, মায়ের অত্যন্ত ব্যামো হয়েছে, তাঁর নিকটেই কএক দিন ছিলেম। কাল তোমার তত্ত্ব জানবার জন্য রসবতীকে অনেক তত্ত্ব করেছিলেম, তা সে মাগী যে কোথায় গেছে খুঁজে পেলাম না। আমি তোমা ছাড়া যদি অন্যের হব, তবে তোমার কাছে আবার আসবো কেন? এখন তোমার পায়ে ধরি অপরাধ মার্জ্জনা করলে কি না বল। (ক্ষনেক নিরীক্ষণ) সুলোচনা! তোমাকে এত মলিন দেখছি কেন? কোন অসুখ হয় নাই তো? আহা! গায়ের শিরগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সুলো—ভাই তোমার কথার গুণে কি আর রাগ থাকে। এমন কোন পাষাণ অন্তঃকরণ আছে, যে তোমার কথায় দ্রব না হয়? মলিন হয়েছি কেন জিজ্ঞাসা করতেছ, আজ কদিন অবধি কেমন অরুচি হয়েছে, কিছু খেতে পারি না, দিন রাত কেবল ঘুমুই। আজ রসবতীকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তা সে বল্লে ভেবে ভেবে অমন হয়েছে; কে জানে ভাই, আমার কি হলো বুঝতে পারি না।

মন্মথ (সন্দেহ করিয়া) ভাই নিকটে এসো, তোমার কি ব্যামো হয়েছে দেখি। (স্বগত) এই যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে দেখতে পাচ্ছি! নিশ্চিত গর্ভের লক্ষণ হয়েছে তো বটে। হা বিধাতা! আমাকে এ পর্য্যন্ত শাস্তি দিলে, সুলোচনাকে গর্ভবতী দেখতে হলো? হা! অগ্রে কেন আমার মৃত্যু হল না। সুলোচনাকে

আজ এ কথা বলা হবে না। ছেলে মানুষ অত্যন্ত ভয় পাবে। রসবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

সুলো—আমার দিকে যে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছ, আমার কি হয়েছে ?

মন্মথ—না, কিছু হয় নাই, অত্যন্ত কৃশ হয়েছ তাই দেখছি। অসুখ শরীরে আর রাত্রি জাগরণে কাজ নাই। নিদ্রা যাও, আমিও নিদ্রা যাই।

৯

রামকান্ত বসুর বাটী

মন্মথ উপস্থিত।

[রসবতীর প্রবেশ]

রস—এই যে বাবু একা বসে রয়েছ, তোমার কাছে আর একবার এসেছিলেম, দেখতে পাই নাই। বাবু তোমাকে এত বিমর্ষ দেখছি কেন ? কি হয়েছে গা শুনতে পাই না ?

মন্মথ—রসবতি তুই কাল সুলোচনার কাছে গেছলি, তারে কেমন দেখে এলি বল দেখি। সত্য করে বলিস্।

রসবতী—কেন গো সুলোচনাকে আবার কেমন দেখবো, তার কি হয়েছে ? তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল ?

মন্মথ—দেখা হয় নাই তো জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি কেন ? তুই আমাকে কোন কথা গোপন করিস্‌নে। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সুলোচনার কোন কুলক্ষণ দেখেছিস্ কি না বল্ দেখি।

রস—(স্বগত) ইনিও জান্‌তে পেরেছেন, এক প্রকার ভাল হয়েছে, পরামর্শ করবার লোক পেলেম। তা যখন জানতে পেরেছেন, তখন আর গোপন করলে কি হবে। (প্রকাশ) বাবু তুমি কি জানতে পেরেছ ? সুলোচনার লক্ষণটা ভাল দেখলাম না। গর্ভ হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই। বাবু, তোমায় আর কি বলবো, কাল সমস্ত রাত কেঁদেছি, ছেলে মানুষ কখনও এসব জ্বালা জানে না। ওকে নিয়ে যে কি করবো ভেবে ঠিক করতে পারি না। আহা! এই যে বিপদ ঘটেছে, সুলোচনা তা আপনি এখনও জান্‌তে পারে নাই। এমন মানুষকেও পরমেশ্বর এমন দায়ে ফেল্লেন ? বাবু, সুলোচনা এ জান্‌তে পারলে, আপনা আপনি গলায় দড়ী দেবে !

মন্মথ—রসবতি! এখন এর উপায় কি বল দেখি ! আমি তো কাল অবধি অন্ন জল পরিত্যাগ করেছি ! হায় ! হায় ! কেন বা সুলোচনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ! কেন বা অবলা রমণীকে কুপথগামী করেছিলেম ; কেন বা তার কাছে সর্ব্বদা যেতেম ! হা ! এখন তার সমুদায় দুর্ভাগ্যের কারণ আমাকেই বল্‌তে হবে।

আমি যদি এ কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ না কর্তেম, তবে কি তার এ দুর্দ্দশা ঘট্তো! আমিই তার ক্লেশের আদি কারণ হলেম। হা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ সংসারে কি আছে! হা বিধাতঃ! তুমি কোন নরকে আমাকে স্থান দেবে? হায় হায়! এই তো পাপের আরম্ভ হলো। সুলোচনার লজ্জা নিবারণ জন্য আরও কত কুকর্ম্ম করতে হবে।

রস—বাবু এখন আর ভাবলে কি হবে! যাতে মান রক্ষা হয় তার চেষ্টা কর। তুমি যদি এমন উতলা হও, তবে আমারও বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পাবে। এ কর্ম্মে বিলম্ব হইলেই দোষ। আগে তাকে এ দায় থেকে উদ্ধার কর, তার পর যা ভাল বোঝ তাই করো।

মন্মথ—তুই যত বল্তেছিস্ আমার বুকে যেন শেল বিঁধছে। আমি কবে এ কাজ করেছি বল দেখি? তা আমার কাচে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্তেছিস্। এখন সুলোচনাকে এ কথা যেমন করে হোগ্ বল্তে হবে, তা না হলে কোন কর্ম্মই হবে না।

রস—বাবু আমার একটা বড় ভয় হচ্চে। সুলোচনার যে রকম আকার প্রকার হয়েছে, তাতে তার ভাজ যদি একবার ভাল করে দেখে, তখনি টের পাবে। তারপর সুলোচনার মা জানতে পাল্লে আমার সে বাড়ীতে যাওয়াই ভার হবে। তিনি এমন নন একেবারে পৃথিবী রসাতল করে ফেলবেন।

মন্মথ—তবে তুই শীঘ্গর করে যা, আর বিলম্ব করিস্ নে, তুই এসে খবর দিলে, আমি সুলোচনার সঙ্গে দেখা কর্বো।

রস—দেখ ভাই, এ দায় থেকে যদি তাকে বাঁচাতে পারি তবেই ভাল, নইলে এই বুড়ো বয়সে আমার গলায় দড়ী দিয়ে মস্তে হবে। এখন চল্লেম।

(রসবতীর প্রস্থান)

১০

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

সুলোচনা উপস্থিত।

[সুখময়ীর প্রবেশ]

সুখ—ঠাকুরঝিকে যে আর সন্ধ্যার পর দেখতে পাইনা। কাল ও পাড়ার সব মেয়েরা এসে তোকে কত খুঁজলে, তা আমি বল্লেম, সে সকাল সকাল শুয়েছে।

সুলো—ভাই আপনার জ্বালায় মরি, কার সঙ্গেই বা দেখা করবো। কদিন অবধি এমনি অসুখ হয়েছে, কোথাও দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারি না। কেমন অরুচি হয়েছে, কিছু খেতে পারিনে, যা খাই উঠে পড়ে। আর ভাই এত ঘুমও

ছিল, ঘুময়ে আর আশ মেটে না।

সুখ—সে কি ভাই রাঁড় মানুষের ত অমনতর হয় না। (সন্দেহ করিয়া) দেখি গায়ের কাপড় খোল দেখি। এ কি ! তোর বুকের যে সব শির উঠেছে ! ওমা আমি কোথা যাব ! একি সর্ব্বনাশ ! এ তোর কেমন করে হলো !

সুলো—কেন ভাই, গায়ের শির উঠলে আবার কি হয় ? তোকে তো বল্লেম, আমার কেমন ব্যামো হয়েছে, তার আবার সর্ব্বনাশ কি ! তুই সকল কথাতেই তামাসা করিস, আমার ভাই ও ভালো লাগে না।

সুখ—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! স্পষ্ট গর্ভ হয়েছে দেখ্‌তেছি, অথচ ঠাকুরঝি এর কিছুই জানে না। আমার কি ভ্রম হলো। না, তাই বা কিরূপে হবে। যে সমস্ত লক্ষণ দেখতেছি, অন্য কিছুতে এমন হয় না। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলেম, রসবতী যখন ঘন ঘন আসতেছে তখন একটা বিভ্রাট ঘটেছে। হায় হায় ! মা শুনলে এখনি গলায় দড়ি দেবেন, কিন্তু তাঁর নিকট আর গোপন রাখাও হয় না ; আমাকেই বলতে হবে, নইলে আর কে বলবে ! (প্রকাশ) মাথামুণ্ডু তোকে আর বলবো কি, তোর যে পেট হয়েছে। একি ভাই তোকে দেখে আমার গা কাঁপতেছে। তোর কেমন বুকের পাটা, স্বচ্ছন্দে খাচ্ছিস দাচ্ছিস বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিস, তোর ভাই পেটে ভাত হজম হয় কেমন করে ? আমাদের সকলের চোকে ধুলো দিয়ে তুই কেমন করে একাজ করলি ?

সুলো—ভাই, তুই থেকে থেকে স্বপ্নে দেখতেচিস্‌ নাকি। "যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া পড়সীর ঘুম নাই" আমার পেট হলো আমি জানতে পাল্লেম না, আর কেউ জানতে পাল্লে না, কেবল তুই জানতে পাল্লি ?

সুখ—তুইত কম মেয়ে নস, আবার কথা কচ্চিস ! এরির মধ্যে তোর এত হয়েছে ! তা তোর দোষ নাই, এ কর্ম্মেরি দোষ। মেয়ে মানুষের অমন রোগ হলে তাকে কথায় কেউ আঁটতে পারে না। এখন আমি যখন জানতে পাল্লেম, তখন তো আর চুপ করে থাকতে পারি না। মাকে বলিগে, তা না হলে আমি কি শেষে মুখ খেয়ে মরবো ! (সুলোচনাকে ম্লান দেখিয়া) কেন এখন যে চুপ করে রইলি, মুখে যে কথা সরে না।

পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—কেন গো তোরা কি জন্যে ঝগড়া করতেছিস্‌ ? সুলোচনা অমন করে বসে রয়েছিস্‌ কেন, তোর কি হয়েছে ? বৌ, তুই ওকে কি বলতেছিলি ?

সুলো—(গাত্রোত্থান করিয়া) না মা, ঝকড়া কিসের, ও আমরা গল্প করতেছিলেম। এখন যাই, গা কেমন কচ্চে, শুইগে।

(সুলোচনার প্রস্থান)

সুখময়ী—মা তোমাকে একটা কথা বলবো, কিন্তু বলতে লজ্জা কচ্চে, না বল্লেও নয়। মা ভয়ে আমার মুখে কথা সচ্চে না।

পদ্মা—কি কথা মা তোর বলতে লজ্জা কচ্চে ?

সুখ—মা, ঠাকুরঝিকে আজকাল ভাল করে দেখেছ ? ব্যামো হয়েছে, ব্যামো হয়েছে বলে, কি ব্যামো হয়েছে তা দেখেছ ? আজ মা দেখে আমার গায়ে জ্বর এসেছে। ঠাকুরঝির পেট হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই।

পদ্মা—(বসিয়া) কি বল্লি মা, কালামুখীর এমন দশা হয়েচে ? ওমা আমি কোথায় যাব ? আমার কপালে শেষটা কি এই ছিল ? পোড়ার মুখী আমার উঁচু মাথা হেঁট করলে ? হায় ! সর্ব্বনাশীকে কেন বা উদরে ধরেছিলেম আমাকে বিধিমতে জ্বলয়ে পুড়য়ে মার'ল ! ওমা আমি কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাব ? সুলোচনাব মা বলে ডাকলে, আমি কি করে উত্তর দেবো ? যাদের দশ কথা শুনুয়ে বলেছি, তাদের কথা কেমন করে শুনবো ! হায় হায় ! মেয়েগুলোর এমন দশা হয়েও মনে করেছিলেম, যে কদিন বেঁচে থাকি, ওদের নিয়ে এক রকমে মানে মানে দিন কাটাব, পোড়া বিধাতার কি তাও প্রাণে সইলো না ! এ সংসারে কি একদিনের জন্যেও সুখী হলেম না ! পোড়ার মুখীর যদি আগেই মৃত্যু হতো, তা হলে আমাকে আর এসব দেখতে হতো না। হায় হায় ! অভাগিনী কেন কুলে কালি দিয়ে দুপা বেরয়ে দাঁড়াল না, তা হলে যা হবার তা একেবারেই হতো, এ পোড়া দশা দেখতে হতো না। আমি মান মান করে মরি, আমার কপালে এই ঘটলো ! হায় হায় ! আমি কেন আগে মলেম না ! পৃথিবী তুই কেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে স্থান দিলি না। যম তুই আমাকে কেন ভুলে রইলি ? ওমা ? তুই আমাকে দড়ি এনে দে গলায় দেই, নইলে বিষ এনে দে খেয়ে মরি, আর এ কালা মুখ কারেও দেখাব না। লোকে কথায় কথায় ঠেস দিয়ে কথা কবে, তা আমার প্রাণ থাকতে সবে না, সকলে যে আমার বাড়ী খানকির বাড়ী বলবে তা আমি শুনতে পারবো না।

(দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) হায় হায় ! পোড়া গণক যা গণে গেছলো, তা তো এখন সব মিল্লো। আমরা তখন তারে উপহাস করেছিলেম, সে তো মা পোড়ারমুখীর হাত দেখে ঠিক বলেছিল। হায় হায় ! তখন যদি গণকের কথায় সাবধান হতেম, তা হলে আর এ দায় ঘটতো না। ওমা আমি কোথায় যাব ! এ পোড়া দায় ঘটলে যা কত্তে হয়, আমাকে কি তাই কত্তে হবে ? শেষটা কি আমার কপালে এই ছিল ? (ক্ষণেক বিলম্বে) কালামুখী এই জন্যে আমাকে দেখে চলে গেল, আমার সুমুখে বসতে সর্ব্বনাশীর লজ্জা হলো, অভাগীর আগে লজ্জা হয় নাই, এখন আমারে দেখেই যত লজ্জা হলো। ওমা ! আমার ঘরে পাখিটী এড়াতে পারে না, এ সাঁখিনী কারে জোটালে ? আমার বাড়ীতে আসতে মেয়ে মানুষের পা কাঁপে, এ কলঙ্কিনী কারে আনলে ? মা এর ঘটক কে ? তারে পেলে একবার গায়ের ঝাল মেটাই,

তার গালে চূণ কালি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মা, আমি মেয়েমানুষ কোন দিগ রাখবো, যা না দেখি তা হয় না। যে এক কর্ত্তা আছেন তিনি কেবল নামে কর্ত্তা, কেবল দলাদলি নে আছেন, এদিগে যে ঢলাঢলি হচ্ছে, তা একবার ভুলেও দেখেন না। সকলেরে একঘরে করে বেড়ান, এখন আপনি একঘরে হোন। (গাত্রোত্থান করিয়া) যাই, এখন কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গাই গে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন দর্পটা চূর্ণ করিগে।

১১

কীর্ত্তিরাম ঘোষের শয়ন মন্দির।

[পদ্মাবতীর প্রবেশ]

পদ্মা—(রাগত ভাবে) আর কত জেগে ঘুমুবে? এখন উঠ, চারিদিকে কলঙ্কের ঢোল বাজলো, তবু কি ঘুম ভাঙ্গে না?

কীর্ত্তি—(গাত্রোত্থান করিয়া) কেন কেন কি হয়েছে এত রাগ কেন, কে কি অপমানের কথা বলেছে, রাগে যে দাঁড়াতে পাচ্চ না?

পদ্মা—রাগ কেন আবার জিজ্ঞাসা করতেছ? কালা মুখ কি কারেও দেখাতে ইচ্ছে করে? কেবল মান মান করে.বেড়াও, মান যে কিসে রয় তা তো একবারও ভাব না। পোড়ার মুখে কি কথা বেরোয়, সুলোচনার যে পেট হয়েছে। রাঁড়ের বিয়ে হলো, রাঁড়ের বিয়ে হলো বলে দলাদলি করে বেড়াও, এ দিগে ঘরের রাঁড় যে ঢলা ঢলি করলে তার কি বল দেখি? এখন নিকড়ে নাতীর মুখ দেখ, আর মেয়ের সাধ দিতে হলো না, একেবারে সব সাধ মিটলো।

বাজিল কলঙ্ক ঢোল, উঠিল দুর্নাম রোল,
জাগিয়া ঘুমাবে আর কত।
ঘুচিল কুলের গর্ব্ব, কন্যার হইল গর্ভ,
উচ্চ মাথা নিম্নে হলো নত॥
আর কেন দলাদলি, পাপ হলো গলাগলি,
ঢলাঢলি আপনার ঘরে।
বিধবা বিবাহ হলো জাতিকুল সব গেল,
কি করিয়া বুঝাইবে পরে॥
মানের যে কর গর্ব্ব, সে সব হইল খর্ব্ব,
কেমনে বা দেখাইবে মুখ।
আই আই এ কি লাজ, আর কিবা বেঁচে কায,
বলিতে বিদরে যায় বুক॥

লোকে হবে জানাজানি, করিবেক কানাকানি,
টানাটানি হবে জাতি নিয়ে।
বলিতে বিদরে বুক, কেমনে দেখাবে মুখ
আপনার জাতি কুল দিয়ে॥
মরি মরি মরি লাজে, কেমনে এমন কাষে
মজিল আমার মেয়ে হয়ে।
পৃথিবী বিদায় দিস, নতুবা খাইব বিষ
কি হবেসংসারে আর রয়ে॥
কালামুখী আগে কেন, বিষ না করিল পান,
তাহলে কি এত জ্বালা হয়।
গিলাইয়া কেন নুন, আমি না করিনু খুন,
তাহলে কি এ উৎপাত রয়॥
ঘরের ঘরণী আমি, তুমি তো আমার স্বামী,
লোকলাজ অধিক তোমার।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিবে নাতির মুখ,
সাধ দিতে হলো না তোর আর॥

কীর্ত্তি—(শিরে করাঘাত করিয়া) হায় হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি অধর্ম্মের ভোগ! কি উৎকট আমার সংসারে এই পাপ প্রবেশ করলো! বিধবা কন্যা গর্ভবতী! এ লজ্জায় আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করতেছে। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ব্যক্তিগণ যা বলে বিবাদ করে, আমার সংসারে কি তাই ঘটলো? হা! আমাদের দলের গর্ব্ব, জাতির গর্ব্ব, মানের গর্ব্ব, সমুদায় এককালীন খর্ব্ব হলো? আমি কি জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেম, বিধাতা কি আমাকে এই দণ্ড দিবার জন্য এতকাল জীবিত রেখেছিলেন? হায়! পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলেম, নতুবা আমার মেয়ে হয়ে আমাকে কেন এত শাস্তি দেবে? অভাগিনী আমাকে আগে হত্যা করে কেন এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হলো না? তাহলে আমাকে এ যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না। হায় হায়! এ কথা প্রকাশ হলে, আমি কিরূপে লোকের সঙ্গে আলাপ করবো? আমার শত্রুপক্ষগণ সহজেই ছিদ্রানুসন্ধান করে, এখন তারা আহ্লাদে নৃত্য করবে, আর তাদের কি বলে নিরস্ত করবো? (ক্ষণেক ভাবিয়া) পদ্মাবতি! এখন এর উপায় কি বল? আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, কিছুই স্থির করতে পাচ্চিনে।

পদ্মা—মাথামুণ্ডু আর বলবো কি, আমি কি কখন এ দায়ে ঠেকেছি, তা এর কি কত্তে হয় জানবো? এর উপায় যা হয়ে থাকে তাই কত্তে হবে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হায়! শত্তুরেও যেন এমন দায়ে না ঠেকে! এ কর্ম্মের কর্ম্মী আমার বাড়ীতে কে আসে, তা কারে বলবো?

কীর্ত্তি—পদ্মাবতী, আমাকে বিষ দাও খেয়ে মরি। শেষ দশায় আমাকে কি এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হতে হলো? ভ্রূণ হত্যা! যাহা শ্রবণ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—যেখানে ঘটে সে স্থান পর্য্যন্ত পতিত হয়, যে সংসারে ঘটে সে সংসারের তাবতই নরকগামী হয়, আমাকে জ্ঞানকৃত সেই উৎকট পাপের সাহায্য করতে হলো? পদ্মাবতি! আর আমাকে ও কথা বলো না, তোমরা যা জান কর, আমি ওর কিছুই জানিনে।

পদ্মা—(সক্রোধে) কেন, আমি বুঝি চোর দায়ে ধরা পড়েছি? তোমার পাপ বোধ হলো, আমার পাপ আর পাপ নয়? এ সময়ে তুমি মহা ধাম্মিক হলে, আর আমাকেই এই অধর্ম্মের ভোগ ভুগতে হবে? বড় যে বিধবা বিয়ে নিবারণ জন্যে বাড়ীতে সভা কর! এখন কি হলো বল দেখি? আমরা মেয়ে মানুষ, শাস্ত্রের কিছু বুঝিনে, কিন্তু এ বেশ বুঝতে পারতেছি যে ও পাড়ার প্রসন্নের মত যদি মেয়েটার বিয়ে হতো, তাহলে তো আর দায় ঘটতো না, তাহলে তো আর এ পাপে থাকতে হতো না। বিয়ে দেওয়াটাই অধর্ম্ম, আর এটা কি হল বল দেখি? যাদের নে সভা কর, এখন তাদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে। এর উপায় আমি সব করবো, তুমি কিছু করবে না, তা কখন হবে না। এ কর্ম্মের শাস্তি দুজনকেই ভোগ করতে হবে। কি কত্তে হবে ভেঙে বল, তবে আমি সেইমত করবো। আর এইবার নাকে কানে খত দেও, বিধবা বিয়ের কথা পড়লে কোন কথা কবে না। এখন বুঝতে পাল্লেম যে বিধবাদের বিয়ে হলে এ দেশের লোকের হাড় জুড়োয়, আর পরের দোষে পাপে ডুবতে হয় না।

কীর্ত্তি—(স্বগত) পদ্মাবতী স্ত্রীলোক হয়ে যা বললে এখন নিতান্ত সঙ্গত বোধ হচ্চে। বিধবাদের বিবাহ হলে তারাও এই সকল পাপ হতে মুক্ত হয় আর তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনেরও তাদের জন্যে বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। (প্রকাশ) পদ্মাবতি! যখন এ বিষয় সমুদয় জানতে পেরে তার সদুপায় দেখতে পরামর্শ দিচ্চি, তখন আর এতে লিপ্ত থাকার বাকী কি রইলো? এখন তুমি এ কর্ম্মের উপযুক্ত কর্ম্মী অনুসন্ধান কর, বিলম্বের অনেক দোষ।

পদ্মা—ঐ পোড়ার মুখী নাপ্তেনী আছে, আর কাকেও তো দেখতে পাই না। মনে করেছিলেম কালামুখীর দেখা পেলে মনের সাধে খেঙরা পেটা করবো, তা গলায় কাঁটা বাঁদলে লোকে বেরালের পায়ে পড়ে, কি করবো সে সর্ব্বনাশী নইলে আমাদের এ দায় উদ্ধার হবে না। যে কর্ম্মের যে ফল, তাকেই বলি, আর কি করবো? সুলোচনা কি আমার তেমন মেয়ে, কারুর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতো না, নাপ্তেনী পোড়ারমুখী ঘন ঘন এসেই তো বাছার আমার এমন দশা ঘটেছে। আর কি আশ্চর্য্য! বাড়ীশুদ্ধ লোক কি কাণা হয়েছিল? কমেন দিয়ে কাকে নিয়াস্তো কেউ কিছু জানতে পারতো না? তা যিনি হোন এ ধর্ম্মের ঘরে যিনি খোঁটা দিলেন, তার বছর পাব হবে না।

যিনি আমাদের এই যন্ত্রণা দিলেন তিনি তার সমোচিত শাস্তি পাবেন। এখন আর বসে থাকলে কি হবে। পোড়ারমুখী কি কচ্চে দেখিগে।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান)

১০

শয়ন মন্দির

সুলোচনা উপস্থিত।

সুলো—(স্বগত) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল। অবলা রমণীকে এত এত দুঃখ দিয়ে, বাল্যকালাবধি বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেও কি সন্তুষ্ট হলিনা? পরিশেষে যে কলঙ্কের শেষ নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাতেও মগ্ন করাইলি। হায় হায়! এই পৃথিবী মধ্যে আমার মত অভাগিনী কে আছে? আমার মত পাপীয়সী কে আছে? আমার মত কলঙ্কিনী কে আছে? জন্মাবধি কখন সুখের সহিত মিলন হলো না, সচ্ছন্দতা কেমন কখনই জানলেম না, নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আমাকে চিরদুঃখিনী করে ক্ষান্ত থাকলেও ক্ষতি ছিল না, এখন অসীম পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হলেম। হা! ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! জননী হয়ে আপন সন্তান হত্যা করতে হলো! আমি যেখানে নিশ্বাস ক্ষেপ করবে সে বায়ু পর্য্যন্ত অপবিত্র হবে, আমি যেখানে গমন করবো সে স্থান পর্য্যন্ত পতিত হবে। আমি যাহার সহিত আলাপ করবো তিনিও পতিত হবেন। হা! যে কুলে কলঙ্ক ছিল না তাতে কলঙ্কার্পণ করলেম! যে পিতা আমাকে চিরকাল যত্ন করে প্রতিপালন করেছেন, তাঁকে আমি কলঙ্ক হ্রদে নিক্ষেপ করলেম। যে জননী আমাকে কখন উচ্চ কথা বলেন নাই, যিনি আমার দুঃখে কত দুঃখ ভোগ করেছেন, তাঁকে আমি চির-দুঃখিনী করলেম! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) এক্ষণে জীবন রাখা কর্ত্তব্য, কি এককালীন জীবনের সহিত সমুদায় যন্ত্রণার শেষ করা উচিত? না, আমার জীবনের ফল কি? আর কি সুখে জীবিত থাকবো? মৃত্যু চেষ্টাই শ্রেয়স্কর হয়েছে। যেমন শ্রান্তযুক্ত পথিক তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ ছায়া দেখলে সন্তুষ্ট হয়, মৃত্যু আমার তদ্রূপ বোধ হচ্চে। দেহ যাত্রায় বিস্তর ক্লেশ ভোগ করেছি, এক্ষণে সমুদয় শ্রান্তি এককালীন দূর করবার জন্য মৃত্যু ভিন্ন আশ্রয়ের স্থান আর দেখতেছি না। কিন্তু মৃত্যুর পর কি হবে? হা! ঐ চিন্তা ভয়ানক! ঐ চিন্তা না থাকলে মৃত্যুতেও পরম সুখ অনুভব করতে পারতাম। হা আমার মত পাপীয়সীর মৃত্যুতেও কি পরিত্রাণ আছে? (আপন গর্ভস্থিত সন্তানকে সম্বোধন করিয়া) হা নিরাশ্রয়ী নির্দ্দোষী জীব! কি পাপে তুই এমত নিষ্ঠুর জননীর গর্ভে প্রেরিত হয়েছিলি? যে তোকে

রক্ষা করবে সেই তোকে হনন করতেছে ? যে তোকে লালন প লন করবে সেই তোর জীবন নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে ? হা ! আপন জীবন রক্ষা করে যদি তোর প্রাণ রক্ষা করতে পারতেম, তাহলে তোর মুখে মা মা ধ্বনি শ্রবণ করে জীবন সার্থক করতেম । কিন্তু আমার মত হতভাগিনীর অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে ? নিষ্ঠুর বিধাতা আমাদের সে সুখ হতে বঞ্চিত করেছেন । হা দুর্ভাগা সন্তান ! অন্তঃকরণ এখনও এত নিৰ্দ্দয় হয় নাই যে তোর প্রাণ নষ্ট করে আপনি জীবিত থাকবো । এক্ষণে কিরূপে প্রাণ নষ্ট করি তাহাই স্থির করা আবশ্যক হচ্চে । শুনেছি হীরে খেলে প্রাণ নষ্ট হয় । (মন্মথের হীরকাংগুরী নিরীক্ষণ করিয়া) হা, পরম শোভাকর আভরণ ? তুমি এক্ষণে যার অঙ্গের ভূষণ হয়ে আছ, ক্ষণকাল বিলম্বে তার প্রাণ নষ্ট করবে। প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ তুমি যার দ্বারা অর্পিত হয়েছিলে, সে স্বপ্নেও জানতো না যে তোমার দ্বারা তার প্রণয়িনীর প্রাণ নষ্ট হবে ? হা ! তোমার প্রতি যে প্রণয় রক্ষা করণের ভার অর্পিত হয়েছিল, তোমার দ্বারা এককালীন চিরকালের জন্য সেই প্রণয়ের বিচ্ছেদ হলো । হা ! তুমি পিতার প্রদত্ত বস্ত্র হয়ে সন্তানের প্রাণ নষ্ট করবে ? হা ! আমার এবং আমার মৃত্যুর মধ্যে তুমি এখন এক ক্ষুদ্র ব্যবধান স্বরূপ হয়ে আছ, তোমাকে ভক্ষণ করবামাত্রই মৃত্যু হবে । তোমাকে যেমন যত্নপূর্বক ধারণ করেছিলাম, তুমি তদ্রূপ যথার্থ বন্ধুর কৰ্ম্ম করলে, তুমি না থাকলে কে আমার জন্য বিষ আনয়ন করতো ? এই বিপদের সময় আমার মত অভাগিনীকে কে উপকার করতে স্বীকার করতো ? (ক্ষণেক বিলম্বে) হে পরমেশ্বর ! জীবিতাবস্থায় তোমাকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমার নিয়ম পদে পদে ভঙ্গ করেছি, মৃত্যুর পর তোমার সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হবো ? হা ! পূর্ব্বে যে সকল পাপ করেছি তার ক্ষমা আছে, কিন্তু পরিশেষে আত্মঘাতী হয়ে পাপের ভার পরিপূর্ণ করলেম । হে পরমেশ্বর ! এই উৎকট পাপের ক্ষমা কি সাহসে তোমার নিকট প্রার্থনা করবো । এই বিপদের সময় তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তোমাকে উপহাস করা মাত্র, কিন্তু তুমি সৰ্ব্বান্তৰ্য্যামী, সকলের অন্তঃকরণ দেখতেছ, আপন প্রাণ নষ্ট করা ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে ? জননী দ্বারা সন্তান নষ্ট হওয়া কি উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র পাপ হবে ? হা পরমেশ্বর, যে দিবস তোমার নিয়ম প্রথম লঙ্ঘন করেছি, সেই দিবস আমার দুর্ভাগ্যের আরম্ভ হয়েছে, এক্ষণে উপায় বিহীন হয়ে জীবন নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি । হা ! যদি আপন সন্তান রক্ষা করি তবে পিতামাতা আমার মুখাবলোকন করবেন না, আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে শারীরিক শাস্তি দেবে, আমার জন্য যাবজ্জীবন লজ্জিত হবে, পরে আমারে সংসার হতে বহিষ্কৃত করে দিলে, হয় আহারাভাবে জীবন ত্যাগ করতে হবে, নতুবা জীবন ধারণ জন্য যাবজ্জীবন পাপে প্রবর্ত্ত থাকতে

হবে। হা পরমেশ্বর! তুমি করুণাপূর্ণ হয়ে এ দেশের রমণীদের প্রতি আর কতদিন দয়াশূন্য হয়ে থাকবে? আর কতদিন আশ্রয়হীন অবলাদের বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করবে? হা! যদি আমি পতির আশ্রয় পেতেম তবে কি আমার অদৃষ্টে এ দুর্দ্দশা ঘটতো? সংসার রূপ বৃক্ষে নব সঞ্চারিত শাখা স্বরূপ হতেম, শুষ্ক পল্লবের ন্যায় এতদ্রূপ পতিত হতেম না, প্রিয়তমা ভার্য্যার ন্যায় পতিসেবা করতাম, সন্তান সন্ততি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতাম। হে জগদীশ্বর! দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করতে যাঁরা প্রাণপণে যত্ন করতেছেন, তাঁরা কি আমাদের এই পাপের ভাগী হবেন না? এক্ষণে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, এখনই বিষ খাই, জীবনের প্রতি যেরূপ ঘৃণা হয়েছে, এক নিমেষও জীবিত থাকতে ইচ্ছা হয় না।

(সুলোচনার বিষভক্ষণ)

[সুখময়ীর প্রবেশ]

সুখ—ঠাকুরঝি একা বসে কি ভাবতেছিস, সব কর্ম্ম শেষ করে এখন বুঝি ভাবনা হয়েছে? তা আর ভাবলে কি হবে; যা হবার তা হয়েছে, এখন এ দায় থেকে তো আগে উদ্ধার হ, তারপর ভাবিস্।

সুলো—হাঁ ভাই সব কর্ম্ম শেষ করেছি বটে, এ দায় থেকে একেবারেই উদ্ধার হলেম, আর কারেও আমার জন্যে দায়ে ঠেকতে হবে না।

সুখ—সে কি ঠাকুরঝি! অমন সব বলতেছিস কেন? রাঁড় মানষের কি অমনতর হয় না? কত হচ্চে আবার শেষে কেটেও যাচ্চে। (আশ্চর্য্য হইয়া) ওমা! তুই অমন ঢুলতেছিস কেন? তোর চোক ঘুরতেছে, গা কাঁপতেছে, এর মধ্যে বসে বসে তোর কি হলো, এই বিছানার উপর ওঠ।

সুলো—(অতি মৃদুস্বরে) ভাই, আমি বিষ খেয়েছি, আর অতি অল্পক্ষণ বেঁচে থাকবো, আমার যে দশা হয়েছে, এতে আমার মরাই উচিত। হায় হায় আগে যদি তোর কথা শুনতেম, যদি তোর মত হতেম, তাহলে আমার এমন দশা হবে কেন? হায় হায়! তাহলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিতেম না! অন্যসুখ না হোগ, বাপমার সেবাতে একরূপ সুখে কাল কাটাতেম। হায় হায়! এখন সে দুঃখ করা নিষ্ফল, কুকর্ম্মের ভোগ কে খণ্ডাতে পারে? আমি যেমন কর্ম্ম করেছি, বিধাতা আমাকে তেমনি শাস্তি দিলেন। ভাই, এখন একবার বাবাকে আর মাকে ডেকে দেও, শেষকালে তাঁদের সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছে করতেছে। যখন চিরকালের জন্যে চল্লেম, তখন আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা কি? আমি মলে তাঁদের লজ্জারও শেষ হবে।

সুখ—ঠাকুরঝি, তুই কেন এমন কর্ম্ম করলি? (উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা এ কি হলো!

সুলো—আর আমার জন্যে বিলাপ করলে কি হবে? আমি বিলাপের উপযুক্ত

পাত্রী নই। এখন আমার আর বিলম্ব নাই, তুই ভাই শীগ্গির মাকে ডেকে নিয়ায়। বোধ করি আর একটু পরে চোকে দেখতে পাবনা, তার বিলম্ব করিসনে।

সুখ—তাঁকে কি এই দেখতে ডেকে নে আসবো? যাই তিনি বুঝি কর্ত্তার কাছে রয়েছেন, সেইখান থেকে ডেকে নিয়ে আসি।

(সুখময়ীর প্রস্থান)

[রসবতীর প্রবেশ]

রস—দিদি তুমি অমন করে রয়েছ কেন? তোমার কি ব্যামো হয়েছে? আহা কথা কইতে পাচ্চো না যে?

সুলো—রসবতী এসেছিস, আমি মনে করেছিলেম তোর সংগে আর দেখা হবে না, আমি বিষ খেয়েছি, আর একটু গৌণে মরবো। আমার যা হয়েছে তা জানতে পেরেছিস্?

রসবতী—(স্বগত) সর্ব্বনাশ! আমি না আসতে আসতে এই কর্ম্ম করেছে। হায় হায়! আমি কেন মত্তে মন্মথের কাছে গেছলেম, তাইতে দেঁার হয়ে এ বিপদ ঘটেছে। আমি এরকম অনেক দেখেছি কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত কখন দেখি নাই। হায় হায়! আমি কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাব? (প্রকাশ) দিদি তুমি এ করেছ কি? এমন কি কারর হয় না? আমি যখন আছি তখন কি তোমার বিপদ ঘটতো? আমাকে ডেকে পাঠাও নাই কেন? আমি এ দেখে গিয়ে মন্মথ বাবুকে কি বলবো?

সুলো—রসবতি! যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করয়ে কি হবে? এখন তো আর কোন উপায় নাই। মন্মথবাবুকে বলো, যে তিনি আমার জন্যে যেন তিলার্দ্ধ দুঃখ না করেন। আমার সংগে তাঁর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই মনে করে যেন আমাকে একবার বিস্মৃত হন, আমাকে স্মরণ করে তাঁর মন যেন অপবিত্র না করেন। আমার এই দুর্দ্দশা দেখে তিনি যেন ভবিষ্যতে সাবধান হন। (ক্ষণেক ভাবিয়া) রসবতি, আমাকে সকলে সুন্দরি বলে, হা বিধাতা! আমাকে কেন অত্যন্ত কুৎসিত করলে না, তাহলে আমার এ দুর্দ্দশা হতো না।

[পদ্মাবতী ও কীর্ত্তিরাম ঘোষ ও আর আর সমস্ত পরিবারের প্রবেশ]

পদ্মা—(রসবতীকে দেখিয়া) (স্বগত) এই যে পোড়ারমুখী, আমার সোনার সংসারে আগুন দিয়ে এখন রংগ দেখতে এসেছে। আর কোন সময় হলে হারামজাদীকে ভাল করে বুঝাতাম, তা যার জন্যে এত গোল সেই একেবারে জন্মের মত চল্লো, আর এখন ওরে বল্লে কি হবে? (সুলোচনার হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা! তুই একি করলি! আমি তোকে কি বলেছি।

কে তোকে কি বলেছে। ওমা তুই আমায় ফেলে কোথায় যাবি ? ওমা আমি তোকে কবে উঁচু কথা বলেছি ? তুই মা কি দোষে আমাদের সব ফেলে চল্লি ?

সুলো—(অতি মৃদুস্বরে) মা, আমার কথা বন্ধ হয়ে আসছে আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওমা, ওমা ! পিপাসায় আমার প্রাণ গেল, আমাকে একটু জল দে, খেয়ে প্রাণটা জুড়াই।

রাই কিশোরী—ওমা ! একটু জল কি আনবো ? এ তো আর জ্বর জারী নয়। জল দিতে দোষ কি ?

পদ্মা—(ক্রন্দন করিতে করিতে) মা আমার আর জ্ঞান গোচর নাই। জলের জন্যে মলো একটু জল এনেদে, তাতে আর কি হবে ?

সুলো—ওমা পিসাসায় বুক ফেটে গেলো। আর বাঁচিনে একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচা।

রাই—(জলপূর্ণ পাত্র হস্তে) মা এই জল এনেছি। সুলোচনা, পিপাসায় বড় কাতর হয়েছিস, এই ঘরের কুঁজো থেকে হিম জল এনেছি, যত পারিস্ খা।

সুলো—ওমা ! জলের নাম শুনেই প্রাণ জুড়লো। (হস্ত বিস্তার করিয়া) কৈ দিদি জল দে খাই (জল পানাকাঙ্ক্ষায় পাত্র ধারণ করিয়া) আ ! জল খেয়ে আর কতক্ষণ বাঁচবো (ওষ্ঠের নিকট পাত্র লইয়া) মা তবে জল খাই।

সুখ—(পদ্মাবতীর কর্ণে কর্ণে) ওমা, আজ যে একাদশী, ওকে কেমন করে জল দেবে। অভাগিনীর ইহকালটা গেছে আবার পরকালটাও যাবে। ওতো মরবেই, আর ওকে জল দিলে কি হবে (সুলোচনার হস্ত হইতে জলপাত্র লইয়া) না ভাই, তোর জল খাওয়া হবে না।

সুলো—ওমা ! তোরা আমার মুখের জল কেড়ে নিলি ! জল জল করে কি আমার প্রাণটা যাবে ?

সুখ—ঠাকুরঝি ! আপনার কর্ম্মদোষে ইহকালটা গেছে আবার পরকালটা কেন খোয়াবি ? আজ যে একাদশী, তোর মুখে কেমন করে জল দেব ; বরং কানে একটু গঙ্গাজল দেই, তবু পরকালটা রক্ষা হবে।

সুলো—হা বিধাতা ! অভাগিনীর মরণটাও একাদশীর দিনে হলো ! মরণকালে একটু জল খেতেও পেলেম না ! জল জল করে প্রাণ বেরুলো !

পদ্মা—(ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা ! ওমা ! তোর যত পাপ হয় তা আমার হবে, তুই জল খা। বৌ তুই গেলাস দে, আমি হাতে করে জল দেব, যে পাপ হয় তা আমার হবে। হা বিধাতা ! আমার অদৃষ্টে এত যন্ত্রণাও ছিল।

সুখ—মা, তুমি কি পাগল হয়েছ ? একাদশীর দিনে রাঁড় মানুষের মুখে জল দেবে ? ও পিপাসা আর একটু গোণে ভাল হবে। বরং চোকে কাণে একটু জল দেই।

সুলো—(দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) তবে যা হয় তা কর। আমার কি আর পরকাল আছে তা যাবে। (ক্ষণেক বিলম্বে হস্ত বিস্তার করিয়া) তুই কোথা মা ? আমার বুকের ভেতর কেমন কচ্চে, বুকে হাত দে।

পদ্মা—এই যে আমি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা! আর কেন অভাগিনীকে মা বলে ডাকতেছিস ? ওমা! বিষ খেয়ে কি এখনও তোর মায়া আছে ? ওমা! তুই সকলকে কেমন করে ফাঁকী দিয়ে চল্লি ? ওমা! তোর চাঁদ মুখ আর না দেখে কেমন করে বেঁচে থাকবো ? ওমা তুই কোথায় যাবি, আমায় সঙ্গে করে নে যা। (চতুর্দ্দিকস্থ আর আর সকলকে সম্বোধন করিয়া) ওগো! এর কি আর উপায় নাই ? তোরা কাকেও ডাক না, এর কি চিকিৎসা নাই ?

সুলো—ওমা! আর চিকিৎসায় কাজ নাই, আমি আর অল্পক্ষণ বেঁচে থাকবো, আমার মত অভাগিনীর জন্যে কেন তুমি এত বিলাপ করতেছ ? মা! আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যেও। মা তোমার সব রইলো, স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম কর। মা, আমি কি সুখে বেঁচেছিলাম বল দেখি, তা আমার জন্যে তুমি দুঃখ করতেছ ? আমার মরণ হলো, এখন হাড় জুড়ুলো। ওমা বাবা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না ?

পদ্মা—এই যে তিনি এসেছেন, হায় হায়! তিনি যদি মানুষ হতেন তবে তোর মা এমন দশা কেন হবে ? বিধবার বিয়ে হলো, সর্ব্বনাশ হলো বলে বলে দলাদলি করে বেড়িয়েছেন, এখন ঘরে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

কীর্ত্তি—অধর্ম্মে পতিতা কন্যার মৃত্যুশয্যায় কৃতঘ্ন ভার্য্যা আপন স্বামীরে মিথ্যা নিন্দা করতেছ ? যে সম্পূর্ণ অপরাধী তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে অপরাধী করতেছ ?

পদ্মা—এখন তোমার মেয়ে মরতে যাচ্চে, আমাকে তুমি মুক্ত করতে বসলে।

কীর্ত্তি—কন্যার মৃত্যু আপন কর্ম্মদোষে উপস্থিত হয়েছে। এমন কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।

সুলো—পিতা! আমার কর্ম্মদোষেই আমি মরতেছি তার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অন্তিমকালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কীর্ত্তি—ব্যভিচার পাপের ক্ষমা নাই।

সুলো—পিতা ক্ষমা কর।

কীর্ত্তি—আত্মঘাতীর ক্ষমা নাই।

সুলো—পিতা! আর সকলেই আমাকে ক্ষমা করেছেন, তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়োনা।

কীর্ত্তি—দুর্ভাগা সন্তান। যখন আমার নির্ম্মল কুলে কলঙ্কার্পণ করেছিলে তখন আমার প্রতি তোমার দয়া হয়েছিল ? যখন ব্যভিচার আমোদে উন্মত্তা

ছিলে, তখন আমার ভবিষ্যৎ লজ্জা ও কলঙ্ক ভ্রমেও বিবেচনা করেছিলে ? এখন ক্ষমা প্রার্থনা করতেছ ?

সুলো—পিতা ! তন্নিমিত্ত বিস্তর শাস্তি পেয়েছি—বিস্তর অনুতাপ করেছি।

কীর্ত্তি—হা দুশ্চারিণী ! এক্ষণে পরকালের আশঙ্কা হয়েছে, ইহাই তোমার অনুতাপ। তুমি একদিনের জন্য পূর্ব্ব পাপের আক্ষেপ করতেছ, আমি যত দিন জীবিত থাকবো তোমার জন্য কাহারও সহিত সাহসপূর্ব্বক আলাপ করতে পারব না। হা। তোমার এক দিবসের আক্ষেপে এই সমুদায় পাপ বিমোচন হবে ? হা অভাগিনী ! তোমার ইহকালে ক্ষমা নাই, তোমার পরকালেও ক্ষমা নাই।

সুলো—হা পরমেশ্বর ! তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করলে ? আমার পিতা আমাকে ক্ষমা করলেন না। পিতা ! এক্ষণে আক্ষেপ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে ? হা যাদের নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্কার্পণ করলেম, যাদের অপরিসীম মনঃপীড়া দিলেম, মৃত্যুকালে তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করণ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে ? বিবেচনা কর দেখি, বাল্যকালাবধি আমি কোন দিবস সুখী হয়েছি ? পিতা ! আমার মত অভাগিনী এই ত্রিজগতে আর কে আছে ?

কীর্ত্তি—পাপীয়সী ! এদেশে কি আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কি কেহ ক্লেশ পায় নাই ? সকলেই কি তোমার মত পাপপঙ্কে নিমগ্না হয়েছে ?

সুলো—পিতা ! সকলের কি সমান প্রবৃত্তি ? সকলের কি সমান সহ্য গুণ ? যাদের স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তি তারা ধর্ম্মপথে আছে, যাদের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায় ! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, তাহলে কি আমি এরূপ কুকর্ম্মে রত হতেম ? তাহলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো ? তাহলে তোমাকে কি কলঙ্ক লোক লজ্জা ভোগ করতে হতো (অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া) আঃ আর কথা কইতে পারি না। বুঝি বাক্ রোধ হলো। পিতা আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

পদ্মা—তুমি কি পাষাণ দে মন বেঁধেছ ? মেয়ের এত দেখেও কি তোমার দয়া হয় না ?

কীর্ত্তি—(স্বগত) হা ! শেষাবস্থায় আমার শাস্তির শেষ হলো। হা ! এমন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রমাণ হলো। হা, সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তাহলে এ বিপদ কদাচ ঘট্‌তো না, কিন্তু "নির্বাণদীপে কিমুতৈলদানং" এক্ষণে আর কি উপায় আছে। হা আমি বিধবা বিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করেছি, এক্ষণে আমাকে এই স্ত্রীহত্যা পাতকের অংশী হতে হলো। হায় হায় ! এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। (প্রকাশ) হা

দুর্ভাগা সন্তান। তোর বিলাপে আমার ক্রোধ দূরে থাকুক, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, আমি তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না হয়ে তোর বিবাহ দিতাম, তাহলে তোর এরূপ মৃত্যু কদাচ হতো না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এইরূপে জীবন পরিত্যাগ করেছে। হা! স্বামী আশ্রয় পেলে তোর মত কত অভাগিনী এরূপ বিপদে পতিতা না হয়ে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারত!

(সুলোচনার শয্যায় বসিয়া) হে করুণা নিধান সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর! এই দুর্ভাগা রমণীকে আমি যেমন আর ঘৃণা করতে না পারিয়া ক্ষমা করলাম তুমি তাকে সেইরূপ ক্ষমা কর। তাহার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়াছ।

সুলো—পিতা এখন মৃত্যুতেও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হবে। হে পরমেশ্বর! তুমি এখন আমাকে আর পরিত্যাগ করবে না, কারণ আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে ক্ষমা করলেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! যিনি আমার এই দুর্দ্দশার কারণ, যাহারা আমাকে এই কুকর্ম্মে কোনরূপ সাহায্য করেছে, এই মৃত্যুশয্যায় সরলান্তঃকরণে তাদের ক্ষমা করতেছি, আমার দুর্ভাগ্যের কারণ আমি ভিন্ন আর কেহ নহে। হা! আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে অনায়াসেই ধর্ম্ম পথে থাকতে পারতাম, অনায়াসেই তোমার নিয়ম প্রতিপালন করতে পারতাম। তাহারা যদি আমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়, আমিও তাদের পাপের কারণ হয়েছি। (প্রকাশ) মা। আর যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কৈ তোমার হাত দাও, বাবা তোমার হাত দাও, দিদিরা তোমরা কোথা, তোমাদের হাত দাও। (সকলের হস্ত ধারণ করিয়া) আমাকে শেষ বিদায় দেও, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করো, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করো, এক অভাগিনী তোমাদের সংসারে জন্মেছিল, পরে আপনার কর্ম্মদোষে অধর্ম্মে পতিত হয়ে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

(সুলোচনার মৃত্যু ও সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ)

—

বিধবা বিবাহ নাটক সমাপ্ত

কৌরব বিয়োগ

নাটক

এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া
পর্য্যন্ত মহাভারতীয়-অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গদ্যে
ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
বিরচিত হইয়া শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে
মুদ্রিত হইল।

সন ১৮৫৮।

হরচন্দ্র ঘোষ

১৮১৭ সালে হুগলী শহরের বাবুগঞ্জে জন্ম। পিতা হলধর হুগলী কালেকটারির কর্মচারী। হরচন্দ্র হুগলী মহসিন্‌স কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি ভাষাতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। অল্প বয়সে বাংলা রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কৈশোরকালেই বাংলা গদ্য রচনার জন্য বড়ো-লাটের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালে আবগারি বিভাগের পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। পরে কর্মদক্ষতার জন্য বর্ধমান জেলার ডেপুটি কালেকটারের পদে উন্নীত হন (১৮৫৮)। অবসর গ্রহণের পর তিনি নানান জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৮৪ সালের ২৪ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১. ভানুমতী চিত্তবিলাস (নাটক, ১৮৫৩)
২. কৌরব বিয়োগ (নাটক, ১৮৫৮)
৩. চারুমুখ চিত্তহরা (নাটক, ১৮৬৪)
৪. বারুণী বারণ বা সুরার সঙ্গদোষ (বক্তৃতা, ১৮৬৩)
৫. রজতগিরিনন্দিনী (নাটক, ১৮৭৪)
৬. সপত্নী সরো (গদ্য কাহিনী, ১৮৭৫)
৭. রাজতপস্বিনী, ১ম খণ্ড (কাব্য, ১৮৭৬)

গ্রন্থালোচনার জন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা

এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ লোকেরই অবগতি আছে যে প্রচরদ্রূপে প্রচলিত "মহাভারত" ভারতবর্ষের প্রাচীন ও সমীচীন গ্রন্থ, এবং গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ও রাজধর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ ও যোগধর্ম্মাদি নানা বিষয়ের উপদেষ্টা বিধায় সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিতদের পদ্য রচিত গ্রন্থে বিশিষ্টরূপে অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। একারণ সুরচিত "মহাভারতও" একাল পর্য্যন্ত কণ্টশ্রেষ্ঠে অস্মদাদির কালেজ ও পাঠশালা প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে প্রাপ্তাভীষ্ট হন নাই। এবঞ্চ নব রচিত পদ্য গ্রন্থেও বিদ্যালয়ের বিরতি দেখা যায়। যেহেতুক তাহার অধিকাংশই প্রায় সুশ্রাব্য কাব্য-রস ঘটিত; এই হেতু ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত "ভানুমতী চিত্তবিলাস", ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুভব সভ্য মহাশয়েরা সুরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুজ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্সপিয়র" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যান্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রস ঘটিত ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রের" স্থান নির্ব্যাপণ করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়। ফলতঃ পদ্য রচিত গ্রন্থে সংপ্রতি বিদ্যালয় সমূহের অনুরাগমাত্র নাই, একারণ দুর্ভাগ্যবশাৎ "মহাভারত" ও "ভারতচন্দ্রের" ভাগ্য ভোগ করিয়া উজ্জ্বল বিদ্যার্থি সমাজে দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে "মহাভারত" গ্রন্থ নীতি গর্ভ ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গদ্যছন্দে ও অতি স্বল্পাংশ-মাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া "কৌরব বিয়োগ নাটক" এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি যে নীতি নিপুণেরা এই নীতিগ্রন্থে আমূলাৎ কৃপা দৃষ্টিপাৎ করিয়া মদীয় শ্রম সফল, অথবা ভ্রম

সকল দূর করেন। কিন্তু এতদ্রূপ গ্রন্থ রচনে বারংবার উদ্যম করাতে আমার এমত অভিপ্রায় নহে যে আমি অগণ্য মান্য গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে গণ্য হইয়া তাঁহারদের পুণ্য নামের সহিত বরেণ্য সমাজে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হই। আর যদিও উপযুক্ত জ্ঞানি ব্যতীত অন্যানের এতদ্রূপ উদ্যম করা অনধিকার চর্চা ভিন্ন নহে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম। তাহাতে যদি এই নববেশে এতদ্দেশের নবীন ও প্রবীণ সমাজের উল্লাস জন্মে, তবে আমি আপনাকে নিতান্তই লব্ধ-প্রত্যাশা বোধ করিব ইতি।

হুগলী।
নবেম্বর, ১৮৫৭।

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ।

PREFACE

In 1852, I published my Vernacular Drama of the "Merchant of Venice" which was written at the suggestion of an European friend of native education. A few copies of the work were presented to the learned Editors of the English and Vernacular Journals of the Presidency and to some of the Native nobility of the country. The former with the politeness which characterizes superior civilization, acknowledged the gift, but latter—though accepting the present—did not acknowledge it, and I cannot say whether they have even opened the Book at all. For, few of the readers of this class "will peruse a Book with pleasure, till they know whether the author of it be a black or a fair man ; of a mild or choleric disposition ; married or a bachelor with other particulars of a like nature which conduce very much to the right understanding of an Author."

And the high cast Brahmins whose academic acquirements exceed the mark of mediocrity will seldom read a work till they have discovered that the Author of it is not a layman. But the avidity with which the work was recieved by the general reader, particularly by those whose curiosity was excited to see the "Merchant of Venice" in an oriental dress, induced a belief that the work has been considered acceptable, and that if a similar attempt were made, it might not prove abortive. In consequence, however, of a suggestion that I received, I thought it advisable to change the topic, and write upon a subject of purely Indian origin, and for this purpose, I cast my eyes upon the interesting subject of "Mahabharuth" which in its present dress does not seem to be in great favour with the alumni of our colleges, or with the precptors who direct their steps, though it is admitted on all hands that the suoject comprised in the work is at once edifying and sublime, and has

never failed to keep the attention of the reader who has once made his way to it, "irresistibly fixed."

The thirst which has been lately created for the acquisition of knowledge, and the facilities which have been afforded the people at large for acquiring it, having led to an increased demand for superior vernacular literary works, I embrace this opportunity of laying before the public the result of my labors, writing my work in the shape of a Drama, and taking due care to adapt it to the taste of all classes of the people of this country.

It is a Historical tragedy out of the "Mahabharuth", commencing with the interesting event which led to the lamented death of Doorjadhun the Emperor of "Hastina", and ending with the eventful circumstances which occasioned the tragical end of his aged parents in the forest af "Dypyun". It now only remains for me to add that the subject upon which has been carefully introduced in it, being altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the country, and no pains and expense having been spared to render the work useful, and acceptable, I indulge in the hope that it will meet with the approbation of the reader.

Hooghly,
October, 1857

HURROCHUNDER GHOSE

বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম ও উপাধি

শিবঃ। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির রক্ষক মহাদেব।
শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন সারথি শ্রীপতি।
ব্যাসদেব। পাণ্ডবাদির পিতামহ সর্বজ্ঞ মুনি।
ভীষ্মদেব। শরশয্যাশায়ী পাণ্ডবাদির পিতামহ।

যুধিষ্ঠির।
ভীম।
অর্জুন। } পঞ্চপাণ্ডব।
নকুল।
সহদেব।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।
শিখণ্ডি। } দ্রুপদ রাজার পুত্রদ্বয় ও পাণ্ডব শিবির রক্ষক।

ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ নরপতি।
দুর্যোধন। তস্য পুত্র, কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ।
অশ্বত্থামা। দ্রোণাচার্যের পুত্র ও পরিশিষ্ট কৌরব সেনাপতি।
ধৌম্য। পাণ্ডব পুরোহিত।

কৃতবর্ম্মা
কৃপাচার্য্য } অশ্বত্থামার সহযোগী যোদ্ধাদ্বয়।

পরীক্ষিত। অভিমন্যুর পুত্র ও অর্জুনের পৌত্র।
বিদুর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ জিতেন্দ্রিয় ভ্রাতা।
সঞ্জয়। সংগ্রাম বার্ত্তাবেদী ব্যাসদেবের শিষ্য।
বিভাণ্ডক। মুনি বিশেষ।

সংকট।
বিকট। } উক্ত মুনির ভৃত্যদ্বয়।

পিশাচদ্বয়।
ভিক্ষার্থী দ্বিজগণ।
বাবদুক ভৃত্য।
কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডবের মাতা।

গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী ও দুর্য্যোধনাদির মাতা।
দ্রৌপদী। পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী।
সুভদ্রা। অর্জ্জুনের দ্বিতীয়া পত্নী।
উত্তরা। অভিমন্যুর পত্নী।
দুঃশলা। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কন্যা এবং রাজা জয়দ্রথের পত্নী।

এতদ্ভিন্ন আর ২ নারিগণ ও রথী ও পদাতি প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেক॥ নাট্যাগার কদা কুরুক্ষেত্রে ও হাস্তনানগরে, ও কদাচিদ্বা দারিকাশ্রমে ও দ্বৈপায়ন বনে হইবেক ইতি।

প্রথম অঙ্ক

রঙ্গভূমি হস্তিনানগরীতে নান্দী।

হে মাতর্বাগ্বাদিনী, পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্ররচিত স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিস্থ সুরাসুর নাগ নরাদি যাবৎ প্রাণির প্রাণরূপ বায়ু যে তুমি তোমার সুরমানস লষিত শ্রীপাদপদ্ম যুগল হৃদয়ে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্ত্তা হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণ সৃজনাদিরূপ ভূরীভার সম্পাদন করিতেছেন, এবং তোমার ছলা কটাক্ষে সহস্রাক্ষ সুকৌশলাৎ ও সদ্‌যুক্তিমত্ততায় ভীষণ সুর বৈরিবৃন্দ নিসূদন করিয়া সুরলোকে আধিপত্য করিতেছেন। অপিচ হে পঙ্কজনেত্রে, তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রসাদে তোমার পাদপদ্মের ধ্যান পরায়ণ হইয়া ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কবীশেরা জগজ্জনানুরঞ্জন সুরসিত সৎকাব্য কর্ত্তা হইয়া তোমার মহতী মহিমার জ্যোতিকে দেদীপ্যমান করিতেছেন। এবঞ্চ তোমার কৃপা কণাংশ প্রসাদে শুক পরাশরাদি মহর্ষিরা অসীম নিগূঢ় শাস্ত্রার্থ বেত্তা ও নানা সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা হইয়াছেন। এবঞ্চ হে পরমেশ্বর গৃহিণী বাগ্দেবী, স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দৃশ্যমানা, অথচ চপলার ন্যায় চঞ্চলা যে সুরবিদ্যাধরিরা তোমারই কৃপা কণাংশ প্রসাদে সুরলোকে বাস করিয়া নৃত্য গীতাদি সম্মোহিনী বিদ্যা প্রভাবে আখণ্ডলাদি অমর মণ্ডলের মনোমোহিনী হইতেছে, এবঞ্চ ত্রিলোক বিজয়ী শৌর্য্যবিশিষ্ট মহাপুরুষেরাও কদা ২ তোমার অকৃপায় অকৃতার্থ হইয়াছেন ইহা রাবণানুজ কুম্ভকর্ণাদিতে প্রমাণ প্রোক্ত আছে। অতএব হে মাতঃ, এই অভিনব প্রস্তাবে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া যেমতে এই জ্ঞান বিরহ ও হীন বিদ্য প্রাপ্ত মনোরথ হয় এবম্বিধ বরদাত্রী হও। ইতি।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার নেপথ্যাভিমুখীন হইয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রিয়ে দেখ, অতঃপর কৌরবকুলের কি দুর্দৈব উপস্থিত। এই কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ মহা বিক্রান্ত রণশায়ী ঊনশত বীর পুত্রের শোকে অদ্য ধরণীশায়ী হইয়াছেন, এবঞ্চ মহারাজ দুর্য্যোধন ভীম কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ভীষণ গদার প্রহারে চূর্ণ ঊরু হইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে পড়িয়াছেন, ইহা রণবৃত্তান্ত-বেদী সঞ্জয় মহাশয় প্রমুখাৎ প্রতীত হইয়া অন্ধ মহারাজ আরও পরিতাপ পয়োধিপয়ঃ প্রবাহে নিমগ্ন হইয়াছেন। ইহাতে আমি বুঝিলাম যে এই মহতী সংগ্রাম এই সাম্রাজ্যাবসানের ও আমারদের ভাবি অকল্যাণের প্রতিপাদ্য ভিন্ন নহে।

[নর্ত্তকীর প্রবেশ]

নর্ত্তকী—হে নাথ, এবম্প্রকার বিপত্তিতে এমত বিষণ্ণ না হন এমত লোক অতি বিরল। কিন্তু মহারাজ দুর্য্যোধনের দুর্বৃত্তিই এই বিপত্তির বীজ ইহা স্থূলদর্শিরাও বিবেচনা করিবেন। কেননা শ্রীঅংশে সম্ভূতা সেই পাণ্ডব

প্রণয়িনী যাজ্ঞসেনীর নিগ্রহ নয়নে নিরীক্ষণকারি সৎ সভ্যেরা কহিয়াছিলেন যে এ পরম প্রকৃতির সম্মান হর্ত্তা দুর্বৃত্ত দুঃশাসন অনতি বিলম্বে বিদীর্ণবক্ষঃ হইয়া রণশায়ী হইবেন, এবং ঐ নিগ্রহের নিয়ন্তা মূঢ় মহারাজ দুর্য্যোধনও অচিরে এই গুরু পাপে ভগ্ন উরু হইয়া দুরবস্থ ও কালের করাল করস্থ হইবেন। আর দেখ, অন্ধ মহারাজ জ্ঞানান্ধ হইয়া মৌনীরূপে ক্ষৌণপতি দুর্য্যোধনকে উৎসাহ দান করিলেন এবং দুঃশাসনেরও শাসনাজ্ঞা না করাতে ঐ নিষ্ঠুর অতীত সাধ্বস হইল। হে নাথ, হীনবুদ্ধি অবলার বোধেও এতদ্রূপ গুরুতর পাপগণ্য যে ইহার সহিত মহারাজের বর্ত্তমান শোক ও দুঃখ তুলায় ধৃতকারি পুণ্যাত্মারা রাজ বিপত্তিকে গরীয়সী বোধ করেন না। অতএব শুন আমরা রাজ্যান্তরে স্বীয় উপজীব্যাবলম্বন করিয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ পরম প্রীতিতে ও প্রাপ্ত মনোরথে হরণ করি এই আমার ইচ্ছা, কেননা নিরুপদ্রুত স্থানে নিবাস করা নীতি বিশারদদিগের অনুমত।

সূত্রধার—প্রিয়ে, ইহা কর্ত্তব্য নহে কেননা চিরপালিত অনুচরেরা বিপন্ন প্রভুর হিতেচ্ছু হইবে। আর যদিও আমারদিগের রাজভবনে অবস্থান ও অনবস্থানে মহারাজের কোন উপযোগিতা নাই তথাপি উপেক্ষায় প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। যদ্দেতুক মিত্র পরীক্ষার্থে কষ্টি পাথরস্বরূপিণী যে বিপত্তি ইহা সংসারাশ্রমে পদে ২ আছে। আর এইরূপ বিপত্তিকালে প্রতীক্ষাপেক্ষ সহকারি সজ্জনেরা সন্মিত্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। রাজ বিপত্তি বহুধা তন্মধ্যে শূন্য কোষ ও অসৎ মন্ত্রী এই দুই বিষম। শূন্য কোষ জন্য সৈন্য সহকারি অভাবে রাজ্যে উপপ্লবাদি সম্ভাবনা, আর অসন্মন্ত্রীর মন্ত্রণা রাজবুদ্ধিকে আচ্ছন্না করিয়া প্রবলবাত কুজ্ঝটিকারূপে সাগরস্থ ক্ষুদ্র তরির ন্যায় আশু বিপদরূপ অর্ণব তরঙ্গে মগ্না করে। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ সেই কুলকুঠার শকুনি। অতএব হে প্রিয়ে, এই বিপত্তিকালে রাজার উপেক্ষারূপ অনুচিত কর্ম্ম করিয়া অযশ ভাজন হওয়া সতের স্বীকর্ত্তব্য নহে। ইতি চিন্তায় আপাততঃ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সজ্জনের অনুরঞ্জন করহ।

নর্ত্তকী—হে নাথ যদি আপনকার এই অভিমত, তবে এই হউক।

(ইতি কথোপকথনানন্তর নর্ত্তক নর্ত্তকী রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রঙ্গভূমি, হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—হে ভ্রাতঃ সংগ্রামশায়ী উনশত বীর পুত্রের শোক স্বরূপ বহ্নিতে আমার দেহকে দাহন করিতেছে। আর চূর্ণ উরু দুর্য্যোধনের দুঃখে আমি এমত পরিতপ্ত হইয়াছি যে ভ্রষ্ট সিংহাসন হইয়াও আমি এক্ষণে দুর্য্যোধনকে পাইলে মানস কষ্টে কাল হরণ করিয়াও ইষ্ট সিদ্ধি বোধ করি। পুত্রবর

অদ্যাপি গতাসু নহেন, অতএব হে ভ্রাতঃ কোন্ উপায়ের দ্বারা এই সংগ্রাম সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি, তাহাকে আমাকে কহ।

বিদুর—আমি পূর্বেই মহারাজকে নিবেদন করিয়াছি যে "অকৃতার্থে গতে কৃষ্ণে সর্ব্বনাশো ভবিষ্যতি।" আপনি কৃষ্ণকে যেমন অকৃতার্থ করিয়াছেন, সেইমত পূর্ব্বেই এই সর্ব্বনাশ নির্ণীত হইয়াছে। কেননা সামঞ্জস্যহেতু যদুপতি বিরাটপুর হইতে এতদ্রাজসভায় আসিয়া যখন নিবেদন করিলেন যে "ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ, মাকন্দীং বারণাবতং দেহিমে চতুরগ্রাম পঞ্চমে হস্তিনাপুর" ইত্যভিধেয় পঞ্চগ্রাম মাত্র পাইলে পাণ্ডবেরা পরিতুষ্ট হইবেক। তখন আমি কহিলাম যে মহারাজ পঞ্চ পাণ্ডবকে প্রাগুক্ত পঞ্চগ্রাম প্রসাদ করুন, কেননা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সংগ্রামে পরাস্ত ও পরাংমুখ করিতে ক্ষমতাপন্ন পাণ্ডবেরা সসাগরা বসুন্ধরা যাচ্ঞা না করিয়া পঞ্চগ্রামে পরিতুষ্ট হইতেছেন ইহা শ্লাঘ্য। কিন্তু মূঢ় দুর্য্যোধন, "সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যাচ মেদিনী, তদর্দ্ধঞ্চ নদাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব" ইত্যুক্তি করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে বঞ্চনা করিল, অতএব দুর্য্যোধনের জীবনাশা এক্ষণে অপুষ্পের ন্যায় অলীক বোধ হইতেছে।

ধৃত—হে ভ্রাতঃ, গতাসু পুত্রগণের শোকানলে আমি অতিশয় বিদগ্ধ হইলাম।

(রোদনপূর্ব্বক অন্ধরাজ ভূতলে পড়েন)

সঞ্জয়—হে নরপতে, যাঁহারা সম্পত্তিকালে প্রাপ্তবিকার ও বিপত্তিকালে অতি বিষণ্ণ না হন, এবম্প্রকার মহোদয়দিগকে মহাত্মারা মহাপুরুষরূপে বর্ণিয়াছেন। অতএব অভিমুখ সংগ্রামে পতিত বিক্রম বিশারদ বিগত পুত্রাদির শোকে ঈদৃশ বিলাপপর হওয়া সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন মহারাজের কর্ত্তব্য নহে। আর মরুৎ মান্ধাতা প্রভৃতি মহীপালেরা চতুরঙ্গিণী সেনা ও বল বান্ধবাদি সহিত কোথায় গিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন, বরং তাহারদের বিয়োগের সাক্ষিণী পৃথিবী অদ্যাপি আছেন। এবঞ্চ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা পরাক্রান্ত পাণ্ডব পত্নী হইলেও মহারাজের ভয় স্থান নহে, কেননা যুধিষ্ঠিরাদিও মহারাজের পুত্রবৎ পালিত ও বচনানুকারী বটেন। তবে শোকের স্থান এই যে এতদ্বিগ্রহে মহারাজ বিগতাত্মজ ও নিহত বান্ধব হইলেন। কিন্তু তাহাতেই বা শোক কি। কেননা শুভাশুভ কৃতকর্ম্মের ফল নরেরা অবশ্যই ভোগ করিবেক। আর হে ভূপতে এতদ্রূপ ভোগ না করিলেও ঐ কর্ম্মাকর্ম্মের ফল কোটি কল্পেও ক্ষয়কে পায় না। শকুনি মন্ত্রণা পরায়ণ দুর্য্যোধনের কার্য্য ক্ষণমপি বিবেচনা করিলে আপনি ঈদৃশ বিষণ্ণ হইবেন না। একদা ঐশ্বর্য্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় মৃষা মহোন্নতি জল্পনা পূর্ব্বক প্রভাসতীর্থ যাত্রোপলক্ষ করিয়া দুর্য্যোধন অরণ্যবাসী ফল মূলাশী ধার্ম্মিক ধর্ম্ম-

পুত্রাদিকে বিভব দর্শাইলেন। কিন্তু তাহার অনতিবিলম্বে স্বীয় কর্ম্ম দোষে সনারিবৃন্দ গন্ধর্ব্ব কর্তৃক ব্যাপ্ত ও আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে ধর্ম্মাদেশে ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেন। ইহাতেও পাণ্ডবের প্রত্যবায় জানিয়া ঐ উপকর্ত্তার অনিষ্টার্থী হইলেন। কিন্তু তথাপি হিমাংশুর ন্যায় শীতলাত্মক পাণ্ডব হৃদয়ে দয়ার ব্যভিচার নহিল, যেহেতুক চণ্ডাল গৃহে পতিতা জ্যোৎস্নাকে চন্দ্র হরণ করেন না।

ধৃত—সঞ্জয়, তৎকর্তৃক কথিত নীতি অপূর্ব্ব মানিলাম এক্ষণে আমার বীর পুত্র দুর্য্যোধন ভগ্নউরু হইয়া কিরূপে ভয়ংকর শূন্য সংগ্রামক্ষেত্রে পড়িয়া আছেন ও সমরাবশিষ্ট কোন্ ২ বীর কৌরবপক্ষে বিদ্যমান ও কৃষ্ণ পরায়ণ পাণ্ডবগণ যুদ্ধান্তে কি কৌশল করিতেছেন তাহা শুনিতে আমার অভিরুচি আছে, অতএব তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কহ।

সঞ্জয়—হে রাজন, ত্বদীয় পুত্র দুর্য্যোধন ভগ্ন উরু হইয়া ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে শবরাশি শিয়রে শিবাবৃন্দ মধ্যে পড়িয়া ভীমাদির নিধন চিন্তা করিতেছেন ও সংগ্রামাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা বীর ত্রয় রাজ অন্বেষণে সমরক্ষেত্রে সবারি নেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এবং জয়যুক্ত যুধিষ্ঠিরাদি হৃষ্টমনে ও ভগবান সংমিলনে রথারূঢ় হইয়া বহির্গমন করিবেন, তজ্জন্য সুসজ্জীভূত হইতেছেন ও স্বয়ং ত্রিপুরারি ত্রিশূল হস্ত হইয়া শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষার্থে ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরেরা শিবির মধ্যে পুত্রগণ সহিতে পাঞ্চালীকে সংরক্ষণ নিমিত্তে নিয়োজিত হইতেছেন। অনন্তর যেমত হইবেক তাহা পরে নিবেদন করিব। এক্ষণে মহারাজা চিত্ত সুস্থির করিয়া অন্তঃপুরে গমন করুন। কথোপকথনে সর্ব্বরী বহুতরা বিগতা হইয়াছে।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে, ঘোরতমস্বিনী নিশীথে দুর্য্যোধন ও কিয়দ্দূরে পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রথম পিশাচ —"জয়োস্তু পাণ্ডু পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দন।"

দুর্য্যোধন (চিন্তাগত) —সুদূর হইতে আগতাপাণ্ডব বিজয়াভিলাষিণী এই বাণী অবশ্যই বিপক্ষ পক্ষের হইবে। কিন্তু ঘোর তমস্বিনী নিশীথে ইহার লক্ষ করা দুরূহ। যাহা হউক এই বাণী ভীমের মহাগদার ন্যায় আমার শ্রবণ কুহরে বাজিয়াছে।

দ্বিতীয় পিশাচ — এই আশীর্ব্বচন কুরুরাজ অবশ্যই আকর্ণন করিয়া থাকিবেক। নচেৎ নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন শিবাবলী বেষ্টিত শববৃন্দের মধ্য হইতে এই হাহতোস্মি রবের সম্ভব কি। হে শ্মশানবাসি শোণিতাশি

ভগ্নউরু মহারাজকে বারেক নয়নে নিরীক্ষণ কর। ইহার অনির্ব্বচনীয়া দুরবস্থাবলোকনে স্বভাবতঃ দয়াধর্ম্মে বিরত নররক্তপায়ী পিশাচেরাও সজল লোচনে দয়ার্দ্র হয়। এরূপ প্রকার মহারাজ "ন ভাবী ন ভূতো ন বা বর্ত্তমান।"

(পিশাচেরা অন্তর্হিত হয)

দুর্য্যোধন। (চিন্তাগত)। —এই ভয়ানক সমর ক্ষেত্রে ও বর্ত্তমান ঘোর নিশীথে শ্মশানবাসী মাংসাশী ভিন্ন না জানি ইহারা আর কে হইতে পারে। ফলতঃ স্বভাবতঃ দয়াধর্ম্মে বিরত শোণিতার্থী শ্মশানবাসিরাও আমার বর্ত্তমান দুঃখে অবসন্ন হইতেছে। বহুকাল নহিল বিশ্বকারু বিরচিত অপূর্ব্ব প্রাসাদোপরি সংস্থিত ও রতনসমূহে খচিত কোমল পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণ সন্নিভ সুবাসিত কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া ও মুনি মানস লষিত বিদ্যাধরীগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও নিদ্রিত নহিলাম, ইদানীং ভূতলে পড়িয়া শবরাশি শিয়রে সুপ্তীচ্ছায় সুখানুভব করিতেছি। ইহা হইতে শোক ও দুঃখের স্থান আর কি আছে। আর ভীমের ন্যায় আজন্ম বৈরিকর্ত্তৃক এতদ্রূপে হৃত সম্মান হইয়া ধরণী পতির ধরাতলে শয়নই অপমৃত্যু বিশেষ। কিন্তু দ্বৈপায়ন তটিনীতটে ভীমকর্ত্তৃক কথিত কঠোর ও কটু বাণীতে আমাকে যেমত ক্লেশ দিতেছে তেমত তাহার গুরু গদাঘাতেও আমার উরু ব্যথিত হইতেছে না। হে সখে কর্ণ, তুমি বারেক ভূশয্যা ও কাল নিদ্রা হইতে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দুর্য্যোধনের ক্লেশ নয়নে নিরীক্ষণ কর, আর প্রভাকর কর নিকরাতিরিক্তোজ্জ্বল হিরণ্ময় মুকুট যাহা ঐ পবনাত্মজ পাষণ্ড পদাঘাতে চূর্ণায়মান হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহাও আনিয়া দেখ, কেননা যুধিষ্ঠিরাদি বৈরিবৃন্দও তাহা অবলোকন করিয়া রুদ্যমান হইয়াছেন। সংপ্রতি দেখিতেছি যে বীর পুরুষের ন্যায় তিন জন অগ্রাভিমুখে আসিতেছেন। যদি ইঁহারা কৌরব পক্ষের হন, তবে ভাগ্যোদয়ে ঘোর তিমিরাবৃত পিশাচবেষ্টিত ও প্রেতময় এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ক্ষেত্রেও ক্ষণিক স্বচ্ছন্দ বোধ করিব। বোধ হয় গুরুপুত্র অশ্বত্থামাদি বীরেরা আসিতেছেন। ঈশ্বরানুকম্পায় বুঝি এই হইবে।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

হে শস্ত্রপাণি, তোমরা কে ? আর স্বপক্ষ বা বিপক্ষ তাহা অগ্রে কহিয়া আমার সংশয় দূর কর।

অশ্বত্থামা—মহারাজ, নাহং বিপক্ষ। আপনকার কৃপাকণাংশে পরিপালিত ও মহৈশ্বর্য্যের চিরানুচর দ্রোণাচার্য্যের পুত্র আমি অশ্বত্থামা। ইদানীং মহারাজের মহতী মহিমারূপ শরচ্চন্দ্রিকা ভারদ্বিগ্রহাদি জনিত উৎপাতিকা মেঘমালা কর্ত্তৃক আচ্ছন্নাবলোকনে এই ক্ষুব্ধ অনুচরেরা ব্যাকুল চিত্তে উপায় চিন্তায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

দুর্য্যোধন—হে বীরবর, সম্প্রতি তোমারদের মঙ্গল কহ।

অশ্ব—মহারাজের মহতী রাজোন্নতিই আমারদের কুশল, নচেৎ অনুচরেরদের আর মঙ্গল কি আছে।

দুর্য্যোধন—যদি এমত হয় তবে অস্মদাদির অকুশল সমূহ কেননা কৌরব রাজলক্ষ্মী ইদানীং পাণ্ডব পক্ষিণী হইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে। দেখ বীরবৃন্দ বিদ্যমানে অন্যায় সমরে সেই মূঢ় পবনাত্মজ কৌন্তেয়কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত ভীষণ গদার প্রহারে আমি ভগ্ন উরু হইয়া ধরণীশায়ী হইয়াছি। ও পাণ্ডবেরা প্রাপ্ত জয়ে প্রফুল্ল হইয়া পরম পুলকে পূর্ণিত হইতেছে, ইহা কৌরব প্রধানের অসহ্য। হে দ্রোণি, ভীমের হৃদয় হইতে কঠিন যে তাহার গদা ও তাহা হইতেও কঠিন যে তাহার বাণী তাহা শত্রু অস্ত্রকরণক নিঃক্ষিপ্ত বহ্নির ন্যায় আমার সবাহ্যাভ্যন্তরের দাহিকা হইতেছে। অতএব কোন্ উপায়ের দ্বারা পাণ্ডবগণকে নির্য্যাতন করিয়া প্রাপ্তমনোরথ হইতে পারি তাহা আমাকে কহ। আর এই ঘোর বিপত্তিরূপা প্রবলা মহানদী উত্তীর্ণ হইতে তোমার শূরতা ও সুবুদ্ধিই দৃঢ়তর তরণী হইবে, আমার এমত নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে। অতএব সহযোগী মাতুল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে সহকারী করিয়া আমাকে এই সংগ্রাম পারাবার পার কর। আর মহাবীর পরাক্রম আপনারা সহায় হইলে আমি যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব তাহার বিচিত্র কি আছে। কেননা অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র সুহৃৎ সুগ্রীবাদি সহকারে ও রণ কৌশলানভিজ্ঞ অসভ্য বানর যূথ সংমিলনে দুস্তর পারাবার পার হইয়া স্বদারাপহারী সেই দশগ্রীবকে ধ্বংসপূর্ব্বক বৈরশুদ্ধি করিয়াছেন ইহা রামায়ণে কথিত আছে।

অশ্ব—মহারাজের বলবতী ইচ্ছা সম্যক প্রকারে পালনীয়া। কিন্তু সমুচিত কালে আমাকে সৈনাপত্যে অভিষেক না করাতে আমি এক্ষণে খিদ্যমান হইতেছি। হে রাজন্, ত্রিভুবনবিজয়ী পরাক্রান্ত গাঙ্গেয় পাণ্ডবের স্নেহপর হইয়া তাহারদিগকে সমরে উপেক্ষা করতঃ আপনকার কার্য্যোদ্ধার করেন নাই। এবঞ্চ রণপণ্ডিত মৎ পিতা দ্রোণাচার্য্য প্রথমতঃ "শাপাদপি শরাদপি" ইত্যাদি রূপ আশ্বাস প্রদান করতঃ পরিশেষে প্রিয় শিষ্যগণের স্নেহবশে তাহারদিগকে সমরে ক্ষয় না করিয়া মহারাজকে অকৃতার্থ করিলেন। আর মহারথী রাধেয় সমরাবশিষ্ট কতিপয় অক্ষৌহিণীকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রাণপণে সমরক্ষেত্রে স্বীয় শৌর্য্যাদি দর্শাইয়া চরমে কৃষ্ণ কাপট্যে রণশায়ী হইলেন। ও শল্য স্বভাবতঃ সমরাপটুতা জন্য আশু কর্ণের অনুগামী হইল। ইহাতে মহারাজের কোন কার্য্য সিদ্ধ হইল না। হে ভূপতে যদিচ যথোচিত কালে আমাকে সৈন্যপত্যে অভিষেকরূপ অনুকম্পা করিতেন তবে স্বল্প কালেই পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া সবসুবসুন্ধরা মহারাজকে সমর্পণ করিতাম।

কিন্তু আমার শৌর্য্যে মহারাজ সংশয় করিয়া শল্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিলেন, তত্রাচ দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার সম্মান রক্ষা করিলেন না। তাহাতে এই অশুভ ফল হইল যে বিগত সেনাপতিরা পাণ্ডব পক্ষে পক্ষপাত করিয়া তন্মিতার্থে আপনারা ক্রমশঃ রণশায়ী হইলেন, এবং চিরপালক মহারাজকেও বর্ত্তমান ঘোর বিপদার্ণবে মগ্ন করিলেন।

দুর্য্যোধন—হে বীরবর, বিপত্তিকালে মনের বৈক্লব্য জন্য যে অবিবেকতা তাহা অতিশয় দূষণীয়া নহে, এই প্রণিধানে আমার বর্ত্তমান সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়া আমাকে চিরোপকৃত কর। আর সুরাধিক শৌর্য্যবান কর্মকর্ত্তৃক আমি যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব আমার এমত নিশ্চয় জ্ঞান ছিল ফলতঃ দৈবকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম।

কৃপ—কর্ণের শৌর্য্যে মহারাজ যে ঈদৃশ আস্থা করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে। মনুষ্যেরা মনোমধ্যে নানা কার্য্যের চিন্তা করিয়া মানসে তাহা সিদ্ধি করেন; কিন্তু দৈবকর্ত্তৃক তাহার অন্যথা হয়। যেমত শ্রীহরি সংকীর্ত্তনার্থে রাজনিকেতনে গমনশীল কোন বৈষ্ণব বট জটা প্রয়োগে নিহত হইয়াছিলেন, আর উদ্বন্ধনে মরণাভিলাষিণী বণিগ্‌বধূ বটসূত্র প্রয়োগেও গত প্রাণা না হইয়া বিগত বৈষ্ণবের দুরদৃষ্ট দৃষ্টে মনস্থান্তর করিয়া স্বামিতে অনুরাগিণী হইলেন।

দুর্য্যোধন—হে কৃপ, কৃপা করিয়া এই উপাখ্যান আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক কহ।

কৃপ—যে আজ্ঞা মহারাজ, একদা রূপযৌবন সম্পন্না কোন বণিগ্‌বধূ স্বীয় স্বামী কর্ত্তৃক নিগ্রহীতা হইয়া মনে ২ চিন্তা করিল যে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ইহা আলোচনা করিয়া পর্য্যঙ্ককারী সুষুপ্ত স্বামির সমীপ হইতে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী প্রাচীন বটদ্রুম মূলে গিয়া দেখিল যে বটজটায় অটবী আচ্ছন্না হইয়াছে। পরে ঐ জটাসমূহের এক ঋজুসূত্র কোমল করে করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী বিধায় উদ্বন্ধনে কিরূপে মরিতে হয় তাহার প্রণালী না জানিয়া ঐ সূত্র কদা ২ বাহুতে ও কদাচিদ্বা গ্রীবাগ্রে সংযোজন করিয়া দেখিল যে তাহাতেও প্রাণ বিয়োগ হয় না। এই হেতু বণিগ্‌বধূ অতিশয় ব্যাকুলা হইল। পরে হরি সংকীর্ত্তনার্থে রাজনিকেতনে গমনশীল কোন বৈরাগী আমূলাৎ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া বণিক পুত্রীর অব্যবস্থিত অধ্যবসায়ে বিরক্ত হইয়া বিয়োগার্থিনী বণিগ্‌বধূকে কহিল যে 'হে বালে, উদ্বন্ধনে মরণের যে প্রকরণ তাহা আমি তোমাকে দর্শাইব, ইহা কহিয়া স্বীয় মৃদঙ্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক ঐ অটবীস্থ বটবীর এক ঋজু সূত্র স্বকরে করতঃ স্বীয় গ্রীবা প্রদেশে পরিবেষ্টন করিয়া বণিগ্‌বালাকে দর্শাইল। ইতিমধ্যে বর্ত্তুলাকার মৃদঙ্গের অঙ্গ হেলনে তাহার পাদদ্বয় ভ্রষ্টাশ্রয় হইবায় সংকীর্ত্তনার্থী বৈষ্ণব উদ্বন্ধনে পঞ্চত্ব পাইল। পরে অপমরণাভিলাষিণী বণিক

পুত্রী উদ্বন্ধনে মরণের প্রকরণ ভয়ানক বোধে স্বাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশু সুপ্তপাতির পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চরমে তাহার অনুরাগিণী হইল। অতএব মহারাজ মনুষ্যেরা নানাবিধ চিন্তা করেন কিন্তু বিধাতার মনে যাহা আছে তাহারই ঘটনা হইয়া থাকে।

দুর্য্যোধন—হে কৃপ, ইহা অতি সত্য। নতুবা দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান আমি কি জন্য বঞ্চিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে অশ্বত্থামাকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিতে যে ২ উদ্‌যোগ কর্ত্তব্য তাহা আমাকে কহ। কালহরণের আর কাল নাই।

অশ্ব—যদি মহারাজের একান্তই এই অভিলাষ হয় তবে আমি হৃষ্টচিত্তে এই রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অনতি বিলম্বে মহারাজের কার্য্যোদ্ধার করিব, এতাবতা পাণ্ডবগণকে সত্বরে সংহার করিয়া নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও সিংহাসন মহারাজকে সমর্পণ করিব। আর সেই ব্রহ্মহা মূঢ় পাঞ্চালকে অচিরে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত পিতার সন্তর্পণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।

দুর্য্যোধন—হে বীরবর, তুমি ধন্য আর অনির্ব্বচনীয় শৌর্য্য বীর্য্যাদি জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। অতএব কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা, তোমরা সত্বরে আমাকে জল আনিয়া দেও যে আমি ঝটিতি গুরু পুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষেক করিতে পারি।

কৃপ ও কৃতবর্ম্মা—যে আজ্ঞা মহারাজ, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভীষণ সংগ্রাম ক্ষেত্রেও ঘোর তমস্বিনীতে সলিল সুলভ নহে। তবে সংগ্রাম সময়ে সৈন্যকর্ত্তৃক আনীত বারি অন্বেষণে প্রাপ্তব্য। অতএব তদর্থে চলিলাম।

(কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান)

অশ্ব—আমি মহারাজকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে পৃথ্বী অচিরে নিষ্পাণ্ডবা করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিব। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণাদি অমরবৃন্দ-কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা সুরক্ষিত হইলেও অতঃপর অরক্ষিত, আমি ইহা মহারাজকে নিশ্চয় কহিলাম।

দুর্য্যোধন—হে দ্রোণি, তোমার ঈদৃশ অমর বিজয়ী শূরতার আমার পূর্ব্বে সমুচিত বোধ ছিল না। এক্ষণে আমি বুঝিলাম যে তোমাকে পূর্ব্বেই সৈনাপত্যে অভিষেক না করিয়া তোমার সংগ্রাম নৈপুণ্যের অসমাদর এবং আপনারও অকুশল করিয়াছি।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার পুনঃপ্রবেশ]

অশ্ব—মহারাজ, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য বারি লইয়া পুনরাগমন করিলেন।

কৃপ ও কৃতবর্ম্মা—হে দেব, এই জল আনিলাম, আপনি স্পর্শ করিয়া দিলে অশ্বত্থামা স্বয়ং অভিষিক্ত হইবেন, কেননা উরু ভঙ্গ জন্য উঠিতে অসমর্থ মহারাজের উত্থানপূর্ব্বক স্বকরে বারি সিঞ্চন করা অতিশয় ক্লেশকর হইবেক।

দুর্য্যোধন—এই হউক।

(দ্রোণি সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হয়েন)

অশ্ব—মহারাজ এক্ষণে আমরা সসজ্জ হইয়া অনতি দূরবর্ত্তী পাণ্ডব শিবিরে চলিলাম। ভগবৎ স্বেচ্ছায় আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি ও অস্মদাদির শৌর্য্য স্থাপন হউক।

(অশ্বত্থামা ও কৃপ ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান)

দুর্য্যোধন (চিন্তাগত)—এই পরিশিষ্ট কৌরব বীরেরা অতঃপর মহানুষ্ঠানে গমন করিলেন। ভগবান চন্দ্রচূড় ইহারদের মঙ্গল করুন। কিন্তু ইহাতে বহু সংশয়, বরং বোধহয় যে ভাবি বিঘ্নও আছে। যে হেতুক ভারৎ সংগ্রামের প্রাক্‌কালে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গিণী সেনা কুরুক্ষেত্রে সমাহূত দেখিয়া আমি পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে বীরবর এই উভয় পক্ষ বাহিনীকে সংক্ষিপ্ত সমরে সংহার করিতে কোন্‌ বীর যোগ্য, তাহাতে গাঙ্গেয় ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে বিদ্যমান দ্রোণ কর্ণাদি তদর্থে বলবান বটেন। কিন্তু ইন্দ্রাত্মজ কৌন্তেয় মনে করিলে অক্ষিনিমিষে তাহারদের নিঃশেষ করিতে পারেন। এ কথা আমার এক্ষণে মনে হইল। তবে এইরূপ ত্রিভুবন বিজয়ী ধনঞ্জয়কে জয় করিতে এবং বক হিড়ম্বকাদি নিশাচরের নিহন্তা সেই গদা নিপুণ ভীমের ভার নাশ করিতে অশ্বত্থামা কি পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইবেন তাহা অনুভব হয় না, ফলতঃ অসম্ভব বোধ হয়। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা রণে অকুশল নহেন। কিন্তু কৃপ স্বভবেতঃ কৃপালু বিধায় তৎকর্ত্তৃক এই ইষ্টানুষ্ঠানে কি উপযোগিতা হইবে তাহা আপাততঃ যোগিরদেরও দুর্জ্জের্য়। বিশেষতঃ দেবানুগ্রহে পাণ্ডবেরা পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন, ইহা মুনিরা কহিয়াছেন, তবে দ্রোণিকর্ত্তৃক ইহার ব্যতিক্রম কিরূপে হইবেক, তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর। কিন্তু ক্ষত্রধর্ম্মাচারি ব্রহ্ম অস্ত্রান্বিত অভেদ্য অশ্বত্থামা অস্থির প্রতিজ্ঞ নহেন। ইহাতেই যথোচিত আশার উদ্রেক হইতেছে। কিন্তু দুরাশাকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াও নরেরা কখন ২ অসম্ভব প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দেখি কি হয়।

(প্রস্থানং)

চতুর্থ অঙ্ক

রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির মধ্যে

[শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর প্রবেশ]

অর্জ্জুন—অদ্য মহারাজকে কি জন্য এইরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি। ভারৎ সংগ্রামে জয়যুক্ত মহারাজ প্রহর্ষ না হইয়া এইরূপ বিমর্ষ হইতেছেন ইহা অতি বিষাদের বিষয়।

যুধিষ্ঠির—হে ভ্রাতঃ ভীষ্মদ্রোণাদির অকালে পতন, ও জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবাদির এককালে নিধন জন্য আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। আর আমারদিগের দুরাশাই এই বিপত্তির বীজ জ্ঞান করিলাম। বিশেষতঃ ভীমকর্ত্তৃক নিগ্রহীত কুরুরাজের দুরবস্থাবলোকনে আমি আরও খিদ্যমান হইয়াছি। বোধ হয় যে এই সমস্ত দুষ্কৃতি জন্য আমারদিগের নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, এতদর্থে বিষণ্ণ হইবা না। এই মহীমধ্যে আসিয়া মহা মহীপতিরা সসৈন্য ও বলবান্ধব কোথায় গিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া দেখ। হে রাজন্, তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ এতদ্রূপ কার্য্যের উপষ্টম্ভ ও সমাধা করিতেছেন। অতএব তোমার তুল্য জ্ঞানবানের ঐশিকী কার্য্যে এইরূপ বিষাদপর হওয়া সর্ব্বপ্রকারে অকর্ত্তব্য। আর অতি বড় অহঙ্কারী কৌরবের বর্ত্তমান নিগ্রহহেতু কেহই দোষার্হ নহেন। দেখ, সেই অস্ত্যদুষ্ট অথচ ক্ষমাযুক্ত শকুনি ও দুঃশীল দুঃশাসন ও দুরাচার দুর্য্যোধন আজীবন তোমারদের দ্বেষ করিয়াছে ও তজ্জন্য তোমরা জন্মাবধি যে ২ ক্লেশ পাইয়াছ, তাহা কি জন্য বিস্মৃত হইতেছ। পরে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম দোষে সেই পাষণ্ড শকুনি শমন ভবনকে পাইলে তোমার শোক কি? ও দুঃশাসন বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া রণশায়ী হইলে, আর সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন চূর্ণ ঊরু হইয়া বিগত হইলে তোমারদের বিষাদ কি? অতএব, হে যুধিষ্ঠির এই দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সহর্ষ হও; আর যদি শিবিরে শোকের ক্ষমতা ও বিষাদের মান্দ্য না হয়, তবে চল আমরা সকলে অদ্য নিশি অগ্নিদত্ত রথারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রের দিগ্দেশ দর্শন করি যে কৌরবের অতিশয় অহংকার জন্য চতুরঙ্গিণী বাহিনী সংযুক্ত রাজাধিরাজগণের ধরণী শয়নে ধরা কিরূপ আচ্ছন্না হইয়াছে তাহা তোমারদের অভিজ্ঞান হয়। অতএব রথসজ্জা করিতে আজ্ঞা দেও। আর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী শিবির রক্ষার্থ নিযুক্ত হউন।

যুধিষ্ঠির—হে দেব, যদি ইহাই ভদ্র, তবে এই হউক। পার্থ রথসজ্জা করিতে বহ।

অর্জ্জুন—যে আজ্ঞা।

ভীম প্রভৃতি—মহারাজ, এই ঘোর তিমিরাবৃত তমস্বিনীতে শিবির রক্ষায় কে নিযুক্ত হইবেক। কথিত আছে যে কৌরব হিতার্থী অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি তাহারদের প্রবল প্রতিযোগী নহে। আর দেব দত্ত শস্ত্রান্বিত অভেদ্য অশ্বত্থামা পিতৃশোকার্থ হইয়া পাঞ্চালের অনুক্ষণ নিধন চিন্তা করিতেছেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী —আমরা প্রাণপণে বাহুবলে শিবির রক্ষা করিব, ইহাতে উৎকণ্ঠা কি। আর অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করিতে আমারদের শক্তি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী পরাক্রম বিশিষ্ট বটে, আর সম্মুখ সংগ্রামে দ্রোণিকে পরাস্ত করিতে পাঞ্চালেরা অযোগ্য নহে, তত্রাচ উপায়ান্তর করিব যে শিবিরে কেহ প্রবেশ না করিতে পারে।

(শ্রীকৃষ্ণের ঈষদ্ধাস্য)

সহদেব—দেব রথ সসজ্জ আছে, যেমত অভিমত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ—শুভমস্তু। তবে সকলে আরোহণ কর। আমি শিবির রক্ষার নিয়ম করিয়া অনতিবিলম্বে তোমারদিগের সহিত মিলন করিব।

যুধি—যে আজ্ঞা। হে ভগবান্, জ্ঞানহীন নরেরা তোমার মায়ার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

(যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ—পাঞ্চাল, তুমি সসজ্জ হইয়া অতি সাবধানে সপুত্র পাঞ্চালীকে রক্ষা কর, শিখণ্ডী অবশ্যই তোমার অনুকূল হইবেক।

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী—হে দেব এতদর্থে নিশ্চিন্ত হউন। আমরা সাবধানে শিবির রক্ষা করিব। আর ত্রিদশেশ্বর আপনি আমারদের ও পাণ্ডবগণের রক্ষা করুন।

(ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ (চিন্তাগত)—আমি অতঃপর বুঝিলাম যে এই অভাগ্যবান্ পাঞ্চালেরা আপনারদের পরমায়ুর পরিশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বত্থামাও অনতিদূরে আছে। আর নিবিড় সেনামধ্যে ও ঘোরসংগ্রাম সাগরে সমুত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডব বালকেরা নিদ্রাবস্থায় অদ্য কালনিদ্রা প্রাপ্ত হইবেক ইহারও উপলব্ধি হইতেছে। যাহা হউক, আমি এক্ষণে শিবকে শিবিরের পুরঃদ্বারে রাখিয়া পাণ্ডব যাত্রা নির্ব্বাহ করিব নচেৎ অনুগত পাণ্ডবেরা পরিতুষ্ট নহিবে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম জ্ঞানবিশিষ্ট কৃষ্ণ পরায়ণ পার্থ দিব্য জ্ঞানবলে আমার কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবে।

[ত্রিশূল হস্ত শিবের প্রবেশ]

শিবঃ—হে বিভো আপনকার স্মরণের প্রয়োজন কহ।

শ্রীকৃষ্ণ—দেব, অদ্য নিশি পাণ্ডবেরা বহির্ভ্রমণ করিবেন এবং তদর্থে রথারূঢ় হইয়া অনুক্ষণ, আমাকে স্মরণ করিতেছেন। অতএব আপনি অনুকূল হইয়া পাণ্ডব শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষা করুন।

শিবঃ—তথাস্তুঃ, আপনি শুভযাত্রা করুন; আমি শিবিরের পুরঃদ্বার রক্ষা করিব। আর অমর মণ্ডল সহায় করিয়া আখণ্ডল সমরে আইলেও আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

চিন্তাগত—হে ভগবান্, তোমার অচিন্তনীয়া মায়া বুঝিতে দেবতারা অক্ষম।

বোধ হয় যে অবশিষ্ট ভূভার নাশ করিয়া ভবলোক ত্যাগ করিবে, এই অভিপ্রায়।

(প্রস্থানং)

পঞ্চম অঙ্ক

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির সম্মুখে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা—মাতুল, আমি অতঃপর যাহা কহি তাহাতে মনোযোগ কর। দেখ, এই ঘোর তিমিরাবৃত তমস্বিনীতে পশুপক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা এই সর্ব্বরীর স্বল্পকাল জন্য সুপ্তরূপে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই শুভকালে আমরা পাণ্ডব শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই মূঢ় ব্রহ্মহা পাঞ্চাল সহ পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের মনোরথ পূর্ণ করি। আর দেখ, সমীপবর্ত্তী এই প্রাচীন শিংশপা শাখোপরি সংস্থিত মাংসলুপ গৃধ্র ও সঞ্চান পক্ষিরা জাগরূক আছে, ইহা ভাবি সুলক্ষণ বটে। এতাবতা অদ্য পাণ্ডবের ক্ষয় ও দুর্য্যোধনের জয় অবধারিত হইতেছে।

কৃপ—দ্রৌণি, ইহা অকর্ত্তব্য। যেহেতুক ক্ষুধার্ত্ত ও শরণাগত ও সুপ্ত এই তিন জন হন্তব্য নহে, ইহা নীতি নিপুণেরা কহিয়াছেন। অতএব এই দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক চল আমরা অন্ধরাজ বিদ্যমানে গিয়া ইহার সুযুক্তি যাচঞা করি। আর দেখ, অতিমানে শ্রেষ্ঠ কৌরব ভ্রষ্ট সম্মান হইয়া কালের করাল করস্থ হইবেক, ইহা সর্ব্বজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন। এবং বিগত কৌরবেরাই ঐ তপোধনদিগের বচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইয়াছেন, অতএব সম্মুখ সংগ্রামে বীরবৃন্দে পরাস্ত করিতে ক্ষমতাপন্ন তোমার ইহা কর্ত্তব্য নহে।

অশ্বত্থামা সক্রোধে—মাতুল, তোমার এই অযুক্ত মন্ত্রণায় আমি অত্যন্ত অন্তর্ব্যথিত হইলাম। ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বী ধনুর্বিদ্য আমি রাজ বিদ্যমানে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে অনতিবিলম্বে পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া মহারাজকে সমর্পণ করিব। আর ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বির পূর্ব্বাপর এই নীতি আছে যে বলে ছলে বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিবে, বিশেষতঃ নিহত পিতার বিয়োগান্তে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে সেই ব্রহ্মহা মূঢ় পাঞ্চালকে অচিরে সংহার করিব। তোমার রণভীরুতা জন্য আমি ভগ্নোদ্যম হইয়া ভঙ্গ প্রতিজ্ঞ হইব না। হে মাতুল, ইহা ধ্রুব জানিবা। আর ভয়ার্ত্ত ও সুপ্ত ও শরণাগত হইলেও আমি অদ্য সেই ব্রহ্মঘ্ন পাঞ্চাল সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে সংহার করিয়া আমার আজন্ম পরিপোষ্টা সেই নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র সুতকে পরিতুষ্ট করিব। কেননা প্রকৃত সময়ে প্রতিপোষ্টার প্রত্যুপকার না করা পামরের ধর্ম্ম। ইহা পরিণত প্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন। এবঞ্চ অন্নদাতার পিতৃস্বরূপে সংসারে শ্রেষ্ঠত্ব

আছে, ইহা স্থূলদর্শিরাও বিজ্ঞাত। আর যদি এই সমুচিতকালে পাণ্ডবের ক্ষয়রূপ প্রত্যুপকার না করিয়া সেই বিপন্ন মহারাজকে বঞ্চনা করি, তবে তৎকর্ত্তৃক কৃত অতি বড় উপকারের আমার কি রূপে নিস্তার হইবেক তাহা দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সেই পিতৃবৈরি ব্রহ্মহা পাঞ্চালকে সংহার না করিলে দুই স্থানে প্রত্যবায় আছে। প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা ভংগ জন্য কৌরবাশ্রয় নিবারণের উপায় বিরহ। দ্বিতীয়তঃ পিতৃ বৈরিকে একক্ষণ সজীবন রাখিয়া যে জীবন ধারণ করা সে ক্ষত্র ধর্ম্মাচারি ধনুর্বিদ্যের অপমরণ বিশেষ, বরং আমি একাকী পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সাধন করিব, তথাচ তোমার যন্ত্রণায় তদর্থে পরাংমুখ হইব না।

কৃপ—দ্রৌণি, তোমার অসহ্য শৌর্য্যাভিমানে আমি খিদ্যমান হইলাম। যদ্ধেতুক ত্রিভুবন বিজয়ী পাণ্ডবগণকে পরাভব করিতে ক্ষমতান্তরের অপেক্ষা আছে, ইহা তুমি কি জন্য বিস্মৃত হও। আর পশুপতি প্রদত্ত সেই পাশুপত নামে সংহারাস্ত্রের বদন বিনির্গত বহ্নিরাশি বিদ্যমানে তুমি কোন পদার্থ, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। নচেৎ যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর ইহার ঔচিত্যানৌচিত্যের ফলাফল তোমাতেই অর্হে।

কৃতবর্ম্মা—এক্ষণে আমার পরামর্শ এই যে আমরা শিবিরের পুরদ্বারে থাকিয়া পলায়নোংমুখ সৈন্যগণকে তীক্ষ্ন অস্ত্রদ্বারা সংচ্ছেদন করি ও অশ্বত্থামা শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন। অতএব স্বল্পকাল মাত্র এই স্থলে থাকিয়া সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে সসজ্জ হইয়া সকলে শিবির মধ্যে প্রবেশ কর নচেৎ অজিত বীরবৃন্দকে তিন জনের নিবারণ করা অতি কঠিন হইবেক।

অশ্বত্থামা—সত্বরে সসজ্জ হও ইহাই কর্ত্তব্য বটে। কেননা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত ব্যূহ কদা ২ এমত কঠিন, যে তাহা শমনেরও অভেদ্য।

(অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্গ

[রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবির মধ্যে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা চমৎকৃত রূপে—হে মাতুল, বারেক অবলোকন কর। রজতাদ্রির ন্যায় অতিশয় শুভ্র কলেবর। এবং চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ত্রিনেত্রযুক্ত মহাতেজোময় এক মহাপুরুষ অত্রাভিমুখে আসিতেছেন। আর ত্রিশূল হস্ত এই মহানুভবকে দেখিয়া আমার এই মনে হইতেছে যে অক্ষিনিমিষে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদিতে প্রলয় করিতে ইহার মহতী শক্তি আছে। যাহা হউক, আমি অগ্রে ইহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, কেননা এই মহানুভব পাণ্ডব প্রহরী পুরদ্বার প্রবেশ করিতে অবরোধ করিতেছে। হে

দৌবারিক। তুমি কে, আর পাণ্ডব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে কি কারণ আমারদিগকে নিবারণ করিতেছ।

[ত্রিশূলহস্ত শিবের প্রবেশ]

শিব—হে ধনুর্দ্ধর, আমি পাণ্ডবপ্রহরী। যদি আপন কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে শিবিরের দ্বার হইতে প্রস্থান পরায়ণ হও নচেৎ আমাকে জিনিয়া শিবিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, কেননা এই পাণ্ডবপুরী এক্ষণে আমার সংরক্ষণীয়া।

অশ্বত্থামা ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক —তোমাকে পরাভব করা কোন্ কর্ম্ম। ইহা স্বল্পায়াস সাধ্য। অতএব যদি আপন হিত চিন্তা কর, তবে স্বীয় খড়্গ চর্ম্মাদি শস্ত্রসমূহ ভূতলে ত্যাগ করিয়া শিবিরের দ্বার হইতে অন্তর হও, নচেৎ কৃতান্ত দর্শন করিবা।

শিব—স্বল্পায়াস সাধ্য হইলেও, হে বীরবর, ইহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা এই সুদৃঢ় পাণ্ডব ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতে উপায়ান্তর নাই। আর প্রহরির স্বস্থান পরিবর্জ্জন সর্ব্বপ্রকারে অকর্ত্তব্য, কেননা ইহাতে প্রভুর বিশ্বাস-ঘাতকতারূপ গুরুতর প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা। আর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য-পুঞ্জের পরিপাক ফলে তুমি যেমত মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছ, সেইমত আমিও যোগবলে শমনকে প্রশমন করিয়াছি। হে বীরনন্দন মহাতেজোময় দধীচি তাপসের অভেদ্য অস্থি বিনির্ম্মিত বজ্রনামে সেই মহা অস্ত্র যাহা হস্তে করিয়া দেবরাজ অনুক্ষণ দনুজগণকে নিসূদন করিতেছেন, এবঞ্চ বিরিঞ্চ্যাদি দেবগণও যাহার অনুপম পরাক্রম অনুদিন মানিতেছেন, তাহা হইতে আমার শংকা নাই। এবঞ্চ ত্র্যক্ষের ত্রিশূল হইতেও আমার ত্রাস নাই, কেননা আমার দক্ষিণ করে শোভিতেছে যে ত্রিশূল তাহা সেই ত্রিশূলির শূল হইতে কদাপি অতুল নহে। আর কৃতান্তের ভীষণ দণ্ডেতেও আমার সাধ্বস নাই, কেননা সেই আদ্যা মহাশক্তির সাধনা করিয়া সেই অমোঘ দণ্ডের শক্তি হইতে আমি মুক্তিকে পাইয়াছি। অপিচ হে বীরপুত্র, তোমার শৌর্য্য হইতেও তোমার সাহসকে ধন্যবাদ দিলাম, কেননা সুরগণের অভেদ্য এই পাণ্ডব ব্যূহ মধ্যে যুগলবীর সাহায্যে প্রবেশ করিতে উদ্যুক্ত হইতেছ। আর সাধ্বস বিহীনা শূরতা যদিও গরীয়সী বটে, কিন্তু অসম সাহস সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। ফলিতার্থ, পাণ্ডব শিবির রক্ষার্থ নিযুক্ত আমি জিত নহিলে অবরোধ করিব। অতএব, বীরবর, আমাকে সমরে পরাস্ত কর, নতুবা নিরস্ত হও।

অশ্ব—আমি অতঃপর বুঝিলাম যে তুমি আপন পরমায়ুর পরিশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব এই বাণ ত্যাগ করিলাম। যদি তোমার সাধ্য থাকে, তবে তাহা সম্বরণ কর।

(অশ্বত্থামা বাণ ত্যাগ করেন ও শিব তাহা গ্রাস করেন)

হে মাতুল [বিস্ময়াপন্নরূপে] আমি এক্ষণে শূন্য তূণ হইলাম। না জানি

এই মহাপুরুষ কে হইবেন।

কৃপ—আমি বুঝিতেছি যে এই মহানুভব পাণ্ডবপ্রহরী মহাদেব হইবেন, অতএব দ্রৌণি, তুমি এক্ষণে শিবারাধনা করিয়া স্বীয় অশিব দূর কর। কেননা সর্ব্বদেবারাধ্য সেই মহাদেবের কৃপা কটাক্ষ ভিন্ন এই মহানুষ্ঠানে তোমার কল্যাণ নাই। যেহেতুক শিব কর্ত্তৃক সংরক্ষিত এই পাণ্ডবশিবির আপাততঃ শমনেরও অভেদ্য।

অশ্বত্থামা—মাতুল, তুমি ধন্য। আর সময় কালে এই সুমন্ত্রণা দান জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। আমি ইহাই করিব।

(দ্রৌণি বিধিমতে শিবার্চ্চনা করেন)

হে বিশ্বরূপি, অজ্ঞানের অপরাধ পরিহারপূর্ব্বক অনুকূল হও যেন কৃত প্রতিজ্ঞ আমি তোমার প্রসাদে বিপন্ন কুরুবর সমীপে প্রতিপন্ন হইতে পারি। আর সত্ত্বরজস্তমোগুণের আধার স্বরূপে আপনি ত্রিগুণে বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ নামভেদে ত্রিরূপে ত্রিলোকের সৃজন ও পালন ও সংহাররূপ ভূরিভারত্রয় সম্পাদন করিতেছ। হে চন্দ্রচূড়, তোমার অপূর্ব্ব শৌর্য্যবীর্য্যাদি বলে ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি অমরগণেরা সুর লোকে বাস করিয়া তোমার মহতী মহিমার অনুদিন বন্দনা করিতেছেন কেননা, তোমার অপূর্ব্ব বাহুবল ব্যতীত ত্রিপুর নামে সেই মহাসুরের নিধন সাধন করিতে কাহার শক্তি হইত। তাহাতে স্বয়ং বিধি তোমার অখণ্ড্য রথের সারথ্য স্বীকার রূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া অমরগণ সহিতে কৃতার্থ হইয়াছেন, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। আর "শিব" ইতি দ্ব্যক্ষররূপ তোমার মহানামের মাহাত্ম্যে তোমার সেবক ও সাধকেরা আপনারদের সাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিতেছেন। কেননা সকল বিঘ্নের সংহর্ত্তা যে শিব নাম তাহার উচ্চারণে কোন্ জীবের অশিব না দূর হয়। হে চন্দ্রচূড়, ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম ও সোম ভাস্কর ও বিধি বিষ্ণুও তোমার রূপান্তর বিশেষ, যোগপরায়ণ যোগিগণ কর্ত্তৃক এই পাঠ ধৃত হইয়াছে। কেননা তোমা হইতে বিষ্ণুকে ভেদ করিয়া এবং বিষ্ণু হইতে তোমাকে ভেদ করিয়া বেদ পরায়ণ দ্বৈপায়ন ও ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধরূপে অনুযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর নহে। অতএব অজ্ঞের অজ্ঞান কৃত অঘের মোচন করিয়া এই অনুকম্পা কর যে তোমার প্রসাদে এই বিপত্তিরূপা মহানদী সমুত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি।

শিবঃ—দ্রৌণি, তোমার অভিলষিত যাচঞা কর।

অশ্ব—হে দেব, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে তোমার অসি আমাকে অর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হও, আর কৃপা করিয়া এই বরদাতা হও যে তোমার প্রসাদে পাঞ্চাল সহ পঞ্চপাণ্ডবকে সংহার করিতে পারি।

শিবঃ—আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে পাণ্ডবপুরী আমার সংরক্ষণীয়া, অতএব ইহা

ছাড়িয়া বরান্তর যাচঞা কর।

অশ্ব—তবে প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় এই বর দিয়া, হে দিগম্বর, আমাকে কৃতার্থ কর, নচেৎ তোমার তপস্যা হেতু পঞ্চতপা করিয়া বহ্নিরাশিতে দেহ সন্তর্পণ করিব। যে হেতুক, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে অক্ষম ধনুর্বিদের নিধনই শ্রেয়ঃকল্প।

(অশ্বথামা পুনর্ব্বার শিবের স্তুতি করেন)

শিবঃ—দ্রৌণি, তুমি মহাত্মা, অতএব তোমার সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হউক। আর এই খড়্গ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।

(মহাদেব অন্তর্হিত হন)

অশ্ব—মাতুল, বিরূপাক্ষ সুপ্রসন্ন হইয়া অন্তর্হিত হওয়াতে বুঝি আমি কৃতকৃত্য হইলাম। তোমরা দুইজনে সাবধানে পুরদ্বার রক্ষা করতঃ পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণ সংহার কর, আমি পশুপতি প্রদত্ত এই মহা অসি লইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করি।

কৃপ ও কৃত—দ্রৌণি, তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এখানে সসজ্জ হইয়া অভিমুখ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত রহিলাম।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবিরের অন্তঃপুরে অশ্বথামার প্রবেশ]

অশ্বথামা—(নিঃশব্দে) যাবৎ সেই ব্রহ্মাহা মূঢ় পাঞ্চালকে অন্বেষণ করিয়া সংহার না করি, তাবৎ কার্য্যান্তর সাধন করিব না, কেননা সেই পিতৃবৈরী আমার হৃদয়ের শূল হইয়াছে, অতএব অগ্রে তাহাকে নির্ম্মূল করিয়া পরে পাণ্ডবের কুল উন্মূলন করিব। আমি বুঝিতেছি যে এই বীরবাহু পাঞ্চাল হইবে। হাঁ, তাহাই বটে। (ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিদ্রাবস্থায় ধৃত করেন) রে দুরাচার, আমি অতঃপর তোমাকে পাইয়াছি। (পর্য্যঙ্ক হইতে আকর্ষণ করেন।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন—হে দ্রৌণি, তুমি রণ কুশল, অতএব সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া বীরধর্ম্ম রক্ষা কর, নতুবা সুপ্তাবস্থায় পরাক্রান্ত শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া সংহার করাতে তোমার রণ বিদগ্ধতা করা।

অশ্ব—(ক্রোধে)। পাপ সম্ভব পাঞ্চালেরা পশুর ন্যায় হন্তব্য। অতএব আমি তোমাকে সেইমত বধ করিব।

(বজ্রমুষ্টি প্রহারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নষ্ট করেন)

[অশ্ব চিন্তাগত।] আমি দেখিতেছি যে শিবির মধ্যে রণকোলাহল শুনিয়া রণভীরু সৈন্যেরা চতুর্দ্দিগে পলায়ন করিতেছে। কৃপাচার্য্য কহেন যে ভয়ার্ত্ত

জনেরা অবধ্য কিন্তু শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বিশ্বাস্য নহে। যাহা হউক, ইহারা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের হস্তে অবশ্যই পতিত হইবেক। যদি কদাচিৎ বিচলিত হয়, তবে ভঙ্গীয়ান সৈন্যেরা সমর ও শমন এই উভয় হইতে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু ভগ্নদূত কর্ত্তৃকও কদা ২ দুর্ঘটনা হইয়া থাকে।

[ধনুর্বাণ হস্ত শিখণ্ডির প্রবেশ]

শিখণ্ডী—দ্রৌণি, আমি বুঝিতেছি যে সেই দুরাচার দুর্য্যোধনের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া তুমি এই নিশীথে পাণ্ডব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি এইক্ষণেই পাইবা। আর ভীষ্মদ্রোণ কর্ণাদিকে ক্রমশঃ রণশায়ি দেখিয়াও যে তোমার পাণ্ডবাভিঘাতনের আশার উদ্রেক হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য, অতএব তোমার মৃত্যু নিকট হইয়াছে বরং ইহা প্রত্যক্ষ দেখ।

(বাণ নিক্ষেপ করেন)

অশ্ব—বহু অন্বেষণ করিয়া আমি অতঃপর তোমাকে পাইলাম, অতএব শিখণ্ডী, তুমি দৈবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছ, ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়। কেননা আমার সহিত যুদ্ধে তোমার মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে।

(উভয়ে ঘোর মল্লযুদ্ধ করেন ও শিখণ্ডী হত হয়েন)

[ঐ আত্মকথন।] এক্ষণে ভ্রাতার সহিত সংমিলন কর, কেননা আমি পূর্বেই কহিয়াছিলাম যে শিখণ্ডী আমার সহিত যুদ্ধে তোমার অব্যাহতি নাই। রে ছার পাঞ্চাল, বারেক নয়নোন্মীলন করিয়া দেখ যে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা সজীব, কি নির্জীব ও ব্রহ্মহত্যার ফল কতকালে ফলে। এক্ষণে সুসুপ্ত এই পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড খণ্ড করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিব। আর বোধ হয় যে ইহারও প্রকৃত কাল নিকট হইয়াছে, নচেৎ এতদ্রূপ কোলাহলেও কেন পাণ্ডবেরদের নিদ্রার ভঙ্গ নাই. বোধ করি, ইহাই তাহাদের মহা নিদ্রা হইবেক। হে মাতর্ম্মহা নিদ্রে, তোমার শক্তি অনির্ব্বচনীয়া যেহেতুক ত্রিভুবন জয় করিতে শক্তিমান পাণ্ডবেরা তোমা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আপনারদের শরীরকে শবের সদৃশ দর্শাইতেছেন। আর চেতনরূপি আত্মাকেও অচেতন করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর, কেননা পাণ্ডবের মরণে দুর্য্যোধনের জীবন, ইহা অবধারিত হইয়াছে; এবং দুর্য্যোধনের জীবন জন্য আমি স্বীয় জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া শমনের অভেদ্য এই শিবির মধ্যে নিশাযোগে প্রবেশ করিয়াছি; অতএব অনুকম্পা করিয়া এই মহা শত্রুগণের দেহে এইরূপে অধিষ্ঠাত্রী হও যে তাহারদের এই নিদ্রার আর ভঙ্গ না হয়। আমি বুঝিলাম যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজলক্ষ্মীর পুনঃস্থাপন হইল। হে মহানুভবেরা, ত্রিলোক বিজয় করিয়া তোমরা অদ্য আমার হস্তে নির্ব্বাণকে পাইলা।

[পাণ্ডব ভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের শিরশ্ছেদন করেন]

হে মাতুল [উভরায়] আমি কৃতার্থ হইলাম। দেবতারা কুরুরাজ্যের কুশল করুন।

কৃপ—অশ্বত্থামা, সমাচার কহ।

অশ্ব—মাতুল, সমাচার কুশল, যে হেতুক চন্দ্রচূড় কৃপায় দেবগণের অজেয় সেই পঞ্চপাণ্ডবের শিরশ্ছেদন করিয়া খণ্ড মুণ্ডচয় সঙ্গে লইলাম। এক্ষণে সকলে চল, মহারাজকে তাহা উপঢৌকন দিয়া রাজপ্রসাদ গ্রহণ করি। আর পাঞ্চাল সহ পঞ্চপাণ্ডবের অতঃপর অধঃপতন হওয়াতে আমরা শ্লাঘ্য।

কৃপ—দ্রৌণি, তুমি ধন্য, কেননা ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পাণ্ডবেরা তোমা কর্ত্তৃক সংহত হইল। [নিঃশব্দে] ইহাতে বুঝিলাম যে দৈবই অতিবলবান্। কেননা দৈব কর্ত্তৃক আকৃষ্ট কালপ্রাপ্ত নরেরা কুশাগ্রেতেও স্পৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়েন। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন যে পাণ্ডবেরা পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিবেন। এ কথায় সংশয় জন্মিল। ফলতঃ আমার মনে এমত লয় না।

অশ্ব—মাতুল, এক্ষণে চল, আমরা সত্বরে আমারদের অনুক্ষণ অপেক্ষাকারি মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত মিলন করি, নচেৎ রাজা অতি বড় উৎকণ্ঠিত হইবেন।

(অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন—[আত্মকথন] যদি বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভব হয় তবে অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমার এমত মনে হইতেছে। সংপ্রতি বহুদূরে দৃষ্ট হইতেছে যে বীর ত্রয় আসিতেছেন, বোধ হয় ইহাঁরাই অশ্বত্থামাদি যোদ্ধা হইবেন। আর ইঁহারদিগের উল্লাসিত কথোপকথন দ্বারা কৌরবের কুশল অনুভব হইতেছে। কেননা যদি বাক্যের দ্বারা মনের অনুমান সিদ্ধ হয়, তবে এই বীরবরেরা রাজপক্ষে অবশ্যই সুসংবাদের বাহক হইবেন। কিন্তু বিপত্তি জন্য মনের বৈক্লব্য হেতু কার্য্যেরও কদা ২ বৈপরীত্যানুধারণ হইতে পারে। যাহা হউক, ইহাঁরা ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইতেছেন। মুহূর্ত্তেকেই আমার ভাগ্যের পর্য্যাপ্তি হইবেক। অশ্বত্থামা স্বভাবতঃ অভেদ্য ও নানাবিধ অমোঘ অস্ত্রাবিভূতহেতু তাঁহার শৌর্য্যে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। বিশেষতঃ ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বি দ্রোণাত্মজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বটেন; তবে তৎকর্ত্তৃক যে প্রাপ্ত মনোরথ হইব, তাহাতে সংশয় কি আছে। তথাচ সকল কার্য্যের সংহারক যে সংশয় তাহাকে ছেদন করা অতি কঠিন। পাণ্ডবের পরাজয় বিশেষতঃ ভীমের ক্ষয় কৌরবের ইষ্ট লাভ, ইহাতে বিমুখ হইয়া রাজ্য

সুখও আমার সুখদ নহে এতাবতা পাণ্ডব বিদ্যমানে সবসু বসুন্ধরাকেও আমার লালসা নাই। কেননা উরগের সহিত গৃহে বাস করাতে যেমত মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে বলিষ্ঠ শত্রুর সহিত রাজ্যে অবস্থানেও তদ্রূপ অবসানের প্রতিপাদ্য ভিন্ন নহে। সংপ্রতি দেখিতেছি যে বীরত্রয় নিকটবর্ত্তী হইলেন। দ্রৌণি, মঙ্গলবার্ত্তা কহিয়া আমার সংশয় দূর কর। কেননা তোমার আগমন প্রতীক্ষায় মাত্র আমি প্রাণধারণ করিতেছি। কি জানি, যদি মঙ্গল হয়।

[অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা—মহারাজ যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ গগণমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন তাবৎ আপন জয়যুক্ত হউন।

দুর্য্যোধন—[ব্যগ্রতাপূর্ব্বক।] অশ্বত্থামা সংবাদ কহ।

অশ্ব—মহারাজের মহতীলক্ষ্মী পুনঃপ্রসন্না হইয়াছেন। অতএব সংবাদ কুশল।

দুর্য্যোধন—হে সেনাপতে, বিস্তারপূর্ব্বক কহ। তোমার এই সংকীর্ণ বাণী আমার অন্তরের ক্লেশকরী হইতেছে।

অশ্ব—হে দেব, পাঞ্চালসহ পাণ্ডবের কুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি; এবং আপনকার প্রীতিজন্য ভীমাদির খণ্ড মুণ্ডচয় সযত্নে সঙ্গে আনিয়াছি দৃষ্টি প্রসাদ করুন। মহারাজের পরিতুষ্টি হইলে আমরা আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব।

দুর্য্যোধন—[মহোল্লাসপূর্ব্বক] দ্রৌণি, তুমি ধন্য, আর এই অনির্ব্বচনীয় শৌর্য্য বীর্য্যাদি জন্য উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। তোমার অমৃতাভিষিক্ত বচনে আমি পরিতৃপ্ত এবং এই অনুপম শৌর্য্যহেতু চিরোপকৃত হইলাম। এক্ষণে ভীমের মুণ্ড আমাকে দেহ, যে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ভগ্ন উরুর যাতনা দূর করি।

অশ্ব—মহারাজ, এই পঞ্চমুণ্ড গ্রহণ করত যথাভিলাষ পূর্ণ করুন। ভীমের মুণ্ড এই। [পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের মুণ্ড অর্পণ করেন।]

দুর্য্যোধন—রে পবনাত্মজ, তোমারদিগের অধঃপতন হউক। দ্রৌণি, তুমি ধন্য যেহেতুক মহারথিগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া তোমা কর্ত্তৃক প্রাপ্ত মনোরথ হইলাম।

(ক্রমশঃ পঞ্চ মুণ্ড ভগ্ন করেন)।

[পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ]

পিশাচদ্বয়—"জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

দুর্য্যোধন—(চমৎকৃত) হে শ্মশানবাসি, তোমারদিগের অভিপ্রেত বিস্তারপূর্ব্বক কহ। পাণ্ডবেরা অতঃপর শমন ভবনে গমন করিলেন তবে তাহারদের জয় কিরূপে সিদ্ধ হইল।

পিশাচদ্বয়—ইহা মহারাজের মনের বৈক্লব্য মাত্র যে হেতুক পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী

স্থির স্থায়িনী হইয়াছেন। আর, হে ভূপতে, বিরাজমান পাণ্ডবেরা সংসারে অজেয় এবং পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেন। ভগবান বাসুদেব ঐ ধর্ম্মাত্মাদিগের মঙ্গল করুন।

(পিশাচেরা অন্তর্হিত হন)

দুর্য্যোধন—(বিষণ্ণ) হে দ্রোণে, তবে ইহা কখনই অভিলাষিত পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড নহে, বরং পাণ্ডব ভ্রম পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের মুণ্ড খণ্ড ২ করিয়াছ ইহাই নিশ্চয় বোধ হইল। হায় ২। যে মুণ্ড প্রহারে বক হিড়ম্বকাদি ভয়ঙ্কর নিশাচরেরা পঞ্চত্ব পাইয়াছে, এবং যাহার আঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়াছে তাহাকে খণ্ড করিতে দ্রৌণির কি শক্তি আছে। ইহা অবশ্যই পাঞ্চালীর পঞ্চ বালকের ছিন্ন মস্ত হইবেক। আহাঃ অতঃপর কুরুকুলের পিণ্ডাস্ত হইল। পিশাচেরা কহিল যে পাণ্ডবেরা অজেয় এবং পৃথিবীতে মৃত্যুকে অতিক্রম করিবেন, ইহা সত্য ২। [হর্ষবিষাদে দুর্য্যোধন প্রাণত্যাগ করেন]

কৃপাচার্য্য—(বিলাপ করেন) দ্রৌণি, সম্প্রতি দেখ, মহারাজ নিস্পন্দন হইলেন। হায় ২। বুঝি ভগ্নোদ্যম হইয়া রাজা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে কুরুবর, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বারেক ধরাশয্যা হইতে উঠিয়া আমারদিগকে প্রবোধ দান কর, আর মৃগমদ চন্দনে চর্চ্চিত তোমার সুতনু ধূলায় ধূসর দেখিয়া আমারদের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। হে রাজন্, রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া পাণ্ডবে পরাভবপূর্ব্বক সবসু বসুমতী ভোগ করিব, পূর্ব্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিলা তাহা এক্ষণে কি জন্য বিস্মৃত হইতেছ। পূর্ব্বে আরও কহিয়াছিলা যে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবকে সূচ্যগ্র পরিমাণেও ভূমি দিবা না, তবে এক্ষণে আসমুদ্র পৃথিবী কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছ। মহারাজ, ভূমি হইতে উঠিয়া রত্ন সিংহাসনে বৈস ও রাজগণ চতুর্দ্দিকে চামরাদি ব্যজন করুন যে তাহা আমরা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া মনোদুঃখ দূর করি, নচেৎ আমরা অন্ধরাজের নিকট গিয়া কি সংবাদ কহিব। ও তোমার জননী গান্ধারী ও পট্ট মহিষীরা জিজ্ঞাসিলে বা কি কহিব, এবং পুরবাসিদিগকেই বা কিরূপে প্রবোধ দিব। হে ভূপতে, বারেক নয়নোন্মীলন করিয়া ক্ষুব্ধ অনুচরদিগকে সান্ত্বনা কর।

কৃতবর্ম্মা—কৃপ, মহারাজের অতঃপর বিয়োগ হইল। এক্ষণে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহ। দেখ, নিশানাথ অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন ও সূর্য্যোদয়ে সমস্ত সুপ্রকাশ হইলে পাণ্ডব কোপানল প্রজ্জলিত হইবেক, অতএব ইত্যবসরে আমরা সাবধান নহিলে পতঙ্গের ন্যায় তাহাতে ভস্মীভুত হইব।

কৃপ—তোমার মনোমধ্যে যে উদ্বেগের উদ্রেক হইতেছে, তাহা অমূলক নহে। কেননা পাণ্ডব বালকগণের সংহারের সহযোগী আমরা অবশ্যই ইহার অশুভ ফলভোগী হইব। আর দুরাচার দ্রৌণিই এই বিপত্তির বীজ, দেখ ভারত সংগ্রাম সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যে পুনর্জ্জন্ম

হইল ; কেননা কৌরব পক্ষীয় একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও সেনাপতি মধ্যে কেবল আমরা তিন জন মাত্র বিদ্যমান আছি। আর রথী মহারথীরা সমর-শায়ী হইয়াছেন, ইহা আমারদিগের সৌভাগ্য ভিন্ন কি উক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই অশ্বত্থামার দুষ্কর্ম্ম দোষে আমরা পরিশেষে সন্তাপিত হইলাম। এই দুষ্ক্রিয়া জন্য ভীমের হস্ত হইতে আমাদের নিষ্কৃতির উপায় নাই।

অশ্ব—হে মাতুল, তোমাকে এইরূপে ভয়ার্ত্ত জানিলে কদাচ কার্য্যে অনুষঙ্গী করিতাম না ; কেননা সাহস রহিতেরা মাত্র সমরার্থ উপযোগী ইহা রণপণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। দেখ, সুরক্ষিত অস্ত্রানলে পাণ্ডব কুল দাহন করিতে আমার শক্তি আছে তথাচ যদি শ্রীপতি তাহারদিগকে রক্ষা করেন, তবে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনয় করিয়া দৈববলে রক্ষিত তোমারদের প্রাণদান লইব।

কৃতবর্ম্মা—এক্ষণে বাগ্‌বিরোধে নিষ্প্রয়োজন, যদ্ভবেত্তদ্ভবিষ্যতি। দেখ রজনী প্রভাত হইল, কিন্তু অস্মদাদির সুপ্রভাত কিনা, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। চল নগরাভিমুখে গিয়া তিনজনে নিভৃত স্থানে অবস্থান করি নচেৎ বিঘ্ন ঘটিবে।

কৃপ—এই হউক।

(সভয়ে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

[রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্রে, পাণ্ডবশিবির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, সংপ্রতি তোমাকে কি জন্য উন্মনা দেখিতেছি।

যুধিষ্ঠির—হে দেব, আমি ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। ফলতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামি আপনকার অগোচর কি আছে। সংপ্রতি দেখুন, ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি অত্রাভিমুখে আসিতেছে। ইহার অপ্রসন্ন বদন ও সজল নয়ন দেখিয়া আমার অনুভব হইতেছে যে শিবিরে কোন অশুভ ঘটনা হইয়া থাকিবেক। আর উড্ডীয়মান মাংসলোলুপ গৃধ্রকঙ্কাদি বিহঙ্গের ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও গ্রাম সিংহের গ্রামে ২ অনুক্ষণ রোদনে অমঙ্গলের নিশ্চয়তা হইতেছে।

[রোরুদ্যমান দূতের প্রবেশ]

কহ, দূত সংবাদ কি, আর এই দৌত্য কর্ম্মে তোমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে।

দূত—মহারাজ, সংবাদ অতি অশুভ, আর পাঞ্চালীকর্ত্তৃক এই দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এই অমাঙ্গলিক বার্ত্তাবহ হইলাম সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্র মহারাজের সন্দর্শন হইল। নিবিড় তিমিরাবৃত গত নিশাতে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা নামে কৌরব যোদ্ধাগণ শিবিরে প্রবেশ করিয়া সসৈন্য পাঞ্চালকে সংক্ষিপ্ত সমরে সংহার করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালীর সুষুপ্ত পঞ্চ বালকের

শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক শিবিরে মহামারী করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, আর সংহত সৈন্যগণের শোণিতে শিবির আর্দ্র, আর মহতী ক্ষতি জন্য ক্ষিতিশায়িনী দ্রৌপদীর নেত্রবারি স্রোতবতী হইয়াছে। হে ভূপতে শবরাশি মধ্যে থাকিয়া আমি আপনাকে শবের সদৃশ দর্শাইয়া স্বজীবন রক্ষা করিয়াছি, নচেৎ এই অশুভ বার্ত্তাবহন করিতে জনান্তরের অভাব হইত। আর বোধ হয় যে পাঞ্চালীও আমার পশ্চাতে আসিতেছেন।

যুধি—শ্রীপতে, আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে শিবিরে কোন অকুশল হইয়া থাকিবেক, নচেৎ বহু অলক্ষণের এইরূপ ঐক্য হওয়া সামান্য অকুশলের প্রতিপাদ্য নহে। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আমারদের জীবন, অতএব তাহাতে বিরহ হইয়া যে দেহ ধারণ সে অকারণ বরং অরণ্যবাসী হইয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ ব্রহ্মচর্য্যাচরণে যাপন কর্ত্তব্য, তথাচ এই শোক সলিলে, মগ্ন সংসারে প্রবেশ করিয়া সদত ব্যাকুল চিত্তে কাল হরণ করা কর্ত্তব্য নহে। হা, পুত্রগণ, কুরুক্ষেত্রের দুস্তর সংগ্রাম সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া গৃহমধ্যে বিনষ্ট হইলা। ইহাতে বুঝিলাম যে নিয়তিই অতি বলবতী। হে পাঞ্চাল তোমাতে বঞ্চিত হইয়া আমরা অতিশয় বিষণ্ণ হইতেছি। আত্ম হিতার্থে তোমারদিগকে আহ্বান করিয়া আমি একে ২ সকলের বিসর্জ্জনের বীজ হইলাম। অতএব আমার তুল্য অধম এই সংসারে দুর্লভ। এক অভিমনু্য শোকে আমরা অনুক্ষণ ব্যাকুল, তাহাতে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্র শোক কিরূপে সম্বরণ করিব, অতএব এই অপার শোক পারাবার হইতে আমারদের নিস্তার নাই।

(যুধিষ্ঠিরাদি বিলাপ করেন।)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, শোক সম্বরণ কর, "নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ প্রাপ্ত কালো ন জীবতি," কাল প্রাপ্ত না হইলে নরেরা অনুক্ষণ মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিয়া থাকেন, এবং প্রাপ্তকাল জীবেরা একক্ষণও বাঁচে না। হে যুধিষ্ঠির, ইহা সত্য ২। আর পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহ পঞ্চত্বকালে পঞ্চ সংমিলিত হইলে তাহাতে শোক কি? যেমত নদীর স্রোতেতে গম্যমান কাষ্ঠখণ্ডের পরস্পর সংমিলন হইয়া স্রোত সহকারে তাহাদের পুনঃ পার্থক্য হয়, জীবলোকের মিলন ও বিচ্ছেদ তদ্রূপ জ্ঞান করিবা।

যুধি—দেব, ইহা প্রকৃত মানিলাম, কিন্তু মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন নরেরা এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের অনিত্য দিগ্দেশ দর্শনে সর্ব্বদা সক্ষম নহেন। যেহেতু পরিণত জ্ঞানবিশিষ্ট মহাজনেরাও কদা ২ তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন সংপ্রতি দেখুন, আলুলায়িত কেশে দ্রুপদবালা আসিতেছেন।

[সাশ্রুমুখী দ্রৌপদীর প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ—পাঞ্চাল তনয়ে, তোমার আগমনের প্রয়োজন আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত

হইয়াছি। এক্ষণে রোদন সম্বরণ কর।

দ্রৌপদী—হে দেব, আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখের কথা অতি বাহুল্য। ত্রিভুবন বিজয়ি পঞ্চপতি সত্বে আমার এইরূপ ক্লেশ দুঃসহ্য। কৌরব সংগ্রামে জয়যুক্ত পঞ্চপতির আনন্দে সানন্দ হইয়া মন্দভাগ্যে শেষ নিরানন্দ হইলাম। আর শত্রুনাশহেতু মিত্র বিনাশ করিয়া রাজ্যে বাস বনবাসতুল্য, অতএব হে শ্রীনিবাস, আমারদিগের সম্পত্তিই বিপত্তির মূল ও অতি দীপ্তিই নির্ব্বাণের কারণ বুঝিলাম। যেমত চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ রাত্রিমানে আকাশ মণ্ডলের শোভাকর হইয়া প্রভাতে মগ্ন ও অদৃশ্য হয়, আমারদিগেব বান্ধব ও বিভবের উদয় ও অস্ত সেইরূপ বোধ হইতেছে। স্বয়ম্বরা কালে পিতা বহুতর রাজরাজেশ্বরগণে নিকেতনে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত লক্ষ লক্ষ ২ রাজগণকর্ত্তকও লক্ষিত না হইবায় দ্বিজবেশধারি কৃতকার্য্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইল, তাহাতে পিতার ও ভ্রাতৃগণের ও রাজ্যের যদ্রূপ অনিষ্ট ও আমার যে কষ্ট হইল তাহা স্মরণ করিয়া নয়নের বারি নয়নে সম্বরণ করি, পরে শ্রীহরি কৃপায় সেই বিপত্তি সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল পরে সৌভাগ্যোদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পরম সুখে অবস্থিত হইলাম। কিন্তু ঐ মহাসম্পদ আমার সুখদ না হইয়া বিপদের বীজ হইল, যেহেতুক, তাহার অব্যবহিত পরেই দুর্নীত দুর্য্যোধন ও দুঃশীল দুঃশাসন ও পিশুন শকুন্যাদির অসম্মন্ত্রণায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত যুধিষ্ঠির সভার্য্যরাজ্য হারিয়া কৌরব কর্ত্তৃক বন্দী হইলে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীধর্ম্মিণী আমি দুঃশাসনকর্ত্তৃক রাজ্য-সভায় আনীতা হইলাম, তাহাতে তোমাকে স্মরণ করিয়া ঐ অপমৃত্যু হইতে মুক্ত হইলাম। ইহা হইতে শোক ও দুঃখের বার্ত্তা কি আছে। তদনন্তর পাণ্ডবেরা অন্ধরাজের আদেশে ক্ষণিক মুক্তিকে পাইয়া শকুনির মন্ত্রণা দোষে বনবাস নিয়মে পুনর্ব্বার পাশায় প্রবৃত্ত ও পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিলেন এবং আমিও তাঁহারদের অনুগামিনী হইয়া নানারণ্যে ভ্রমণ করতঃ যে ২ কষ্ট সহিষ্ণুতা করিলাম তাহা আপনকার অগোচর কি আছে। সশিষ্য দুর্ব্বাসার অকালে অরণ্যে আগমন ও জয়দ্রথকর্ত্তৃক আমার অপহরণ ও বিরাটপুরে কীচককর্ত্তৃক প্রপীড়ন স্মরণ করিয়া মৃত্যুকে সুখদ বোধ করি। অনন্তর, ভারত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া পঞ্চপুত্রের জীবন রক্ষাহেতু পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও অতঃপর বঞ্চিতা হইলাম। যে হেতুক, গত নিশাযোগে নিষ্ঠুর দ্রোণাত্মজকর্ত্তৃক পাঞ্চালসহ পঞ্চপুত্রের পঞ্চত্ব হইয়াছে। হে শ্রীপতে, এই শোক ও দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

(দ্রৌপদী রোদন করেন)।

শ্রীকৃষ্ণ—হে পাঞ্চালসুতে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্ম্মভূমিতে জীবলোকের ভূয়ঃ২ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণ বুদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। দেখ, সম্পূর্ণ অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া সৈন্যনিকরে সংহার করতঃ পাঞ্চালেরা মৃত্যুকর্ত্তৃক পরাজিত হইল। অতএব বিধির যে নির্ব্বন্ধ, তাহা অনিবার্য্য, হে নৃপত্রায়ে. ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আর এইমত বহু বীরবাহুরা বীর্য্যবলে ত্রিভুবন বিজয় করিয়া পরিশেষে আপনারা লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অতএব ইতরের ন্যায় ঈদৃশ বিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতী কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী—দেব, সংহত সৈন্যাদির শোণিতে শিবির মগ্ন, আর অশ্বত্থামার নৈষ্ঠুর্য্যও অনির্ব্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ্য করিব।

ভীম—প্রিয়ে, কোন্ উপায়ের দ্বারা তোমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখের শমতা হইতে পারে তাহা আমাকে কহ।

দ্রৌপদী—হে পতে, অরণ্যে ও বিরাট্ ভবনে জয়দ্রথ ও কীচকের সমুচিত শাস্তির বিধান করিয়া আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ। যদি সম্প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই আততায়ি অশ্বত্থামার শিরোমণি আমাকে আনিয়া দেহ।

ভীম—প্রিয়ে, যদি ইহাতে তোমার প্রীতি জন্মে, তবে আমরা অবশ্য ইহার উপায় করিব।

দ্রৌপদী—তোমার অমর বিজয়ি শূরতা শ্লাঘ্য, আর তোমার সৌহৃদ্য আজীবন স্মরণীয়। তোমার কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থা হইলাম।

যুধি—তথাচ, হে ভ্রাতঃ ব্রাহ্মণ ও বন্ধু আততায়ী হইলেও বধের যোগ্য নহে। ইহারদের মস্তক মুণ্ডন ও দ্রবিণ সংচ্ছেদন ও স্থান হইতে নির্য্যাপন করাই বধ তুল্য নচেৎ ইহারদের দৈহিক দণ্ড নাই, ইহা মনে কর।

ভীম—যে আজ্ঞা, দেব আমরা প্রস্থান করিতেছি।

(ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ—হে রাজন, ভীমের এই কার্য্যে সিদ্ধির সংশয় আছে। অশ্বত্থামা সামান্যতঃ অভেদ্য, বিশেষতঃ অমোঘ অস্ত্রান্বিত বিধায় ভীমের অজেয়, অতএব দ্রৌণির দমনহেতু ভীমের যে উদ্যম তাহা অপরিণত, বরং অব্যাপারই উক্ত হইতে পারে। যে হেতুক সংরক্ষিত সংহার অস্ত্র সহকারে সংসার সশংক করিতে অশ্বত্থামার শক্তির আছে। এক সময়ে দ্রোণাচার্য্যের পুত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে চক্রধর আমার ত্রিলোক বিজয়ি সংহার অস্ত্র লইয়া তোমার চক্র আমাকে দেও। আমি তাহার আশ্চর্য্যানুশীলনে চমৎকৃত হইয়া বিষ্ণুচক্র তাহাকে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু দ্রৌণি ক্ষণমপি ঐ মহাচক্র তুলিতে অক্ষম হইয়া আমাকে কহিল যে হে যদুপতে আপনার বিষ্ণুচক্র

পুনর্গ্রহণ করুন। আর এই বিনিময়ের এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে এই চক্র সহকারে আপনাকে জয় করিব, কিন্তু আমি দেখিলাম যে ইহা আমার অব্যাপার, অতএব অপরাধ প্রশমন করুন, ইহা কহিয়া প্রস্থান করিল ও আমি তাহার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিলাম।

যুধিষ্ঠির—অশ্বত্থামার ঈদৃশ শূরতার আমার সমুচিত জ্ঞান ছিল না। হে শ্রীপতে, এক্ষণে কোন্ উপায়ের দ্বারা তাহার পরাজয় হইবে তাহা আমাকে কহুন।

শ্রীকৃষ্ণ—হে রাজন, অর্জ্জুন তদর্থে সম্পূর্ণ যোগ্য, অতএব নিঃশঙ্ক হও। পার্থের সারথ্য হেতু আমি সংপ্রতি বিদায় হইলাম।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

যুধি—আমি দেখিলাম যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবের গত্যন্তর নাই। প্রিয়ে, এক্ষণে শিবিরে চল।

(যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি বদরিকাশ্রম। অশ্বত্থামা ও ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ ও রণ বাদ্যোদ্যম]

ভীম—দ্রৌণি, তোমাতুল্য অধম দুরাচার লোকমধ্যে দুর্লভ। তুমি ধনুর্বিদ্যার কলঙ্ক। যেহেতুক আমারদিগের অবিদ্যমানে তুমি অন্তঃপটে শিবিরে প্রবেশ করিয়া সুপ্তজনে সংহার করিয়াছ, এবং সভয়ে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া তপোবনে আসিয়া এক্ষণে ভাক্ত তাপস হইয়াছ। অতএব তোমাতুল্য কাপুরুষ আর কে আছে।

অশ্বত্থামা—বৃকোদর, আমি বুঝিতেছি যে তোমারদিগের কাল সন্নিকট হইয়াছে অতএব এই মহাস্ত্র ত্যাগ করিলাম, যদি সাধ্য থাকে, তবে আপনাদিগকে রক্ষা কর।

(ব্রহ্মঅস্ত্র ত্যাগ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ—অর্জ্জুন, সম্প্রতি দেখ, আদিত্যের ন্যায় দেদীপ্যমান মহাতেজোময় অশ্বত্থামার অস্ত্র গগণ মণ্ডলে উঠিতেছে এবং ভয়ানক বহ্নিরাশি ঐ ক্ষিপ্ত-বাণের বদন হইতে বিনির্গত হইতেছে। অতএব সত্বরে এই মহাবাণ সম্বরণ করিয়া আপনাদিগকে রক্ষা কর।

অর্জ্জুন—হে দেব, আপনকার কৃপাকণাংশ প্রসাদে দ্রৌণির বাণ সম্বরণ করিয়া তাহার শিরোমণি সংচ্ছেদন করিব।

(অর্জ্জুন মহাস্ত্র ত্যাগ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ (নিঃশব্দে) —আমি দেখিতেছি যে এই জ্যোতির্ম্ময় মহাবাণ গগণমণ্ডলে উঠিয়া সুরলোকের শংকা বৃদ্ধি করিবেক। এই হেতু ব্যাসদেবও আগমন করিতেছেন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ]

অর্জ্জুন—মুনে, আমরা প্রণাম করিতেছি।

ব্যাস—অর্জ্জুন, বাণ সম্বরণ কর। দেখ, তোমারদিগের মহাবাণের মুখ হইতে অনুক্ষণ অগ্নিবৃষ্টি হইয়া সৃষ্টির অনিষ্ট করিতেছে। এবং তাপসেরা সভয়ে তপোবন ত্যাগ করিতেছেন।

অর্জ্জুন। মুনে, তবে এই অমোঘ বাণকর্ত্তৃক অতি বড় অনিষ্টকারি অশ্বত্থামার শিরোমণি ছিন্ন হউক।

(অর্জ্জুনের বাণে অশ্বত্থামার শিরোমণি ছিন্ন হয়)

অশ্বত্থামা—হে মুনে, তবে আমার বাণও উত্তরার গর্ভ নাশ করুক এবং কৌরবের বংশের ন্যায় পাণ্ডবের বংশও ধ্বংস হউক। আমি এক্ষণে তপোবনে চলিলাম।

(দ্রৌণির প্রস্থান)

ব্যাসদেব—অর্জ্জুন, এতদর্থে নিশ্চিন্ত হও। শ্রীপতি তোমারদিগকে রক্ষা করিবেন।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

অর্জ্জুন—মুনে, আমি কৃতার্থ হইলাম।

[যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

উত্তরা (অশ্রুমুখী) হে দেব, আমার অকাল প্রসবের কাল সমীপ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিলাম যে পাণ্ডব বংশের অতঃপর অন্ত হইল।

(উত্তরা বিলাপ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ। হে বালে, তোমার ক্লেশ দূর হউক, আর কুরু কুলোজ্জ্বল তোমার গর্ভস্থাপত্য অচিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবী পবিত্রা করুক। সংপ্রতি বিলাপ সম্বরণ করিয়া শিবিরে গমন কর, নচেৎ যুধিষ্ঠিরাদি তোমাকে এইরূপ রুদ্যমানা দেখিয়া অতিশয় খিদ্যমান হইবেন।

উত্তরা—শ্রীপতে আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

যুধিষ্ঠির—দেব, অশ্বত্থামার এইরূপ অনিষ্ট চেষ্টার কারণ কি তাহা বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, দ্রোণাচার্য্যের পুত্র সর্ব্বপ্রকারে তোমাপেক্ষা ন্যূন। কিন্তু দুর্য্যোধনের অতিশয় হিতাশা করিয়া এই দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ তোমারদিগের শিবির রক্ষক শূলপাণির সাক্ষাৎ পাইয়া

তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করত তম্বর প্রসাদাৎ এই অসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিল। আর অষ্টাদশ দিবস চন্দ্রচূড় তোমারদের সমরে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি।

যুধিষ্ঠির—হে দেব, ইহা অতিশ্লাঘ্য।

ভীম—প্রিয়ে (দ্রৌপদীর প্রতি) সম্প্রতি তোমার অভিলষিত শিরোভূষা গ্রহণ কর।

(মণি প্রদান করেন)

দ্রৌপদী—হে পতে, আমি কৃতার্থ হইলাম। আর তোমার প্রীতির এই চির চিহ্ন হৃষ্টান্তরে গ্রহণ করিতেছি।

(মণি গ্রহণ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ (সরহস্য)—দ্রৌপদি, তুমি ধন্যা, যে হেতুক হিড়ম্বা বিদ্যমানে তোমার এই মণি প্রাপ্তি কঠিন হইত। কথিত আছে যে নিশাচরী ভীমের প্রিয়তরা পত্নী।

দ্রৌপদী—হে দেব, সেই রাক্ষসীই আমার ঐহিক স্বচ্ছন্দের শূল হইয়াছে। রাজসূয় যজ্ঞকালে আমার সহিত যত দ্বন্দ্ব করিল তাহা কত কহিব। আমি সহ্য করিয়া রহিলাম। কি জানি, অধম নিশাচরী, যদি এক কথা শক্ত বলে, তবে লজ্জায় মরিব।

(ভীমের হাস্য)

শ্রীকৃষ্ণ—সুভদ্রা কহে যে তুমিও দ্বন্দ্বে অকুশল নহ।

দ্রৌপদী—তিনিও যেমত তাহা তাঁহার বিবাহকালের কীর্ত্তিতে রাজ্যে ২ খ্যাত আছে।

উত্তরা—ঠাকুরাণি, ক্ষান্তা হও, শ্রীপতি রহস্য করিতেছেন।

যুধিষ্ঠির—এক্ষণে, এখানে কালহরণ করা নিষ্প্রয়োজন, আমরা ব্যাসের স্থানে বিদায় হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ—তবে সকলে শিবিরে চল, অনেক গুরুতর বার্ত্তা আছে।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং ও সৈন্য ভঙ্গীয়ান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি বদরিকাশ্রম বিভাণ্ডক মুনি ও সঙ্কট ও বিকটের প্রবেশ]

সংকট (উভরায়) বিকট—মুনিঠাকুর, তোমার হরিণের চর্ম্মা এক বেটা বাদ্যকর লইয়া পালাইল। ঐ ঢুলী ভীমসেনের সঙ্গে আসিয়াছিল। মুনে, যদি দুই চারি দিবসের নিমিত্তে ঐ পাপিষ্ঠ বেটাকে একবার ভস্ম করেন, তবে বড় ভাল হয়, তখন বাড়ী গিয়া জানিতে পারে যে তোমার চর্ম্মো চুরি করা কত সুখ।

বিভাণ্ডক—রে পাপাত্মা, আমার পূজার মৃগচর্ম্ম অন্ত্যজ বাদ্যকরকে কেন স্পর্শ করিতে দিলি ?

সংকট—ঠাকুর, কে তোমার মেরগো চর্ম্মো চক্ষে দেখিয়াছে। আমি তোমার মেরগো চর্ম্মো দেখি নাই। কেবল হরিণের একখানা ছাল লইয়া পলাইতে দেখিয়াছি।

বিভাণ্ডক—রে বর্ব্বর, তাহাকেই মৃগচর্ম্ম বলে।

সংকট—তবু তাহাকেই মেরগোচর্ম্মো বলে ? ভাল কীর্ত্তি। আমি দিব্ব করিলাম, তবু পিত্তয় হইল না।

বিভাণ্ডক—রে পাপাত্মা, তুমি কি জন্য তাহা রক্ষণাবেক্ষণ না করিলা, বিশেষতঃ যখন দেখিলা যে রাজসৈন্য ভংগীয়ান জন্য তপোবনে কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে ও তাপসেরা সশিষ্য দিগ্দেশে পলায়ন করিতেছে ?

সংকট—আমি কোন্ দিগ্ রক্ষা করিব, আমি আপন চর্ম্মো রাখিব না তোমার চর্ম্মো রাখিব।

বিভাণ্ডক—আমি অদ্য তোমারদের উভয়কেই ভস্ম করিব।

সংকট—ঠাকুর, আমারদের অপরাধ ?

বিভা—তোমারদের শৈথিল্য জন্য আমার পূজার প্রাচীন মৃগচর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে।

সংকট—ঠাকুর, আমারদের ক্ষীণ দেখিয়া দিন ২ ভস্ম করিতে চাহেন। ভীমের কাছে একবার যান না কেন ? তাহারিতো বাদ্যকর তোমার হরিণের ছাল লইয়া পলাইয়াছে ?

বিকট [নিঃশব্দে।]—রে সংকট সে বড় কঠিন ঠাঁই।

বিভা—কি শুনি, পাপাত্মা, কঠিন কি ?

বিকট—ঠাকুর, এই কহিতেছিলাম যে ভীমসেনের উদরটা অতি ডাগর ও কঠিন।

বিভা—রে পাপাত্মা, পবনাত্মজ ভীম মহাবীর পরাক্রম তাহার মহোদরের তুল্য কি আছে।

সংকট—তবে, কি যে বেহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর ?

বিকট—তাই বটে, বামনটার মাথা কাটিয়া খান ২ করিল, কাহারো মুখে এমত রা নাই যে কহে যে কেন কাটিস্। ঠাকুর, মুনিরা কেবল নরমের বাঘ। যেমত আপনি দিনের মধ্যে আমাকে একশতবার ভস্ম করিতে চাহেন।

বিভা—রে মূঢ়, দ্রৌণি দুষ্কর্ম্ম করিয়া লক্ষিত দণ্ডের ভাজন হইয়াছিল।

বিকট—হাঁ, এর বেলা লক্ষিত দণ্ড।

সংকট—(নিঃশব্দে।) বিকট, বড় ভাল হইয়াছে। বেটা মেরগো চর্ম্মের কথা ভুলিয়াছে।

বিকট—আরে-না-ভোলে নাই। ন্যাকড়ার আগুন। যখন মনে হইবে, তখনি দুই চারি দিনের জন্য একবার অবশ্যই ভস্ম করিবে (উভরায়) মুনি ঠাকুর, সন্ধ্যা হইয়াছে।

বিভা—কি সায়ংকাল উপস্থিত। আমি সন্ধ্যা করিতে চলিলাম। তোমরা আশ্রমে যাও।

(মুনির প্রস্থান)

সংকট-বিকট—যাহা হউক, এক্ষণে বাঁচা গেল।

(সঙ্কট-বিকটের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক
প্রথম অঙ্গ

[রঙ্গভূমি, হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—হে সঞ্জয়, সমরাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় বীরবরেরা এক্ষণে কি কৌশল করিতেছেন, ও ভগ্নউরু কুরুবর কি অবস্থায় আছেন, তাহা আমাকে বিস্তার-পূর্ব্বক কহ।

সঞ্জয়—মহারাজ, রণবার্ত্তা আর কি কহিব। ইহা অতঃপর অতিকষ্টে অবসন্ন হইয়াছে। অশ্বত্থামাদি বীরবরেরা পাণ্ডবের অনুপস্থানে রাত্রিমানে শিবিরে প্রবেশ করিয়া পাণ্ডবভ্রমে পাঞ্চালীর পঞ্চ পুত্রের পঞ্চত্ব সাধন করিয়া পাণ্ডব ভয়ে, নিভৃতে পলায়ন করিয়াছেন। আর ভগ্নউরু কুরুবর প্রথমতঃ পাণ্ডবের নিধন সংবাদে সহর্ষ হইয়া পরিশেষে পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের নাশ হেতু তাহা ভ্রম জানিয়া হর্ষ বিষাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ধৃত—কি সঞ্জয়! দুর্য্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে! হা, পুত্র দুর্য্যোধন।

(রাজা ভূতলে পড়েন)

সঞ্জয়—মহারাজ, বিলাপ সম্বরণ কর। আমি পূর্ব্বেই আপনাকে কহিয়াছিলাম যে এতদ্রূপ ভাবি অকল্যাণ অনিবার্য্য, যে হেতুক সৎ সভ্যগণের সৎ পরামর্শে আপনি অবধান করেন নাই।

ধৃত—হে সঞ্জয়, আমি অতঃপর অতিবড় বিপন্ন হইলাম, আর শত পুত্রের শোক সম্বরণ করিয়া এক্ষণে পাণ্ডবাধীন পৃথিবীতে আমার বাস করা কিরূপ ক্লেশকর তাহা বিবেচনা কর। এক ২ পুত্র দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় এইমত ঐশ্বর্য্যবান শতপুত্রকে আমি কিরূপে বিস্মৃত হইব। পুত্রগণ বিহীনে অতঃপর আমার জীবন শূন্য হইল। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদির পতনে আমি যে বান্ধববিহীন হইলাম। হে সঞ্জয়, আমি এক্ষণে বুঝিতেছি যে শকুনির অসম্মন্ত্রণা দোষে আমি সতের ভারতী না শুনিয়া বিগতবান্ধব ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলাম। হা পুত্র দুর্য্যোধন, হা দুঃশাসন, হস্তিনার হেমময়

প্রাসাদ অতঃপর শূন্যময় হইল।

(অন্ধরাজ বিলাপ করেন)

সঞ্জয়—মহারাজ সময়কালে আপনি এইরূপ প্রণিধান করিলে বর্ত্তমান অকুশল নিবারণ হইত। পশ্চাত্তাপে কোন উপযোগিতা নাই।

ধৃত—সঞ্জয়, ইহা অতিসত্য। যাহা হউক, আমি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে গিয়া পাণ্ডবগণে অভিঘাতনপূর্ব্বক কৌরব রাজলক্ষ্মীর পুনঃস্থাপন করিব।

সঞ্জয়—হে নরপতে, আপনি নানা শাস্ত্রার্থবেত্তা ও নীতি বিশারদ অতএব শোকেতে ভ্রষ্টজ্ঞান হওয়া আপনার অকর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা সকলেই দুর্নীতি আর এক বাক্যরূপে পাশায় প্রবৃত্ত হইয়া মৃষা মহোন্নতির অন্বেষণে ক্ষিতির ক্ষয় সাধন করিল। আর আপনিও সময়-কালে পুত্রগণের শাসনাজ্ঞা না করিয়া কুরুরাজের অযুক্ত উল্লাস বৃদ্ধি করিলেন, এবং চরমে এই সমস্ত অকুশল হইল।

ধৃত—হে সঞ্জয়, পুত্র দুর্নীতি হইলেও পিতার অত্যাজ্য যেমত আপনার দেহ ব্যাধিযুক্ত হইলেও অপ্রিয় হয় না ও উত্তম গৃহদাহ করিলেও অগ্নিতে কাহারও অসমাদর জন্মে না। সেইমত পুত্র বশীভূত না হইলেও পিতার বর্জ্জনীয় নহে।

সঞ্জয়—মহারাজ, সম্প্রতি বিদুর মহাশয় আগমন করিলেন।

[বিদুরের প্রবেশ]

ধৃত—বিদুর, তোমার কুশল কহ। আমি অতঃপর পাণ্ডবকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বসুন্ধরা অবলম্বন করিয়াছি। আর তোমাতুল্য বান্ধববাক্যের অবজ্ঞার ফল এই।

বিদুর—হে রাজন, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বর বস্তু মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানিলোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আর শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।

(পদ্য)

১। "উঠ ২ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

২। "মহা ২ বীরবর, নিত্য যায় যম ঘর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।

সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর।”

৩। বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ
কেহ মাত্র ধরণী পরশে।
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে॥

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেন নব বাস পরি,
তেমতি কায়ের বিনিময়।
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নাহি হয়॥

৫। আমার বচন ধর, সর্ব্ব শোক পরিহর,
ধর্ম্ম পথে স্থির রাখ মন।
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি,
অন্যথা না ভাব কদাচন॥

[গদ্য।]

সঞ্জয়—মহারাজ, সংপ্রতি ভগবান ব্যাসদেব আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিবরকে অভ্যর্থনা করুন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ]

হে মুনে, অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।

ব্যাস—বিদুর, তোমার মঙ্গল কহ। অন্ধরাজকে অত্যন্ত শোকার্ত্ত জানিয়া সান্ত্বনা করিতে আইলাম।

ধৃত—মুনে, আমি অভিবাদন করিতেছি। রাজপুরে সংপ্রতি যে অকুশল তাহা আপনার অগোচর কি আছে।

ব্যাস—অন্ধরাজ, শোক সম্বরণ কর।

ধৃত—হে মুনে, এক পুত্রের শোক সম্বরণ করা জ্ঞানি লোকেরও কঠিন হইতেছে, তবে ইন্দ্র তুল্য শত পুত্রের শোক আমি এক কালে কিরূপে সম্বরণ করিব।

ব্যাস—যদিও এতদ্রূপ শোক সম্বরণ করা মায়ামুগ্ধ সাংসারিক জনের অতিকষ্ট সাধ্য বটে, তথাচ গতাসুজনের নিমিত্ত বিলাপপর হওয়া জ্ঞানিগণের অকর্ত্তব্য। আমি তোমাকে পূর্ব্ব কথা কহি, মনোযোগ কর। আমি একদা পিতামহ বিরিঞ্চির সুশোভিত মহাসভায় গমন করিয়া দেখিলাম যে বহুতর দেবর্ষি ও রাজর্ষি সভায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এই কালে বসুমতী সজল

লোচনে তথায় উপনীতা হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে কহিলেন যে হে পদ্মাসন নারায়ণ কর্ত্তৃক নানা সময়ে সংহত দনুজেরা মনুজবেশে ক্ষত্রকুলে জন্মিয়া আমাকে অনির্ব্বচনীয়রূপে ক্লেশ দিতেছে এবং আমি তাহারদের ভূরি ভার ধারণে অতঃপর অক্ষম। অতএব হে দেব, কোন্ উপায়ের দ্বারা আমি নররূপি দনুজদিগের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহা আমাকে কহুন। অনন্তর রোরুদ্যমানা বসুমতীর আর্ত্তনাদ শ্রবণে ভগবান বিরিঞ্চি আজ্ঞা করিলেন যে হে বসুন্ধরে স্থির হও, অচিরে ইহার সদুপায় হইবে। এতচ্ছ্রবণে কাশ্যপী পরম পরিতুষ্টা হইয়া পিতামহকে বহু স্তোত্র পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন। হে দেব, আমি অভিবাদন করি, আর ঐ ভূরি ভার লাঘবের সদুপায় কি তাহা আমাকে কহুন। তাহাতে বিরিঞ্চি প্রসন্ন হইয়া বসুমতীকে কহিলেন যে নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ঔরসে শত পুত্র জন্মিয়া অনতিবিলম্বে তোমার বর্ত্তমান ক্লেশাবশেষ করিবার উপসূত্র হইবেক। আর যেরূপে ঐ ভাবি ভূপতি তোমার এই মহোপকার করিবেক তাহা কহি, মনোযোগ কর। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভ্রাতা কিয়ৎকাল পরে সোমবংশে উদ্ভূত হইবেন। পাণ্ডুর মহাবিক্রান্ত, অথচ ধর্ম্মপরায়ণ বিচক্ষণ পঞ্চপুত্র ও দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি নামে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জন্মিয়া রাজ্যহেতু উভয় কুলে কলহ উপস্থিত করিবেক। ও তাহাতে ধর্ম্ম পক্ষে শ্রীহরি সহায় হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মহাসংগ্রামে সমাহূত ক্ষত্রগণকে সংহার করিবেন। হে মাতঃ, ঐ ভাবি ভূপতি দুর্য্যোধনই তোমার পরিত্রাতা হইবেন। অনন্তর পুলকে পূর্ণিতা কাশ্যপী ভগবান্ পদ্মাসনের বন্দনা করতঃ প্রসন্ন বদনে প্রস্থান করিলেন। অতএব হে ভূপতে, তোমার ঔরসে ও গান্ধারীগর্ভে সম্ভূত দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদি পুত্রেরা কলাংশে আবির্ভাব হইয়াছেন। আর দুনিবার এই শত সহোদর কর্ণ ও শকুনির সখ্যতায় কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রকুলের সংহর্ত্তা হইবেন, ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব হে নরপতে শোক সম্বরণ কর। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

সঞ্জয়—মহারাজ, সংপ্রতি মৃতগণের প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ধৃত—হে সঞ্জয়, আমি দুর্য্যোধনাদির দেহ দাহন করিতে কিরূপে অনুমতি দান করিব। ভাগ্যক্রমে আমি ভ্রষ্টনয়ন, নতুবা তাহা দৃষ্টি করিতে আমার অতিবড় কষ্ট হইত। যাহা হউক বিদুর, তুমি এক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন কর। সঞ্জয় সহিত আমি অগ্রগামী হইলাম।

বিদুর—যে আজ্ঞা, মহারাজ।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের প্রস্থান)

[ঐ চিন্তাগত ।] ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় কৌরব কুলবধূরা মৃত পতি দর্শন জন্য অতঃপর কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন, ইহা কৌরবের কর্ম্ম বিপাক ভিন্ন নহে। আর অমরগণের অলক্ষিতা অমরমোহিনী নারীরা অনিবার্য্য শোকবশতঃ লোকলজ্জা পরিহার করিয়া ইতরের সজ্জায় অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিবেন, ইহ তে এই উপলব্ধি যে দৈবের যে ইচ্ছা সেই বলবতী। হে ভগবন্, সুখ ও দুঃখ, এবং উন্নতি ও অধোগতি ইহা তোমারই সৃজিত, অপরিণাম দ্রষ্টা মূঢ় লোকেরা ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। দেখ, নানা সুখ ও স্বচ্ছন্দে প্রাসাদে অবস্থিতা সুসেবিতা শত ২ রাজমহিষীরা যাহার দুঃখের লবলেশও জানিত না, তাহারাও সংপ্রতি বিগত স্বামিশোকে ধরায় পড়িয়া রোরুদ্যমানা ও অতিবড় দুঃখে অবসন্না হইতেছে। আর যদিও এইরূপ বিষাদ ভ্রমাত্মক বটে, কিন্তু এইমত বিপত্তিতে যাহার এইরূপ বিষাদ না জন্মে, সেই মহাত্মা অতি বিরল।

(প্রস্থানং)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—দেখ, শোকাকুল অন্ধরাজ সনারীবৃন্দ কুরুক্ষেত্রে আগমন করিতেছেন। অতএব এইকালে মহারাজের সহিত সংমিলন করা উচিত কি না, তাহা সকলে বিবেচনা কর। কিন্তু আমি দিন ২ ক্ষীণ সাহস হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, অচিরে অন্ধরাজের সহিত সংমিলন করা অতি কর্ত্তব্য, আর সাধ্যানুসারে নৃপবরের হিতাশা করিয়া তাহাতে অসিদ্ধি হইলে তোমারদের সাধ্বস কি।

যুধি—ইহা অপ্রকৃত নহে, কিন্তু অন্ধরাজ অস্মদাদিকর্ত্তৃক অন্যায়গ্রস্ত হওয়া অনুভব করিতে পারেন। কেননা ভীম কর্ত্তৃক নিঃক্ষিপ্ত নিদারুণ গদার প্রহারে গান্ধারীর বিক্রান্ত শত পুত্র শমন ভবনে গমন করিয়াছেন অতএব পুত্র পৌত্রাদি শোকে কাতরা গান্ধারীর সম্মুখে আমি কিরূপে দণ্ডায়মান হইব। আর জিজ্ঞাসিলে বা কি কহিব। হে শ্রীপতে, সতীর সরোষ বাণীতে ভাবি অকুশলের আমার যেরূপ শঙ্কা হইতেছে, সুররাজের বজ্রেতেও তাদৃশ শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমরা যে ২ কর্ম্ম করিলাম তদ্দ্বারা কেবল কুরু বধ হইল এমত নহে বরং বহু গুরু বধ হইবায় পাপপুঞ্জের সঞ্চার হইল। অতএব, আমি বুঝিতেছি যে এই দুষ্কৃতি জন্য গান্ধারীর প্রজ্জ্বলিত কোপানল হইতে আমারদের নিষ্কৃতি নাই। এই হেতু, হে দেব, ভীমার্জ্জুনাদি চতুষ্টয় ভ্রাতা পুনর্ব্বার অরণ্যে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হউন ও আমি গান্ধারীর সম্মুখে গিয়া আপন কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করি।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, আমি যাহাকে রক্ষা করি তাহার সংহর্ত্তা ত্রিলোকে নাই, আর

আমি যাহার হর্ত্তা হই, তাহার রক্ষাকর্ত্তা নাই, ইহা সত্য ২। অতএব এইরূপ দুশ্চিন্তা হইতে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে আমার অনুগমন কর যে কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত অনতিবিলম্বে মিলন করিতে পারি।

যুধি—হে দেব, আমরা এক্ষণে নিঃশঙ্ক হইলাম। কিন্তু লৌহভীম কি কারণ নির্ম্মাণ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য আমাকে কহুন।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, আমি পশ্চাতে তোমারদিগকে ইহার প্রয়োজন কহিব।

যুধি—তবে চল, সকলে গিয়া অন্ধরাজের সহিত সংমিলন করি।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

তৃতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী প্রভৃতি নারীগণের প্রবেশ]

সঞ্জয়—মহারাজ, সম্প্রতি অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা আসিতেছেন। ইহাঁরা কৌরবপক্ষের পরিশিষ্ট সেনাপতি। কিয়ৎকাল নিভৃতে থাকিয়া মহারাজের আগমন শ্রবণে সংপ্রতি সংমিলন জন্য আসিতেছেন।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

অশ্বত্থামা—মহারাজ, আমরা কিয়ৎকাল নিভৃতে ভ্রমণ করিয়া ইদানীং আপনকার কুরুক্ষেত্রে আগমনের সংবাদে সানন্দ হইয়া দর্শনার্থে সমীপস্থ হইতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র—দ্রৌণি, তুমি ধন্য, আর তোমার বিক্রমের সাফল্য না হইলেও তাহা অনুক্ষণ প্রশংসার্হ। তবে কৌরব পক্ষে কি পর্য্যন্ত হিত করিলা তাহা আমাকে কহ।

অশ্ব—মহারাজ, কৌরবের দুরদৃষ্ট কি আর বর্ণনা করিব। কুরুক্ষেত্রে সমাহৃত একাদশ অক্ষৌহিণী ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সহিতে রণশায়িনী হইয়াছে, এবং ভ্রাতৃগণসহ রাজা দুর্য্যোধন ধরণী শয়ন করিয়াছেন। দৈবায়ত্ত, আমরা তিনজনে সমরসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। বৃকোদর একাকী মহারাজের শত পুত্র সংহার করিয়া কুরুবংশ ধ্বংস করিয়াছেন। আর অন্যায় সমরে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ও রাক্ষসের ন্যায় রণস্থলে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ পূর্ব্বক শোণিত পান করিয়াছে। অতএব মহারাজ, ভীমের নৈষ্ঠুর্য্য অনির্ব্বচনীয়।

ধৃত—পাণ্ডবপক্ষে এক্ষণে কোন্ ২ বীর বিদ্যমান তাহা আমাকে কহ।

অশ্ব—মহারাজ, পাণ্ডবপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি ও পঞ্চপাণ্ডব এই সাতজন মাত্র বিদ্যমান আছেন। আর পাঞ্চাল সহিতে আমরা পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চত্ব সাধন করিয়াছি। ও তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতিরিক্ত ভগবান ব্যাসদেবের অনুকম্পায় তাহা সমাধাকে পাইয়াছে।

গান্ধারী—আমি বুঝিতেছি যে বৃকোদর একাকী কৌরবকুল নিম্মূর্ল করিয়াছে। কিন্তু রণমধ্যে দুঃশাসনের বক্ষঃবিদীর্ণ করিয়া যে শোণিত পান করিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। নররক্তপায়ী নর প্রায় শ্রুতি গোচর নহে। আর অন্যায় সমরে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া পুত্রবরকে যে সংহার করিয়াছে ইহা অতি বিষাদের বিষয়।

(গান্ধারী বিলাপ করেন)

অশ্ব—হে দেবি, আপনকার মহাবিক্রান্ত পুত্রগণ সমরে শৌর্য্যবীর্য্যাদি দর্শাইয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পালনে সম্মুখ সংগ্রামে পড়িয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এতদর্থে সন্তাপ করিবেন না। আর অন্যায় সমরে ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হওয়াতে এই গুরুপাপে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের পঞ্চত্ব হইয়াছে। আমরা মহারাজের কার্য্যে প্রাণপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈব দোষে কৃতকার্য্য হইলাম না। যদি এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা হয়, তবে আমরা বদরিকাশ্রমে গিয়া জীবনের পরিশিষ্টকাল যোগসাধনে যাপন করি।

ধৃত—তোমারদিগের এক্ষণে যেমত অভিরুচি হয় তাহাই কর। তোমারদিগের এই অনুপম সখ্যতাহেতু আমি চিরবাধিত হইলাম।

(অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার প্রস্থান)

গান্ধারী [নিঃশব্দে]—ভীমের নৈষ্ঠুর্য্য অত্যাশ্চর্য্য বটে; ইহার তুল্য নিষ্ঠুর "ন ভাবী ন ভূত"। ফলতঃ পুত্রগণও আজীবন ভীমের হিংসা করিয়াছিল। একথাও সত্য।

সঞ্জয়—মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব আগমণ করিতেছেন।

[শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকির প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—হে দেব আমরা পঞ্চপাণ্ডব, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ধৃত—যুধিষ্ঠির, তুমি ধন্য, যে নাম স্মরণ মাত্রে জীবগণের সকল বিঘ্ন বিনাশ হইতেছে তিনি অবিরত তোমারদের সঙ্গে থাকিয়া তোমারদের বিঘ্ন বিনাশ করিতেছেন, আর সেই বরনারী ধন্যা যিনি মহানুভব তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। ভীম কোথায়?

যুধি—মহারাজ ভীমসেনও সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন।

ধৃত—হে বৃকোদর, তোমার অনুপম গদানৈপুণ্য জন্য আমি তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলাম। অতএব, আইস, তোমাকে আলিঙ্গন প্রসাদ করিব।

ভীম—মহারাজ, ইহা শ্লাঘ্য।

[শ্রীকৃষ্ণ লৌহ ভীম ক্রোড়ে দেন]

ধৃত নিঃশব্দে—এই পবনাত্মজ পাষণ্ড কুরুকুল নিম্মূর্ল করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে। অতএব বিগত কৌরবের অনুগামী হউক।

[অন্ধরাজ ভীম জ্ঞানে সক্রোধে লৌহভীম ভঞ্জন করেন]

শ্রীকৃষ্ণ—হে অন্ধনরপতে, ক্রোধ সম্বরণ কর। কেননা ভীমকে নষ্ট করিয়াও তোমার গতাসু দুর্য্যোধনাদি পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ পাণ্ডবেরাও তোমার পুত্রবৎ পালিত বটে, তবে অবশিষ্ট পুত্রগণে বিনষ্ট করিয়া তোমার কি ইষ্ট সিদ্ধি হইবে। বরং তজ্জনিত অপযশে তোমার সন্ন্যাসের কলঙ্ক চিরজীবী হইবেক। হে ভূপতে, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে পাণ্ডবেরা তোমার স্নেহার্হ, তবে এক্ষণে সেই স্নেহশূন্য হইয়া কি জন্য পৈশূন্য প্রকাশ করিতেছ। বিশেষতঃ ধর্ম্ম পরায়ণ পাণ্ডবগণও অপরাধ-বিহীন, তথাচ তাহারা বাল্যকালাবধি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া যে ক্লেশ পাইয়াছে তাহা আপনার অগোচর কি আছে। শিশুকালে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমকে সগরল সন্দেশ ভোজন করাইল, ইহা মহারাজের অবিদিত নহে। আব বারণাবতের বিবরণ কি নিবেদন করিব। ঐ নগরীতে ক্রূর কৌরবরচিত জতু-গৃহ সমাতৃ পঞ্চভ্রাতাকে স্থান দান করিয়া তাহারদিগকে সজীবন দাহন করিবে, ইহা মন্ত্রণা করিল, কিন্তু পরমায়ু বলে পাণ্ডবেরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইল। ইহা হইতে গুরুতর দুষ্কর্ম্ম আর কি আছে। তদনন্তর, শকুনি ও দুঃশাসনের কুমন্ত্রণায় দুর্য্যোধন ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণকে পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করতঃ একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনীকে সভায় আনিয়া ঐ বস্ত্রাপহরণ করিল। পরে তোমার অনুমতিক্রমে কৌরবেরা তাহারদিগকে পুনর্ব্বার পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া সদারা দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রেরণ করিল, ইহা পাণ্ডবের কি কৌরবের প্রত্যবায় তাহা বিবেচনা করুন। অনন্তর, সামঞ্জস্যহেতু আমি রাজসভায় আসিয়া যখন পঞ্চগ্রাম যাচঞা করিলাম, তখন দুর্য্যো ন তাহাতে অহিত বুঝিয়া অধিকন্তু আমাকে বন্ধন করিতে কহিল। হে রাজন, স্নেহ পাশ ভিন্ন আমি কদাচ বদ্ধ হই না। আর সংগ্রামে সপ্তরথী বেড়িয়া বালক অভিমন্যুকে সংহার করিল। অতএব পদে ২ কৌরবের অপরাধ সত্ত্বেও পাণ্ডবকে এইরূপে নির্যাতন করা কোন্ ধর্ম্মসিদ্ধ ও তদ্দ্বারা মহারাজের কোন্ পুণ্য স্থাপন হইবেক, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

গান্ধারী—হে দেব, দুর্য্যোধনকে কোন্ ন্যায় যুদ্ধে আপনারা সংহার করিয়াছেন তাহা আমাকে কহুন্। বিশেষতঃ অবগতি হইল যে আপনি ও অগ্রজ বলরাম উভয়েই রণস্থলে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ—নৃপনারি, আপনি পূর্ব্বকথা কি জন্য বিস্মৃত হইতেছেন। যুদ্ধে যাত্রাকালে দুর্য্যোধন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে মাতঃ উপস্থিত সংগ্রামে কোন্ জন বিজয়ী হইবে। তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন যে "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ', হে দুর্য্যোধন ইহা সত্য ২। তাহাতে দুর্য্যোধন আপনাকে স্তোত্র ও অভিবাদন করিয়া অপ্রসন্ন বদনে রণভূমে গমন করিল।

অতএব, সঞ্চিত বহু অপরাধ জন্যে কৌরবেরা বঞ্চিত হইলে পাণ্ডবের প্রত্যবায় কি। আর যদি আপনকার বাণী মিথ্যা হয়, তবে চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ আকাশে অকারণ অবস্থান করিতেছেন।

ধৃত—তবে ভীমকে নষ্ট করিয়া আমি অতি বড় অনিষ্ট করিয়াছি।

[ধৃতরাষ্ট্র কপট বিলাপ করেন]

শ্রীকৃষ্ণ—অন্ধরাজ, বিলাপ সম্বরণ করুন, বৃকোদর কুশলে আছেন। আপনি লৌহভীম ভঞ্জন করিয়াছেন।

ধৃত—শ্রীপতে, এই মহোপকার জন্য আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম।

[ধৃতরাষ্ট্রের কাল্পনিক হর্ষ]

শ্রীকৃষ্ণ—হে দেবি, সুপ্রসন্না হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন। ইহারা আপনকার পুত্রবৎ পালিত ও চিরকালের উপাসক। সংপ্রতি রণবিজয়ী হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছে।

গান্ধারী—বৃকোদর, তোমার সুরাধিক শৌর্য্য দেবগণেরও বন্দনীয়। তবে অনিয়ম সংগ্রামে কেন দুর্য্যোধনকে সংহার করিলা।

ভীম—হে মাতঃ অজ্ঞানের অধীরতা প্রশমন কর। মৈত্রেয় নামে তপোধন এক সময়ে কৌরব সভায় আগমন করিয়া দুর্য্যোধনকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি অচিরে ভগ্নউরু হইবা। যে হেতুক, স্বীয় শৌর্য্যাভিমানে ও বরাঙ্গের গৌরবে কৌরব প্রধান ঐ তেজোময় তাপসকে আপন উরুদেশ দর্শাইয়াছিলেন। অপিচ, হে জননি, পাশান্তে পাঞ্চালী রাজসভায় আনীতা হইলে মূঢ় দুর্য্যোধন পাণ্ডবীকে স্বীয় উরুদেশ দর্শাইয়াছিলেন, তাহাতে আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে গুরু গদাঘাতে ঐ উরু চূর্ণ করিব। জায়া কায়ার্দ্ধ ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত, অতএব অজেয় পঞ্চপতি বিদ্যমানে সতীর এইরূপ দুর্গতি কোন্ পতি নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আর যদি তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনভিপ্রায় না হইত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনাদিকে সংক্ষিপ্ত সমরে সংহার করিতাম। এবং তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসের এই অশেষ ক্লেশের কারণ ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার ও নিহত বালকবৃন্দের প্রাণ বাঁচিত। কিন্তু রাজা তৎকালীন ঐ পাষণ্ডের দণ্ডাজ্ঞা করিলেন না, তাহাতে চরমে এই সমস্ত ক্লেশ হইল। তদনন্তর, নির্ণীত অরণ্য বাসান্তে আমরা বিরাটপুরে উদিত হইয়া রাজসন্নিধানে পঞ্চগ্রাম মাত্র যাচঞা করিলাম ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ দৌত্য কর্ম্মে আগমন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে অকৃতার্থ করিয়া অধিকন্তু বন্ধন করিতে চাহিল, ও আমরা অগত্যা সমরে প্রবৃত্ত হইলাম। আর বনবাসের ক্লেশ কি নিবেদন করিব। তাহা শুনিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই রোদন করেন। একদা মৃগয়ার্থে আমরা পঞ্চভ্রাতা বহির্গমন করিয়াছিলাম যাজ্ঞসেনী একাকিনী কুটীরে

ছিলেন। ইত্যবসরে সেই কুলকুঠার শকুন্যাদির কুমন্ত্রণায় আপনকার জামাতা জয়দ্রথ তথায় উপনীত হইবায় সুব্যবিধানে দ্রৌপদীকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সুসেবিত হইয়া পরিশেষে শূন্য কুটীর পাইয়া পাঞ্চালীকে হরণ করিল। পরে বিপন্না পাণ্ডবী জয়দ্রথের রথ হইতে উভরায় রোদন করিলে আমরা শব্দান্বেষণে লঘুগমনে তথায় উপনীত হইয়া কৃষ্ণাকে মুক্ত করিলাম। আর জয়দ্রথকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে রাজা নিষেধ করিলেন। ইহাতে কৌরব কি পাণ্ডব দোষার্হ, তাহা প্রণিধান করুন। হে জননি, আমি দুর্য্যোধন সম্বন্ধে আর এক কথা গোচর করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি বাল্যকালে দুর্য্যোধন সহিত বয়স্য বিধায় বিশেষতঃ ভ্রাতৃ স্নেহে ক্রীড়া করিতাম। কুরু-বালকেরা আমাকে প্রবল বলাধিক্য বুঝিয়া ভয়ংকর ভাবি শত্রু জ্ঞানে বিষপান করাইল, কিন্তু পরমায়ু বলে আমি রক্ষা পাইবায় রাজা তাহাতে স্বীয় অসু ও বসুর কুশল না বুঝিয়া আজীবন অনুক্ষণ মৎপ্রতি দ্বেষ করিয়া শেষ আপনি বিনাশকে পাইল। অতএব, হে দেবি, স্বীয় কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধনের অধঃপতন হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করুন।

গান্ধারী—আমি বুঝিলাম যে স্বীয় কর্ম্মদোষে দুর্য্যোধন বিনাশকে পাইয়াছে। কিন্তু কি অপরাধে তুমি দুঃশাসনকে রণমধ্যে ধরিয়া নিদারুণরূপে বক্ষঃ-বিদারণ করিয়া তাহার শোণিত পান করিলা, তাহা কহ। বিশেষতঃ দুঃশাসন ত্বদীয় অনুজ জ্ঞাতি ভ্রাতা, স্নেহার্হ না হইলেও এতদ্রূপে বধার্হ নহে।

ভীম—হে মাতঃ, আমি পুনর্ব্বার আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার গর্ভে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই অভাজন। দুঃশাসনের কার্য্য ক্ষণমপি চিন্তা করুন। পাশায় পরাভূত পাণ্ডব প্রধান ভ্রাতৃগণ সহ সভা হইতে বহিষ্কৃত হইলে দুর্য্যোধন আজ্ঞা করিলেন যে পাণ্ডব-পত্নী যাজ্ঞসেনী এক্ষণে দাসীর ন্যায় গণ্যা, অতএব সামান্যা বনিতার ন্যায় তাহাকে সভাতে আনিয়া দাসীগণের মধ্যে নিয়োজন কর। তাহাতে ঐ দুঃশীল দুঃশাসন লঘুগমনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীধর্ম্মিণী কৃষ্ণাকে ধরিয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাতে আনিয়া তৎপরিধান অনন্য বসন হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে সৎ সভ্যেরা অধোবদন হইলেও দুর্য্যোধনাদি দুষ্মর্তিরা নির্নিমেষাক্ষরূপে ঐ অভাগ্যবতী কুলবতীর নিগ্রহ নয়নে নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু ভগবৎ স্বেচ্ছায় দ্রৌপদীর ঐ ক্লেশ আশু অবসন্ন হইল। ভার্য্যা স্বামির দেহার্দ্ধ অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ঐ দুঃশীল দুঃশাসনকে সমরে ধরিয়া বক্ষঃ বিদীর্ণ করত তাহার শোণিত পান করিয়া-ছিলাম এবং তাহা মাতার স্তন্য ও ঘৃত মধু পয়োপেক্ষা সুমধুর বোধ হইল। আর আপনার অন্যান্য পুত্রগণে সংহার করিলাম কেননা তদর্থেও আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। ইহারা সকলেই দুর্ব্বৃত্ত ও পামর। অতএব হে জননি,

তাহারদের মৃত্যু অতিশয় বিলপনীয় নহে।

গান্ধারী—সুপুত্র বা কুপুত্র হউক, মাতার সকল সমান। অতএব মাতৃস্নেহ বিধার আমি বিগত পুত্রাদির শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।

যুধিষ্ঠির—হে মাতঃ, ইহা অদ্ভুত নহে। কিন্তু আপনকার পুত্রসমস্ত দুরাচার হইয়া আপনারদের কৃত পাপে তাহারা আপনারা নষ্ট হইল। আমি নিমিত্তের মাত্র ভাগী হওয়াতে দোষার্হ হইতেছি। আর শুভাশুভ কৃত কর্ম্মের ফল নরেরা অবশ্যই ভোগ করিবে তাহা ত্রিপক্ষে হউক বা ত্রিমাসে হউক বা বৎসর ত্রয়ে হউক, ইহার নিশ্চয়তা আছে। দুর্য্যোধনের দুষ্কার্য্য আপনকার অবিদিত কি আছে। রাজসূয় যজ্ঞকালে আমরা বাহুবলে সবসু বসুমতী বশ করিয়া আসমুদ্র সাম্রাজ্যাধিপত্যে অভিষিক্ত হইবায় পৈশুন্যপূর্ণ শকুনির কুমন্ত্রণায় আমারদিগকে পাশায় প্রবৃত্ত করাইয়া কাপট্যে পরাজয়পূর্ব্বক অরণ্যে প্রেরণ করিল। পরে নিয়মিত বনবাসান্তে আমরা স্বরাজ্য যাচঞা করিবায় তদর্থে বঞ্চিত হইয়া পঞ্চগ্রাম মাত্র চাহিতে শ্রীকৃষ্ণকে রাজসভায় প্রেরণ করিলাম, এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি মহাজনেরা দুর্য্যোধনকে এই পরামর্শ দান করিলেন যে হে রাজন্, যুধিষ্ঠিরাদির পঞ্চগ্রামের যাচঞা অতি সঙ্গত ও অভিলষিত পঞ্চগ্রাম অবশ্য দেয়, কিন্তু সঙ্গ দোষে রাজা তাহা অসঙ্গত বুঝিয়া বিনা যুদ্ধে তাহা অদেয় বোধে আমারদিগকে অকৃতার্থ করিলে আমরা অগত্যা সমাহৃত স্বল্প সৈন্য সহকারে সমরে প্রবৃত্ত হইলাম। ও ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণাদির সৈন্যাপত্যে অসীম বাজি বারণ সংযুক্ত একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি হইয়া কুরুক্ষেত্রে কৌরবেরা আমারদিগের সহিত সংমিলন করিল। তাহাতে এই অশুভ ফল হইল যে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজা এককালে সংহত হইলেন, এবং উক্ত বিগ্রহে কৌরব ও পাণ্ডবেরও যে নিগ্রহ হইল তাহা বর্ণনা-তিরিক্ত। হে মাতঃ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা আপনকার দুজ্ঞের্য়া নহে। পাশান্তে পাঞ্চালী রাজসভায় আনীতা হইয়া হৃত সম্মানা হইলে মহারোষে মারুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে ঐ নিগ্রহের নিয়ন্তা অধম দুর্য্যোধনকে সমরে চূর্ণ ঊরু ও দুঃশীল দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ পূর্ব্বক শোণিত পান করিবেন। আর বিক্রম বিশারদ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রণক্ষেত্রে উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রতি-পূরণ করাতে বৃকোদরের কার্য্য অত্যন্ত দোষণীয় নহে। হে জননি, আমরা বহুরাজ্য ও রাজসংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু একবস্ত্রা স্ত্রীধর্ম্মিণী কুলস্ত্রীকে রাজসভায় আনিয়া বিবস্ত্রা করণের বার্ত্তা কদাপি শ্রবণ করি নাই। এই বার্ত্তা আপনকারও অদ্ভুত বোধ হইবেক। অতএব দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন কৃত উক্ত পাপ গুরুতর কি না তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। কৌরবের কার্য্যে আমরা আদ্যোপান্ত বহুক্লেশ সহ্য করিয়াছি, তাহাতে অনুজ ভ্রাতৃগণ অধৈর্য্য হইলেও আমি তাহারদিগকে বারবার সান্ত্বনা করিয়াছি, ইহাতেও

যদি আমরা দোষার্হ হই, তথাচ, হে জননি, আমরা বধার্হ নহি। কেননা শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আপনকার পালনে পিতৃশোক বিস্মৃত, ও জ্যেষ্ঠতাত পালনে বর্দ্ধিত হইয়াছি ; অতএব বিষবৃক্ষের রোপণকারীও তাহা স্বকরে ছেদন বা উন্মূলন করিতে ইচ্ছুক হয়েন না।

গান্ধারী—যুধিষ্ঠির, তোমরা নির্ভয় হও ; তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্যে আমি প্রীতি পাইলাম। সংপ্রতি তোমরা আপন জননী কুন্তীদেবীর সহিত সংমিলন কর। আমি কুরুবধূগণ সংমিলনে রণশায়ি বালকগণের অনুসন্ধান করি।

যুধি—যে আজ্ঞা, ঠাকুরাণি।

(পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

গান্ধারী—আমি এক্ষণে বুঝিলাম যে যুধিষ্ঠিরাদি যাহা কহিয়াছে, তাহা সকলি সত্য। হে কুন্তি, তুমি ধন্যা যে এবম্প্রকার মহানুভব মহাত্মা বালকদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলা। যদীয় পাপপুত্রগণ স্বীয় দুষ্কর্ম্ম দোষে সবংশে অকালে শমনকে পাইল।

(ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ও গান্ধারী প্রভৃতি কুরুনারীগণের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—জননি, আমরা অভিবাদন করিতেছি, আশীর্ব্বাদ করুন।

কুন্তী—চিরদিন পরে, আমি তোমারদের সাক্ষাৎ পাইলাম। রে বৎসগণ তোমরা চিরজীবী হইয়া ত্রিলোকের আধিপত্যের ভাজন হও। তোমারদের অরণ্যের অশেষ ক্লেশ ভোগ ও সংগ্রামে বালকগণের বিয়োগ সংবাদ শ্রবণে জীবনে মৃত হইয়াছি।

(কুন্তী রোদন করেন)

হে যদুপতে, আপনি বিদ্যমানে এই সমস্ত অকুশল হইল, এই দুঃখে আমি অবসন্ন হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—দেবি, ইহাতে কদাচ বিষণ্ণা হইবেন না। দুরন্ত কৌরবগণ অতঃপর কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছে ও যুধিষ্ঠির অনতিবিলম্বে পূর্ব্ববৎ সম্রাট হইবেন। অতএব নয়নের বারি সম্বরণ করিয়া দণ্ডায়মান রণবিজয়ি পুত্রগণকে নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষ হউন।

কুন্তী—কৌরবপক্ষীয় কোন্ ২ বীর সংগ্রামে পড়িয়াছেন, তাহা আমি শুনিতে চাহি।

শ্রীকৃষ্ণ—দেবি, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি সেনাপতিরা অর্জ্জুনের বাণে সমরশায়ী হইয়াছেন, আর ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ভীমের সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন। দেখ, শোকাকুলা কৌরববধূরা মুক্ত কুন্তলে রণস্থলে মৃতপতিকে কোলে করিয়া

ক্রন্দন করিতেছে, ও কেহবা অধীরা হইয়া বারম্বার ধরায় পড়িতেছেন এবং নেত্রধারা বরিষার ধারার ন্যায় বহিতেছে এবং বহুপুত্রী গান্ধারী পুত্র শোকে উভরায় রোদন করিতেছেন। হে দেবি, দুর্য্যোধনের দুর্বুত্তিই এই বিপত্তির বীজ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণের ও আমারদের অশেষ ক্লেশের কারণ হইল।

কুন্তী—ইহা অপ্রকৃত নহে, তথাচ কুলবধূগণের এইরূপ শোক ও দুঃখ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইতেছি। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদির নিধনে আমি যেরূপ অবসাদিত হইতেছি তাহা কহিতে আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে। রে বৎসগণ, তোমরা গুরুঘাতী অতি অভাজন। তোমারদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি চরমে দুঃখিনী হইলাম।

[কর্ণের শোকে কুন্তী প্রকারান্তরে রোদন করেন।]

শ্রীকৃষ্ণ—দেবি, শোক সম্বরণ কর, বিধাতার লিপি খণ্ডাইতে কাহারও শক্তি নাই। আপনকার পুত্রগণ কদাপি অভাজন নহেন, বরং এবম্প্রকার মহানুভব বালকগণকে যে নারী গর্ভে ধারণ করিয়াছেন-বা-করিবেন, তিনি ধন্যা।

কুন্তী—হে পুরুষোত্তম পুরুষপ্রধান তোমার মায়া বুঝিতে দেবতারা অক্ষম। অতএব অজ্ঞানীপন্ন আমি আপনাকে কোটি ২ বন্দনা করিলাম। মায়া-মোহিত মূঢ় মানবেরা নানা সম্বন্ধ নিবন্ধে আপনাকে লৌকিক বাৎসল্যভাবে পরমার্থে শিথিল হইতেছে। ইহা অস্মদাদির নিবিড় ভ্রম। তথাচ তাহা দুরূহ। এই হেতু তোমার বিদ্যমানে আমরা বিগত বান্ধব হইয়া অতিশয় বিলাপপর হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—ভোজরাজতনয়ে, শোক দূর কর। বিধির যে নিয়ম তাহা অখণ্ড্য ও সেইমতে জীবলোকেরা অবসানকে পায়েন। কর্ম্ম অনুরূপ ফল বিধাতার বিধান ও তাহা অন্যান্যের দ্বারা কদাচ অন্যথা হইতে পারে না। জীবলোকেরা আপন ২ কর্ম্ম বিপাকে এই কর্ম্ম ভূমিতে বারম্বার যাতায়াত করিতেছে। কেহবা স্বীয় কর্ম্ম ফলে স্বল্পকাল জীবী, কেহ বা কর্ম্ম বিপাকে দীর্ঘজীবী হইতেছে। আর কৃত পুণ্যের পরিপাক ফলে পরম পুণ্যাত্মারা স্বল্পকালেই জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক শোক ও দুঃখ রহিত ও জন্ম জরা বিবর্জ্জিত স্থানে গমন করিতেছেন, এবং পাপাত্মারা কৃত পাপের ভোগজন্য কর্ম্মভূমে দীর্ঘজীবী হইতেছে, হে ভোজনন্দিনি, ইহা সত্য ২। সম্প্রতি দেখিতেছি, শোকার্ত্তা উত্তরা ও পাঞ্চালী আগমন করিতেছেন।

[দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

দ্রৌপদী—দেব, আমরা অভিবাদন করিতেছি, দৃষ্টি প্রসাদ করুন। পতি শোকার্ত্তা উত্তরা ইদানীং অতিশয় কাতরা হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ—হে বালে, বিলাপ সম্বরণ কর, ত্বদীয় মহানুভব স্বামী বাহুবলে রিপুকুল

নিম্মূল করিয়া পিতৃগণের অসীম উপকার করতঃ সুরাধিক শৌর্য্য দর্শাইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘ্য। আর পতির প্রতিরূপ পুত্র আচরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার দুঃখের অবসান করিবেক।

উত্তরা—শ্রীপতে, আপনকার প্রিয়ভাষে ও কৃতাশ্বাসে আমি কৃতার্থ হইলাম। অতএব আমি পুনর্ব্বার আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

দ্রৌপদী—ঠাকুরাণি, আমি বহুকাল অরণ্যবাসিনী ও পরগৃহে স্থায়িনী হইয়া যে কষ্টে কালহরণ করিয়াছি তাহা শ্রীকৃষ্ণ জানেন। পরে পুত্রগণের নিধনে ও বন্ধুবান্ধবাদির মরণে জীবনে মৃত হইয়াছি। সংগ্রামবিজয়ি পঞ্চ পুত্রসহ শিবির মধ্যে শয়নে ছিলাম। ঘোর নিশাতে ও অলক্ষিতে দ্রোণাত্মজ দ্রৌণি শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সুপ্ত পুত্র ও ভ্রাতৃগণে বিনাশ করিয়া আমার হৃদয়ে শোক শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আর দুঃশাসন কর্ত্তৃক হৃত সম্মান হইয়া আমি ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেশ কবরী বন্ধন করি নাই, পরে কথিত কৌরব বরাক বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া রণশায়ী হইলে তাহার শোণিতাক্ত তৈলে মুক্ত কুন্ডল ও কবরী বন্ধন করিয়া পূর্ব্বে দুঃখ দূর করিয়াছি। যাহারা পতিব্রতা সতীকে অসম্মান করে, তাহারা দুঃশাসনের ন্যায় বিদীর্ণ বক্ষঃ হউক, আর তাহারদের নারীরা এই কৌরববধূগণের ন্যায় প্রান্তরে রোদন করুক।

(কুন্তী, দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—হে যদুপতে, সংপ্রতি এই সংগ্রামক্ষেত্র অতি ভীষণ দর্শন হইতেছে। দেখ, সংহত সৈন্যাদির শোণিত নদী খরস্রোতে বহিতেছে, এবং ভূত প্রেত পিশাচাদি শোণিতপায়িরা ছিন্ন মস্ত শবশিশু লইয়া সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। আর মাংসলুপ্‌ শৃগাল কুক্কুর ও গৃধ্রসন্তান পক্ষীরা ভয়ানক ক্ষুৎ পিপাসার মীমাংসা করিতেছে। এবং সংখ্যাতীত কৌরববধূর ক্রন্দনে শ্রবণ বধির হইতেছে। কেহ বা অধৈর্য্য হইয়া ধরায়, কেহ বা ধীরার ন্যায় ধরা হইতে উঠিয়া মৃত পতির পদে ধরিয়া রোদন, আর হেমাঙ্গ হইতে হেম পরিবর্জ্জন করিতেছে, আর কেহ বা প্রলাপপূর্ব্বক কৌরব ও পান্ডবের যুদ্ধ অলীক মানিতেছে। আমি এই সমস্ত অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় ভীত ও অবসাদিত হইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, তুমি এই অশুভ দর্শনের ক্ষীণ উপলক্ষ মাত্র, অতএব এতজ্জন্য বিষণ্ণ হইবা না। যাঁহার আজ্ঞায় সৃজন ও পালন ও সংহার হইতেছে হে কৌন্তেয়, তিনিই ইহার কর্ত্তা। সংপ্রতি দেখ, শোকার্ত্তা গান্ধারী কুরুনারী-বৃন্দ সংমিলনে অমরশায়ি পুত্রগণে দর্শন করিতে আসিতেছেন।

যুধি—তবে এক্ষণে আমরা তাঁহার সমীপে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করি, এই পরামর্শ।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, এই কর্ত্তব্য, দেখ, কৌরববধূগণ সহিতে গান্ধারী নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অশ্রু পূর্ণ নয়নে দুর্য্যোধনের মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কৌরববধূগণের প্রবেশ]

গান্ধারী [বিলাপ করেন] —হা পুত্র, দুর্য্যোধন, তোমার এইরূপ দুরবস্থা কে করিল। তুমি সমস্ত ধরণীপতি হইয়া অদ্য ধরাতলে কি কারণ শয়ন করিয়াছ, আর আমি বারম্বার ডাকিতেছি তাহাতেই বা কেন মা বলিয়া উত্তর দিতেছ না। বুঝি, ভীমের কটু বাক্যে অপমান বোধ করিয়া অভিমানে ক্ষিতি শয়ন করিয়াছ। তোমার মৃগমদ চন্দনে চর্চ্চিত তনু ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে, আর মণি মুক্তা মরকত মণ্ডিত মুকুট, যাহার অপূর্ব্ব প্রভা গগণমণ্ডলে উঠিয়া প্রভাকরের কিরণনিকরে অপ্রতিভ করিতেছে, তাহাও চূর্ণায়মান হইয়া ক্ষিতিতলে পড়িয়াছে। তোমার দীপ্তিমান মকরকুণ্ডল ও মণিমুক্তাসহ কে হরণ করিল। হা পুত্র দুর্য্যোধন, বিশ্বকারু বিরচিত অপূর্ব্ব প্রাসাদে থাকিয়া, এবং কোমল পর্য্যংকে সংস্থিত কুসুম শয্যায় শয়ন করিয়া আর সুর বিদ্যাধরীগণ হইতেও অতিশয় সুরূপা রাজমহিষীবৃন্দকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়াও কদাচিৎ নিদ্রিত হইতা, ইদানীং শৃগাল কুক্কুর বেষ্টিত শবরাশি শিয়রে পড়িয়া ভূশয্যায় শয়নে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছ, ইহা দেখিয়া আমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে। দুর্য্যোধন, বারেক আলস্য ত্যাগ করিয়া নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক আমাকে একবার-মা-বলিয়া ডাক, আর মহাগদা হস্তে ধরিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর; দেখ, পাণ্ডবেরা তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছে। অতএব তাহারদিগকে সমরে পরাভব করিয়া সিংহাসনে বৈস ও রাজগণ তোমাকে চামর ব্যজন করুক। তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিলা যে পাণ্ডবগণকে সমরে পরাভব করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিবা, হে পুত্র, তাহা এক্ষণে কিজন্য বিস্মৃত হইতেছ। আরও কহিয়াছিলা যে সূচ্যগ্র পরিমাণেও পাণ্ডবগণে ভূমি দিবা না, তবে এক্ষণে আপনি ধরা শয়নে থাকিয়া সবসু বসুমতী পাণ্ডবকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ। তোমার ভীম দ্রোণ কর্ণাদি সেনাপতিরা ও ভাই দুঃশাসন ও মাতুল শকুনি কোথায়? তাহারদিগকেই বা কেন তোমার নিকটে দেখি না। আহা মরি দুর্য্যোধন, প্রবাল ও বালার্কের ন্যায় অতিশয় লোহিতবরণ যে তোমার বিম্বোষ্ঠ তাহা নীলবর্ণ হইয়াছে। আর ফুল্ল নীলাম্বুজের ন্যায় যে তোমার নীল নয়ন তাহারও নিমীলন হইয়াছে। আর কাঞ্চনের ন্যায় ঐকান্তিক কান্তিযুক্ত যে তোমার অতুল কলেবর ও যাহা সংপ্রতি মৃগমদ চন্দনে সুশোভিত ছিল, তাহা এক্ষণে শোণিতে বিলেপিত হইয়াছে। এবং সুমেরু শিখরের ন্যায় অতিশয় সুন্দর, অথচ রামরম্ভার ন্যায় অতিশয় সরল যে তোমার সুচারু উরু, তাহা নিদারুণ প্রহারে কোন্ নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বীর চূর্ণ

করিয়াছে। হা পুত্র দুর্য্যোধন, তোমার এইরূপ দুরবস্থা কে করিল। দেখ, অন্ধ মহারাজ, তোমার ধরাশয়ন শুনিয়া উভরায় রোদন করিতেছেন, এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের অদৃষ্টা ইন্দীবর নয়না কৌরবমহিষীরা তোমার অশেষ ক্লেশ দেখিয়া মহীতলে পড়িয়া আছেন ও বারম্বার তোমাকে ডাকিতেছেন; জাগিয়া বারেক উত্তর দেহ। আহা মরি, দুর্য্যোধন, আমি বুঝিতেছি যে তোমার এই নিদ্রার আর ভঙ্গ নাই। আমি রাজদুহিতা, ও রাজবনিতা, ও রাজমাতা হইয়া এক্ষণে পরাধীন হইলাম। হা পুত্র দুর্য্যোধন, আমার ভাগ্যে শেষে এই হইল। (গান্ধারী ভূতলে পড়েন।)

শ্রীকৃষ্ণ—হে নৃপনারি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সমস্ত চরাচরই মৃত্যুর বশ আর যেমতে যাহার নিয়তি বিধাতা ধার্য্য করিয়াছেন, সেইমতে তাহার সমাধা হইবেক। ইহা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন আপনকার অগোচর নহে। আর মনোযোগ কর। কৌণ্ডীল্য নামে তাপসের পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক অথচ নানা উত্তম লক্ষণযুক্ত পুত্র অকস্মাৎ কালপ্রাপ্ত হইলে মুনিবর অতিশয় বিলাপ করিলেন, ইহা দেখিয়া ভূতভবিষ্যৎ বিজ্ঞ সমস্ত তাপসেরা শোকার্ত্ত তপোধনকে বুঝাইলেন যে হে মুনে, তুমি কি জন্য এ প্রকার জ্ঞানহীন হইলা। দেখ, অধুনা ভূমিষ্ঠ বালককে মাতা ক্রোড়ে করণের পূর্ব্বে যেমত ধাত্রী ক্রোড়ে করিয়া থাকেন, তেমতি ধাত্রী ক্রোড়ে করিবার পূর্ব্বেই অনিত্যতা অগ্রে শিশুকে অঙ্কে করেন, তদনন্তর জননী প্রভৃতিরা ক্রমে ২ ক্রোড়ে লয়েন। আর সৈন্য সামন্ত ও বল বান্ধবাদি সহিতে ধরণীপতিরা কোথায় গিয়াছেন তাহাও চিন্তা কর, যাঁহারদের বিচ্ছেদ সাক্ষিণী ক্ষৌণী অদ্যাপি আছেন। ঈশ্বর সমস্ত চরাচরকেই মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন। আর যেমত সম্পত্তিই বিপত্তির স্থান, সেইমত শরীরের গ্রহণই নিধনের কারণ; এবং জীবন ও যৌবন ও ধন সম্পত্তি জ্ঞাতি কুটুম্বতা সকলি অনিত্য, অতএব তজ্জন্য জ্ঞানবান লোকেরা কদাচ মুগ্ধ হয়েন না। নদীসকলের স্রোত যে প্রকারে বহিয়া যায় ও পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে না দিবা ও রাত্রি সেই প্রকারে মনুষ্যগণের পরমায়ু লইয়া যাইতেছে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে না। এই সমস্ত শুনিয়া শোকার্ত্ত ঋষি প্রবোধ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন, ও পরমার্থ চর্চ্চারম্ভ করিলে তাপসেরা বিদায় হইলেন। হে নৃপজায়ে, সমস্ত চরাচরই দৈবাধীন, আর এই সমস্ত দৈবের ক্রিয়া ইহা নিশ্চয় জানিয়া জ্ঞানীবৎ মহাজনেরা শোককে পরিহার করিয়াছেন। সদসৎকর্ম্মের ফলে জীব লোকেরা সুখ দুঃখের ভাজন হইতেছে, আর এইরূপ ভোগ না করিলেও প্রাণিদিগের কৃতকর্ম্ম কোটিকল্পেও ক্ষয়কে পায় না। জ্ঞানান্ধ লোকেরা প্রাপ্তার্থের গৌরবে দুর্বৃত্ত হইয়া জীবহিংসা ও ধর্ম্মদ্বেষাদি রূপ নানা পাতক ও উপপাতক সঞ্চয়পূর্ব্বক ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পরিণামে নানা কষ্টের ভাজন হইতেছে। এবং নিষ্ঠ লোকেয়া কর্ম্মবশতঃ

অভীষ্ট সাধন করিয়া চরমে সুরলোকে গমন করতঃ অতুল সুখভোগ করিতেছেন। হে নরেন্দ্রনারি, এই সমস্ত বিধাতার মায়া। অতএব ইহাতে পরিবেদনা করিবে না। আর কৌরববিগ্রহে এতদ্রূপ অকুশল হইবে, তাহাও অনাগত বিজ্ঞ আপনকার অগোচর ছিলনা। কেননা যৎকালে দুর্য্যোধন আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে হে মাতঃ অতঃপর কুরুক্ষেত্রে গমনশীল আমরা আপনকার অনুমতি প্রসাদ চাহি অতএব প্রসন্না হইয়া আমারদিগের এই বরদাত্রী হউন যে আমারদের চিররিপু পাণ্ডবগণকে সংগ্রামে নির্ঘাতন করিয়া নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারি, তাহাতে আপনি ক্ষণেক মৌনী থাকিয়া উত্তর করিলেন যে রে বৎসগণ, পাণ্ডবেরা দেবগণের অজেয় বিশেষতঃ পাণ্ডুপুত্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের ক্ষয় হইবে ইহাতে বহু সংশয় আছে, তথাচ শুভমস্তু। রে অপরিণাম দুষ্টা পুত্রগণ, তোমারদের সাধ্য বিষয় সিদ্ধ হউক, তাহাতে পুনস্তোত্রপূর্ব্বক হিতাহিত বিবেচনা রহিত কৌরবপ্রধান অপ্রসন্নবদনে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে, যে কৌরবের ভাবি অকুশল আপনকার পূর্ব্বেই অনুভূত ছিল। অতএব হে কুরুনারি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

গান্ধারী—দেব, আমি কিরূপে ধৈর্য্য হইব। আমার রাজ রাজেশ্বর পুত্রগণ ধূলায় ধূসর হইতেছে। আর বিদীর্ণবক্ষঃ হইয়া দুঃশাসন সুদূরে পড়িয়া আছে। পুত্রগণের এইরূপ দুরবস্থা নয়নে দেখিয়া কোন্ মাতা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ পাণ্ডবের নৈষ্ঠুর্য্য অনির্ব্বচনীয়। দেখুন, একাকি ভীম আমার শতপুত্রের সংহার করিল। অতএব লৌহগদা হইতেও যে তাহার অন্তর কঠিন তাহা আমার অন্তরে বোধ হইতেছে। শ্রীপতে, দেখ, পতি শোকার্ত্তা বধূরা উভরায় রোদন করিতেছে ও তাহারদের নেত্রবারি স্রোতস্বতী হইয়াছে। অমরগণের অদৃষ্টা এই অমরমোহিনী নারীরা যাহারদের সুতনু দেখিতে গমনশীল ভানুও রথ রাখিতেন, তাহারা ইদানীং ইতরের বনিতার ন্যায় রণভূমে মৃতপতি অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিরূপে নয়নে হেরিয়া নয়নের বারি সম্বরণ করিব। ঐ দেখ, সারি ২ নারীরা করবীর মুক্তাহার পরিত্যাগ করিয়া আলুলায়িত কেশে ক্ষিপ্ত বেশে ভ্রমণ করিতেছে ও বসন্ত কোকিলের ন্যায় অতিশয় সুবলী রাজবালারা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। আর শরদ্বিধু হইতেও অতিশয় সুবদনা বধূরা পতিশোক পরিতাপে তাপিতা হইয়া তপনের তাপও অনায়াসে সহ্য করিতেছে। আর দুর্য্যোধনের দুরবস্থা বারেক অবলোকন কর। যে মস্তকে শত ২ রাজগণ শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া গৌরব বোধ করিতেন, কৌরবপ্রধানের সেই মস্তক এক্ষণে রবির কিরণে শুষ্ক হইতেছে। এবং অমর মনোমোহিনী অপ্সরীরা যাহাকে অনুক্ষণ চামর ব্যজন করিত, সেই দুর্য্যোধনের কোমল কলেবর

এক্ষণে ধূলায় ধূসর ও শৃগাল ও কুক্কুরের আহার্য্য হইতেছে। আরও দেখ, কাঞ্চনের ন্যায় কান্তিযুক্ত আমার দ্বিতীয় পুত্র দ্বিদীর্ণ বক্ষঃ হইয়া শিবাবৃন্দের মধ্যে শয়ন করিয়াছে, ইহা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কোন্ মাতা নেত্রবারি সম্বরণ করিবেক। কেননা পুত্রশোক অপেক্ষা নিদারুণ শোকান্তর অতি বিরল, বরং যে জননী গর্ভ ধারণ করিয়া এই মহাশোক ভোগ করিয়াছেন তিনিই ইহা প্রকৃষ্টরূপে বোধ করিতে পারিবেন নচেৎ পুত্রশোকার্ত্তা মাতার প্রাণ যেরূপ পরিতপ্ত হয় তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণিতে কাহার সাধ্য হইতে পারে। আর যদিও পুত্রবরেরা "যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ" আমার এই বাক্যের আভাস না বুঝিয়া ক্ষত্রিয়পণ রক্ষার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বীর্য্যবানের ন্যায় সম্মুখ সংগ্রামে পড়িয়াছেন, ইহাতে বিষাদ মাত্র নাই, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনী বধূবৃন্দ রণস্থলে আসিয়া মৃতপতি কোলে করিয়া যে ক্রন্দন করিতেছে, এই দুঃখ কৌরবমাতার অসহ্য। আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, অতএব অতি দুর্ভাগ্য আমার পরিবেদনার অবশ্যই অভিজ্ঞান হইয়া থাকিবেক। আর বার্দ্ধক্যে অন্ধরাজের কি গতি হইবে, তাহা মনে করিয়া আমি ক্ষুব্ধ হইতেছি। কেননা শত পুত্র সত্ত্বেও মহারাজ এক্ষণে পুত্রহীন, ও বসুন্ধরা সত্ত্বেও বসুহীন ও অসু সত্ত্বেও প্রাণহীন হইলেন। আর সেই দুরাচার দুঃশীল শকুনি কর্ত্তৃক আমরা এই দুঃখসাগরে পতিত হইলাম। কেননা সেই শকুনির উপদিষ্ট সুতেরা কাহারও হিতবাক্য না শুনিয়া চরমে আমারদিগকে এই শোকসাগরে মগ্ন করিল।

(গান্ধারী বিলাপ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ—হে নৃপনারি, অতিশয় শোকহেতু মনের বৈক্লব্য জন্য আপনি এতদ্রূপ ভাবি অকুশল কল্পনা করিতেছেন। শৈশবে পাণ্ডবেরা পিতৃহীন হইয়া আপনকার পালনে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব, পুত্রবৎ পালিত পাণ্ডবেরা অবশ্যই আপনাকে মাতার ন্যায় পালন করিবে। আর এক্ষণে যে তাহারা পৃথ্বীপতি হইল, তাহাতেই বা মহারাজের দুঃখ কি। যদি পাণ্ডবরা আপনকার স্নেহার্হ হয়, তবে রাজ্য-সম্পদ সকলি আপনার এবং পুত্রহীন হইয়াও এক্ষণে আপনারা অপুত্রক নহেন, হে নৃপজায়ে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। আর যদি ঐশ্বরিক কার্য্য না মানিয়া যুধিষ্ঠিরাদি আপনকার বর্ত্তমান বিষাদের বীজ, ইহাই ন্যায্য বোধ করেন তথাপিও তাঁহারা ত্যজ্য নাহন যেহেতুক এই পঞ্চপাণ্ডব তোমার পুত্রবৎ পালিত, অতএব আততায়ী হইলেও বর্জ্জনীয় নহে, কেননা উত্তম গৃহদাহ করিলেও অগ্নিতে কাহার অনাদর জন্মে। দেখুন, তোমার অতিশয় বিলাপ শুনিয়া পাণ্ডবেরা সজল নয়নে অধোবদনে আছেন। অতএব হে কুরুনারি বিলাপ সম্বরণ করুন।

গান্ধারী—যদ্যপিতে, যদিও বিলাপ সম্বরণ করি, কিন্তু আমার অন্তরের শেল

কিরূপে উদ্ধার হইবেক। ফলতঃ আমি আর কএক কথা নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইব। দেখ, কুরুক্ষেত্রে আগতা কৌরব বণিতাবৃন্দের ক্রন্দনের কোলাহলে আমার শ্রবণ বধির হইয়াছে। আর পূর্ব্বে রণভূমে যে শোণিত নদী বহিতেছিল, তাহা এক্ষণে শোকার্ত্তা কুরুনারীদিগের অশ্রুতে ধৌত হইয়া রণভূমি নয়ন বারিতে মগ্না হইল। হা নাথ, বলিয়া পতিহীনারা আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই সকল ক্লেশের আপনিই মূল, ইহা স্থূলদর্শিরাও বিবেচনা করিবেন, বিদুর ও দ্রোণ ও গাঙ্গেয় প্রভৃতি মহাশয়েরা দুর্য্যোধনকে নানা হিতোপদেশ দান করিলেও অহঙ্কারি কৌরব তাহা না মানিয়া সংগ্রাম পণ করিয়া সংসার সংহার করিল এইরূপ কর্ম্মসূত্র দর্শাইয়া, হে যদুপতে, আপনি যুদ্ধে স্বদোষ সংগোপন ও স্বাভিলাষ সাধন করিলেন। যে হেতুক, ভূত ভাবি বিজ্ঞ ব্যাসদেব আমাকে কহিয়াছিলেন যে নররূপি যদুশ্রেষ্ঠ অখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপ, ও যাবজ্জীবের দেহাধিষ্ঠাতা হইয়া স্বেচ্ছাচারে জীবগণে কর্ম্মানুবর্ত্তি করিতেছেন। হে লক্ষ্মীশ, ইহা সত্য ২। তোমার অনির্ব্বচনীয় মায়াতে মূঢ় লোকেরা কৃতকর্ম্মের নিয়োগ ও সংযোগ পরস্পর আপনাতে প্রয়োগ করিতেছে। ফলতঃ সুমতি ও কুমতি দাতা আপনকার বলবতী ইচ্ছা ভিন্ন এক পরমাণুরও সৃজন ও লয় হয় না। হে বিশ্বরূপি পুরুষপ্রধান তুমি সর্ব্বাধারে থাকিয়া স্বল্পজ্ঞ মানবগণকে মোহপাশে বন্ধ করিতেছ, অতএব এই অশুভ ব্যাপারের যে তুমিই মূল ইহাই সূক্ষ্ম ও স্থূলে বোধ হইতেছে। আর যুগে ২ এইরূপ অনিষ্টাচার করাতে আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধি আছে। যেমত ত্রেতাতে বিষম ভ্রাতৃ ভেদ করাইয়া দশগ্রীবকে সবংশে ধ্বংস করিলা, সেই মত কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ভ্রাতৃভেদ করাইয়া সোমবংশে সম্ভূত প্রবীণ কুল সমূলে নির্ম্মূল করিলা। আর ইহাতে যে কি ইষ্ট সিদ্ধি হইল তাহা আপনিই জানেন, কেননা কোন্ কারণে আপনি কি কার্য্যের উপষ্টম্ভ করিয়া থাকেন, তাহার প্রয়োজন যোগিদেরও দুজ্ঞের্য়। হে শ্রীপতে, লৌকিক সম্বন্ধে কৌরব ও পাণ্ডব এতদুভয় কুলই আপনকার সমভাবের যোগ্য, কিন্তু এই মহানুষ্ঠানে আপনি তদ্ভাবের ব্যতিক্রমে একপক্ষের প্রতি পক্ষপাত করিয়া পক্ষান্তরের পক্ষপাত ও চরমে তাহারদের নিপাত করিলেন, ইহা কোন্ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্গত, তাহা আমাকে কহুন। দেখুন, ভারত সংগ্রামের প্রাক্-কালে যৎকালে রাজা দুর্য্যোধন আপনাকে সমরে বরণ করণার্থ দ্বারকা-ভবনে গমনের সংবাদ দূতমুখে প্রেরণ করিল, তৎকালে আপনি আশ্চর্য্য কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তায় পর্য্যঙ্কশায়ী হইয়া আপনকার শিরোভাগে রাজার উপবেশন জন্য আসনান্তর স্থাপন করিয়াও আপনি কপট সুপ্তিতে থাকিয়া কুরুবরকে অগ্রে অভ্যর্থনা করিলেন না। তথাচ কুরুশ্রেষ্ঠ সংস্থাপিত সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক চেতনরূপি আপনকার চৈতন্য প্রতীক্ষায় বহু

অপেক্ষা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে পার্থ আসিয়া আপনকার পর্য্যঙ্কেক পার্শ্বে বসিয়া পদসেবা করিলেন, ও তাহাতে আপনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া অগ্রে পার্থকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, সখে, তোমার আগমনের প্রয়োজন কহ। তাহাতে পার্থ উত্তর করিলেন যে সর্ব্বান্তর্যামি আপনকার অগোচর কি আছে, তথাচ বক্তব্য। কুরুরাজ আমারদের রাজ্যাংশ বরঞ্চ পঞ্চগ্রাম প্রদান করিতেও অস্বীকার ভারত সংগ্রাম অনিবার্য্য, এতএব হে দেব, অনুকম্পা পূর্ব্বক অপেক্ষিত সময়ে আমার সারথ্য স্বীকার করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। ও আপনিও তথাস্তু বাদে পার্থকে কৃতার্থ করিলেন। পরে এইরূপে স্বীয় প্রয়োজন সাধন করতঃ কুরুরাজকে অবলোকন করিয়া কাল্পনিক সমাদরে কুরুবরের কুশল ও আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসিলে দুর্য্যোধন আপনাকে কৌরব সমরে স্বীয় সারথ্যে বরণ করিল, তাহাতে পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে বাগ্দান করাদিহেতু প্রসঙ্গে আপনি রাজাকে এইরূপে বঞ্চনা করিলেন যে দশ সহস্র নারায়ণী সেনা যাহার এক ২ জন আপনার তুল্য পরাক্রম বিশিষ্ট, ও সমরে অজেয় তাহারদিগকে রাজাকে সমর্পণ করিবেন, কিম্বা কৌরবের সারথ্য করিবেন, এতদুভয়ের মধ্যে রাজা যাহা শুভদায়ক বোধ করেন তাহাই আপনকার স্বীকার্য্য। কিন্তু জগদ্ব্যাপিকা আপনকার মায়া রাজবুদ্ধিকে আচ্ছন্না করিলে মূঢ় কৌরব নারায়ণী সেনার গৌরব বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করিল। পরে সভয়ে ফাল্গুনী পাণ্ডবের উপায় জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসিলে আপনি কহিলেন যে হে সখে, এই সেনারা সমস্তই তোমার বধ্য, ও অচিরে বিনাশকে পাইবে, তাহাতে পার্থ কৃতার্থ হইয়া পুনস্তোত্রপূর্ব্বক আপনাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্নবদনে প্রস্থান করিল ও মায়ামুগ্ধ দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া সসৈন্য হস্তিনানগরীতে আইলেন। ইহা আপনকার প্রবঞ্চনা কি না তাহা আমাকে কহুন। এবঞ্চ যৎকালে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চগ্রাম যাচঞা করিতে আপনি রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে কৌরবকর্ত্তৃক অকৃতার্থ হইয়া বিদুর ও কুন্তীর সহিত সংমিলন করতঃ বিরাট নগরে পুনর্গমন করিলেন। এবং আমাকে ইহার হিতাহিত জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বভাবতঃ সৎ ও সুধীর যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধার্থ পরামর্শ দান করিলেন ও তাহাতে এই অশুভ ফল হইল যে দুই 'কুল' পরস্পর প্রতিকূল হইয়া বিষম বৈরিত্বভাবে সংগ্রাম করিয়া সমূলে নির্ম্মূল হইল। আর অর্জ্জুনকে সংহার করিতে কর্ণের একাঘ্নি নামে যে মহতী শক্তি ছিল তাহাও সুকৌশলে হরণ করিয়া খাণ্ডবদাহি পাণ্ডবকে রক্ষা করিলা। যে হেতুক নিশাকালে নিশাচর ঘটোৎকচ তোমাকর্ত্তৃক নিশারণে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরব বাহিনী মধ্যে মহামারী করিল, তাহাতে কুরুবরেরা অপায় ভাবিয়া ইন্দ্রদত্ত ঐ মহাস্ত্রের সন্ধান করতঃ

রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, ফলতঃ তাহাতে আপনকার এই অভিজ্ঞান ছিল যে ইন্দ্রদত্ত ঐ অমোঘ অস্ত্র নিবারণ করিতে ফালগুনী কদাচ শক্ত নহিবেন, অতএব সুকৌশলে ঐ মহাস্ত্রের ক্ষয় করিয়া পাণ্ডবের জয় সাধন করিলেন। হে চক্রপাণে, ইহা আপনকার চক্র কিনা তাহা বিবেচনা করুন। আর কর্ম্মসূত্রে ঘটনা বলিয়া যে আমাকে প্রবোধ দান করিলেন, তাহাও আপনকার কর্ম্ম ভিন্ন নহে। হে ভগবন্, জ্ঞান নাই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবস আপনি যে ২ কর্ম্ম করিলেন, তাহা সকলি পাণ্ডবহিতার্থ, এবং কৌরবের ক্ষয় নিমিত্ত, ইহাই আমার বোধ হইতেছে। পরন্তু দ্রোণাচার্য্য সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া চক্রব্যূহ করিয়া সংগ্রাম করিলে পাণ্ডববাহিনী অতিশয় ছিন্নভিন্না হইল। আর নারায়ণী সেনাসহ সমরে নিযুক্ত অর্জ্জুন ইহার তথ্য জানিলেন না। তাহাতে যুধিষ্ঠির অপায় ভাবিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহ ভেদ করিতে আজ্ঞা করিলে নির্গমানভিজ্ঞ বীর বালক ব্যূহ ভেদ করিয়া মীনের ন্যায় সৈন্যজালে বদ্ধ হইল, এবং অনুগামি পাণ্ডবসেনাপতিরা ব্যূহ প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেও দ্বার রক্ষাকারি জয়দ্রথ কর্ত্তৃক সকলে নিবারিত হইলেন। অনন্তর সহায়হীন বালক বীর্য্যবানের ন্যায় অতিশয় সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইলে পিতা পার্থ বহু বিলাপ করিয়া পরাহে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহাতে উভয় সৈন্যমধ্যে মহৎ সংগ্রাম হইলে দিবাকর প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া, এবং জয়দ্রথের গোচর না পাইয়া পার্থ অনায়ত্ত বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড করিলেন। এই কালে চক্রপাণি আপনি অস্তাচল গমনশীল সূর্য্যকে চক্রদ্বারা আচ্ছন্ন করিলে সন্ধ্যা হইল, এই বিবেচনায় জয়দ্রথ পার্থের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ইত্যবসরে আপনি মহাচক্রের ব্যবধান বিচ্ছেদ করিবায় ভ্রান্ত সন্ধ্যা দূর হইয়া অকস্মাৎ মুক্ত মিহিরকরে দিবা দেদীপ্যমান হইলে শস্ত্রপাণি ধনঞ্জয় লঘুহস্তে জয়দ্রথের শিরচ্ছেদন করিয়া অনায়াসে পূর্ণ প্রতিজ্ঞ হইল, ও আশ্চর্য্যান্বিত কৌরবেরা আপনকার এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্যে অতিশয় খেদাপন্ন হইলেন। যদ্ধেতুক তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের দুই মতে হানি হইল। প্রথমতঃ ধনঞ্জয়ের নিধন যাহার নিশ্চয়তা ছিল তাহার নিবারণ, দ্বিতীয়ত অনপেক্ষিতরূপে জয়দ্রথের পত্তন হইল। কেননা চক্রদ্বারা আপনি চক্র না করিলে সূর্য্যাস্তের পর জয়দ্রথের মরণ সম্ভাবনা ছিল না ও নিয়মিতকালে জয়দ্রথকে সংহার না করিলে পাণ্ডবার্জ্জুন অবশ্যই বহ্নিকুণ্ডে স্বদেহ সন্তর্পণ করিতেন। আর অযুক্ত কৌশল করিয়া যেরূপে প্রবীণ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য ও গাঙ্গেয়কে সংহার করিলেন, এবং যেরূপ নির্দ্দয়াচরণপূর্ব্বক কর্ণকে বধ করিলেন, তাহা আপনকার সদ্গুণ ও বীর্য্যের অযশস্কর ভিন্ন নহে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ সরল, আপনি

তাহারদিগকে অসন্মন্ত্রণা দিয়া অতি যত্নে বিষম ভ্রাতৃভেদ করাইয়া কুরুবংশের ধ্বংস করিলেন। হে যদুপতে, যদি কদাচিৎ আপনি দুই কুল তুল্য ভাবিতেন, তবে কৌরবপ্রধান পঞ্চগ্রাম প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবের সহিত প্রীতি করিতে অস্বীকার করিলে আপনি কি কারণ স্বরাজ্যে গমন না করিলেন। ইহাতে এই বোধ হয় যে যেরূপে ভ্রাতৃভেদ হয় তাহাতেই আপনি যত্নবান ছিলেন, এবং তদর্থে বিরাটপুরে গিয়া এই মহৎ অকল্যাণের বীজ বপন করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে সংহার করাইয়া তাহারদের বণিতাগণকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রোদন করাইলেন। ইহা কিরূপ সখ্যতা ও সমভাব তাহা আপনিই জানেন। যাহা হউক, শতপুত্রের শোকানলে আমার দেহের দাহন হইতেছে, এবং কৌরববণিতাগণের বিলাপে আমার আরও সন্তাপের বৃদ্ধি হইতেছে। যেকাল পর্য্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকিবেক, সেকাল পর্য্যন্ত আমার এই তাপানল প্রজ্বলিত থাকিবে। অতএব আমি যাহা কহি তাহা অবধান করুন। যদ্যপি আমি সতী হই [সক্রোধে] ও প্রকৃতার্থে পতিকে শুদ্ধমতিতে সেবা করিয়া থাকি ; তবে আপনকার বংশ এইরূপে ধ্বংস হউক, আর যদুকুল বধূরা কুরুনারীদিগের ন্যায় পতি পুত্র শোকে এইরূপে বিলাপ করুক।

শ্রীকৃষ্ণ—হে পতিব্রতে, তোমার বাক্য ব্যর্থ করিতে কাহার শক্তি হইবেক। আর ষট্‌ পঞ্চাশৎ কোটি যদুবংশ তোমার অভিশাপে ধ্বংস হইবেক, ইহাতে বিচিত্র কি আছে। সংপ্রতি আপনি শোক সম্বরণ করিয়া শোকার্ত্তা বধূগণে সান্ত্বনা করুন। আপনার কার্য্যদোষে দুর্য্যোধন সবংশে বিনাশ হইল, হে দেবি, এতদর্থে কুরুরাজের উপদেষ্টা সেই শকুনি ও দুঃশাসন ভিন্ন কেহই দোষার্হ নহে, ইহা ভূয়ো ভূয়ঃ আলোচনা করিয়া দেখুন।

গান্ধারী—আমারদের ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে। অতএব মতকৃত অনুযোগের অপরাধ প্রশমন করুন।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম অঙ্গ।

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রের অপর প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৌম্য ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—হে মাতঃ উত্তরা ও যাজ্ঞসেনীকে সঙ্গে করিয়া এই ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে ও শবরাশি মধ্যে পুনর্ব্বার কেন আগমন করিলেন। আর আপনকার নেত্রবারি বরিষার ধারার ন্যায় বহিতেছে। এইরূপে রোদনের নূতন উপলক্ষ কি আছে।

কুন্তী—রে বৎসগণ, উত্তরা কন্যা ইদানীং মৃত পতি দর্শনে অতিশয় বিলাপপরা হইয়াছে, আর পিতৃ ভ্রাতৃ ও পুত্রগণ শোকে পাঞ্চালী অনুক্ষণ রোদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার শোক সম্বরণ করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে। দেখ, বিরাট দুহিতা মৃত পতির চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছে আর যাজ্ঞসেনী বিগত বালকগণে কোলে করিয়া কান্দিতেছে আমি ইহারদিগকে সান্ত্বনা করিবার উদ্যম করিয়া আপনি শোক সাগরে মগ্ন হইতেছি।

(কুন্তী প্রকাবান্তরে কর্ণ শোক গোপন করেন)

উত্তরা [মৃতপতি প্রতি]—হা নাথ, অপূর্ব্ব প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কি কারণ ভূতলে শয়ন করিয়াছ, অথবা আমি কোন অপরাধ করিয়াছি বা অললিত কহিয়াছি, তজ্জনাই-বা-অভিমানে নয়ন নিমীলন করিয়া বাক্যালাপ করিতেছ না। হে পতে, সেবিকার অপরাধ প্রশমন কর। আহা, শরদিন্দুর ন্যায় তোমার সুশীতল সিতাংগে কোন্ নিষ্ঠুর বীর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। বুঝি, অস্ত্র হইতেও তাহার হৃদয় অতিশয় কঠিনতর হইবেক, নচেৎ নয়নে দেখিয়া দয়ালেশ যুক্ত কোন্ জন ঐ অংগে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে। হে নাথ, একবার অপাংগে দৃষ্টি করিয়া আমার সন্তাপ হরণ কর।

যুধিষ্ঠির—উত্তরে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, তোমার এইরূপ বিষাদবাণী শুনিয়া আমাদের অবসাদ বৃদ্ধি হইতেছে। দেখ, অর্জ্জুন তোমার সকরুণ ক্রন্দন শ্রবণে সজলনয়নে ক্ষোণীতে বসিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য তুমি কেন বিস্মৃত হইতেছ যে ত্বদীয় মহানুভব গর্ভস্থাপত্য অচিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার বর্ত্তমান ক্লেশের অবশেষ করিবেক। পাঞ্চালি ধৈর্য্য হও।

দ্রৌপদী—পতে, আমি পঞ্চপুত্র ও পিতৃ ভ্রাতৃ শোকে অতিশয় কাতরা আর পাশা-কালে আমি ক্রূর কৌরবকর্ত্তৃক যেরূপ নিগৃহীত হইয়াছি তাহা মনে করিয়া অদ্যাপি চক্ষের বারি চক্ষে সম্বরণ করি। আর অরণ্যে বাস করিয়াও আমি ঐ দুরাত্মাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, ইহা জগতের অগোচর নহে।

শ্রীকৃষ্ণ—পাঞ্চালতনয়ে ধৈর্য্য হও। সমস্ত সুখ দুঃখই লালাটিক। আর বিধি নিযোজিত কার্য্য ক্লেশকর হইলেও তাহা বিলপনীয় নহে। যেহেতুক তাহাতে কোন ফল নাই, শাস্ত্রবিৎ ও নীত্যভিজ্ঞ তোমার ইহা অগোচর নহে।

দ্রৌপদী—দেব, আমরা প্রণাম করিতেছি।

(দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, দেখ অন্ধরাজ ও গান্ধারী পুনরাগমন করিতেছেন। অতিশয় শোকবশতঃ কুরুনারীর উত্তমা বুদ্ধির বিচলতা হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক অনুযুক্ত হইলেও মৌনীবলম্বন কর্ত্তব্য। যেহেতুক তৎকর্ত্তৃক আমিও অভিশপ্ত হইয়াছি। পতিব্রতার বাক্য অব্যর্থ।

অর্জ্জুন—হে দেব, বরং সুররাজের বজ্র হইতেও সেই মত সাধ্বস নাই যেমত সতীর

সরোষ বাণীতে আমার শংকা হয়।

ভীম—দেব, এই তিন লোক মধ্যে আমায় কিছুতেই শংকা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ—মারুতি, তুমি ধন্য, আর বীর্য্যবানের ন্যায় এই মহৎ সংগ্রাম সম্পন্ন করাতে যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতে ও পার্থে ও অভিমন্যুতে অর্হে। সম্প্রতি দেখ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবী আগমন করিতেছেন।

[সঞ্জয় ও বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—যুধিষ্ঠির, আমি এক্ষণে যাহা কহি, তাহাতে মনোযোগ কর। কৌরব ও পাণ্ডবের আহ্বানে বহুতর রাজপুত্র ও রাজ্যধরেরা কুরুক্ষেত্রে সংমিলন করিয়া সমরশায়ী হইয়াছেন, আর সংহত ভূপতি ও সেনাপতিরা প্রায় অস্মদাদির উভয় কুলের কুটুম্ব, অতএব যথা বিধানে মৃতগণের অগ্নিসংস্কার কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির—মহারাজ। ইহা অতি কর্ত্তব্য, নতুবা পরার্থে প্রাণদান করিয়া রাজগণ যে অতিবড় উপকার করিলেন, তাহা হইতে আমরা কিরূপে নিস্তার পাইব। ভ্রাতৃগণ, সত্বরে মৃতগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন কর।

ভীমাদি—যে আজ্ঞা। যুযুৎকে সহকারি করিয়া আমরা এক্ষণেই সংহত রাজগণে ও সেনাগণে দাহ করিব।

যুধিষ্ঠির [চিন্তিত]—আমরা পৃথিবীস্থ রাজগণে স্বকার্য্য হেতু আহ্বান করিয়া তাহারদিগকে কুরুক্ষেত্রে দাহ করিলাম, এই দুঃখানলে বিগত ভূপতিগণের বনিতারা চিরকাল দাহ হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, দুশ্চিন্তা পরিহার কর। এতদ্রূপ সংগ্রাম যুগে ২ কত শত হইয়াছে তাহার সংখ্যা দুষ্কর। আর বীর ভোগ্যা বসুন্ধরাতে কেবল বীর্য্যবানেরাই আপনারদের স্বত্ব সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তদর্থে সসৈন্য রাজগণের পতনে বীর্য্যবানের বিলাপ কি ?

(যুধিষ্ঠির মৃতগণের অগ্নিকার্য্য করেন)

সম্প্রতি দেখ, উম্মাদিনীর ন্যায় মুক্ত কুন্তলে কতিপয় কুরুনারী আসিতেছেন।

[সাশ্রুমুখী কতিপয় কুরুনারীর প্রবেশ]

কুরুনারীগণ—হে ভূপতে, আমরা কতিপয় কৌরব কুলবধূ আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা যিনি অনুক্ষণ আপনাদিগকে রক্ষা করিতেছেন তাঁহাকেও অবনতি করিতেছি। বিগত স্বামিরা ক্ষত্রপণে বীর্য্যবানের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছেন ও যাহারদের সুকোমল কলেবর অভাগ্যবতী আমারদের বিদ্যমানে বৈশ্বানর ছারক্ষার করিতেছে। স্বামিহীনা হইয়া যে নারীরা এতক্ষণ জীবন ধারণ করেন, তাঁহারদের জীবন বনজ তৃণের ন্যায় অকারণ, বরং কর্ম্মকারের ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস সত্ত্বেও জীবিত নহে। হে ভূপতে, স্বামী সর্ব্বদেব স্বরূপ, যেহেতুক যে নারীর

প্রতি ভর্ত্তা তুষ্ট হয়েন সেই ভাগ্যবতীর প্রতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতারা তুষ্ট, ইহার উদাহরণ সেই সতী ও সাবিত্রী ও লোপামুদ্রা, যাঁহারদের পুণ্যনাম স্মরণে প্রাণিরা দিন ২ পবিত্র হইতেছেন। অতএব হে রাজন্, পতিশোকানল হইতে আমরা চিতানল শ্রেয়স্কর মানিয়া জ্বলচ্চিতায় মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিব, এই অভিলাষে বিদায় হইতে আইলাম, অতএব কৃপা করিয়া এই বরদাতা হউন যে জন্মান্তরে যেন পতি শোক না পাই।

শ্রীকৃষ্ণ—হে পতিব্রতে তোমরা উত্তম পতিকে পাইয়া অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গিনী হও, আর অন্যান্য নারীরা ঐশ্বর্য্যকে পাউক।

(কৌবব বধূগণ জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করেন)

যুধিষ্ঠির—বধূগণের সকরুণ ক্রন্দনে আমি অতিশয় বিষণ্ন হইলাম। রাজ্যলোভে আমি যে ২ উৎকট পাপ করিলাম তাহা অপ্রমেয়। বুঝিতেছি যে এই সমস্ত দুষ্কৃতি হইতে আমার অব্যাহতি নাই। (বিলাপ করেন)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, বিষাদ পরিহার কর। পতিপরায়ণা নারীরা পতির অনুমৃতা হইলে তাহারদের পরিণামে কল্যাণ আছে, ইহাতে তোমার পরিবেদনা কি। হে কৌন্তেয়, এই সমস্ত কার্য্যের তুমি ক্ষীণ উপলক্ষমাত্র, ইহা তুমি দিব্য-জ্ঞানে দৃষ্টি কর। আর সত্ত্ব রজ স্তমোগুণের আধার অথচ হরিহর বিরিঞ্চি ইতি নামত্রয় ভেদে সৃজন ও পালন ও সংহারের কর্ত্তা সেই অনাদি অনন্ত পরমেশকে এই কার্য্যের কারণ জ্ঞান কর। আর আমি যে কথা কহি, তাহাতে মনোযোগী হও। ভারতে সংগ্রামের প্রাক্‌কালে আমার সারথ্যে ফাল্গুণী অগ্নিদত্ত রথারূঢ় হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিয়া নির্ণিমেষাম্বরূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে আমাকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পার্থ কহিলেন যে হে যদুশ্রেষ্ঠ, গাঙ্গেয় পিতামহ ও দ্বিজাতি দ্রোণাচার্য্য গুরুবিধায় ইহাঁরা পাণ্ডবের হন্তব্য নহেন, ও সমরে সমাহূত অন্যান্য রথী ও সেনাপতিরা প্রায় সকলেই জ্ঞাতিগোত্র ও বন্ধু ও বান্ধব; আমি ইহারদের কিরূপে আঘাত করিব। আর এই সমস্ত অমাত্য-গণে বধ করিয়া আমরা কোন্ কার্য্যহেতু রাজ্যলাভ করিব। ইহা অপেক্ষা বরং আমরা পুনর্ব্বার অরণ্যে গমন করিয়া তাপসগণ সংমিলনে যোগ আচরণে কাল হরণ করিব, ইহা কহিয়া ফালগুণী অতিশয় বিষণ্ন হইয়া বসিলেন, তাহাতে আমি অর্জ্জুনকে কহিলাম যে হে কৌন্তেয় তুমি ধনুর্ব্বাণধারী রথের অবলম্বনমাত্র। পার্থ পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন যে ইহাতে প্রত্যয় কি। আমি কহিলাম যে সৈন্যগণে পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ কর। তাহাতে পার্থ পুনরবলোকন করিয়া দেখিলেন যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও সারথি ও রথী ও পদাতিরা প্রায় সমস্তই ছিন্নমস্ত, কেহ বা ছিন্নবাহু, কেহ বা ভ্রষ্ট পাদ, কেহ বা বিগত নাশিক, ও গজবাজি রাজি মধ্যেও কোটি ২ খণ্ড মুণ্ড ও ছিন্ন

তুণ্ড দেখিয়া সব্যসাচী অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বহু স্তোত্রপূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন করিলেন ও পরে যোগ সংবাদ শ্রবণে প্রবোধ পাইয়া অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব তুলিয়া লইয়া মহা যুদ্ধ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির কে কাহারে মারিতেছে তাহার কি নিরূপণ করিয়াছ। সেই সর্ব্ব নিয়ন্তা মহা তেজোময় পদার্থ যাঁহার ইংগিতে সৃজন ও পালন ও সংহার হইতেছে ও যাঁহার তেজঃ-পুঞ্জের পরমাণুবলে বহ্নি ও ভাস্কর মহা তেজোময় হইয়াছেন ও আদিত্যাদি গ্রহগণেরা নিয়ম মতে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় ঋতুগণের সুনিয়মে নিয়মিত কালে পরিবর্ত্তন হইতেছে, হে রাজন সেই সেই ভগবানকে ভাবনা কর, আর অনধিকার চর্চা করিয়া কেন বিষন্ন হও। সংপ্রতি লোক ধর্ম্ম রক্ষার্থে যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার আচরণ করহ। ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও বিদুর প্রভৃতি সকলেই এই স্থানে বিদ্যমান আছেন।

যুধিষ্ঠির—হে দেব, অশুভ ফলের দ্বারা অকার্য্যের অনুমান হইতেছে। আর কথঞ্চিদ্রূপে আমরা ইহার প্রবল উপলক্ষ নহিলে কি কারণ এইরূপ অসুখী হইতেছি; স্বল্পজ্ঞ নরেরা আপনার মায়া বুঝিতে অক্ষম, যে যেহেতুক যশোদা স্বচক্ষে ত্বদীয় দেহ মধ্যে বিশ্বরূপ ও অখিলব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও পুত্রভ্রমে মুহূর্ত্তেকে বিস্মৃত হইলেন ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্না গান্ধারীও আপনাকে অভিশাপ দিলেন, ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে যেমত নিবিড় কুজ্ঝটিকা-দ্বারা রবির কিরণের অবরোধ হইয়া থাকে, সেই মত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিতা আপনকার মায়াতে নরেরা অনুক্ষণ মুগ্ধ ও জ্ঞানান্ধ হইয়া প্রকৃত পদার্থকে লক্ষ করিতে অক্ষম হইতেছেন।

সঞ্জয়—মহারাজ, ভারত সংগ্রামে সংহত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অতঃপর দাহন হইল, এক্ষণে সুরধুনী নীরে গিয়া সকলের স্নান কর্ত্তব্য।

বিদুর—সঞ্জয়, উত্তম কহিয়াছ। কেননা সলিলরূপে ত্রাণকারিণী সেই সুরধুনীর নির্ম্মল ও সুশীতল নীর পরশে কোন্ অঘের বিমোচন না হয়। এবং আরোগ্য ও বিত্ত ও সম্পত্তি যাঁহার পুণ্য নাম স্মরণ হইতে নিত্য উৎপাদন হইতেছে, তাঁহার পবিত্র বারি পরশে কত পুণ্য তাহার যে নিরূপণ করিতে পারে। আর ভগবান চন্দ্রচূড় অতি যত্নে যাঁহাকে জটাতে স্থান দিয়াছেন, এবং বিরিঞ্চিও যাঁহাকে কমণ্ডলুতে করিয়া দিন ২ কৃতার্থ হইয়াছেন এবং কামধেনুর পয়োপেক্ষাও যাঁহার পয়ঃ অতিশয় শুভ্র ও সুপেয়, চল, আমরা এক্ষণে তাঁহার নীরে গিয়া অবগাহন করিয়া অনিত্য ও মলবাহি দেহের সার্থক করি।

ধৃত—তবে এই হউক।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি, জাহ্নবী তীরে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ধৌম্য পুরোহিত ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ—অতিশয় শোকহেতু শক্তিহীনা গান্ধারী অতিকষ্টে পাদবিহরণ করিতেছেন। তথাচ বোধ হয় যে ইঁহারা অনতিদূরে থাকিবেন।

যুধিষ্ঠির—দেব ইহাই সম্ভব। সম্প্রতি শুনিতেছি যে কুন্তীমাতা কর্ণের নাম ধরিয়া হা হতাস্মি করিতেছেন। কহ জননি ইহার বীজ কি। ও কর্ণের পতনে তোমার পরিতাপ কি।

কুন্তী—রে বৎসগণ, অজ্ঞাতে ভ্রাতৃবধ করিয়াছ। (রোরূদ্যমানরূপে) কর্ণ তোমারদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তাহার তর্পণ কর।

যুধিষ্ঠির [চমৎকৃত।] — রাধেয় কর্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সে কেমন। হে মাতঃ ইহা বিস্তার পূর্ব্বক কহ, আমি করপুটে নিবেদন করিতেছি।

কুন্তী। পুত্র, আমি পুরাতন পূর্ব্বকথা সংক্ষেপে কহি, অতিশয় কাতরতা জন্য আমার মনের স্থিরতা নাই। অনূঢ়াকালে আমি পিতৃগৃহে থাকিয়া অভ্যাগত মুনিগণের সেবা করিতাম। এক কালে দুর্ব্বাসা নামে এক তেজোময় তাপস সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক এক পুত্রেষ্টি মন্ত্র দান করিয়া আমাকে কহিলেন যে হে নরেন্দ্রতনয়ে,এই মন্ত্রবলে আখণ্ডলাদি অমর মণ্ডলের মধ্যে যাঁহাকে স্মরণ করিবা সেই দেবতা তোমার সমীপস্থা হইবেন। বয়সে বালিকা হেতু স্বভাবতঃ চঞ্চলা আমি মুনি মন্ত্র পরীক্ষার্থ সূর্য্যকে স্মরণ করিলাম। পরে অতিশয় তেজঃপুঞ্জ দীপ্তমান দিবাকরকে অনতিবিলম্বে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া আমি সভয়ে বহুস্তোত্র পূর্ব্বক অলপবুদ্ধি অবলার অপরাধ প্রশমন প্রার্থনা করিলাম, ও তাহাতে একান্ত অকৃতার্থ হইয়া অগত্যা সূর্য্য কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া আদিত্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল শিশু কর্ণকে প্রসব করিলাম। পরে অনূঢ়াহেতু সলজ্জ হইয়া শিশুকে সম্পুটে পুটিত পূর্ব্বক স্রোতস্বতী নীরে ভাসাইয়া দিলাম। পরে রাধা নামে অপুত্রক সূত্রধর সম্পুসট ঐ সুচারু শিশুকে পাইয়া সাদরে স্বীয় দারাকে দর্শাইয়া সযতনে সূত্রধর দম্পতী পুত্রের ন্যায় তাহাকে পালন করতঃ কর্ণ নাম দিয়া শিশুকে বাড়াইল, ও এইরূপে বর্দ্ধমান বালক পরশুরাম সমীপে গিয়া ধনুর্ব্বিদ্যাধ্যায়ন করতঃ দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদতুল্য হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষাকালে স্বীয় অশেষ শৌর্য্য দর্শাইয়া দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় ও অবশেষে অঙ্গদেশের অধিপ হইল। হে পুত্র, কর্ণের ন্যায় শৌর্য্যবান ও বদান্য ও ধনুর্বিদ্যা মর্ত্ত্য লোকে দুর্লভ। সেই কর্ণের নাম আমার কর্ণে এক্ষণে নির্ঘাত বাজিতেছে, আর প্রসব করিয়া আমি

পুত্রবরকে একবার ক্রোড়ে করিলাম না, আমার এই দুঃখ চিরজীবী হইবেক। কর্ণ ত্বদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অতএব, যুধিষ্ঠির, তাহার তর্পণ কর।

যুধি—জননি, এইরূপ আশ্চর্য্য বাণী আর কখন শ্রবণ করি নাই, এবং তোমার ন্যায় নিদারুণ ও নিষ্ঠুর মাতা আর কেহ জন্মিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না। কর্ণ আমারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই নিগূঢ় বার্ত্তা আপনি চিরকাল গোপন রাখিয়া বীরবর সহোদর সমরে সংহত হইলে আপনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমারদিগকে বিদিত করিলেন, ইহাতে এই অকুশল হইল যে আমরা ভ্রাতা হইয়া স্বকরে সহোদর ভ্রাতৃবধ করিলাম ও আপনি মাতা হইয়া তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। হে জননি তোমার তুল্য নির্দ্দয় মাতা মহীমধ্যে "ন ভাবিনী ন ভূতা।"

(যুধিষ্ঠির ও ভ্রাতৃগণ বিলাপ করেন)

হে মাতঃ আপনকার কর্ম্মদোষে কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় কুল নষ্ট হইল। কৌরবের বুদ্ধি বল কর্ণ ইহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অবিদিত নহে। কেননা, কর্ণ বারম্বার কুরুরাজকে আশ্বাস করিয়াছিলেন যে অচিরে পৃথ্বী নিষ্পাণ্ডবা করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিবেক, ও দুর্য্যোধন তাঁহার সুরাধিক শৌর্য্যে সম্পূর্ণ আস্থা করিয়া আমারদিগের সহিত চির বৈরিত্ব সাধন করিলেন। হে মাতঃ কর্ণ আমারদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহা একবার কর্ণে শুনিলে কে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। এবং সোদরতাহেতু স্বাভাবিক স্নেহজন্য বৈকর্ত্তন ও ভ্রাতৃগণ সহ সংমিলন করিতেন, তাহাতে ভারত সংগ্রামের নিবারণ হইয়া শত ভাই দুর্য্যোধন ও কৌরব ও পাণ্ডব বালকবৃন্দের ও পৃথিবীর সমস্ত রাজগণের ও অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পতন হইত না, কেননা কর্ণের পতন হইলে কুরুবর বহুবিলাপ করিয়া শকুনিকে কহিলেন যে হে মাতুল, আমি অতঃপর হতাশ হইলাম। যেহেতুক ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতিরা অজেয় হইলেও তাঁহারা পাণ্ডবকে সমরে উপেক্ষা করিবেন, ইহা আমার বিশিষ্ট বোধ ছিল কিন্তু গুরুজ্ঞানে তাঁহারদিগকে অগ্র সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়া কর্ণকে বঞ্চনা করতঃ চরমে আপনি বঞ্চিত হইলাম। আর পাণ্ডবেরা অজেয় হইলেও কর্ণকর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইবেক, ইহা আমার ধ্রুব বোধ ছিল নচেৎ বিষম সমর পণ করিয়া অন্যের সাহায্যে এই ভারত সংগ্রামরূপ মহাসাগর পার হইতে কদাচ উদ্যম করিতাম না। হে মাতুল, আমি নিশ্চয় অবসন্ন হইলাম। ইহা কহিয়া রাজা অতিবড় বিষণ্ন হইলেন। তাহাতে শকুনি কহিলেন যে হে মহারাজ এতাদৃশ দুঃসহ বাক্য কদাচ বক্তব্য নহে। চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণ যাবৎ গগনমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন, তাবৎ মহারাজ আপনি জয়যুক্ত হউন ইত্যাদিরূপ নানা কাল্পনিক প্রবোধ জন্মাইয়া সল্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক করাইল। অতএব জননি,

দুর্য্যোধনের আশা ও ভরসা সকলি কর্ণ ও কর্ণের বিয়োগেই রাজা ভগ্নোদ্যম হইলেন। কর্ণের পার্থক্য হইলে রাজা কদাচিৎ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। রাজ্যহেতু আমরা এই অতুল সহোদরকে বধ করিলাম। হে মাতঃ, যদি সমুচিত সময়ে আপনি একবার আমারদিগকে ইঙ্গিত করিতেন যে বৈকর্ত্তন আমারদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তবে আমরা তাঁহার পদানত হইয়া ক্ষমা যাচঞা করিতাম ও তাহাতেও যদি ভ্রাতৃবর কৌরবের আন্তরিক সুহৃদ্ধেতু সেই বিপক্ষের পক্ষ বর্জ্জন না করিতেন, তবে আমরা ভ্রাতৃবধ করণাপেক্ষা অরণ্যে বাস করিয়াও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতাম। কেননা, হে জননি, যাহার অন্তরে তৃপ্তি আছে তাহার অরণ্যেও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে, আর মানস ক্লিষ্ট মনুষ্যেরা প্রাসাদে থাকিয়াও সর্ব্বদা অসুখী হয়েন। জন্মিয়া বধি আমরা যত ক্লেশ পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহাই অতি নিদারুণ ও দুঃখদ বোধ হইতেছে। অতএব যদি আমি ধর্ম্ম ও সত্যকে কদাচিৎ সেবা করিয়া থাকি, তবে নারীগণ কখন কোন কথা আর গোপন রাখিতে পারিবেক না। ও নারীর অন্তরস্থ অতিশয় নিগূঢ় বাণীও ব্যক্ত হইবে, হে মাতঃ ইহা সত্য ২।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে। উদ্বেগ ও অনুশোচ ও কলহ সেবনে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর বিধাতা যাহা নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন, মাতা কিরূপে তাহার অন্যথা করিতেন, ইহা আমার বোধগম্য নহে।

কুন্তী—যুধিষ্ঠির, আমি সংগ্রামের প্রাক্‌কালে কর্ণকে নিভৃতে পাইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিলে পুত্রবর চমৎকৃত হইয়া ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন যে হে জননি, আমি অতিশয় খিদ্যমান হইলাম। আমি এক্ষণে কৌরব পক্ষ পরিত্যাগ করিলে আজন্ম প্রতিপালক দুর্য্যোধন অতিশয় খেদাপন্ন হইবেক, এবং রাজগণ কহিবেক যে যুদ্ধের কাল বুঝিয়া আমি সভয়ে পাণ্ডবের পক্ষাবলম্বন করিলাম ও তাহাতে কৌরব পক্ষেরও অতিশয় হাস্যাস্পদ হইব, দ্বিতীয়তঃ এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম করিয়া অতিশয় কৃতঘ্নতা জন্য উৎকট অধর্ম্মে পতিত হইব। আর রাধেয় কর্ণ নামে আমি প্রসিদ্ধ হইয়াছি, এই অসময়ে কৌন্তেয় কর্ণ কহিলে কে বিশ্বাস করিবেক। ইহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। হে জননি আমি রাজ-বিদ্যমানে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে পার্থকে সংগ্রামে বধ করিয়া দুর্য্যো-ধনের সিংহাসনের শল্যোদ্ধার করিব ; আর যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জীবনের হানি করিব না এবং পার্থেরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে আমাকে সমরে সংহার করিয়া পৃথ্বী নিষ্কৌরবা করতঃ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিবেক হে মাতঃ এই হেতু অর্জ্জুনের কিম্বা আমার সংগ্রামে নিধনের নিশ্চয়তা আছে ফলতঃ আমা সহিতে বা-আমা রহিতে যেমতে হউক ক্ষিতিমধ্যে

আপনকার পঞ্চপুত্র বিদ্যমান থাকিবেক, কিন্তু ভূত ভাবি বিজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন যে ধনঞ্জয় ধরামধ্যে মৃত্যুকে অতিক্রমণ করিবেক আর শ্রীকৃষ্ণ সাহায্যে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা আছে। জননি রোদন সম্বরণ করিয়া নিকেতনে গমন করুন, ইহা কহিয়া পুনস্তোত্র ও অভিবাদন পূর্ব্বক কর্ণ বিদায় হইলেন ও সজল নয়নে আমি ভবনে প্রত্যাগমন করিলাম।

(কুন্তী রোদন করেন)

যুধি—মাতঃ রোদন সম্বরণ কর। সময়কালে এই নিগূঢ় সংবাদ জানিলে বর্ত্তমান শোক ও দুঃখে আমরা অবসন্ন হইতাম না।

(যুধিষ্ঠির কর্ণের তর্পণ করেন)

ধৌম্য—মহারাজ, এক্ষণে সকলে শিবিরে চল, দেখ, দিবাকর প্রায় অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, এবং কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণ সকলেই স্নান করিয়া প্রয়োজনীয় পারত্রিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন।

যুধি—এই হউক। কিন্তু দেখ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতি আগমন করিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও সঞ্জয় ও বিদুরের প্রবেশ]

গান্ধারী [রোরুদ্যমান রূপে]—অদ্য তিন দিবস হইল, পুত্রগণের মুখাবলোকন না করিয়া আমি সংসার শূন্যাকার দেখিতেছি। হে শ্রীপতে, কহ পুত্রগণ কোথায় গমন করিল। শশধরের ন্যায় সুন্দর শতেক সুকুমার যাহারদের কমনীয় কলেবর মণিময় আভরণে ভূষিত, ও মৃগমদচন্দনে চর্চ্চিত ছিল তাহাতে কিরূপে অগ্নি দিয়া ভস্মসাত করিল। আর পূর্ণেন্দুবদনা ও খঞ্জননয়না আমার শত ২ বধূগণ যাহারা সুবর্ণ রচিত পুরীতে কোমল পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেন সন্নিভ শয্যায় শয়নে থাকিত, তাহারা কাষ্ঠময় কঠিন চিতায় কিরূপে শয়ন করিল। হে বৃকোদর, তুমি অতঃপর নিশ্চিন্ত হইলা। দুর্য্যোধন আর তোমাকে বিষ দিবে না ও বারণাবতে আর জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। আর তোমারদের অনুজ ভ্রাতা সহদেব কর্ত্তৃক শকুনির সংহার হওয়াতে সেই পাপাত্মার সহিত তাহার পাপ পাশারও সমাধি হইয়াছে। অতএব পাণ্ডুপুত্রগণ, তোমরা অতঃপর নিষ্কণ্টক হইলা। আর সকল ভয় হইতে সর্ব্বক্ষণ ত্রাতা এই ভগবান যিনি অনুক্ষণ তোমারদিগকে অভয়দান করিতেছেন ও সংপ্রতি তোমারদিগকে এই ভয়ানক সমর সাগরের পার দর্শাইলেন, তাঁহার অনুকম্পায় তোমরা আপদ নিকর হইতে ত্রাণ পাইয়া পরম সম্পদ দর্শন করিলা।

(গান্ধারী রোদন করেন)

যুধিষ্ঠির—হে মাতঃ পদ্মাসনের আরাধ্য সেই পদ ভিন্ন আমারদের অন্য সম্পদ

কি আছে। আর সেই পদ ধ্যান করিয়া মাত্র আমরা নানা দুর্গমে নিরাপদ হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ—দেবি, আমি পূর্ব্ব কথা কহি, মনোযোগ করুন। কুরুশ্রেষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হইলে বহু অমংগল দৃষ্ট হইল, ইহা আপনকার অগোচর নহে। আর তৎক্ষণাৎ শূন্যবাণী কর্ত্তৃক আপনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন যে এই শিশু কুলকুঠার, অতএব আশু পরিবর্জ্জনীয়। আর কোটরস্থিত বহ্নিযুক্ত এক কুবৃক্ষও যেমত সমস্ত বনকে দাহন করে, সেইমত এই কুপুত্র সমস্ত কুলের সংহারক হইবেক। কিন্তু মাতৃস্নেহ বশতঃ আপনি প্রত্যাদেশ প্রতিপালন করিলেন না, ও তাহাতে এই সমস্ত অকুশল হইল। ফলতঃ ঐ ভাবি অকল্যাণও আপনকার অবিদিত ছিল না। হে নৃপনারি, এই সংসার ক্ষণভঙ্গুর বরং গম্যমান বায়ুর প্রবাহে যেমত বারিধিতে ঢেউ হইয়া পুনর্ব্বার জলমধ্যে তাহার শীঘ্র নিমীলন হয়, সেইমত, মানবদিগের জীবনরূপ প্রবাহ ক্ষণেক উদয় হইয়া ক্ষণমধ্যে সংসার সাগরে লীন হইতেছে। অতএব হে নৃপজায়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

বিদুর [গান্ধারী প্রতি]—দেবি, অন্ধরাজ আজ্ঞা করিতেছেন যে অবশিষ্ট কৌরব বধূগণ সংমিলনে আপনি সংপ্রতি হস্তিনাপুরে চলুন ও রাজাও আমারদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। নতুবা আপনকার শোকের শমতা হইবেক না।

গান্ধারী—বিদুর, হস্তিনাপুরী আমার আরও ক্লেশকরী হইবেক। কেননা পুত্রগণ বিহীনে সেই সুবর্ণ রচিত প্রাসাদসমূহ এক্ষণে দগ্ধারণ্যের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে। আর আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমান কলেবর রাজরাজেশ্বর পুত্রবর যাহারা বহুদিন না থাকিয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছে আমি তাহারদিগকে তথায় নয়নে না দেখিয়া কিরূপে নয়নের বারি সম্বরণ করিব। এবং শোকাতুরা বধূরা অবিরত হাহাকার করিবেক তাহাই বা কিরূপে আকর্ণন করিব। আর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদিতে সুশোভিতা মহতী সভা যাহার অপূর্ব্ব শোভা শত্রু সভাকে সলজ্জ করিত, তাহা অতঃপর শূন্যা দেখিয়া কি মতে জীবন শূন্য না গণিব। আর সুরেশমানস লষিত সেই সুচারু সিংহাসন, যাহাতে দুর্য্যোধন বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যে উপবেশন করিত, তাহা এক্ষণে তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। অতএব, হে দেবর, আমি আর গৃহে গমন করিব না। কেননা সেই গৃহ এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে।

সঞ্জয়—দেবি, ধৈর্য্যাবলম্বন কর যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আর অন্ধরাজ হস্তিনা নগরীতে গমন করিতেছেন।

গান্ধারী—সঞ্জয়, যদি রাজার এইরূপ অভিমত তবে আমাকর্ত্তৃক তাহার অন্যথা

হইবে না। আমি দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রকে মাতৃক্লেশে পালন করিয়া ও অতি যত্নে প্রাসাদে রাখিয়া অতঃপর কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, ইহাতেও যে আমার বক্ষঃ ভেদ হইতেছে না, তাহাতেই খেদ হইতেছে। হা হতভাগ্য পুত্রগণ, তোমরা কুরুক্ষেত্রে অবস্থান কর, আমরা বিদায় হইলাম।

(রোদন করেন)

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—ভ্রাতৃগণ দেখ। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবী অতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে বিদুর হইলেন,আর সঞ্জয় ও বিদুর মহাশয় নানামত বুঝাইলেও দেবী ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন না, ইহাতে আমরা সমরে জয়যুক্ত হইয়া ও উপদ্রুত গৃহে গিয়া কি মংগল অনুভব করিব। অতএব আমি ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমন করিব না।

অর্জ্জুন—হে রাজন, পুত্রশোক অতিশয় দুঃসহ। জ্ঞানবান্ লোকেরাও এক পুত্রের শোক সম্বরণ করিতে কঠোর বোধ করেন, তাহাতে শত পুত্র শোকে কাতরা গান্ধারী ঈদৃশ বিলাপপরা হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি আছে। আর যদিও অতিশয় অহংকারী ও দুর্বৃত্ত কৌরবেরা উচিত বিধানে নিধনকে পাইয়াছে, তথাপি প্রিয়তমত্ব সম্বন্ধহেতু পুত্রের মরণ মাতার আজীবন বিলপনীয়। কিন্তু ইহাতে অস্মদাদির পরিবেদনা কি। বিশেষতঃ বলে ছলে কিম্বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিয়া প্রজ্ঞেরা স্বকার্য্য সাধন করিবেক ইহা নীতিনিপুণেরা কহিয়াছেন। মহারাজ পূর্ব্বকালে বিরোচনের পুত্র মহাবল বলিকর্ত্তৃক দেবরাজ সুররাজ্যের আধিপত্য ভ্রষ্ট হইয়াও দৈত্যসমরে বারম্বার দুর্বলহেতু সনীর নেত্রে অদিতিকে নিবেদন করিলেন যে হে মাতঃ আপন রাজ্যে অবস্থিত আমি অপরাধ বিনা দৈত্যবরকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছি, এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অমরগণও অতিশয় দুর্দ্ধশাপন্ন হইয়া নররূপ মহীতলে ভ্রমণ করিতেছেন, ও দৈত্যগণ সবলে স্বর্গের আধিপত্য করিতেছে। অতএব হে জননি প্রসন্না হইয়া বিপন্ন পুত্রগণের দুরবস্থা দূর কর। তাহাতে পুত্রগণের দুঃখে কাতরা অদিতি ক্ষীরোদের কূলে গমন করিয়া সেই বিশ্ব-স্রষ্টার উদ্দেশে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিলে মাধ্যাহ্নিক মরীচিমালির কিরণ নিকর হইতেও অতিশয় দীপ্তিমান ভগবান নারায়ণ অমরমাতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে দেবজননি, আপনার তপস্যার প্রয়োজন কহ। তাহাতে অদিতি ত্রস্ত ধরাবণত প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন যে হে আত্মরূপি পুরুষপ্রধান অন্তরীক্ষ ত্বদীয় নাভিদেশ ও পাতাল ত্বদীয় অঙ্ঘ্রি ও পৃথিবী ত্বদীয় কটি ও গিরিগণ ত্বদীয় অস্থি ও ব্রহ্মাণ্ড আপনার বিভূতি, ইত্যাকারে ভগবানের ভাবনা করত দেবজননী কহিলেন যে হে বিভো, বিষম সংকটাপন্ন দেবরাজ অমরবৃন্দ সহিত মহাবল বলিকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আপনার শরণ লইতেছেন, অতএব প্রসন্ন হইয়া অমরগণের পরিত্রাতা হউন।

তাহাতে ভগবান নারায়ণ সুপ্রসন্ন হইয়া দেবজননীকে বহু আশ্বাস করতঃ অকাল বিলম্বে তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া বামনরূপি বিভু বলিকে বঞ্চনা করিলেন। এবং এতদ্রূপে বলির অধঃপতন হইলে প্রাপ্ত মনোরথ দেবগণ কুতূহলে পুনর্ব্বার সুররাজ্য লাভ করিলেন। অতএব মহারাজ, বলে কিম্বা কৌশলে শত্রুকে সংহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত রাজ্য সম্ভোগ করিবার পূর্ব্বকালাবধি পদ্ধতি আছে। এবঞ্চ বালিকর্ত্তৃক সুগ্রীব অতিশয় অন্যায়গ্রস্ত হইয়া বারম্বার জয়যুক্ত মহাবল বালির ক্ষয় সাধন করিতে কৃতকৃত্য না হইয়া সৌভাগ্যক্রমে দারাম্বেষি রামরূপি ভগবান সংমিলনে বালিকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করতঃ পরমসুখ অনুভব করিল। হে দেব, আমরা অনির্ব্বচনীয় ও অপ্রমেয় ক্লেশ পাইয়া কৃষ্ণানুকূল্যে দুর্জ্জয় অরিকুল ক্ষয় করিয়া সবসু বসুন্ধরা মহারাজকে সমর্পণ করিলাম, অতএব এক্ষণে শোক সম্বরণপূর্ব্বক হস্তিনা-পুরে গমন করতঃ রাজ্যভার গ্রহণ করুন, কেননা প্রজাগণ অনুক্ষণ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর ইহাও কথিত আছে যে স্বামী ও সুহৃৎ ও সৈন্য ও কোষ, ইহারা পরসার উপকারত্বহেতু রাজ্যাংগ হয়। ইহার মধ্যে রাজাই প্রধান। যেহেতুক, রাজা ব্যতিরেকে রাজ্যের অন্যান্য অংগ সকল পক্ষাঘাত রোগির অংগের ন্যায় অবসন্ন হইয়া শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হয়। কেননা রাজাবিহীন সুহৃৎ ও সৈন্য ও কোষ ইহাতে কোন উপযোগিতা নাই। বরং কর্ণধারবিহীনা নৌকা যেমত শীঘ্র দুস্তর তরংগে মগ্না হইয়া অদৃশ্যা হয়, সেইমত রাজাহীন রাজ্য ঝটিতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্যাপাদিত হয়। আর রাজ্যরক্ষা হেতু সৈন্যের সাহায্য অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং কোষ হইতে সৈন্যের সংস্থাপন হয়, এতাবতা সৈন্য ও কোষ এতদুভয়ই রাজ্যের উপকর্ত্তা হয়। আর সুহৃল্লোক ব্যতীত রাজ্যের সংরক্ষণ হইতে পারে না। কেননা তাঁহারা স্বভাবতঃ স্বামির হিতাভিলাষীহেতু সর্ব্বদা নিরপেক্ষ হইয়া অস্বার্থপর ও তত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রির ন্যায় রাজাকে অনুক্ষণ ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করান। কেননা যে রাজার সুহৃৎ লোক ও হিতাভিলাষি মন্ত্রী নাই, সেই রাজা অন্যায়রূপ বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপদরূপ সমুদ্রে মগ্ন হয়। আর সংসার স্বল্পকাল স্থায়ী, তাহাতে পবার্থে প্রাণের নিয়োগ পুণ্য প্রযুক্তই হয়; ইহা বিবেচনা করিয়া অতি বড় সুহৃৎ লোকেরা স্বদেহ পাত করিয়া স্বামির উপকারে রত হয়েন। যেমত বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী স্থাপনার্থে শ্রুতিধর করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির—হে ভ্রাতঃ তুমি মহাসত্ত্ব, অতএব বিদ্যাধরীগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর। যেহেতুক সুরলোকের আধিপত্য তোমাতেই অর্হে। শ্রুতিধর বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী কিরূপে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কহ।

অর্জ্জুন—মহারাজ, তবে মনোযোগ করুন। শ্রুতিধর নামে কোন রাজপুত্র বহু-কাল বীরবাহু নৃপতির বাহুচ্ছায়াতে থাকিয়া অতিশয় বিশ্বাসের স্থল হইয়াছিলেন। বীরবাহু তাঁহাকে প্রতিদিন পঞ্চশত সুবর্ণ দিতেন। শ্রুতিধর মহাসত্ত্ব। তিনি প্রাপ্তার্থের বহ্বংশ দেবতা ও দ্বিজের উদ্দেশে ব্যয় করিয়া তাহার কিয়দংশ দরিদ্রগণে দান করিতেন, ও পরিশিষ্ট স্বল্পাংশ আত্ম সুখার্থে ব্যয় করিতেন। আর এই রূপে প্রাপ্তার্থের প্রতিদিন পর্য্যাপ্তি করিয়া রাত্রি-কালে আপন নিয়ন্তা বীরবাহুর শয়ন মন্দির রক্ষা করেন। এক দিবস ঘোর নিশীথে নৃপতি প্রাসাদ হইতে নগরের পান্তে সকরুণ রোদন শুনিয়া শ্রুতি-ধরকে কহিলেন যে হে বীরনন্দন ক্রন্দনের অনুসরণ ক্রমে গমন করিয়া ইহার তথ্য জান। শ্রুতিধর প্রণাম পুরঃসর অসিহস্ত হইয়া বহির্গমন করিলে রাজাও অলক্ষিত রূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পরে রূপ যৌবন সম্পন্না ও সর্ব্বালংকার ভূষিতা রোরুদ্যমানা কোন স্ত্রী শ্রুতিধর কর্ত্তৃক নিরীক্ষিতা হইয়া পৃষ্টা হইলেন যে কস্তবং, আপনি কে ও কি কারণ এই ঘোর নিশীথে অরণ্যমধ্যে রোদন করিতেছেন। তিনি কহিলেন যে আমি বীরবাহুর রাজলক্ষ্মী, বহুকাল তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ইদানীং অন্যত্র গমন করণের প্রয়োজন হওয়াতে বিষণ্ণা হইতেছি। শ্রুতিধর প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন যে হে বিশ্বময়ি বীরবাহুর ভবনে কিসে আপনকার পুনঃস্থিতি হয়, তাহা আমাকে কহুন। মহালক্ষ্মী কহিলেন যে বহু গুণের আকর সুরেশ নামে আপন সুতকে যদি সর্ব্বমঙ্গলার নিকটে বলি দেও, তবে বাহুগৃহে আমার পুনর্ব্বার বহুকাল বাস হইবেক, ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। ও শ্রুতিধর আপন গৃহে গিয়া স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রকে এই সমস্ত জ্ঞাত করিলে সুরেশ সানন্দে শ্রুতিধরকে কহিলেন যে হে পিতঃ আমার আয়ুর অবসানে যদি বীরবাহুর রাজলক্ষ্মীর পুনঃ স্থিতি হয়, তবে আমার অনিত্য ও মলবাহি দেহের সার্থক। আর ইহাও অতি কর্ত্তব্য, নতুবা রাজদত্ত অতি বড় বেতনের কিরূপে নিস্তার হইবেক, ও শ্রুতিধরজায়া ইহা শুনিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করিলেন। তদন্তর সময়োচিত আয়োজন করিয়া সকলে সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গেলে সুকুমার গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া জনক জননীকে অভিবাদনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন যে হে মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলে আমার আয়ুর অবসানে বীরবাহুর রাজলক্ষ্মীর চিরকাল অবস্থিতি হউক। ইহা কহিয়া পিতাকে ইঙ্গিত করিলে শ্রুতিধর খড্গ ধরিয়া পুত্রকে বলি দিলেন। অনন্তর পুত্রহীনের জীবন অকারণ, ইহা কহিয়া সর্ব্বমঙ্গলার সমুখে অসি ধরিয়া আপনার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরে শ্রুতিধরজায়া ইহা অবলোকন করিয়া পতিপুত্রবিহীনার দেহ ধারণ বৃথা ইহা কহিয়া সেই খড্গ দ্বারা আপনার মস্তক কাটিলেন। এবং এই সমস্ত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন বীরবাহু কহিলেন যে এই

শ্রুতিধর মহাসত্ত্ব, ও সুরেশ নামা সুকুমার অদ্ভুত সম্ভব, ও শ্রুতিধর জায়া মহাসতী আর এবম্প্রকার সুহৃৎগণে বঞ্চিত হইয়া রাজ্যধন ও জীবন সকলি অকারণ বোধ হয়। ইহা আলোচনা করিয়া বীরবাহু সবারি নেত্রে সর্ব্ব-মঙ্গলার সম্মুখে গিয়া কহিলেন যে হে বিশ্বজননি, ইহারা অতিশয় সুহৃৎ, অতএব আমার আয়ুর শেষে সদারাপত্য এই শ্রুতিধর বাঁচুক। ইহা কহিয়া রাজা আপনার শিরশ্ছেদন করিবেন এই মনে করিয়া ভূমি হইতে খড়্গ তুলিয়া লইলেন সর্ব্বমঙ্গলা বীরবাহুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন যে হে রাজন্ আমি প্রসন্ন হইলাম। রাজলক্ষ্মী তোমার গৃহে চিরকাল অবস্থিতি করুন ও সদারাপত্য এই শ্রুতিধর বাঁচুক। ও তদনুসারে সদারাপত্য শ্রুতিধর পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলে বীরবাহু অলক্ষিতরূপে ও অতিশয় হর্ষে স্বীয় মন্দিরে গমন করিলেন, ও শ্রুতিধর সপরিবারে আপন গৃহে আইলেন। পরে পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রুতিধর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বীরবাঁহুকে এই বিজ্ঞাপন করিলেন যে মহারাজ, রাজলক্ষ্মী আপনার গৃহে চিরস্থায়িনী হইবেন। বীরবাহু সানন্দে শ্রুতিধরকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন যে আমি আমূলাৎ সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়াছি। হে বীরনন্দন, তুমি মহাসত্ত্ব, অতএব কর্ণাট দেশের রাজা হও, ইহা কহিয়া বীরবাহু শ্রুতিধরকে কর্ণাট প্রদেশের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন যাহা কহিলেন তাহা অতি সত্য। ও হস্তিনার লোক আপনকার অদর্শনে অতিশয় অসুখী আছেন। অতএব যেমতে কালবিলম্ব না হয় এমত সত্বরতাপূর্ব্বক স্বরাজ্যে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করুন। নিত্য শঙ্কিত ও শোকপর লোকেরা নিয়ত দুঃখভাগী ও ভ্রষ্টলক্ষ্মী হয়েন। হে যুধিষ্ঠির ইহা সত্য ২। আর সংগ্রাম না করিলে যদি শমনের শঙ্কা না থাকিত তবে তোমার অবসাদ অমূলক বোধ করিতাম না। অতএব প্রাণ ধারণ করিলেই যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে তখন তাহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া পরিণত প্রজ্ঞেরা কদাচিৎ মুগ্ধ হয়েন।

যুধিষ্ঠির—হে দেব, ইহা অপ্রকৃত নহে কিন্তু পতিপুত্রবিহীনা যুবতী নারীগণের ক্রন্দনে নিত্য উপদ্রুত সেই হস্তিনাপুরী এক্ষণে অতিশয় ক্লেশকরী হইবেক। বিশেষতঃ বসুমতী অতঃপর বীরশূন্যা এবং বিধবার রোদনে আর্দ্রীভূতা হইয়াছেন। হে শ্রীপতে, এক্ষণে যে গ্রামে ও নগরে নারীরা রোদন করিতেছেন না সে অতি বিরল। আর এই মহৎ সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়াও আমরা স্বগৃহে সানন্দ নহি। দেখুন, কর্ণশোকে কুন্তীমাতা কাতরা ও পুত্রশোকে পাঞ্চালী বিলাপপরা এবং পতিশোকে আপন্নসত্ত্বা বিরাটদুহিতা ধরাশায়িনী হইয়াছেন। অতএব শত্রুগণে সংহার করিয়া আমরা কাহার হর্ষের স্থল হইয়াছি, তাহা কহুন। হে যদুপতে, যে কার্য্যে বহুজনের অবসাদ জন্মে তাহাতে কদাপি

কল্যাণ নাই। অতএব পৃথিবীস্থ নারীগণের অশ্রুপাত করিয়া যে সিংহাসন ও রাজ্যলাভ করিলাম সেই কণ্টকময় আসন ও প্রাসাদ হইতে আমি কুশাসন ও কুটীর সুখদ বোধ করিতেছি। এই হেতু আমাকে উপেক্ষা করতঃ আপনি ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া ভীমার্জ্জুনকে রাজ্যাভিষিক্ত করুন। ভ্রাতৃগণ মহানুভব ও সর্ব্বপ্রকারে রাজ্যাধিপত্যেরও ভাজন বটেন।

কুন্তী—যুধিষ্ঠির, তোমারদের অদর্শনে লোকেরা অতিশয় বিষণ্ণ আছেন। দেখ, যৎকালে তোমরা পাশায় পরাভূত হইয়া সস্ত্রীক অরণ্যে গমন করিলে তৎকালে তোমারদের অনির্ব্বচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া নগরস্থেরা বনস্থ হইতে মনস্থ করিলে এবং অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলে ক্ষত্তা তাহারদিগকে বুঝাইলেন যে ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তোমরা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া প্রজাবৃন্দে পূর্ব্ববৎ পালন করিবা ও তাহা শ্রবণে লোকেরা সজল লোচনে গৃহে গমন করিল। হে পুত্রবর হস্তিনার মহারাজ্যে পুনর্ব্বার মহারাজ হইয়া প্রজাগণের পালন কর। আর তোমার অতুল যুগল সহোদর যুবরাজ হইয়া তোমার আজ্ঞাবহ হইবেক ও মহানুভব মাদ্রীপুত্রেরা কিঙ্করের ন্যায় তোমার সেবা করিবেক। ইহা হইতে ঐহিকের অধিক ঐশ্বর্য্য অনুভূত নহে।

দ্রৌপদী—পতে, আপনারা বহুকাল অরণ্যে অশেষ কষ্ট পাইয়া অতঃপর অরিনিকরের কর হইতে রাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। অতএব বারেক হস্তিনাপুরে গমন করত রাজ্যভার গ্রহণ করুন। নচেৎ আসন্নসত্বা উত্তরার কিরূপে ভাবি কল্যাণ হইবেক।

শ্রীকৃষ্ণ—দেবি, ইহা অতি সত্য। যুধিষ্ঠির, তোমার ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমনের বহু প্রয়োজন আছে। রাজ্যহেতু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর অরণ্যের কষ্টও তদনন্তর বৎসরেক পরগৃহে বঞ্চিয়া যে নিগ্রহ ভোগ করিলা তাহা কি জন্য বিস্মৃত হইতেছ। আর একবস্ত্রা কৃষ্ণার কেশে ধরিয়া দুষ্টেরা সেই অজিত বল্লভা অযোনিজা সতীর যে অসম্মান করিল তাহাও কি জন্য মনে করিতেছ না। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমার শোক কি। অতএব যুধিষ্ঠির ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তুমি সপরিবারে সত্বরে হস্তিনাপুরে চল।

যুধি—হে শ্রীপতে, যদি সকলের এই অভিমত তবে এই কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগরে ধৌম্য পুরোহিত ও কতিপয় নগরস্থ লোকের প্রবেশ]

ধৌম্য—দেখ, রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে শুভাগমন করিতেছেন, অতএব নগরস্থ লোক তোমরা উচিত বিধানে মঙ্গলাচরণ কর।

নগরস্থ লোক—দেব, রাজার শুভাগমন উপলক্ষে যথাবিহিতরূপে মংগলাচরণ হইয়াছে। আর আবাল বৃদ্ধ বনিতারা নির্নিমেষাক্ষ হইয়া রাজপথ চাহিয়া আছেন যে কতক্ষণে আমারদের মহারাজের শুভাগমন হইবেক।

ধৌম্য—তোমরা ধন্য, যেহেতুক যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার হস্তিনারাজ্যের রাজা হইবেন।

নগরস্থ লোক—দেব, অতিশয় সৌভাগ্যোদয়হেতু বোধ হয় সেই শুভক্ষণ সমীপ হইতেছে।

(নগরস্থেরদের প্রস্থান)

[বাবদূক ভৃত্যসহ কতিপয় ভিক্ষার্থি দ্বিজের প্রবেশ]

দ্বিজগণ—শুনিলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যে আগমন করিতেছেন। আমরা বহুদূর হইতে বহু আশা করিয়া আসিতেছি। আপনি রাজকুল পুরোহিত কিঞ্চিন্মনোযোগ করিলেই আমারদের দীনতা দূর হইবেক।

ভৃত্য—তোমারদের দীনতা দীননাথ দূর করিতে পারেন নাই। ধৌম্যের সাধ্য কি ?

দ্বিজগণ—রে নির্ব্বোধ, তুই ইহার কি বুঝিস ?

ভৃত্য—ঠাকুর, আমি ইহার না বুঝি কি! কমলা তোমারদের গ্রামে নাই। ধৌম্যের অপরাধ কি ? আর শুনিতেছি যে ভীমসেন না কি রাজা হইবে, তবে আরও প্রতুল।

দ্বিজগণ—তাহাতে অপ্রতুল কি ?

ভৃত্য—অপ্রতুল কি ! অপ্রতুল সমূহ। সে অতিশয় কষা লোক।

দ্বিজগণ—রে নির্ব্বোধ, যে জন বাহুবলে পৃথিবী শাসন করিতে শক্তি রাখে কিঞ্চিৎ অর্থের দ্বারা কএক জন ব্রাহ্মণকে অদৈন্য করিতে তাহার কোন্ বিচিত্র কথা।

ভৃত্য—যদি করে, তবে বিচিত্র নহে, কিন্তু করাই বিচিত্র। আর যদি তোমারদের অদৈন্য করিতে কাহারো ক্ষমতা থাকিত, তবে তোমারদের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কখন ভিক্ষুক হইতা না। কেননা মরুত্ত, মান্ধাতা, বলি প্রভৃতিও রাজা হইয়াছিলেন, এবং তোমারদের পূর্ব্বপুরুষেরাও তখন ভিক্ষুক ছিলেন।

কশ্চিৎ দ্বিজ—ওহে বাচস্পতে, এই বেটাকে সংগে আনিয়া বড় দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে। এই বেটা সংগে থাকিলে কাহারও এক কাকিনীর ভরসা নাই। দাতা দান করিতে চাহিলেও এই বেটা প্রতিচ্ছেদক হইবেক। তোর সংগে আসিতে কে বলিয়াছিল উচ্ছন্ন যা।

অপর ভৃত্য—ঠাকুর, আমিতো তখনি কহিয়াছিলাম যে হারাকে সংগে নিও না। এ বেটা ঘর ভাংগা।

ভৃত্য—আমিও কহিয়াছিলাম যে আমি সঙ্গে যাইব না। আপনকার ব্রাহ্মণী কহিলেন যে হারা সঙ্গে যাউক। আপনি তাহাতেই কৃতার্থ হইলেন। আমি সঙ্গে থাকিলেই সত্য কথা কহিব, তাহাতে যাহার ভাগ্যে যাহা হউক বা না হউক। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যে আসিবেন, ইহা কি আপনি ঘরে বসিয়া শুনিয়াছিলেন, যে বহুদূর হইতে বহু আশা করিয়া আসিয়াছেন। নগরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওহে বাপু এখানে কিসের গোল ? তাহাতে এক জনা আপনারদিগকে কহিল যে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যে আসিতেছেন তাহাতেই লোকে কোলাহল করিতেছে। ও ভাগ্যক্রমে আপনারা ধৌম্য মহাশয়ের দর্শন পাইয়া বাগাড়ম্বর আরম্ভ করিলেন। হারা বড় মন্দ।

দ্বিজগণ—ঠাকুর, [ধৌম্যের প্রতি] আমরা অদ্য অনশনে আছি; কিঞ্চিৎ আহারের আজ্ঞা করিয়া দিলেই পরিতুষ্ট হই।

ভৃত্য—তোমরা অদ্য আহার কর নাই ? প্রভো, ইঁহারা সকলেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছেন। যখন ঘরে থাকেন, তখন এক সূর্য্যে প্রায় দুইবার আহার করেন না, কিন্তু যখন বাহিরে থাকেন, তখন এক সূর্য্যে দ্বাদশ বারও হইয়া থাকে। অর্থাৎ আহার উপস্থিত হইলেই খান, বারের নিয়ম নাই।

দ্বিজগণ—কি পাপিষ্ঠ! তুই আমারদিগকে কখন এক সূর্য্যে দ্বির্ভোজন করিতে দেখিয়াছিস্ ?

ভৃত্য—দুইবারের ন্যূন তো কখনই দেখি নাই, অধিক কত দেখিয়াছি, তাহা কত কহিব।

দ্বিজগণ—হে দেব, এই পাপিষ্ঠের বাক্যে আমারদিগকে অশ্রদ্ধা করিবেন না আমরা সকলেই ব্রহ্মকুলে জাত।

ভৃত্য—তাহা যথার্থ বটে। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠামাত্র নাই। বাচস্পতি ঠাকুর কহুন না যে আজি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়াছেন কি না।

দ্বিজগণ—রে মূর্খ, প্রাতঃসন্ধ্যা সকলেই করিয়াছে।

ভৃত্য—তবে আমিও করিয়াছি। যেমত আমি করিয়াছি, সেইমত আপনারাও করিয়াছেন।

দ্বিজগণ—তুই কেন করিবি। তোর কোন্ পুরুষে সন্ধ্যা করিয়াছে ?

ভৃত্য—তা বটে, কিন্তু আচার ব্যবহারে তোমারদের অপেক্ষা ন্যূন কিসে ? তুমি যে আহ্নিক না করিয়া সে দিবস বদরী ভক্ষণ করিলা। কহ করি নাই ?

দ্বিজগণ—প্রভো, এই ব্যক্তি বাতুল, যাহা মুখে আইসে তাহাই কহে। ইহার বাক্যে আমারদের মন্দাদর করিবেন না।

ধৌম্য—ফলতঃ কলির আগমনে ইদানীং দ্বিজাতিরা আচারভ্রষ্ট হইতেছেন। এ পক্ষে আমি ইহাকে অত্যন্ত উন্মাদ কহিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, মহারাজের শুভাগমন হইলে আপনারা স্বারস্থ হইবেন পরে অবশ্যই

অভিলষিত দান প্রাপ্ত হইবেন।

দ্বিজগণ—হে ভূদেব, আপনি মহাসত্ত্ব, আমরা নমস্কার করিলাম। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণই গতি।

(ধৌম্য প্রস্থান করেন)

ভৃত্য [উভরায়।] —প্রভো আমিও সমভিব্যাহারে আসিব, কেননা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয়, তবে আমা ভিন্ন অন্যের দ্বারা তাহার সদুত্তর হইবেক না।

দ্বিজগণ [সক্রোধে।] —এইবার গৃহে গমন করিয়া তোর শ্রাদ্ধ করিব, আর দিন কতক অপেক্ষা কর।

ভৃত্য—আমিও তাহাতে নিশ্চিন্ত আছি, কেননা যখন মৃত পিতা মাতারও কস্মিন্ কালে শ্রাদ্ধ কর না তখন প্রতিবাসির যে শ্রাদ্ধ করিবে তাহার সম্ভাবনা কি। আর অভিশাপ দিয়া যে ভস্ম করিবে, তাহারও ভয় নাই, কেননা কর্ত্তা মহাশয়দিগের যে কিঞ্চিৎ অগ্নি ছিল, তাহা মহাশয়রা নির্ব্বাণ করিয়াছেন। এক সময়ে আপনারদের সহযোগি এক ব্রাহ্মণ সক্রোধে কোন নির্দ্দোষি শূদ্রকে অভিশাপ দিলেন যে রে পাপাত্মা অদ্য সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তোমার উত্তম গৃহ জতু গৃহের ন্যায় দগ্ধ হইবে। কিন্তু দিবাবসান পর্য্যন্ত তাহার কোন উপক্রম না দেখিয়া দ্বিজবর সন্ধ্যার সময় আপনি গিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দান করিলেন—ইত্যবসরে অন্যায়গ্রস্ত গৃহস্থ অগ্নিসহ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর এ কি! তবে তুমিই আমার গৃহে অগ্নি দান করিয়াছ। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে হাঁ অগ্নি তো আমিই দিয়াছি। রে মূর্খ, এক্ষণে কেবল বাক্যের দ্বারা কার্য্যের সিদ্ধি হয় না তাহার সহিত কায়িক শ্রমেরও আবশ্যক হইয়াছে; পরে তাঁহার অনুষঙ্গি ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যে ইনি আততায়ী নহেন, এইরূপ কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা আছে বটে। সুতরাং অন্যায়গ্রস্ত গৃহস্থ গৃহে অগ্নি দিবারও ব্যবস্থা আছে, শুনিয়া নিরস্ত হইয়া আপন গ্রহ মানিয়া গৃহে গমন করিলেন।

দ্বিজগণ—বাপু, উত্তম করিয়াছ, এক্ষণকার গতিক তাই বটে। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল তুমি মৌনাবলম্বন না করিলে আমারদের সকলকেই রিক্তহস্তে গৃহে যাইতে হইবেক। যাহা হউক, এক্ষণে সকলে রাজবাটীর সমীপে চল। মহারাজ, আগমন করিতেছেন।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

চতুর্থ অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব শিবির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও ব্যাসদেব ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—মুনে, আমরা অভিবাদন করিতেছি।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, তুমি সত্বরে হস্তিনাপুরে গমন কর, যেহেতুক তোমারদিগের বহুকাল বিচ্ছেদে প্রজাগণ অতিশয় মানস ক্লিষ্ট হইয়াছে।

যুধি—মুনে, সেই উপদ্রুত গৃহে গিয়া আমরা কি মঙ্গল অনুভব করিব, দেখুন, পঞ্চপুত্র বিবর্জ্জিতা পাঞ্চালী গৃহে গিয়া ধরাশায়িনী হইবেন, ও পতি-শোকার্ত্তা বিরাটদুহিতা পরিতাপ পূর্ব্বক ক্ষিতিতে পড়িবেন, ও কর্ণশোকে কাতরা কুন্তী মাতা নেত্রনীরে আর্দ্রীভূতা হইয়া অনুক্ষণ অবনি অবলম্বন করিবেন। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি আবাল বৃদ্ধ বনিতায় চিরপরিতাপের বীজ রোপণ করিলাম। যেহেতুক মহাগুরু পিতামহ অর্জ্জুনের বাণে ম্রিয়মাণ হইলেন। আর সেই ভ্রাতার মহা বাণে আচার্য্যের ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পতন ও বৃকোদর হস্তে অন্ধরাজের শতপুত্রের নিধন হইল। আর এতদ্ভিন্ন পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি গোত্র যত পড়িল, তাহার কত সংখ্যা করিব। অতএব, এই পরিতাপ পয়োধি জলে প্লাবিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মুধা মহোন্নতি অন্বেষণে কি স্বচ্ছন্দ বোধ করিব। বরং অরণ্যে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যোগ সাধনে যাপন করি, এই আমার ইচ্ছা, কেননা এইরূপ ধরাধিপত্যে ঐহিকের কল্যাণ নাই ও ঐরূপ কার্য্যে পারত্রিকের মঙ্গল আছে।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য হও, বারিবিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এই অলীক সংসারে জীবমাত্রই চিরজীবী নহে। আর এই পাঞ্চভৌতিক কলেবর কালক্রমে অবশ্যই পঞ্চত্বে অর্থাৎ আপন ২ কারণে লীন হইবেক, অতএব গত জীবে শোক করিয়া আত্মাকে ক্লিষ্ট করা পরিণত জ্ঞান বিশিষ্ট যোগিগণের সম্মত নহে। আর যথায় সংযোগ তথায় বিয়োগের অবশ্যই নিয়োগ আছে, তাহাতে কেহ বা শৈশবে, কেহ বা কৈশোরে কেহ বা বার্দ্ধক্যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যাহার যেমতে নিয়তি তাহার সেই মতে অবসান হইতেছে, যথা কেহ বা ব্যাধিতে, কেহ বা শার্দ্দুল ভক্ষণে, কেহ বা অহি দংশনে, কেহ বা জলে-বা-অনলে অবসন্ন হইতেছে। ফলিতার্থ শরীরিদের মৃত্যু অবধারিত আছে। দেখ, প্রতিদিন শত সহস্র স্বর্ণ দান করিয়া প্রাসাদে অবস্থিত সুসেবিত রাজচক্রবর্ত্তিরা যেমত মরিতেছেন, সেইমত নিত্য ভিক্ষোপজীবী ও বান্ধব বিরহিত অরক্ষিত দীনেরাও কাল প্রাপ্ত হইতেছে। আর অগাধ সলিল মধ্যে থাকিয়াও মীনেরা ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ব্যাপাদিত হইতেছে, এবং নিবিড় বনমধ্যে থাকিয়াও পশ্বাদিরা মৃগয়ুর পাশস্থিত মৃত্যু কর্ত্তৃক

আক্রান্ত হইতেছে। হে কৌন্তেয় মৃত্যু হইতে ঔষধে ত্রাণ করে না, আর অসীম স্বর্ণ দানে ও ভূমি দানেও তাহার নিবারণ হয় না। কেননা দেখ, অতিশয় দানশৌণ্ড মরুত, মান্ধাতা, ও যযাতি ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তিরা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া কাল কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইয়াছেন। পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ ও বন্ধু বান্ধবাদির যে সম্বন্ধ তাহা উভয় পথিকের মিলনের ন্যায় ক্ষণিক ও অলীক মাত্র জানিবা। হে কৌন্তেয়, কে কাহার পুত্র, ও কে কাহার পিতা, এবং কে কাহার জননী ও কে কাহার রমণী, ইহা চিন্তা করিয়া দেখ। আর এই কর্ম্মভূমে আসিয়া মানবগণের কতবার জন্ম মৃত্যু হইয়া পুত্র পিতা ও পিতাপুত্র ইত্যাদিরূপে সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহার কে নির্ণয় করিতে পারে, বরং তদ্বারা ঈশ্বরের লীলাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। দেখ যোগিগণ নিরবধি ধ্যানে থাকিয়াও যমকর্ত্তৃক হৃত জীবন হইতেছেন, এবং সুরসিক কাব্যকর্ত্তারা রসাভাসে কালহরণ করিয়াও কালের করস্থ হইতেছেন। হে যুধিষ্ঠির, কুম্ভকারের চক্র যেমত, দিবানিশি ভ্রমণ করিতেছে, বান্ধবগণের মিলন ও বিচ্ছেদ সেইমত ক্ষণিক বোধ করিবা। অতএব, এইমতে যখন আত্মরক্ষা হওয়াও অসম্ভব, তখন পরের নিমিত্ত শোকপর হওয়ার কারণ মাত্র নাই। হে ভূপতে, এই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমি তোমাকে কহিলাম, অতএব ধৈর্য্য হইয়া হস্তিনাপুরে গমন করত বাহুবলে অর্জ্জিত রাজ্য মহা সুখে ভোগ কর। আমি এক্ষণে বদরিকাশ্রমে চলিলাম।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির [চিন্তাযুক্ত।] —উৎকট শোক হেতু উন্মনা আমি এই সাম্রাজ্যের ভূরিভার গ্রহণের কিরূপে যোগ্য হইব, এবং অনুরোধ রক্ষা করাও সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। দেখি।

অর্জ্জুন [নিভৃতে।] —দেব, [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] আমি বুঝিতেছি যে জ্ঞাতি বধশোকে মহারাজ অতি বড় বিষণ্ণ এবং এই হেতু তাঁহার উত্তমা বুদ্ধি শোক সলিলে এককালীন মগ্না হইয়াছে, এবং রাজাকে এইরূপে বিলাপপর দেখিয়া বৃকোদরও অতিশয় ব্যাকুল, ইহাতে বোধ হয় যে ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা রাজ্যহেতু যে কষ্ট সহিষ্ণুতা করিলাম, তাহাতে কোন ইষ্ট সিদ্ধ হইল না। দীর্ঘকাল অরণ্যের ক্লেশ ও বৎসরেক নীচ বেশ ধারণ করিয়া অবশেষ রাজ্যদেশ প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু এক্ষণে রাজা রাজ্যাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। হে শ্রীপতে, আমি ইহাতে খিদ্যমান হইলাম। কেননা রাজ্যাধিপত্যে যদি রাজার অভিলাষ না ছিল, তবে অকারণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞাতিবৃন্দ বধ করণের কোন প্রয়োজন ছিল না। এবং অন্ধরাজনন্দনেরা পঞ্চগ্রাম পরিবর্ত্তে সংগ্রাম বিনা সূচ্যগ্র পরিমাণেও ক্ষোণী দান করিতে অস্বীকার করিলে মহারাজের এইমাত্র বিচারের প্রয়োজন ছিল যে রাজ্যহেতু

অসীম জ্ঞাতি বধ অনিবার্য্য, ও এইরূপ অকার্য্য করিয়া রাজ্যলাভ স্বীকার্য্য কি না। পরে মহারাজ যুদ্ধার্থ সম্মত হইলে এই উপলব্ধি হইল যে রাজ্যাধিপত্যে তাঁহার অভিমত আছে; এবং আমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করত পৃথিবী নিষ্কোরবা করিয়া সবসুবসুমতী মহারাজকে সমর্পণ করিলাম। হে শ্রীপতে, যদি যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে পুনর্গমন না করেন, তবে আমি দুর্য্যোধনাধির নিধনে অতিশয় বিলাপ করিব, কেননা যদি রাজার রাজ্যে নিষ্প্রয়োজন ছিল, তবে জ্ঞাতিবৃন্দ বধ করণের অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে পুনর্ব্বার প্রবোধ দান করুন যে যুধিষ্ঠির অচিরে হস্তিনাপুরে গমন করত অতিকষ্টে লব্ধ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া উপাসক ভ্রাতৃগণের বাহুবলের সাফল্য করেন।

শ্রীকৃষ্ণ—পার্থ, মনস্থির কর, আমি রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দান করিব যে যাহাতে তাঁহার অনতিবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন হয়।

অর্জ্জুন—হে দেব, আমি কৃতার্থ হইলাম।

(রাজ বিদ্যমানে গমন করেন)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, মনোযোগ কর, শাস্ত্রবিৎ হইয়া তুমি কেন অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। শোক চিরদিন সেব্যমান নহে। অতএব সন্তাপ পরিহার-পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর। আর তাহাতেও যদি তোমার শোকের সমতা না হয়, তবে যোগসংবাদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ কর যে তদ্দারা এই উৎকট শোকস্বরূপ নিবিড় মেঘমালার অচিরে বিচ্ছেদ হইয়া দিব্য জ্ঞানরূপ আলোকের উদয় হইবেক। গাঙ্গেয় অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন ও তৎকর্ত্তৃক তোমার এই মহাশোকের উপশম হইবেক। আর পিতামহ জ্ঞানে ভীষ্মকে ভ্রম না হয়, একারণ কহি যে ভগবতী গঙ্গাদেবীর গর্ভে সম্ভূত ভীষ্মদেবের দর্শনে সমস্ত পাপের বিমোচন হইতে পারে। দেবর্ষি নারদের স্থানে গাঙ্গেয় চতুর্ব্বেদ ও ষট্শাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় মুনির স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরশুরামের স্থানে ধনুর্ব্বিদ্যাভ্যাস করিলেন। অতএব ত্রিভুবনপ্রতিষ্ঠ ও মহাধর্ম্মশীল তেজোময় ভীষ্ম যাঁহার পরশে ব্রহ্মাদির সভাও পবিত্র হইতে পারে তাঁহার পদানত হও যে সেই মানবরূপী মহানুভব বসুবর তোমার সমস্ত সংশয়কে ছেদন করিয়া তোমাকে নির্ম্মল জ্ঞানদান করিতে পারেন, অতএব আর অনর্থক কালহরণ না করিয়া হস্তিনাপুরে চল। দেখ, লক্ষ ২ দীন দ্বিজেরা তোমার দর্শনাভিলাষ করিতেছেন। এবং পাত্র মিত্র ও পারিষদেরা তোমার অনুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন, আর প্রজা-বৃন্দেরা তোমার পুনরাগমন শ্রবণে সানন্দান্তঃকরণে নির্ণিমেষাক্ষ হইয়া রাজপথ চাহিয়া আছেন, আর অবশিষ্ট মহীপতিরা তোমার কৃপা দৃষ্টি রূপ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে দণ্ডায়মান আছেন। হে কৌন্তেয়, ইহা অতিশয়

শ্লাঘ্য। আর এতদ্রূপ মহারাজ্য সুখ ও সম্পদভিভোগ করিতে উদাসীন ও আশ্রমিকদিগেরও মানস লষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ যদি ইহা কদাচিৎ অকর্ত্তব্য হইত, তবে ব্যাস নারদাদি তপোধনেরা তাহা করিতে তোমাকে কদাচ যুক্তি দান করিতেন না। এবং আমিও পরামর্শ দিতাম না।

যুধি—হে দেব, যদি আপনকার নিতান্ত এই অভিমত, তবে এই হউক, ভ্রাতৃগণ রথসজ্জা করিতে কহ।

ভীম [উল্লসিত।] —যে আজ্ঞা। [নিঃশব্দে] বুঝিলাম যে মহালক্ষ্মী অতঃপর যুধিষ্ঠিরের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন ও যাজ্ঞসেনীর বনকষ্ট দূর হইল। এবং বিরাটদুহিতাও ভাবি কল্যাণ অনুভব করিলেন।

হে মাতঃ, উত্তরা ও পাঞ্চালী সহ রথারোহণ কর, রাজা হস্তিনাপুরে গমন করিতেছেন।

কুন্তী—রে বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হও; আর দেবরাজ যেমত অনুক্ষণ দনুজদিগকে দলন করিয়া সুররাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন সেইমত তোমরা অরিন্দম হইয়া অনুপম সুখে বসুমতী ভোগ কর।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

পঞ্চম অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজপথে শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রবেশ]

[পদ্য।]

কৃষ্ণ—

ক্ষণেক নগর শোভা দেখ মহারাজ।
বিবিধ বিধানে কৈল মনোহর সাজ॥
বিতান বালার্ক বর্ণ শোভে রাজপথে।
বারিতে ভাস্কর কর নরনাথ রথে॥
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি।
কুতুহলে জয়ধ্বনি দেয় যত নারী॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে প্রতি ঘরে ঘরে॥
রাজবর্ত্ম মনোহর করিল রচনে।
সুবাসিত কৈল পথ শীতল চন্দনে॥
হীরক প্রবালে কৈল প্রাসাদ সাজন।
বারেক অপাঙ্গ দৃষ্টি করহ রাজন।
নানাজাতি পুষ্প হস্তে বহু দ্বিজগণ।
রাজ আগমনে করে বেদ উচ্চারণ॥

কমনীয় স্বরে বাদ্য বাজে বহুতর ।
রমণীয় রামাগণে করে মনোহর ॥
বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর স্বরে ।
শুনিয়া সুন্দর স্বর স্মরমন হরে ॥
দেখিলা অরণ্য বহু দ্বাদশ বৎসর ।
উপবন দেখ রাজা নগর ভিতর ॥
কুরঙ্গ তুরঙ্গ করী ভ্রমে কত স্থল ।
বিহঙ্গের অঙ্গে ঢাকিয়াছে বৃক্ষদল ॥
সরোবরে আচ্ছাদিল সরোজের বন ।
হেরিলে হরয়ে শুদ্ধ তাপসের মন ॥
মধুমাসে মধুপ ভ্রমিছে মধু আশে ।
যোগেশ ত্যজয়ে যোগ এই পুষ্পবাসে ॥
নানাজাতি পাদপ শোভিছে তটে তার ।
আনন্দে উড়ীছে দ্বিজগণ অনিবার ॥
মল্লিকা মালতী লতি সেবতীর বন ।
তাপিত শীতল তথা প্রচ্ছন্ন তপন ॥
অপ্রমেয় ফলে নতশির তরুবর ।
বিফল না হয় ফল শুন রাজ্যধর ॥
অভুক্ত পথিক স্নান করি সরোবরে ।
ভুঞ্জে ফল যাহে বহুপুণ্য ফল ধরে ॥
মলয় অনিল সদা বহে সুশীতল ।
অনল শীতল করে শীতল অনল ॥
তপন তাপিত নর আসি উপবনে ।
তখনি শীতল হয় শীতল জীবনে ॥
মন্মথ ব্যথিত জন প্রবেশিতে বন ।
অনিল অনলরূপে করয়ে দাহন ॥
দক্ষিণে দীর্ঘিকা দেখ দীর্ঘে পরিসর ।
অমর বাঞ্ছিত জলাশয় মনোহর ॥
দেবতা পূজয়ে দ্বিজ বসি বারিধারে ।
বিশ্রান্ত পথিক বৈসে শ্রম করিবারে ॥
রজতনির্ম্মিত ঘাট্ শুভ্র সুচিকণ ।
মধ্যাহ্নে কালেতে যেন দেদীপ্ত তপন ॥
বামে হয় গৃহ হয় না হয় গণন ।
দক্ষিণে দ্বিরদশালা দেখহ রাজন্ ॥

সংগ্রামে পড়িল কত না হয় বর্ণন।
তথাপিও গ্রামে হয় হস্তী অগণন ॥
পশ্চাতে দেখহ রাজা অতিথির স্থান।
সাংসারিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে স্বর্গের সোপান ॥
কিবা পুণ্য কর্ম্ম ইহা বুঝহ প্রবীণ।
কত শত দীন দ্বিজ ভুঞ্জে দিন দিন ॥
উৎকৃষ্ট আবাস ভক্ষ্য ভোজ্য মনোরম।
সুরেশ বাঞ্ছিত স্থান সুখ অনুপম ॥
সম্মুখে দেখহ রাজা দেবালয় বাজি।
দর্শন করহ শিব শুভ দিন আজি ॥
সাক্ষাতে দেখহ চন্দ্রচূড় পরমেশ।
সার্থক হইবে আঁখি শুনহ নরেশ ॥
কনক চম্পকে কুন্তী পূজিল শংকর।
সেই বরে যুধিষ্ঠির তুমি রাজ্যধর ॥
বিদুর আশ্রম রাজা দেখহ সম্মুখে।
তণ্ডুলের কণা যথা ভুঞ্জিলাম সুখে ॥
মহাসত্ত্ব জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্তা মহাশয়।
মহিমায় মহীমধ্যে অনুপম হয় ॥
মনোহর গৃহ যত দেখহ রাজন।
দ্বিজ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র জাতির ভবন ॥
চারিদিগে চারি জাতি বসিছে সুন্দর।
মধ্যে রাজপুরী রাজা অতি শোভাকর ॥
দুই ভাগে আপণ শোভিছে অগণন।
ক্রয় বিক্রয় কত কে করে গণন ॥
মণি মুক্তা মরকত হীরক প্রবাল।
রজত কাঞ্চন রাশি দেখ মহীপাল ॥
সম্মুখে প্রাসাদ নিজ দেখ যুধিষ্ঠির।
দুর্গম পরিখা গড় বেষ্টিত প্রাচীর ॥
দুর্গের দক্ষিণে শোভে পুষ্প উপবন।
ধনু হস্তে অনুচর করিছে রক্ষণ ॥
বসন্তে প্রফুল্ল ফুল দিবস সর্ব্বরী।
অতনু করয়ে রক্ষা পুষ্প ধনু ধরি ॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ঋক্ষ নাগ নর।
না করে অপেক্ষা কারু নির্ভয় অন্তর ॥

ধন্য যুধিষ্ঠির তুমি হস্তিনা ঈশ্বর।
ভুবন প্রসিদ্ধ রাজ্য শুন রাজ্যধর ॥
পুণ্যনদী যমুনা জাহ্নবী বারি প্রায়।
নগর নিকটে সদা কাল বহে যায় ॥
সোমবংশে হৈল বহু রাজরাজেশ্বর।
না হইল মহারাজ তোমার সোসর ॥

[ধৌম্যের প্রবেশ]

ধৌম্য— পুষ্প হস্তে দেখ রাজা বহু দ্বিজগণে।
আশীষ করিছে সবে তোমা পঞ্চজনে ॥
সময় উত্তম বটে পুরে প্রবেশিতে।
অবরোহ পঞ্চভাই হরষিত চিতে ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া অগ্রে কৃষ্ণারে লইয়া।
পুরীমধ্যে চল রাজা প্রসন্ন হইয়া ॥

যুধি— তব আজ্ঞা শুভংকরী ধৌম্য তপোধন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণা সহযোগে করিব গমন ॥
অমোঘ দ্বিজের বাক্য ভরসা তাহাতে।
স্বস্তিবাক্য কহ ধৌম্য কুশল যাহাতে ॥

(পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরার প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম অঙ্গ

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—কহ সঞ্জয়, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ সংমিলনে হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া সংপ্রতি কি করিতেছেন। এবং অগণ্য জ্ঞাতি বধজন্য রাজার উৎকট শোকের শমতা হইয়াছে কিনা।

সঞ্জয়—হে দেব, যুধিষ্ঠির সিংহাসনারোহণ করিয়াও জ্ঞাতি বধ শোকে অসুখী হইয়া আপনাকে অতিশয় বিষণ্ণের ন্যায় দর্শাইতেছেন বিশেষতঃ শর শয্যাশায়ি গাঙ্গেরের শোকে রাজা অনুক্ষণ বিলাপ করিতেছেন।

গান্ধারী—যুধিষ্ঠির মহা সত্ত্ব, কৃষ্ণাদির কৌশলে সমরে প্রবৃত্ত না হইলে এই ভুরি অবসাদের প্রয়োজন হইত না, ইহা আমার উপলব্ধি হইতেছে।

বিদুর—হে দেবি, এতদর্থে আমার স্বতন্ত্র জ্ঞান আছে যে পঞ্চগ্রাম প্রদানে তব্দীয় অপরিণাম দুষ্টা পুত্রেরা পাণ্ডবকে কৃতার্থ করিলে যে অকল্যাণ হেতু আপনি ইদানীং অবসাদ করিতেছেন, তাহা সুদূরীভূত হইত। আর উচিত কালে অন্ধরাজ আপন পুত্রগণকে এইরূপ ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করাইলে আপনি

অনুক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নয়না হইতেন না। হে নৃপজায়ে স্বীয় কর্ম্মদোষে আপনারা অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে দৈব কিরূপে দোষার্হ হইতে পারেন।

সঞ্জয়—যাহা হউক, গত বিষয়ের অনুশোচ পরিত্যাগ করিয়া আপনারা এক্ষণে পরমার্থ চর্চ্চা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র—হে সঞ্জয়, শোক সলিলে মগ্ন ও মায়ামুগ্ধ এই সংসারে থাকিয়া পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানে কিরূপে নিষ্ঠা হইবেক।

সঞ্জয়—তবে কিয়ৎকাল পরে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করত যোগ সাধন করুন এবং মহারাজের অভিমত হইলে আমিও আপনারদের অনুগমন করিব।

ধৃত—সঞ্জয়, তুমি ধন্য, আর উচিত কালে আমারদিগকে এই পরমার্থের পরামর্শদান করাতে আমরা কৃতার্থ হইলাম। সময়ান্তরে ইহার পুনঃশ্বিবেচনা কর্ত্তব্য।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও গান্ধারীর প্রস্থান)

বিদুর [চিন্তাগত।] —আমি দেখিতেছি যে কুলক্ষয়হেতু যুধিষ্ঠির নিয়ত শোকাকুল ও তদ্ধেতু ভ্রাতৃগণ ও অতিশয় ব্যাকুল আছেন, অতএব এই খিদ্যমান সংসারে থাকিয়া চরমের কুশল চর্চ্চা করা অতিশয় কঠিন হইবেক, এই হেতু সঞ্জয়ের পরামর্শ আমি সাময়িক ও প্রশংসার্হ বোধ করিলাম। অতএব কিঞ্চিৎকাল পরে দ্বৈপায়ন বনে গমন করিয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ তাপসগণ সংমিলনে যোগ সাধনে যাপন করা অবশ্য আবশ্যক। কিন্তু যদবধি যুধিষ্ঠিরের শোকের শাম্য না হয়, তদবধি লোকালয় পরিত্যাজ্য নহে। কেননা বান্ধব বিচ্ছেদজন্য রাজার আরও অবসাদ বৃদ্ধি হইলে যুধিষ্ঠির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আমারদের অনুগমণ করিলে অকার্য্য হইবে। ফলতঃ ইহা অসম্ভব নহে। সংপ্রতি দেখিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস মহাশয় আসিতেছেন।

[শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের প্রবেশ]

দেব, আপনাদিগের সহিত সংমিলন হেতু অদ্য শুভ দিন। আমি প্রণাম করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ—বিদুর তুমি মহাত্মা, অতএব অচিরে গোলোকে গমন করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর।

ব্যাসদেব—বিদুর সংপ্রতি তোমারদের কুশল কহ ?

বিদুর—মুনে, রাজা যুধিষ্ঠিরের বিষাদের অবশেষ নাই এবং অনশনহেতু দিন ২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন। সংপ্রতি দেখুন ভ্রাতাগণ সহ যুধিষ্ঠির আগমন করিতেছেন এবং রাজাও পূর্ব্বৎ আপনাকে বিষণ্ণের ন্যায় দর্শাইতেছেন।

[যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ]

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, তুমি কি জন্য এরূপ চিন্তিত হইতেছ। এই চরাচর মধ্যে তুমি কোন্ সুখে বঞ্চিত তাহা আমাকে কহ। দেখ সর্ব্বগুণালংকৃত ও দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় বিক্রান্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয় তোমার অনুক্ষণ আজ্ঞাকারী হইয়া বাহুবলে বসুমতী বশ করিয়া সবসু তাহা তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ হস্তিনার উপদ্রুত সিংহাসন অতঃপর নিষ্কণ্টক করিয়া তোমাকে তাহাতে অভিষিক্ত করিয়া কিঙ্করের ন্যায় সকলে তোমার মহতী ইচ্ছার প্রতিপোষণ করিতেছেন এবং ভগবান বাসুদেব যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে তিনিও তোমার আজ্ঞাবহন করিতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়, তোমাতুল্য সৌভাগ্যবান রাজা "ন ভাবী, ন ভূতঃ।"

যুধি—মুনে, আমরা আপনাকে অবনতি করিতেছি। আর যে জন্য আমি এই-রূপ-বিষণ্ণ হইতেছি, তাহা আপনকার অগোচর নহে। রাজ্যলুব্ধ হইয়া আমি পরম গুরু পিতামহ মহাশয়কে সংহার করিলাম, ও দ্বিজাতি দ্রোণাচার্য্য আমার দুরাশাহেতু হৃত হইলেন। আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে আপন অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য নষ্ট করিলাম। ইহাতে যে পাপ ও সন্তাপের সঞ্চয় হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থে এই পাপ তনুর ক্ষয় করিয়া নিষ্কৃতি সাধন করিব।

ব্যাস—হে রাজন্, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ও দিব্যজ্ঞান বিশিষ্ট, অতএব তোমাকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হওয়া অযুক্ত। বেদবিজ্জনেরা কহিয়াছেন যে জ্ঞান অনন্ত প্রকার ও জ্ঞান হইতে ধর্ম্মের উৎপাদন ও ধর্ম্ম হইতে পাপের ধ্বংসন হয়। এবং সুজ্ঞান সহকারে পরমজ্ঞানিরা শমনের শক্তি হইতে মুক্তিকে পাইতেছেন। অপিচ, হে যুধিষ্ঠির জ্ঞানের অনন্তলোচন, এবং তৎসহকারে দিব্যজ্ঞানিরা অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতেছেন। জ্ঞাতিবধ জন্য যে মহাপাপ তাহা তোমাতে অর্হে না, যেহেতুক হে যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্ম্মাত্মা। আর প্রজ্জ্বলিত মহাগ্নিতে যেমত তুলারাশি নিমিষে ভস্মীভূত হয়, সেইমত ধার্ম্মিকের পাপপুঞ্জ কৃত মাত্রেই সেই ধর্ম্মস্বরূপ তেজোময় মহাবহ্নিতে দাহ হইয়া ধার্ম্মিকের দেহ পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও নিষ্পাপী থাকে। দেখ, সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ যাঁহার ইঙ্গিতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বারিবিম্বের ন্যায় নিমিষার্দ্ধে লয় হইতে পারে, এবং যাঁহার পুনরিঙ্গিতে সেই বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ড পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থ হইতে পারে; এবং যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য ও তারাগণের উদয় ও অস্ত ও সুনিয়মে ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে সেই পুরুষ প্রধান মানবরূপে অনুক্ষণ তোমারদের সঙ্গে থাকিয়া তোমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন। হে কৌন্তেয়, তুমি অতি ভাগ্যবান, কেননা যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া এই অনিত্য সংসারে পাপিরা নিত্য নিষ্পাপ ও নির্ম্মল

হইতেছে, সেই নিত্য পদার্থকে তোমরা অনুক্ষণ চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টি করিতেছ। অতএব যুধিষ্ঠির ঔদাস্য ত্যাগ করিয়া আত্মাকে সতত রক্ষা কর কেননা আত্মার আঘাতি ব্যক্তিরা উৎকট পাপী ইহা অতিসত্য। বরং ব্রহ্মহত্যা ও জীবহিংসাদি মহাপাতক হইতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিত্রাণের উপায় নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু আত্মঘাত জনিত অঘের নিষ্কৃতি নাই। যুধিষ্ঠির, তুমি নিষ্পাপী, অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া পরমার্থ চিন্তা কর। আর যদি ইহাতেও তোমার ভ্রম দূর না হয়, তবে শরশয্যাশায়ি ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া যোগ সংবাদ শ্রবণ কর যে তদ্দ্বারা তোমার নিবিড় সংশয়ের ছেদন হইয়া অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হইবে।

যুধিষ্ঠির—মুনে, আমি কৃতার্থ হইলাম। আর মহানুভব ভীষ্ম মহাশয়ের প্রমুখাৎ যোগ শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আমার অভিরুচি আছে।

ব্যাস—তবে অচিরে ইহার উপায় কর, কেননা গাঙ্গেয় আর দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী নহেন। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, তবে সত্বরে সপরিবারে ভীষ্মের নিকট গমন কর, এবং ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী প্রভৃতি কৌরব পাণ্ডব নারীগণে সঙ্গে লহ যে তাঁহারা সকলেই ভীষ্মদেবকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

যুধি—দেব, ইহাই কর্ত্তব্য।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি কুরুক্ষেত্রে, ভীষ্ম শিবির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও ভীষ্মদেব ও ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী ও কুন্তী ও দ্রৌপদী ও উত্তরাদি নারীগণের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—হে দেব, [ভীষ্মের প্রতি] চিরদিন পরে আপনাকে দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, তুমি ধন্য, আর এই অচলা শ্রদ্ধাজন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাদিগেই অর্হে। কহ, সংপ্রতি তোমারদিগকে কি জন্য এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি। রে বৎসগণ তোমারদের কুশল কহ।

যুধি—হে আর্য্য, ধনাভিলাষী ও রাজ্যলুব্ধ হইয়া দুরাচারের ন্যায় আমরা যে ২ দুষ্কর্ম্ম করিলাম, তাহা জঘন্য ও তজ্জন্য আমি অতিশয় খেদাপন্ন হইতেছি। যথা মহাগুরু পিতামহ মহাশয় আপনাকে ও শিক্ষা গুরু দ্বিজাতি দ্রোণাচার্য্যকে ও অতুল সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে ও মহানুভব মাতুল শল্যকে সংহার করিলাম। এবঞ্চ গান্ধারীর দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র আর দ্রুপদ ও

সুশর্ম্মা ও সোমদত্ত ও বাহ্লীক ও বিরাট ও অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ এবং পুত্র পৌত্র ও জ্ঞাতি গোত্র ও সৈন্য পরাৰ্দ্ধ ইহারা সকলেই আমার কারণ সংহত হইল। অতএব হে গুরো, পাপসম্ভব আমি এই অতি বড় দুষ্কৃতি হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব, তাহা না দেখিয়া এই দুশ্চিন্তারূপ অকূল পারাবার তরঙ্গে মগ্ন হইয়াছি। আর ভীমাদিকে রাজ্য ভারার্পণ করিয়া পঞ্চতপা করত যোগ বলে পাপতনুর ক্ষয় করিব এই স্থির করিয়াছি। হে আর্য্য, নিষ্ঠুর পাণ্ডবের কোটি ২ বাণে বিক্ষত আপনাকে এইরূপ শর-শয্যাশায়ি দেখিয়াও যদি আমি সিংহাসনের লালসা করি তবে আমা তুল্য পামর আর নাই। [যুধিষ্ঠির অধোবদনে রোদন করেন]

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির শোক সম্বরণ কর, এক সহস্র গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের কথন, হে রাজন্ যদি শান্ত হইয়া ঐ শান্তি কথা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ কর, তবে অন্তঃপুর হইতে নিতান্ত নিঃশঙ্ক হইবা, আর অগণ্য জ্ঞাতিবধ জন্য চিত্তের যে মালিন্য হইয়াছে, তাহাও নির্ম্মল হইবে। এই অসার সংসারে শরীর নিত্যই অনিত্য, ইহাতে নিরাকার ও নির্ব্বিকার এবং নিত্য নিরঞ্জন যে নারায়ণ তাহাই নিত্য পদার্থ। আর সৃজন ও পালন ও সংহার এই তিন কার্য্যের সেই চেতনরূপি ভগবানই আদি কারণ। কর্ম্মের অনুবন্ধে জীবেরা ইহলোকে বারম্বার গতায়াত করে, হে কৌন্তেয়, কেহ কাহারও হর্ত্তা নহে। মিথ্যা-বাক্য ও চৌর্য্যবৃত্ত্যাদি অপকর্ম্ম করিয়া যাহারা কলুষপুঞ্জের উপার্জ্জন করে, তাহারা প্রায় দীর্ঘকালই তাহার অশুভ ফলভোগী হইয়া চরমে কোটি ২ যম যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়। ধন হইতে অহঙ্কার ও অহঙ্কারাৎ মত্ততা ও তস্মাৎ পাপের সৃজন হইয়া আত্মস্তুতি পরায়ণ পাপাত্মারা মৃত্যুর অনুরূপ ব্যাধিগণকর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইয়া মৃত্যুর অধীন হয়েন, এবং অমরগণেরাও নশ্বর নহেন। এই হেতু পরিণত জ্ঞানবিশিষ্ট মহাজনেরা মৃত্যুজন্য শোকের প্রায় ছেদনকর্ত্তা হইয়াছেন।

যুধি—হে আর্য্য, মৃত্যু কাহাকে কহি, ও তাহা কিরূপে ত্রিভুবন অধিকার করিল এবং মৃত্যুর স্রষ্টা কে, এবং যমরাজ কোন্ রাজ্যে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার শাসন কিমতে এতদ্রূপ ভয়ানক হইল, অনুকম্পাপূর্ব্বক আমার এই সকল বিষয়ের সংশয় ছেদন করিতে অনুকূল হউন।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, তবে মনোযোগ কর, আমি অপূর্ব্ব কথা তোমাকে বিস্তার-পূর্ব্বক কহিব। সেই বিশ্বস্রষ্টা যৎকালে সৃষ্টির সৃজন করিলেন, তৎকালে মৃত্যু নামে কোন পদার্থ সৃজিত হয় নাই, তাহাতে জীবলোকে সংসার ব্যাপ্ত হইলে ধরা অধীরা হইয়া প্রজাপতির নিকট গিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন যে হে প্রজাপতে আমি ইদানীং অতিবড় ভারাক্রান্ত হইয়াছি অতএব রসাতলে গমন করিব। প্রজাপতি মাতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন যে

কাশ্যপি, অচিরে তোমার দুঃখের মোচন হইবেক। তাহাতে মাতা পুনস্তোত্র পূর্ব্বক বিদায় হইলে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব নামে এক পুরুষের সৃজন করিলেন। পরে প্রকৃতি সংযোগে স্বায়ম্ভুবের রুচি নামে পুত্র জন্মিলে রুচি হইতে ক্রমশঃ ভরতাদি সপ্ত পুত্রের জন্ম হইল। তদনন্তর রুচি মহাশয় সপ্ত পুত্রে সপ্তদ্বীপ দান করিলে ভরত প্রণতিপুরঃসর করপুটে কহিলেন যে হে পিতঃ আমাকে জম্বুদ্বীপ দান করিয়া কৃতার্থ কর, আর প্লক্ষদ্বীপ যাহা অনুকম্পা করিয়া সংপ্রতি আমাকে সমর্পণ করিতেছেন তাহা পুত্রান্তরে প্রদান করুন। কিন্তু এইরূপে রাজ্য বিভাগ করিতে রুচির অভিরুচি না হইবায় তিনি ভরতকে অকৃতার্থ করিলেন। তাহাতে অপ্রাপ্তভিলাষ ভরত অতিশয় জাতক্রোধে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিহিরশিখরে গমন করত অনশনে ও মুদিত নয়নে বহুকাল ভগবান চতুরাস্যের আরাধনা করিলে পদ্মাসন প্রসন্ন হইয়া সেই ধ্যানপরায়ণ তেজোময় ভরতের সামীপ্য হইয়া কহিলেন যে হে মহোদয় তোমার তপস্যার প্রয়োজন কহ। তাহাতে ভরত মৌনাবলম্বন করিলে পদ্মযোনি ভূয়ঃ ২ তাপসকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ঐ রাজর্ষি স্রষ্টার অভ্যর্থনা করিলেন না, তাহাতে চতুরানন ত্বরা অতিশয় ক্রোধ-যুক্ত হইয়া গমন করিলেন ও এই কালে তাঁহার নেত্রানলে অতিবড় ভীষণ ও অতিকায় অসুরের উৎপাদন হইল। তাহাতে ধরিত্রী পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক ভারাক্রান্তা হইয়া পুনর্ব্বার সকাতরে ভগবান বিরিঞ্চির নিকটে গিয়া অবনতি পূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিলেন হে বিভো, আমি নিশ্চয় রসাতলে গমন করিব, যেহেতুক অসুরের ভূরিভারে আমি ইদানীং আরও ক্লিষ্ট হইয়াছি, ইহা কহিয়া ধরিত্রী সনীর নেত্রে ধাতার বহুস্তোত্র করিলেন। পরে পদ্মাসন বহু প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক পৃথ্বীকে কহিলেন যে হে বসুন্ধরে, তুমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমি অচিরে ইহার উপায় করিব ; ইহা শুনিয়া অবনতি-পূর্ব্বক অবনি বিদায় হইলে বিধাতা চিন্তিত হইয়া ভূতলে বসিলেন, ও এই কালে স্রষ্টার ললাটে শ্রমবারির সৃজন হইয়া ভূতলে পড়িল, ও তাহাতে এক অতিবড় বিকট ও অপ্রসন্ন মূর্ত্তির উৎপাদন হইল ও ব্রহ্মা তাহাকে মৃত্যু বলিয়া আখ্যা দিলেন। তদনন্তর এইরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া সক্রোধে কম্পবান মৃত্যু আপন স্রষ্টাকে কহিলেন যে হে পিতঃ আমি অদ্য চরাচরস্থ যাবজ্জীবে ভক্ষণ করিব, অতএব অনুকম্পা করিয়া আমাকে তদর্থে অনুমতি করুন। বিরিঞ্চি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিলেন যে এইরূপ করিলে আমার সৃষ্টি স্বল্প-কালেই নষ্ট হইবে। তুমি যে রূপে আধিপত্য করিবা, আমি এক্ষণেই তাহার নির্ণয় করিব, ইহা কহিয়া বিধাতা ঐ মৃত্যুর অনুরূপ অথচ অতি বড় ভীমরূপ চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজন করিলেন। অনন্তর, ব্যাধিগণ বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিল যে হে বিভো, আমরা কোন্ কর্ম্ম সাধন করিব। বিধাতা

কহিলেন যে তোমরা মৃত্যুর আজ্ঞাধীনে থাকিয়া সম্প্রতি ভূমণ্ডলে গমন করত ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া জীবগণের দেহে অবস্থান কর। আর এতদর্থে আমি তোমারদিগকে চতুর্দ্দশ ভুবন অর্পণ করিলাম, তোমরা স্বেচ্ছাচারে সর্ব্বত্র অধিকার কর, ইহা কহিয়া সমীপবর্ত্তী মৃত্যুর সহিত চতুঃষষ্টি ব্যাধির করাইলে তাহারা পরস্পর, ও মৃত্যুর সহিত আলিঙ্গন করিল। অনন্তর বিধাতা ব্যাধিগণকে কহিলেন যে এই মৃত্যু তোমারদিগের অধিপ ইহা শুনিয়া চতুঃষষ্টি ব্যাধি বিধাতাকে, এবং অধিরাজ মৃত্যুকে ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক প্রফুল্ল চিত্তে পৃথিবীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর মৃত্যু করপুটে ভগবান বিরিঞ্চিকে প্রশ্ন করিলেন যে হে পদ্মাসন আমি সংপ্রতি কোন্ দেশে কোন্ স্থানে অবস্থান করিব, তাহাতে বিধাতা বিধান করিলেন যে দক্ষিণ রাজ্যে চারিদ্বার বিশিষ্ট, অথচ বৈতরণী নামে স্রোতস্বতী কর্ত্তৃক বেষ্টিত প্রেতপুরী নামে মনোহর স্থান তদর্থে সৃজিত হইয়াছে, তুমি ঐ স্থানে গমন করত যমরাজের আজ্ঞাবহ হও। ইহা শুনিয়া মৃত্যু হৃষ্টচিত্তে প্রজাপতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন যে হে বিভো ভূমণ্ডলে কিঙ্কর ব্যাধিগণের অধিকার কি, তাহা আমাকে কহুন, তাহাতে বিরিঞ্চি আজ্ঞা করিলেন যে পশু পক্ষী কীট করী নাগ নরাদি করিয়া যাবজ্জীবেই ব্যাধিগণের অধিকার আছে, এবং কর্ম্মসূত্রে তাহারা ব্যাধিগণ কর্ত্তৃক ব্যথিত ও তোমাকর্ত্তৃক ব্যাপাদিত হইয়া প্রেতপুরে আনীত হইবে। ইহা শ্রবণে মৃত্যু পরম কারুণিক পদ্মাসনকে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে ব্যাধিগণের অনুগমনে জীবলোকে আগমন করিয়া চতুঃষষ্টি ব্যাধির অধিকার চর্চ্চা দৃষ্টে পরিতুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তরে প্রেতপুরে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির—হে আর্য্য, মৃত্যু ও ব্যাধিগণের জন্ম ও চরিত্র কথা শুনিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে প্রেতপুরীর রচনা কি রূপ, তাহা শুনিতে আমারদিগের অভিরুচি আছে।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, তবে শুন। যমরাজের পুরী অতি প্রসিদ্ধ ও তাহার পরিমাণ ষোল শত যোজন ও বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ও দৃঢ় নির্ম্মিত। এই যমরাজ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, এতাবত জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্মের ও পাপপুণ্যের পরিমাণ ও বিচার করিয়া কৃতকর্ম্মের ভোগের নির্য্যাস করিয়া থাকেন। ও চিত্রগুপ্ত নামে মহাধীসচিব জীবগণের শুভাশুভকৃত কর্ম্মের লিপি রাখেন। হে কৌন্তেয়, এই ধর্ম্মাংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া ভবলোকে আগমন করিয়াছ। আর আমি পূর্ব্বে তোমারদিগকে কহিয়াছি যে এই প্রেতপুরী চতুর্দ্বার বিশিষ্ট ও বৈতরণী নামে মহানদী কর্ত্তৃক বেষ্টিতা হইয়াছে। ইহার রচনা অতি মনোহর। রাজা ও রাজর্ষি ও দেবর্ষি ও সন্ন্যাসী ও তপস্বী প্রভৃতি মহানুভবেরা মর্ত্ত্যলোকে লীলাসম্বরণ করিয়া এই পুরীর উত্তর দ্বারে সুব্রহ্মানসলষিত

সুন্দর স্থানে অবস্থান করত স্বর্গের সুখ অনুভব করেন পশ্চিম স্বারও এতদ্রূপ মনোহর ও সম্মুখ সংগ্রামে পতিত ও বিক্রম বিশারদ বীর্য্যবান বীর-পুরুষেরা এই স্বারে অবস্থান করেন, এবঞ্চ দেবগণের দুষ্প্রাপ্য অপূর্ব্ব ভক্ষ্য ভোজ্য এই২ স্বারে অপ্রমেয় ও প্রাগুক্ত ভাগ্যবানেরা তাহা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। প্রেতপুরীর পূর্ব্বস্বারও অতি মনোহর, হে যুধিষ্ঠির, স্বামিবৎসলা ও সতী পতিব্রতা নারীরা মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া এই দ্বারে অবস্থান করেন। আর এই স্বারত্রয় পাপাত্মার অদৃষ্টব্য ও অগম্য জানিবা। কেননা পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মহাত্মাগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন কেবল তাঁহারদিগের অবস্থানের জন্যই এই স্বারত্রয় নিয়োজিত হইয়াছে। এক্ষণে এই প্রেতপুরীর দক্ষিণ স্বারের সংবাদ তোমাকে সংক্ষেপে কহিব যেহেতুক সেই সংবাদ অতি অপ্রিয়। হে কৌন্তেয়, এই প্রেতপুরীর দক্ষিণ অর্থাৎ চতুর্থস্বার পাপাত্মার আবাস ও তত্রস্থ যাবদ্বস্তু দৃষ্টে পাপীরা দিন২ নিরাশ হইতেছে। প্রথমতঃ বৈতরণী নদী তাহা পুণ্যাত্মার পুণ্যদা ও চিত্তরঞ্জিকা হইলেও জলদগ্নির ন্যায় তাহার বারি পাপির দেহ দাহন করিয়া থাকে। আর প্রতিষ্ঠিত গোদানাদি জন্য মহাত্মারা এই মহানদী অবলীলাক্রমে পার হইয়া নিয়োজিত যথা যোগ্য পবিত্র ভূমে গমন করিতেছেন। আর এই দক্ষিণস্বারে কুম্ভীপাকাদি করিয়া চতুরশীতি রৌরবস্থান আছে, তাহা অতি ঘোর তিমিরাবৃত ও শৃগাল ও কুক্কুর ও বজ্রকীটাদিতে বেষ্টিত।

এই নিষ্ঠুর মাংসভুক্ জন্তুরা অনুক্ষণ পাপির দেহ মাংস খণ্ড২ করিয়া খাইতেছে, আর কঠিন লৌহাস্ত্রস্বারা প্রেত কিঙ্করেরা অঘবাণের তাড়না করিতেছে ও তজ্জন্য পাপাত্মারা উভরায় অবিরত পরিত্রাহি ডাকিতেছে। হে যুধিষ্ঠির, গোবধ ও ব্রহ্মবধ ও স্ত্রীবধ ও জীবহিংসা ও মিথ্যা বাক্য ও চৌর্য্যবৃত্তি ও স্থাপ্যাপহরণ ও মিত্রদ্রোহিতা ও অগম্যাগমন ইত্যাদিরূপ নানা কলুষের দক্ষিণ স্বারই নিকেতন জানিবা, আর এই সমস্ত পাপাচার নরাধমেরা এই স্বারে থাকিয়া আপনারদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যে সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা বর্ণনাতিরিক্ত। পূর্ব্বে দেবল নামে ঋষি আমাকে প্রেতপুরীর যে সংবাদ কহিয়াছিলেন তাহা আমি তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম।

[পদ্য।]

দক্ষিণে দক্ষিণ স্বার অতি ভয়ংকর।
দেখিয়া পাপির প্রাণ কাঁপে নিরন্তর॥
পুরীষের হ্রদ তথা দেখে শত শত।

কহিতে কঠিন তথা পাপী আছে যত ॥
নিষ্ঠুর প্রহারে কেহ করয়ে ক্রন্দন।
পুরীষের হ্রদে ফেলে করিয়া বন্ধন ॥
কোনখানে উষ্ণ জল বর্ষে জলধর।
তপ্ত তৈল বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কোনখানে শিলাবৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু।
প্রহারে ব্যথিত প্রাণ পাপ অঙ্গ জনু ॥
কোনখানে বজ্রকীট অতি ভয়ংকর।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে পাপ কলেবর ॥
কোন খানে দূতগণ ভয়ংকর কায়।
দুর্গতি করয়ে যত লিখনে না যায় ॥
কঠোর কঠিন পাশে করিয়া বন্ধন।
লোহার মুদ্গর হানে যমদূতগণ ॥
প্রহারে পীড়িত পাপী পরিত্রাহি ডাকে।
তথাপিও যমদূত নাহি ছাড়ে তাকে ॥
পাপির যতেক দুঃখ নাহি হয় স্থির।
অন্তকপুরীর মধ্যে শুন যুধিষ্ঠির ॥

[গদ্য।]

যুধিষ্ঠির—গুরো, প্রেতপুরীর সংবাদ অতি ভয়ংকর মানিলাম, আর ধর্ম্মরাজ বার্ত্তা শ্রবণে আমরা চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু জীবেরা একবার এতদ্রূপ অনির্ব্বচনীয়া দুর্গতি ভোগ করিয়া জন্মান্তরে তদ্রূপ পাপাচার হইতে কিহেতু বিরত না হয়, এবং জননী জঠরে কিরূপে জন্মিয়া কিমতে বা দীর্ঘকাল হরণ করে তাহা আমাকে কহুন।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, এই কথা অতি নিগূঢ় অতএব মনোযোগ কর। মাতৃউদরে ঋতু সংযোগে ও শৃঙ্গার রস পরশে জীবের জন্ম হইয়া পঞ্চাহে বিদ্যুৎ পরিমাণ ও পক্ষান্তে বদরীতুল্য ও তদনন্তর শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া মাসান্তে অংগুষ্ঠ প্রমাণ হয়। কিন্তু এইকালে হস্ত পদাদির নির্ম্মাণ না হইবায় কেবল মাংসপিণ্ডবৎ থাকে। তদনন্তর, মাসদ্বয়ে মস্তকের নির্ম্মাণ হইয়া তৃতীয় মাসে হস্ত পদের নির্ম্মাণ হয়। চতুর্থে লোমের সৃজন ও পঞ্চম মাসে তনু বৃদ্ধি হইয়া ষষ্ঠম ও সপ্তম মাসে ঘোর তিমিরাবৃত জননীজঠরে জীব ভ্রমণ করিতে থাকে। পরে অষ্টম মাসে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরীয় কৃত পাপপুঞ্জ স্মরণ করিয়া মনস্তাপে ভগবানের বন্দনা করে যে হে মুক্তিদ, অনুকম্পা করিয়া যদি এইবার আমার পাপপুঞ্জের মোচন কর,

তবে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার সাধনা ভিন্ন কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হইব না, ও পাপাচার হইতে একান্তই বিরত হইব। আর হে চেতনরূপি ভগবান্‌, অচিরে এই ঘোর জঠর যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর যে এই অনির্ব্বচনীয় কঠোর জনিত কষ্ট হইতে আর ক্লেশ না পাই, ইত্যাকারে পরমেশ্বরের ভাবনা করত কৃত পাপ মোচনের প্রার্থনা করে। আর এইরূপে দশমাস পর্য্যন্ত জননী উদরে ঐকান্তিক ভগবৎ ভাবনা পরায়ণ হইয়া জন্ম মাত্রেই মায়া কর্ত্তৃক হতজ্ঞান হয় ও তস্মাৎ রোদন করিয়া পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার সমস্তই বিস্মৃত হয়। যুগ-ধর্ম্মে আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি, তাহাতে অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে আয়ুর হ্রাস হইতে থাকে। আর সেই হেতু হে যুধিষ্ঠির, কেহ বা বাল্যকালে কেহ বা যৌবনে কেহ বা বার্দ্ধক্যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে। ফলিতার্থ, যাবজ্জীবই নশ্বর, ও কর্ম্মের ফলাফলই তদর্থে প্রবল জ্ঞান করিবা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া ধর্ম্মরাজ জীবলোকের সুখ দুঃখ ভোগের বিধান করিতেছেন। আর মৃত্যু জীবমাত্রেরই অনিবার্য্য, কেননা ভগবান বিরিঞ্চি সমস্ত চরাচরই মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন, আমি পূর্ব্বে এই সংবাদ তোমাকে বিস্তারিত রূপে কহিয়াছি। আর কীট পতঙ্গাদি জীবেরাও চৌরাশী দণ্ড মধ্যে জনন ও নিধন হইতেছে, ইহাতেও, হে কৌন্তেয়, কর্ম্ম ফল মানিবা। কেননা কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে তাহা কোটি কল্পেও ক্ষয়কে পায় না। আর যে সমস্ত জীবেরা কর্ম্মফলে নির্ব্বাণকে না পাইয়াছে তাহারাই কর্ম্মভোগ হেতু ভূয়ঃ২ এই কর্ম্ম ভূমে গতায়াত করিতেছে।

যুধিষ্ঠির—হে আর্য্য, আমরা চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে দান ধর্ম্মের বিষয়ে আমারদের কিঞ্চিৎ শুনিতে অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, তোমার যাহাতে অভিরুচি হয়, আমি তাহাই কহিব, অতএব মনোযোগ কর। ভূমিদান ও বৃত্তিদান দিয়া যে মতিমান বিপ্রকে পরিতুষ্ট করেন তাঁহার পুণ্য ফলের পর্য্যাপ্তি নাই, হে কৌন্তেয় ইহা অতিসত্য। বরঞ্চ বারিধির বিপুল বিস্তীর্ণ বালুকারও সংখ্যা করা যায় কিন্তু এবম্বিধ পুণ্য ফলের সংখ্যা করা যায় না। ইহার এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান কহি শুন। কুণ্ডীনগরে পূর্ব্বে সুঘোষ নামে এক তাপস বাস করিতেন। তাঁহার অষ্টভার্য্যার গর্ভে একশত কন্যাপুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অন্নাভাবে অনুদিন অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অভাগ্যবান জনক অতিশয় বিষন্ন হইলেন। আর অতিশয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদপারগ হইয়াও ভ্রষ্টলক্ষ্মী বিধায় সুঘোষ শিষ্ট সমাজে প্রায় সম্মানিত হইতেন না কেননা ব্রহ্মন্য হইলেও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালি নরেরা সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়েন, আর সোমবংশে উদ্ভূত হইয়াও নিঃস্ব জনেরা অমাত্যকর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হয়েন ইহা নীতি নিপুণেরা কহিয়াছেন। ফলতঃ শতং অপকার্য্য করিয়াও সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশু-পুত্র

ও বৃদ্ধ পিতা ও মাতার ভরণ পোষণ করিবেক ইহা নীতি বিশারদেরা কহিয়াছেন। সুঘোষ ইহা মনে করিয়া স্বীয় দীনতা দূর করণ জন্য দিন২ দ্বারে২ যাচঞা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাদৃক কৃতকার্য্য না হইয়া সুঘোষ স্বগৃহেও ভ্রষ্ট সম্মান হইলেন। যেহেতুক নির্দ্ধন পুরুষেরা দারা পুত্র ও পরিবারের নিকটেও সম্মানচ্যুত হয়েন হে যুধিষ্ঠির ইহা অতিসত্য। তদনন্তর কুণ্ডীননগর পরিত্যাগ করিয়া সপরিবার গ্রামান্তরে বাস করিবেন সুঘোষ মনে২ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। যেহেতুক যে স্থানে অভ্যাগত যত্নেতে সেব্যমান ও সমাদৃত না হয় ও যে স্থানে দরিদ্রতা ভঞ্জনার্থ ভাগ্যবানের উৎসাহ না জন্মে ও যে স্থানে আশ্রয় বিরহে পণ্ডিতেরা দিবা প্রদীপের ন্যায় অপ্রজ্বল ও মুমূর্ষু হয়েন সে স্থান বিজ্ঞেরা অবশ্য পরিত্যাগ করিবেক। সুঘোষ ইহা স্থির করিয়া সপরিবারে কোশলনগরে গমন করিলেন। তদনন্তর অতিশয় বদান্য ও দ্বিজপরায়ণ কোশলাধিপ সপরিবার স্বগ্রামে সুঘোষের শুভাগমন সংবাদে আপনাকে কৃতকৃত্য মানিয়া বৃত্তিহীন উক্ত দীন দ্বিজকে বহু গ্রাম ও বৃত্তিদান করিয়া সুঘোষের সম্মান ও বহু প্রাণির রক্ষার উপলক্ষ হইলেন। আর এইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ম্মফলে কোশলাধিপ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া কোটি কল্প সুরলোকে বাস করিলেন। হে যুধিষ্ঠির, দরিদ্রকে দান কর, আর যে জন ধনবান তাহাকে ধন দিও না কেননা রোগি ব্যক্তিরই ঔষধ পথ্য অরোগির তাহাতে প্রয়োজন কি। দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে আর এক কথা কহিব। নিকৃষ্টের স্বল্প দান ও উৎকৃষ্টের বহু দান তুল্য বোধ হইবে। চতুষ্পাদে পূর্ণ পুণ্য বাচ্য হয়, আর ত্রিপাদ ও দ্বিপাদ ও এক পাদে খণ্ড পুণ্য হইলেও দরিদ্রকর্ত্তৃক তাহা সম্পন্ন হইলে শ্রেষ্ঠতম অর্থাৎ পূর্ণ পুণ্য গণ্য হয়। যেহেতুক সহস্র ধেনু দান করিয়া মহাজনেরা যে ফলভোগী হয়েন, ভিক্ষোপজীবি নিকৃষ্টেরা এক ধেনু মাত্র দান করিয়া তত্তুল্য ফল অনুভব করেন, কিন্তু শ্রদ্ধাতে রহিত হইয়া যে দান করা যায় তৎকরণক পুণ্যের অঙ্গ ভঙ্গ হওয়া হেতুক উত্তম ফলার্থিরা বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় পণ্ড প্রত্যাশ হয়েন। যেহেতুক ঐকান্তিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তীর্থাদি স্থলে নিষ্কামনায় যে সমস্ত দান হইয়া থাকে, মহাজনেরা তাহাকেই সাত্ত্বিক দান কহেন। ও তাহা অতি নির্ম্মল ও অনন্ত ফলের উপকর্ত্তা হয়। আর কামনাযুক্ত যে সমস্ত দান অর্থাৎ ফলের স্পৃহাপ্রযুক্ত যে সকল দান হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মল দানের মধ্যে গণ্য নহে। আর দয়া ও ধর্ম্মে বিবর্জ্জিত মনুষ্যেরা প্রায় অপকৃষ্ট দাতা হইয়া থাকেন, যেহেতুক প্রতিষ্ঠিত উক্ত উভয় গুণের অধিষ্ঠান ভিন্ন দানের অভিজ্ঞান জন্মে না, এই হেতু, হে কৌন্তেয়, দয়া ও ধর্ম্মে বিরহ হইয়া ব্যাধেরা পশুঘ্ন ও দস্যুরা প্রাণিবধের ভাজন হয়েন, এবং দয়া ও ধর্ম্মের উদ্রেক মাত্রেই নৈষ্ঠুর্য্যের নিঃশেষ হইয়া

প্রতিষ্ঠ পুণ্যানুষ্ঠানের পাত্র হইতেছেন! আমি এতদর্থে উতঙ্ক নামে মুনির উপাখ্যান কহিব, তুমি মনোযোগ কর। সৌভরি নগরে পূর্ব্বে অকুশল নামে এক ব্যাধ বাস করিত সে পরদ্রোহিতা ও পুরোহিত ও পরদ্রব্যাপহরণ ও পারদারিকতা প্রভৃতি পাপপুঞ্জের প্রতিদিন সঞ্চয়কারী ছিল। এক দিবস গ্রামৈক প্রান্তরালে গিয়া বিচিত্র কানন মধ্যে মনোহর জলাশয় ও অপূর্ব্ব দেবালয় দেখিয়া মণিময় অভরণে ভূষিত দেবাঙ্গের কিরণে ও সুবর্ণে রচিত জ্যোতির্ম্ময় পাত্র নিকরের প্রজ্বল বরণে লোভাকৃষ্ট হইয়া মনে২ চিন্তা করিল যে অদ্য দিবাবসানে দেবালয় রক্ষক উতঙ্ক ঋষিকে বধ করিয়া দেবদ্রব্য অপহরণ করিব, ইহা আলোচনা করিয়া নিবিড় বনমধ্যে গিয়া নিভৃতে লুক্কায়িত রহিল। পরে দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে অকুশল শস্ত্রপাণি হইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করত উতঙ্ক ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিল যে হে মুনে, আমি অকুশল নামে ব্যাধ, তোমাকে অদ্য বধ করিয়া দেবগণে নিঃস্ব করিব। উতঙ্ক সশঙ্ক হইয়া অকুশলকে সানুনয়ে কহিলেন যে হে ধনুর্দ্ধর, আমি কোন্ কর্ম্ম করিয়া এইরূপ বধের ভাগী হইব, বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মচর্য্যাচারী অহিংসক তাপস সুতরাং এতদ্রূপে বধার্হ নহি। ব্যাধ কহিল হে মুনে তস্করের ধর্ম্ম কোথা, আর স্বভাবত দুষ্কর্ম্মে রত আমি এক পাপ হইতে পাপান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এবং যদি অগ্রে তোমার নিধন সাধন না করিয়া দেবগণের দ্রব্যাপহরণ করি তবে তোমা কর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হইয়া রাজপুরুষেরা আমার শাস্তির বিধান করিবেন ও আমার অবিদ্যমানে অর্থকরী চৌর্য্যবৃত্তি এককালে অবসন্ন হইবে। ইহা কহিয়া ঐ নিষ্ঠ তপোধনকে নষ্ট করণাশয়ে অকুশল তীক্ষ্ণ খড়্গ উঠাইলে উতঙ্ক পুনর্ব্বার সানুনয়ে কহিলেন, যে রে ব্যাধ, যদি ইহাই তোমার অভিমত তবে ক্ষণিক অপেক্ষা কর, যদবধি আমার সংক্ষেপ বাণীর পর্য্যাপ্তি না হয়। দুর্বৃত্তি সাধন জন্য তোমার এইরূপ উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমি যেরূপ বিষণ্ণ হইতেছি স্বীয় অসু ও বসুর মঙ্গলার্থে বসুমতী মধ্যে আমি কখন এতদ্রূপ অবসাদ গ্রস্ত হই নাই। বরং হন্তার তীক্ষ্ণ খড়্গ যৎকরণক আমার দেহের ও মস্তকের মুহূর্ত্তেকে বিচ্ছেদ হইবেক সম্প্রতি এইমত অনুভূত হইতেছে তজ্জন্যও আমি এতদ্রূপ খেদাপন্ন নহি। রে অকুশল ক্ষণেক কুশল চিন্তা কর। তুমি পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছ যে তুমি দারাপুত্র পরিবার বিবর্জ্জিত, অতএব যদি পরমেশ্বর তোমাকে ঐহিক শৃঙ্খলে বন্ধ না করিয়াছেন তবে তুমি কি জন্য নিস্পৃহ না হও। চৌর্য্য আদৌ দুর্বৃত্তি ও রৌরবের সরল সোপান ও তজ্জন্য প্রাণিবধ করিয়া আরো উৎকট মহাপাতকে কি জন্য নিমগ্ন হও। দেখ পুত্র মিত্র কলত্র ও বন্ধু বান্ধব ও ভৃত্য 'ও বিত্ত ইহা সকলি অনিত্য। ইহারদের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা জীবনাবধি মাত্র। আমরা সকলে জীবলোকে একাকী

আসিয়াছি, একত্র গমন করিব না, বরং একাকীই গমন করিব। আর জীবনকালে আপনং কহিয়া যাহারা আত্মীয়তা প্রকাশ করে, ইহারা কেহই আত্মার আত্মীয় নহে, কেননা মরিলে কেহই সমভিব্যাহারী হইবেক না। রে অকুশল ইহা তুমি মনোমধ্যে বিলক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখ। আর অনায়াসে অরণ্য মধ্যে প্রাপ্তব্য যে গলিত বৃক্ষ দল তাহা চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াও মহাজনেরা জীবনের প্রতিপোষ্টা হইয়া কষ্টসাধ্যে ব্রহ্মপদ আরাধনা করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেছেন, তবে এই দগ্ধোদর জন্য পরদ্রব্যাপহরণ ও প্রাণিবধরূপ মহাপাপ করিয়া স্বল্পকালস্থায়ী মলবাহি দেহের ধারণ করা অনুচিত কি না ইহা বুঝিয়া দেখ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ইহা বেদ বিজ্ঞজনেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেহেতুক হিংসা হইতে উৎকট পাপান্তর অসম্ভব। আর সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী ভগবান সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। যদিও তুমি রাজভয়ে ভীত হইয়া নির্জ্জনে এই হিংসারূপ মহাপাপ ও পরদ্রব্যাপহরণ রূপ দুর্ব্বৃত্তি সাধনে উদ্যম করিতেছ, কিন্তু কালরূপি ভগবানের করাল কর হইতে কিরূপে কুশল হইবেক, রে অকুশল, তাহা ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া দেখ। হে পরাৎপর পরমেশ্বর তুমি ধন্য । আর বিরিঞ্চি বাসবাদি দেবগণেরাও তোমার অনির্ব্বচনীয় ও আশ্চর্য্য মায়া বুঝিতে অক্ষম। বোধ হয় যে এই অসিধারি অকুশল তোমার প্রেরিত হইবেক। হে ভগবন্ মায়ামুগ্ধ মনুষ্যের কি গতি হইবেক তাহা দৃষ্ট হয় না। যেহেতুক তোমাকে স্মরণ না করিয়া মূঢ় মানবের দিনং দিনক্ষয় হইতেছে। এবং দুর্ব্বৃত্তি ও দুরাশা ও দুষ্ক্রিয়া ও দুঃসংসর্গে মনুষ্যেরা আপনাদের পারলৌকিক কার্য্যভ্রংশ করিতেছে। আর নিবিড় অজ্ঞান ও অহঙ্কার হেতু কেহ বা অনীশ্বর বাদে সর্ব্বব্যাপী তোমার স্থায়িত্বের সংশয় করিয়া আপনারদের চরম নষ্ট করিতেছে। ইত্যাকারে উতঙ্ক ভগবানের ভাবনা ও ধ্যান করিয়া ব্যাধকে কহিল যে এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর। ফলতঃ ক্ষণিক সৎসঙ্গগুণে ব্যাধের সদ্‌জ্ঞানের উদ্রেক হইবায় পূর্ব্বকৃত পাপপুঞ্জের কারণ বহু পরিতাপ করিয়া অকুশল স্বীয় অসি সুদূরে পরিত্যাগ করতঃ সজল নেত্রে উতঙ্ক ঋষিকে ধরাবনত প্রণতিপূর্ব্বক কহিল যে হে মুনে অনুকম্পা করিয়া আমার অঘের মোচন করুন, কেননা আমি অতিশয় দুরাচার ও অজ্ঞান বশতঃ নানা রূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া পাপ পঙ্কে লীন হইয়াছি। অতএব আপনি পরিত্রাতা না হইলে আমার এই দুষ্কৃতি হইতে কুত্রাপি নিষ্কৃতি নাই, ইত্যাদি রূপ বহুবিধ স্তব করিয়া উতঙ্কের ক্ষমা যাচঞা করিল। তদনন্তর ঋষিবর ব্যাধের এতদ্রূপ সদ্‌জ্ঞানের উদয় দেখিয়া পুলকে পূর্ণিত হইয়া ভগবানের বন্দনা করতঃ ব্যাধকে বহু আশ্বাস করিয়া কহিলেন, যে রে অকুশল আমি দেখিতেছি তোমার নির্ম্মল জ্ঞানের উদয় হইয়াছে। আর

পরমার্থ চর্চ্চা দ্বারা তোমার সর্ব্বপাপের আশু বিমোচন হইবেক, ইহা কহিয়া মুনিবর ব্যাধকে ধর্ম্মার্থ তত্ত্বে ও ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করাইলেন ও সংসর্গ গুণে অকুশল ইহাও পারলৌকিক সুখ অনুভব করিল। হে যুধিষ্ঠির সংসর্গগুণে অধম ও উত্তম হইতে পারে যেমত পুষ্পের সহিত একত্র বাস করিয়া কীটেরাও সুরমাথে আরোহণ করিতেছে।

যুধিষ্ঠির—হে আর্য্য আমরা চরিতার্থ হইলাম। আর যোগ সংবাদ শ্রবণে বহু মায়া ও মোহের খণ্ডন হইল।

ভীষ্ম—যুধিষ্ঠির, তুমি মহাসত্ত্ব, অতএব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া রাজ্যসুখ ও সম্পদাভিভোগ কর। আর অশ্বমেধ নামে মহাযজ্ঞ করিয়া জ্ঞাতি বধজন্য যে মালিন্য আছে তাহা হইতে মুক্ত হও। অদ্য মাঘী সিতাষ্টমী অতএব শুভদিন বিধায় আমি দেহ ত্যাগ করিব। আর দেখ সৌভাগ্য বশাৎ সুসময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও আগমন হইল।*

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

হে দেব, [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] অন্তিম সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। অদ্য সিতাষ্টমী অতএব দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিব। এই হেতু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও পাঞ্চালীকে আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম। আর জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি তাহার প্রশমন আজ্ঞা হয়।

[পদ্য।]

নমস্তে বিশ্বের স্রষ্টা ত্বংহি অন্তরূপ।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোম কূপ॥
আত্মরূপে চরাচর সর্ব্বজীবে স্থিতি।
দুর্জ্ঞেয় যাহার তত্ত্ব পাঠধৃত ইতি॥
নমস্তে ভাস্কররূপ আধার কারণ।
ত্বং হি শেষ পরমেশ পতিত তারণ॥
নমঃ কূর্ম্ম কলেবর ধরণী ধারণ।
বলির মর্দ্দনহেতু হইলা বামন॥
"হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য বধের তুমি মূল।
হরিয়া ইন্দ্রের দর্প রাখিলা গোকুল॥"

* [মহাভারত দৃষ্টে জানা যায় যে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথন হয় তাহার বহুলাংশই উপাখ্যানঘটিত ও ধর্ম্ম সংসৃষ্ট। ঐ উপাখ্যান বর্ত্তমান প্রণালীতে সংক্ষেপে লিখিলেও বাহুল্য হয় ও সর্ব্ব সাধারণের মনোরমা না হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাহার অনেক পরিত্যাগ করা গেল।]

নমস্তে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দমন।
নমঃ জমদগ্নি সুত ক্ষত্র বিনাশন ॥
বেদ উদ্ধারণ হেতু ত্বংহি মীনকায়।
নমঃ আদি অবতার সংসার সহায় ॥
ত্বংহি ইন্দ্র ত্বংহি চন্দ্র ত্বংহি চরাচর।
"আকাশ পাতাল ত্বংহি দীর্ঘ কলেবর।"
"নমস্তে ঋষভ যোগ মার্গ বিচরণ ॥"
নমস্তে মোহিনী রূপ অসুর বারণ ॥
নমস্তে দেবকী সুত দেবের পূজন।
যোগীর দুর্জ্জেয় ত্বংহি দুর্জ্জন দমন ॥
অজ্ঞান তিমিরাবৃত মায়ামুগ্ধ নর।
না জানে মহিমা তব ত্বংহি পরাৎপর ॥

(যোগাসনে ভীষ্ম তনু ত্যাগ করেন)

[গদ্য।]

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির সংপ্রতি অবলোকন কর, কুরুবংশ চূড়ামণি পিতামহ গাঙ্গেয় অতঃপর অন্তর্হিত হইলেন। ও ভীষ্মের সুরলোকে গমনোপলক্ষে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি অমর বৃন্দ পুলকে পূর্ণিত হইয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতেছেন।

যুধি—হে দেব, পিতামহ ভীষ্মের বিয়োগে আমরা অতঃপর অনাথ হইলাম। হা পিতামহ, আমারদের পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলা! তোমার বিচ্ছেদে অভাগ্যবান আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব। [পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরব ও পাণ্ডববধূগণ বিলাপ করেন] বাল্যকালে পিতৃহীন হইয়া আমরা তোমার পালনে পিতৃশোক বিস্মৃত হইলাম। হে বীর চূড়ামণি, তোমার বিহীনে এক্ষণে পৃথিবী নিবীর ও পাণ্ডবেরা অতঃপর নিঃসহায় হইল। আর দুর্ম্মতি দুর্যোধনই অস্মদাদির এই বিষাদের বীজ হইল। যেহেতুক অসম্মন্ত্রণা দোষে ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতা করিয়া কুরুবর অস্মদাদিকে ভারত সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইয়া আপনিও কৃতকার্য্য হইল না, অথচ পৃথিবীস্থ রাজগণের ও অমাত্যবৃন্দের অকাল নিধনের উপলক্ষ হইয়া অস্মদাদিকে এই মহা শোক স্বরূপ অর্ণব তরঙ্গে মগ্ন করিল। হে বীরবর, তোমার অপূর্ব দেবদেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিয়া কৌরব ও পাণ্ডববধূরা উভরায় রোদন করিতেছেন, এবং জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর মহাশয় এবং প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধাদি যদু বালকেরা ও সমাহৃত অবশিষ্ট রাজনন্দনেরা ক্রন্দন করিতেছেন। আর ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব অতিশয় বিলাপ করিতেছেন, হে দেব, কৌরব ও পাণ্ডবের বিধাতা আপনাকে

কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে হস্তিনাপুরে গমন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, সংপ্রতি দেখ, ব্যাসদেব আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিবরকে অভ্যর্থনা কর।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব—মুনে, আপনকার দর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব অভিবাদন করিতেছি। সংপ্রতি কুরুবংশ চূড়ামণি পিতামহ ভীষ্মের বিয়োগে আমরা শোক সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অতএব দেখিলাম যে পাণ্ডবের দুঃখের সমাধি নাই।

ব্যাসদেব—হে রাজন্, বহু যোগ মার্গ ও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণ করিলা তত্রাপি তোমা তুল্য জ্ঞানবানের ভ্রম দূর নহিল, ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে! পুণ্যাত্মা ভীষ্মবীর বসু অবতার, শ্যপহেতু কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শাপান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। অতএব তাঁহার নিমিত্তে তোমরা অকারণ পরিবেদনা করিতেছ। আর দুর্য্যোধনাদি কৌরবেরা কুরুবংশে জন্মিয়া ভূভারাবতারণ জন্য ভারত সংগ্রামোপলক্ষে ভূরী আনুকূল্য করিয়া অমর লোকে গমন করিয়াছেন। এবঞ্চ ব্রহ্মার অভিলাষ পূর্ণার্থে ভগবান নারায়ণ বাসুদেবরূপে গোকুলে উদয় হইয়া এতদ্রূপে বসুমতীর ভূরিভার লাঘব করতঃ বিষ্ণুবংশ বিশিষ্ট ষট্ পঞ্চাশৎ কোটি যদুবংশের ধ্বংস করিয়া অচিরে সুরপুরে গমন করিবেন। এবঞ্চ হে নরপতে, আপনারাও নররূপি শ্রেষ্ঠ দেবতা ও অনতিবিলম্বে লৌকিক লীলা সম্বরণ করিয়া সুরলোকে গমন করিবেন। আর এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আপনারা ঐশ্বরিক কার্য্যে ইতরের ন্যায় ঈদৃশ বিলাপপর হইতেছেন ইহা নিতান্ত অযুক্ত। হে ভূপতে, এই পৃথিবী মধ্যে মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। আর অতিশয় সুকৃতিমানেরাও শমনের শক্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। দেখ মরুত্ত, মান্ধাতা প্রভৃতি মহমহীপালেরাও অসীম সৈন্য সামন্ত সহিতে ক্ষিতি শয়ন করিয়াছেন। আর কত শত রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তিরা ভূমণ্ডলে আসিয়া ভূতলে ভস্মসাৎ হইয়াছেন, তাহা যোগপরায়ণ যোগিদেরও দুর্জ্ঞেয়। হে কৌন্তেয়, যদি এতদর্থে তোমার সংশয় জন্মে, তবে তাহা এই রূপে ভঞ্জন কর। চিতানলে অদগ্ধ পৃথিবী কোন্ স্থানে আছে তাহা দৃষ্টি সেই অদহন ভূমিতে ভীষ্মদেবের অগ্নি সংস্কার কর। আব অনুসন্ধান করিয়া তাহা নির্ণয় করণার্থ পার্থকে নিযোগ কর। যেহেতুক অগ্নি দত্ত রথারোহণ করিয়া স্বল্পক্ষণ মধ্যে সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পার্থেরই মহতী শক্তি আছে।

যুধি—হে মুনে, এই আশ্চর্য্য অনুসন্ধান হেতু আমরা চরিতার্থ হইলাম। পার্থ, তুমি সত্বরে ইহার নির্ণয় কর যে অদহন পৃথিবী কোন্ স্থানে আছে।

অর্জুন—যে আজ্ঞা মহারাজ। আপনকার শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সত্বরে ইহার অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাগমন করিব যে পিতামহ মহাশয়ের অগ্নি সংস্কারার্থ অযথা কাল বিলম্ব না হয়।

(অগ্নিদত্ত রথারোহণে অর্জুন প্রস্থান করেন)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, ইত্যবসরে ভীষ্মদেবের অগ্নিসংস্কার হেতু যেহ আয়োজন কর্ত্তব্য তাহা করণার্থে ভ্রাতৃগণকে অনুজ্ঞা কর। গাংগেয় মহানুভব আর পিত্রভিলাষ পালনার্থ অদার পরিগ্রহ ও জিতেন্দ্রিয়। এবং তাঁহার জন্মহেতু কুরুকুল শ্লাঘ্য। আর এবম্প্রকার শৌর্য্যবান অথচ ক্ষমাযুক্ত লোক মর্ত্যলোকে দুর্লভ।

[পার্থের পুনঃ প্রবেশ]

ব্যাসদেব—দেখ ধনঞ্জয় প্রত্যাগমন করিলেন। কহ অর্জুন, সংবাদ কহ।

অর্জুন—হে দেব প্রথমতঃ ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া সপ্ত স্বর্গ ভ্রমণ করত দেখিলাম যে অদহন ভূমি কোন স্থানেই নাই। অনন্তর মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভ্রমণ করত পূর্ব্ববৎ পরাঙ্মুখ হইয়া নাগলোকে গমন করত সপ্ত পাতাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে তথাতেও অদহন পৃথিবী নাই। অতএব অকৃত কার্য্য হেতু হতাশ হইয়া পুনরাগমন করিয়া এই আত্ম নিবেদন করিলাম। এক্ষণে যেমত আজ্ঞা হয় পালন করিব।

ব্যাসদেব—হে বীরবর তুমি মহাসত্ত্ব আর এই অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা জন্য যে উপমা প্রতিষ্ঠা তাহা তোমাতেই অর্হে। তোমার সন্নাম ও কীর্ত্তি চিরজীবিনী হউক। হে যুধিষ্ঠির, অতঃপর ভ্রম দূর কর। আর শোক পরিহার পূর্ব্বক যথাবিহিতরূপে গঙ্গাতীরে গাংগেয়ের সৎকারাদি করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্গমন করতঃ রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হও। ভগবান বাসুদেব তোমারদের মংগল করুন।

যুধিষ্ঠির—মুনে, আপনকার শুভানুধ্যায়নে আমরা চরিতার্থ হইলাম।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ—যুধিষ্ঠির, সমাহূত ক্ষাত্রিয়গণ সহিত একত্র হইয়া ভীষ্মদেবের পবিত্র দেহের দাহন করিয়া জাহ্নবী জলে স্নান করত দেব দ্বিজে ও দরিদ্রগণে যথাভিলষিত দান করিয়া সত্বরে হস্তিনাপুরে গমন কর। আর জ্ঞাতি বধহেতু বর্ত্তমান শোক পরিহার করিয়া পরম সুখে সাম্রাজ্য ও সম্পদাভিভোগ কর। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—ভ্রাতৃগণ সত্বরে পিতামহ ভীষ্মের অগ্নি সংস্কার কর। কথোপকথনে অনেককাল হরণ হইয়াছে।

ভীমার্জুন—যে আজ্ঞা। মহারাজ এতদর্থে যথোচিত আযোজন হইয়াছে।

[পাণ্ডবেরা গঙ্গাতীরে ভীষ্মকে দাহ করেন]

সঞ্জয়, বিদুর—যুধিষ্ঠির এক্ষণে গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া পিতামহের তর্পণ করত দীনদরিদ্রে যথাভিলষিত দান কর। অগ্নি কার্য্য সমাধা হইল।

যুধিষ্ঠির সনীর নেত্রে —তবে, এই হউক। হে মাতর্গঙ্গে আপনার প্রিয়পুত্র ভীষ্মকে ক্রোড়ে কর। আমরা অতঃপর হস্তিনাপুরে চলিলাম ইতি।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

তৃতীয় অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ।]

বিদুর—মহারাজ, অদ্য আপনাকে কি জন্য ঈদৃশ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র—হে ভ্রাতঃ দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান এক শত পুত্রের বিয়োগে যে পিতা বিষণ্ণ না হন, সে অতি বিরল। এতদ্রূপ শৌর্য্যবান পুত্রগণের মরণাবধি আমরা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি। আর যদিও পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক যনেতে সেব্যমান বটি কিন্তু ভীমের কটু ও কঠোর বাণীতে অনুদিন আমার দেহের দাহন হইতেছে। আর তৎকর্ত্তৃক আমি ইদানীং অবজ্ঞাত হইয়াছি। বৃকোদর কহে যে বারণাবৎ ও অরণ্য ও অজ্ঞাতবাসের কষ্টদাতা আমিই ও আমাকর্ত্তৃক নির্দ্দোষী তাহারা নানারূপে ক্লিষ্ট হইয়াছে। যেহেতুক আমার পৈশুন্যহেতু এই সমস্ত কুব্যাপারের সৃজন হইয়াছে ইত্যাদি রূপ কটু কহিয়া বহুমতে বাহু আস্ফালন করে। হে ভ্রাতঃ, ভীমের লৌহ গদা হইতেও তাহার বাক্য কঠিন। বরঞ্চ তাহার গদাও মস্তকে সহ্য হয়, কিন্তু তাহার ভাষা হৃদয়ে সহ্য হয় না। আর ইন্দ্র তুল্য বিভব বিশিষ্ট অথচ পৃথিবীর রাজগণকর্ত্তৃক সেব্যমান একশত পুত্রগণকে সংহার করিয়া পবনাত্মজ কৌন্তেয় আমার চিরবৈরী হইয়াছে। আর তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া যে জীবন ধারণ সে অপমরণ বিশেষ। হে ভ্রাতঃ, এইহেতু আমি দিন২ বিষণ্ণ হইতেছি।

গান্ধারী—মহারাজ আমার নিবেদন শুনু। আমারদিগের দুরদৃষ্টবশাৎ যে দুর্ভাগ্যের সংযোগ হইয়াছে তাহা অতিশয় বিলপনীয় হইলেও তদর্থে অন্যেরা দোষার্হ নহেন। বৃকোদর ত্বদীয় আজন্ম বৈরী যেহেতুক বাল্যকালাবধিই ঐ নিষ্ঠুর বালকের প্রতি আপনি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে তৎকর্ত্তৃক সুসেবিত ও সমাদৃত হইবার যে প্রতীক্ষা করেন তাহা কি পর্য্যন্ত সঙ্গত তাহা বিবেচনা করুন ; বরঞ্চ ইহা আমূলাৎ অলীক বোধ হইতেছে। হে পতে, কর্ম্ম অনুরূপে সকলের শুভাশুভ গতি। অতএব পরিতাপ পরিহার করিয়া ভগবচ্চর্চ্চায় লীন হউন যে ভাবি কুশল হইবেক। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

বিদুর—হে দেবি, আপনি যাহা কহিলেন তাহা অতি সঙ্গত। আর আমি দেখিতেছি যে অন্ধ মহারাজকে যুধিষ্ঠিরাদি ইষ্ট দেবতার ন্যায় সেবা করিতেছেন এবং ভ্রাতৃগণও অনুক্ষণ মহারাজের আজ্ঞাবহ বটেন। আর যদিও মহারাজকর্ত্তৃক বৃকোদরের শ্রদ্ধার ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেই বা আপনকার খেদ কি। কেননা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনাদিকর্ত্তৃক আপনি কদাচিৎ অসমাদৃত নহেন। হে নরপতে, ত্রয়স্ত্রিংশত কোটি দেবগণের পরিচিত যে অজেয় ধনঞ্জয়, সেও কিংকরের ন্যায় তোমার সেবা করিতেছে, মহারাজ, ইহা অতি শ্লাঘ্য। আর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাজ্য ধন জন সকলি আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং ইচ্ছামাত্রেই মহারাজের তাহা দান ভোগের শক্তি আছে। তবে বৃকোদরকর্ত্তৃক মহারাজ কি রূপে প্রতিপালিত হইলেন তাহা আমার বোধগম্য নহে। আর আপনকার এইরূপ অপ্রসন্নতা বিজ্ঞাত হইলে পাণ্ডব প্রধান অতিবড় বিষণ্ণ হইবেন। অতএব হে নরপতে, অকারণ খিদ্যমান হইবেন না।

ধৃত—হে ভ্রাতঃ, আমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া এবং সাম্রাজ্যাভিভোগ করিয়া এক্ষণে পরভাগ্যোপজীবি হইলাম, বিশেষতঃ যাহারদিগের তীক্ষ্ণ অস্ত্র করণক বাসবের ন্যায় শৌর্য্যবল আমার এক শত পুত্রের সংহার হইল। আমি তাহাদেরই অন্নাধীন হইলাম। যদি ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের অপমৃত্যু না হয়, তবে সেই সংজ্ঞার অভিজ্ঞান কহ। আর আমি এক্ষণে বুঝিতেছি যে বেদের ন্যায় অতিশয় প্রমাণ যে তোমার বাক্য তাহার অবজ্ঞার ফল এই।

বিদুর—যাহা হইবার তাহা অবশ্য হইবে, একারণ মহারাজ তৎকালে ন্যায়েতে প্রবৃত্ত হন নাই। ফলতঃ মহারাজের অবিবেকতাই এই সমস্ত বিপত্তির বীজ ইহাই মান্য। যাহা হউক, যদি যুধিষ্ঠির আপনকার শ্রীচরণের রেণু প্রসাদাৎ রাজ্য করেন তবে মহারাজ তাঁহার অন্নাধীন নহেন। দেখুন, পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণারণ্যে গমন করিলে ভরত তৎ পাদুকা প্রসাদাৎ রাজ্য করিলেন ফলতঃ রামচন্দ্রই রাজা আর ভরত ঐ রাজসিংহাসনের অবলম্বন মাত্র রহিলেন। হে দেব, যুধিষ্ঠির কেবল উপলক্ষ মাত্র, আপনি পূর্ব্বে যাহা ছিলেন এক্ষণেও তাহাই আছেন। অতএব অতিবড় বিপন্নের ন্যায় বিষণ্ণ হইবেন না।

ধৃত—ভ্রাতঃ, তোমার অমৃতাভিষিক্ত বাক্যে আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে আমারদিগের যাহা মনোগত ও কর্ত্তব্য তাহা তোমাকে কহিতেছি। দেখ অস্মদাদির চরমকাল উপস্থিত আর পূর্ব্বাপর এই রাজধর্ম্ম ও নীতি আছে যে বার্দ্ধক্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম উপেক্ষা করত আশ্রমিক হইয়া জীবনের পরিশিষ্টাংশ যোগসাধনে যাপন করিবে। হে ভ্রাতঃ ইহা যোগ শাস্ত্র সম্মত ও বেদ সঙ্গত বটে। কেননা বার্দ্ধক্যে এতদ্রূপ উপায়াবলম্বন না করিলে প্রকারান্তরে

কিরূপে সদ্‌গতির অনুশীলন হইতে পারে। সংসারাশ্রম পারত্রিক কর্ম্মের অনুকূল নহে, ইহা যোগসাধকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর যদিও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম মতান্তরে শ্রেষ্ঠ বাচ্য, তত্রাপি যোগিরা যোগ সাধন জন্য অরণ্য উপযোগি বোধ করেন। এই হেতু তাপসেরা অরণ্যের আনুকূল্য অন্বেষণ করিয়াছেন। অতএব জাহ্নবীর পশ্চিমভাগে দ্বৈপায়ন নামে যে প্রসিদ্ধ তপোবন আছে, আমি সস্ত্রীক ঐ বনে গমন করতঃ যোগ সাধন করিব। যে হেতুক ব্রহ্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য হেতু বহু তপোধনেরা ঐ তপোবনে কুটীর সংস্থাপন করিয়াছেন। এই হেতু এবং জাহ্নবীর সামীপ্যহেতু, হে ভ্রাতঃ, ঐ বন অতি পবিত্র হইয়াছে।

বিদুর—মহারাজ, এই প্রস্তাব অতি শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যাত্মক। কিন্তু শ্রেয়াংশিক যাবদীয় কর্ম্মে যেমত বহু বিঘ্ন সৃষ্ট হয়, ইহাও সেইরূপ নির্বিঘ্ন নহে। দ্বৈপায়ন বন অতি নিবিড় ও অনিকটবর্ত্তি, আর হিংস্রক পশ্বাদি কর্ত্তৃক নির্বাসিত হইয়াছে, বিশেষতঃ উৎকট শোক ও দুঃখ হেতু অতিশয় ক্লিষ্ট। মহারাজ ঐ ভয়ানক অরণ্য মধ্যে সংপ্রতি কথিত কঠিন কঠোরের যোগ্য নহেন। অপিচ হে নরপতে, অসীম জ্ঞাতিবধ জন্য যুধিষ্ঠিরের দুঃখ অদ্যাপি তরুণ, তাহাতে মহারাজের ও ভোজ দুহিতা পাণ্ডবমাতার বনগমনে রাজা ও ভ্রাতৃগণ অতি বড় বিষণ্ণ হইবেন, এবং উদাস্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনকার অনুগমন করিবেন, আর যদিও পারলৌকিক কার্য্য হেতু বনাশ্রমই উপযোগী ও অনুকূল বোধ হয় কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে কোন্ পুণ্যানুষ্ঠান না হইতে পারে। গৃহির যে ধর্ম্ম যদিও তাহা মহারাজের অগোচরের সম্ভাবনা নহে, তত্রাপি আমি তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিব। ন্যায়ার্জ্জিত ধন, ও তত্ত্বজ্ঞতা ও নিষ্ঠা ও অতিথি সেবা আর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাতিকরণ এবং সত্য কথন এই ষটকর্ম্ম গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। ইহার অঙ্গ ভঙ্গ করিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হয়। আর উল্লেখিত ষটকর্ম্মের আচরণে প্রত্যেকে যে পুণ্যপুঞ্জের সঞ্চয় হইতে পারে তাহা মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখুন চিত্ত সংযোগ করিয়া গৃহমধ্যে যে জন সেই অচিন্ত্য ও অব্যক্ত রূপের ঐকান্তিক চিন্তাপর হইতে পারে, গৃহাশ্রমে হে রাজন, সেই মহাজনের কোন্ পুণ্যানুষ্ঠান।

ধৃত—বিদুর, তোমাকর্ত্তৃক কথিত এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সংবাদ সম্পূর্ণ মানিলাম। কিন্তু যদি তপস্যাহেতু তপোবনই শ্রেষ্ঠাশ্রম না হইত, তবে তপোধনেরা তপোবন অবলম্বন করিতেন না। অতএব আমি সস্ত্রীক হইয়া সঞ্জয় সমভিব্যাহারে নিশ্চয়ই দ্বৈপায়ন বনে গমন করিব। আর তদর্থে এইকালই শ্রেষ্ঠ, যেহেতুক ঈশ্বর অনুকম্পা করিয়া সংসারের মহাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়াছেন, এইহেতু, হে ভ্রাতঃ আমি সঞ্জয়কর্ত্তৃক এই মহাপথে উপদিষ্ট হইয়াছি।

বিদুর—যদি মহারাজ এইরূপ নিশ্চয়াবধারণ করিলেন চিরানুচর আমিও

আপনাদিগের অনুগমন করিব যেহেতুক চিরকাল সমভিব্যাহারি আমি এক্ষণে মহারাজের শ্রীচরণের ছায়া বিবর্জ্জিত হইব না।

ধৃত—ভ্রাতঃ, তুমি মহাসত্ত্ব, আর তোমার সৎসঙ্গ অতি পবিত্র ও বাঞ্ছনীয়। অতএব সমভিব্যাহারে চল।

বিদুর—যে আজ্ঞা দেব, আপনকার অনুমতিরূপ এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া আমি কৃতকৃত্য হইলাম।

ধৃত—সঞ্জয়, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে কহ। তুমি আমি ও বিদুর ও গান্ধারী এই চারি জনে আশ্রমে গমন করিব।

সঞ্জয়—মহারাজ, বনে গমন জন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন নাই, কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মতির আবশ্যক, ও তাহা কিরূপে লাভ হইবেক তাহাই বিবেচনা করুন। রাজা অনুদিন আপনাকে দর্শন করিতে আগমন করেন, এবং অদ্যও তাঁহার আগমনের সম্ভাবনা আছে। সাক্ষাতে বিদুর মহাশয় প্রসক্তি করুন আমার এই যুক্তি, কিন্তু যুধিষ্ঠির এতদর্থে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, এইরূপ অনুমিত হইতেছে।

বিদুর—আমি বিধিমতে রাজাকে প্রবোধ দান করিব, কিন্তু ইহাতেও যদি যুধিষ্ঠিরের সম্মতি যদর্থে বহু সংশয়ের উপলব্ধি হইতেছে তাহা অস্মদাদির লাভ না হয়,তবে কি কর্ত্তব্য তাহার উপায় চিন্তা করুন; কেননা যুধিষ্ঠিরের অনভিমতে গৃহত্যাগে সর্ব্বপ্রকারে অকুশল অনুভব করিব। সংপ্রতি দেখুন, কুন্তীদেবী আগমন করিতেছেন।

[কুন্তীর প্রবেশ]

দেবি, আমি প্রণাম করিতেছি, আপনকার কুশল বার্ত্তা কহুন।

কুন্তী—দেবর, গৃহের যে কুশল তাহা তোমার অগোচর কি আছে। পিতামহেয় বিয়োগে যুধিষ্ঠির অনুক্ষণ খিদ্যমান, কর্ণের নাম আমার কর্ণের শেল ও হৃদয়ের শূল হইয়াছে, পঞ্চপুত্র শোকে পাঞ্চালী অতিশয় ব্যাকুলা ও পতিশোকে উত্তরা নিয়ত কাতরা। আর যদিও এই সমস্ত দুঃখ লালাটিক বোধ করা যায়, কিন্তু এতদ্রূপ উপদ্রুত গৃহে বাস করিয়া পরমার্থ চর্চ্চা করা অতিবড় দুরূহ। জনশ্রুতি এই যে অন্ধরাজ গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধন জন্য দ্বৈপায়ন বনে গমন করিবেন, অতএব আমিও কুরুবরের অনুগামিনী হইব; এই অভিলাষ, ইহাতে অন্ধরাজের যেমত অভিমত হয়। বাল্যকালাবধি আমি অতিশয় দুঃখিনী, আর শোক ও সন্তাপে আয়ুরও অবসান হইল। দেখ, সাংসারিক দুশ্চিন্তায় দিনমান গত, আর নিদ্রাবেশে নিশা অবসন্না হইতেছে। তবে পরমার্থ চর্চ্চা কখন কিমতে হইবেক। আর যদি এ-ই সাংসারিক বিস্তীর্ণ মায়াজাল ছিন্ন না করিলে পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান না হয়, তবে জ্ঞানবিজ্ঞজনেরা তাহা অবশ্য ছেদন করিয়া পরমার্থে লীন

হইবেক, নতুবা আহার ও নিদ্রাদি ভিন্ন পৃথিবীতে আগমনের প্রয়োজনান্তর দৃষ্ট হয় না। আর পশু পক্ষিরাও আহার নিদ্রায় দিবারাত্রি হরণ করিতেছে। তবে হে বিদুর, মনুষ্য ও পশ্বাদির মধ্যে বিশেষ কি। আর সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ প্রণীত যাবজ্জীব হইতে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠতম, যদ্ধেতুক মনুষ্য ঈশ্বরজ্ঞ ও ব্রহ্মনির্ণয়িক ও তদ্ব্যতীত জীবান্তর ঈশ্বরজ্ঞ নহে। অতএব যদি সেই পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অচিন্তায় আয়ুর অবসান করা যায় তবে এই শ্রেষ্ঠতম জন্মগ্রহণ বিফল হয়। হে নরপতে, [ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি] আপনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা, অতএব অজ্ঞানের অধীরতা মার্জ্জনা করিবেন।

ধৃত—হে নরেন্দ্র সুতে, তোমার এ-ই সচ্চর্চা অতিশয় পুণ্যাত্মিকা, আর তোমার নীতি যোগশাস্ত্র সঙ্গত, অতএব ভগবান্ চন্দ্রচূড় তোমার সাধ্যবিষয় সিদ্ধ করুন। যদি অস্মদাদির তপোবনে গমনে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনভিমত না হয়, তবে তোমার পবিত্র সংসর্গহেতু আমরা অতিশয় পুলকিত হইব। এক্ষণে, আপনি অন্তঃপুরে গমন করুন, কেননা আমরা এখানে প্রতিক্ষণ যুধিষ্ঠিরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। নতুবা রাজা অকস্মাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিলে অতিশয় বিষন্ন হইবেন।

কুন্তী—মহারাজের কৃত আশ্বাসে আমি কৃতার্থ হইলাম। সংপ্রতি আমি প্রস্থান করিতেছি।

(কুন্তীদেবীর প্রস্থান)

ধৃত—বিদুর দেখ, এই অসাধারণ নারী সাংসারিক বহু দুঃখের সাক্ষিণী হইয়াও স্বীয় সুজ্ঞান বলে তাহা অবহেলে সহ্য করিয়াছেন আর অনূঢ়াকালে কর্ণ নামে মহাশৌর্য্যবান সুতকে প্রসব করিয়া লৌকিক লজ্জা হেতু তাহা আজীবন সংগোপন করিয়াছেন। ইহা অত্যাশ্চর্য্য। আর এই হেতু, হে ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নারীগণ অভিশপ্তা হইয়াছে।

বিদুর—মহারাজ, কুন্তী ও দ্রৌপদী ইহাঁরা উভয়ই মহোদয়, কিন্তু শ্রীঅংশে সম্ভূতাহেতু পাঞ্চালীই প্রধানা।

[কশ্চিৎ দূতের প্রবেশ]

কহ দূত, সংবাদ কি ?

দূত—অন্ধরাজের সন্দর্শনহেতু ভ্রাতৃগণ সহ মহারাজ যুধিষ্ঠির আগমন করিতেছেন।

(দূতের প্রস্থান)

ধৃত—ভ্রাতঃ দেখ, যুধিষ্ঠির আগমন করিতেছেন, অতএব আমাদিগের সুবিবেচিত বিষয় সাবধানে প্রস্তাব কর।

বিদুর—হে রাজন, তদর্থে নিশ্চিন্ত হউন, আমি বিবিধ বিধানে রাজাকে বুঝাইব।

[ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধি—মহারাজ, আমরা পঞ্চ পাণ্ডব আপনাকে অবনতি করিতেছি।

ধৃত—পুত্রগণ, আমি অনুক্ষণ তোমারদের প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমারদের কুশল কহ।

যুধি—আপনকার দর্শন রূপ মঙ্গল ব্যতীত পূর্ব্ববৎ সকলি অকুশল আছে।

বিদুর—যুধিষ্ঠির, তুমি মহাসত্ত্ব, আর তোমার যশপৌরুষে বসুমতী পূর্ণিতা হইল। এবং তোমার বদান্যতা হেতু দরিদ্রতা সংজ্ঞা মাত্র থাকিল। তোমাতুল্য মহানুভব মহীপতি "নভাবী নভূতঃ"। এই হেতু হে কৌন্তেয়, তোমাকর্ত্তৃক কুরুকুল পবিত্র হইল। দেখ, বিরিঞ্চি ও বাসবাদি দেবগণের ধ্যানের অগোচর যে অনাদি অনন্তরূপ, তিনি অনুক্ষণ তোমারদের সংগে থাকিয়া তোমারদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। হে পুত্র ইহা হইতে সৌভাগ্যান্তর আর কি আছে। সংপ্রতি অন্ধমহারাজের যে মানস তাহা তোমার জ্ঞান করিতেছি, তুমি সুপ্রসন্ন হইয়া রাজাকে প্রাপ্তাভিলাষ কর। পূর্ব্বাপর ক্ষাত্র-ধর্ম্ম ও রাজনীতি এই আছে যে রাজা হইয়া প্রজার পালন ও দান ধ্যান ও যজ্ঞ ব্রতাদি আচরণ করিয়া বার্দ্ধক্যে তনয়ে রাজ্য ভারার্পণ করত বনবাস করিবেক, এবং পরম পদার্থের তত্ত্বহেতু অনাহারে বা বাতাহারে অথবা সাধ্য হইলে পঞ্চতপারূপ কঠোর করতঃ সদ্গতির অন্বেষণ করিবেক। হে পুত্র, সম্পদাদির চরমকাল উপস্থিত, অতএব সুপ্রসন্ন হইয়া এই অত্যুপযুক্ত সময়ে রাজনীতি ও কুলধর্মানুসারে ব্রহ্মচর্য্যাচরণ হেতু তপোবনে গমন করিতে আমারদিগকে অনুমতি দান কর।

যুধি—দেব, আপনকার এই প্রস্তাবের বীজ কি। ফলতঃ আমি ইহাতে অতিশয় খিদ্যমান হইলাম। কেননা যদি আমাতুল্য পুত্রে মহারাজের বিরাগ জন্মিয়া থাকে তবে আমি এক্ষণে যুযুৎসকে রাজ্যভারার্পণ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিব। আর যদি ব্রহ্মচর্য্যাচরণ হেতু মহারাজের অরণ্যে গমনের অভিপ্রায় হয় তবে সে মতে আমরাও অনুগমন করিব। যেহেতুক জ্যেষ্ঠতাত মহারাজের ও আপনকার পদাশ্রয় ভিন্ন পাণ্ডবের গত্যন্তর কি আছে।

(যুধিষ্ঠির রোদন করেন)

ধৃত—যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর, তুমি কুলতিলক। আর ইষ্টদেবের ন্যায় তোমা কর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তোমার অতিশয় যত্নহেতু পূর্ব্বসুখ ও সম্পদভি-ভোগ করিতেছি। এই হেতু, হে পুত্রবর, তুমি কদাপি অপ্রিয় নহ। রাজ-ধর্ম্ম ও নীতি এই যে বার্দ্ধক্যে বনে গমন করত যথা শক্তিযোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্গতির অন্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্বর্য্যবান

মহীশ্বরেরাও মহীমধ্যে এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির, শাস্ত্রবিৎ তোমার জ্ঞানের ইহা অগোচর নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চায় এইরূপে প্রতিরোধ করা পরম পুণ্যাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক ধর্ম্মবলে তুমি সংকট রূপ মহাসাগর পার হইয়া শত্রু নিকরে সংহার করত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছ, এই হেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পরিহার করিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত বসুমতী সবসু সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশলহেতু অনুকম্পা করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেও যে তোমার কল্যাণে আমরা ভাবি ভাবুকনুভব করিতে পারি। আর যুযুৎসু নামে আমার যে নন্দন সে উপজায়ার ক্ষেত্রজ হেতু হস্তিনার রাজ্যাধিপত্যের যোগ্য নহে। এ কারণ তোমার অরণ্যে অনুগমন ও তদ্ধেতুক তাহার রাজ্যভার গ্রহণ উভয়ই সুদূর পরাহত। অতএব, হে পুত্র, মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারদিগকে বিদায় দেও।

যুধি—মহারাজ, পুত্রগণের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর হইয়া কি জন্য নিগ্রহের নিয়োগ করিবেন। গৃহাশ্রমে থাকিয়া হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্মাচরণে পুণ্যানুষ্ঠান করুন, আর বহুরত্নেপূরিত রাজকোষ মহারাজের দান ও ভোগের যোগ্য বটে।

বিদুর—যুধিষ্ঠির, তুমি যাহা কহিলা তাহা বাস্তব মানিলাম কিন্তু দেখ, অস্মদাদির চরমকাল উপস্থিত, অতএব আমারদের ভাবি মঙ্গলার্থ অন্ধ-রাজকে তপোবনে গমন করিতে অনুমতি দান করিয়া আমারদিগকে চরিতার্থ কর, নতুবা পারত্রিক কর্ম্মানুশীলনে বঞ্চিত হইয়া কুরুরাজ অতিশয় ভগ্নোদ্যম হইবেন। আর বৃদ্ধ মহারাজকে এইরূপে অকৃতার্থ করা জ্ঞানবিৎ ও ধর্ম্মাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

যুধি—হে দেব, সংপ্রতি ইহা সুসাধ্য নহে, ভারত সংগ্রামে অতুল কুলক্ষয়হেতু আমরা অনুক্ষণ ব্যাকুল, বিশেষতঃ পিতামহ মহাশয়ের বিয়োগে আমরা নিয়ত বিষণ্ণ আছি, তত্রাপি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া সেই মহা দুঃখের ক্রমশঃ উপশম করিতেছি। মহারাজের মহাপ্রস্থানে গান্ধারী দেবী ও কুন্তী মাতাও আপনারদের অনুগামিনী হইবেন ও তস্মাৎ গৃহশূন্য হইলে খিদ্যমান আমরা কিরূপে গৃহে বাস করিব। বিশেষতঃ বিরাট দুহিতা উত্তরা বালিকা আর পরীক্ষিত নামে তাহার পুত্র শিশুমাত্র, এবঞ্চ দ্রৌপদী সন্তাপপরা তত্রাপি যদি মহারাজের তপোবনে গমনের প্রয়োজন বিবেচনা সিদ্ধ হয় তবে আমারদেরও মহারাজের অনুগামী হওনের অবরোধ কি আছে, বিশেষতঃ আপনাদিগের সহিত বনবাসেও যে স্বচ্ছন্দের সম্ভাবনা তাহা হস্তিনার শূন্য গৃহে অসম্ভব। অতএব যদি মহারাজের বিরাগ না জন্মে, তবে কিয়ৎকাল পরে আপনারদের মহাপ্রস্থানের প্রস্তাব বিচার্য্য বটে।

বিদুর—যুধিষ্ঠির, যদি তোমার একান্ত এই অভিমত তবে সংপ্রতি এই হউক। কিন্তু দেখ, চিন্তা ও অনশন হেতু অন্ধরাজ দিন২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন।

যুধি—দেব, আমরা সম্প্রতি বিদায় হইতেছি।

(পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান)

ধৃত—বিদুর দেখ, আমারদের গৃহ পরিত্যাগে যুধিষ্ঠির নিতান্ত অসম্মত, এই হেতু গৃহ বাস আমারদের নিগূঢ় বন্ধন হইল। হে ভ্রাতঃ তবে মায়া-জালে আচ্ছন্ন এই সংসাররূপ মহাকারাগার হইতে আমারদের কি মতে মুক্তি হইবে তাহা আমাকে কহ। বিধির নিগ্রহে আমি জন্মান্ধ। এতাবতা আজন্ম পরবশ হইলাম। এবং বুদ্ধির বিপাকে বংশেরও বিনাশ করিলাম, ইহাও আমারদিগের কর্ম্ম বিপাক ভিন্ন নহে। আর আজন্ম মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া আমার সংসারে অতিশয় যত্নপর ও অলীক রাজ্য সুখাসক্ত হইয়া কদাপি পারলৌকিক চিন্তায় ভগবদ্ভাবনা করিলাম না তবে কিমতে দুস্তর ভবার্ণব তরঙ্গ হইতে নিস্তার পাইয়া শমনের শক্ত্যন্তর হইব, তাহার উপায়মাত্র দেখি না। অতএব, হে দেবি, [গান্ধারী প্রতি] আমারদিগের জন্ম বিফল ও অশেষ পারত্রিক ক্লেশের আকর হইল।

গান্ধারী—পতে, আপনি যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা অলীক নহে, এতদর্থে আমার যে অভিমত তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। যুধিষ্ঠির কদাপি আমারদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিবেন না, অথচ আমারদিগের চরমকাল উপস্থিত হেতু ব্রহ্মাচর্য্যাচরণও অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যুধিষ্ঠিরের বাধা আমি বৈধ বোধ করিলাম না। আর দেখ, সম্প্রতি ভগবৎ স্বেচ্ছায় সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তবে এক্ষণে পরের নিমিত্তে কেন পরকাল নষ্ট করিব। হে রাজন্ কুন্তীদেবী আপনাকে যাহা কহিয়াছেন তাহা অতি সত্য অর্থাৎ যদি সাংসারিক বিস্তীর্ণ মায়াজাল ছেদন না করিলে নির্বিঘ্নে পারত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠান না হয় তবে জ্ঞানবিজ্জনেরা তাহা অবশ্য ছেদন করিয়া পরম পদার্থে লীন হইবেক। অতএব শুভদিন দেখিয়া বিদুর ও সঞ্জয় সমভি-ব্যাহারে মহারাজ তপোবনে শুভযাত্রা করুন, আমি ও কুন্তী আপনাদিগের অনুগামিনী হইব। আর যুধিষ্ঠিরাধি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত রাজপথে মিলন হইবেক।

বিদুর—মহারাজ, ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর দৃষ্টি হয় না ; এক্ষণে এই সৎপরামর্শ বটে।

ধৃত—তবে এই হউক। সঞ্জয়, এতদর্থে কোন্ দিন উক্ত, তাহা আমাকে কহ।

সঞ্জয়—মহারাজ, সর্ব্ব সিদ্ধিবিধায়িনী ত্রয়োদশী শুভঙ্করী ও তাহা নিকটবর্ত্তিনী বটে। অতএব ঐ দিন প্রত্যুষে শুভযাত্রা করুন। দিকপালেরা আপনাকে সর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, আর ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা আপনকার পরমার্থের

মঙ্গল করুন।

ধৃত – তবে এই স্থির হইল।

সঞ্জয়—মহারাজের মহতী ইচ্ছামতে ইহাই স্থির হইল।

ধৃত—তবে এই হউক।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারীর প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি, হস্তিনানগরে, রাজপথে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও গান্ধারী ও কুন্তীর প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—বিদুর ত্বরা কর, যে মতে শুভক্ষণ উত্তীর্ণ না হয়। দেখ, আমারদিগের তপোবনে গমন সংবাদে রাজগৃহে ও নগরে অতিশয় রোদন কোলাহল হইতেছে।

বিদুর—মহারাজ, আপনকার সংমিলনহেতু যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র ও দ্রৌপদী ও উত্তরা ও পরীক্ষিত আগমন করিতেছেন, অতএব ক্ষণেক অপেক্ষা মহাপ্রস্থান সময়ে বালক ও বালিকাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আরও দেখ, দুঃশীলা কন্যা ও কৌরব বধূগণও আসিতেছেন।

[পঞ্চপাণ্ডব ও দুঃশীলা ও কৌরব বধূগণের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—হে মাতঃ [কুন্তী প্রতি] নিরপরাধি পুত্রগণে কি কারণে পরিবর্জ্জন করিতেছ। তোমার বিচ্ছেদে গৃহ শূন্য হইবেক এবং শূন্য গৃহে আমরা কি সুখে বাস করিব। শিশুকালে পিতৃহীন হইয়া মাতৃসুখে সেই শোক বিস্মৃত হইলাম। অতএব তোমার অপালনে ও অদর্শনে আমরা কিপ্রকারে প্রাণ ধারণ করিব। আর দেখ, দ্রৌপদী ও উত্তরা উভয়ই শোকাতুরা, বিশেষতঃ পরীক্ষিত নামে উত্তরাপুত্র সেও শিশু। হে জননি, ইহারদিগকেই বা এক্ষণে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পার। আর বাল্যকালাবধি মাতৃহীন নকুল ও সহদেব আপনকার অরণ্য গমন সংবাদে অতিশয় বিলাপ করিতেছেন। হে মাতঃ পুত্রগণের রক্ষার্থ বিধান করুন।

কুন্তী—যুধিষ্ঠির তুমি মহাত্মা। আর তোমার পবিত্র ও পুণ্য নামের স্মরণ প্রতিদিন প্রাণিগণের পরিত্রাতা হউক। আমি বহুক্লেশ ভোগ করত অতঃপর সাংসারিক মায়ারূপ মহাপাশের ছেদন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণে মনন করিয়াছি, দেখ আমার চরমকাল উপস্থিত। আর জীবমাত্রই মৃত্যুর বশীভূত। অতএব যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা আছে এবং বার্দ্ধক্যহেতু তাহা অনুক্ষণ প্রতীক্ষণীয় তখন অমূল্য পরমায়ুর পরিশিষ্ট পারত্রিক ইষ্টানুষ্ঠানে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য কিনা তাহা বিবেচনা কর। হে পুত্রগণ, লৌকিক মায়া পরিত্যাগ করিয়া অদ্য কিম্বা কল্য মরণশীল বৃদ্ধা মাতার পরমার্থের অনুকূল হও। আর শ্রীঅংশে সম্ভূতা যাজ্ঞসেনী যাঁহার

অধিষ্ঠানে গৃহের সমূহ কুশল সম্ভাবনা, তাঁহার যত্নে তোমরা পরম সুখী হইবা। অতএব, রে বৎসগণ, পতনশীল তোমাদিগের অশ্রু সম্বরণ করিয়া আমার পুনরুদিতা মায়ার ছেদনকর্ত্তা হও।

পঞ্চপাণ্ডব—হে মাতঃ তবে আমরা অভিবাদন করি, আর মাতৃহীন বালকের ন্যায় আমরা অদ্যাবধি অরক্ষিত হইলাম।

(পঞ্চভ্রাতা রোদন করেন)

কুন্তী—পুত্রগণ, বিলাপ সম্বরণ কর। ভগবান বাসুদেব তোমারদিগকে অনুক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করুন।

[দ্রৌপদী ও পরীক্ষিত সহ উত্তরার প্রবেশ]

দ্রৌপদী—ঠাকুরাণি, আমরা অবনতি করিতেছি। অকৃতাপরাধে দাসীগণে কি কারণে পরিহার করিতেছেন। দেখুন, উত্তরাকন্যা ও তাহার শিশু পুত্র এই পরীক্ষিত আপনকার বিচ্ছেদহেতু অতিশয় বিলাপ করিতেছে। আমরা ইহারদিগকে কিরূপে সান্ত্বনা করিব। আর বহুকালাবধি বহুক্লেশ পাইয়া এবং রাজ্য হেতু ভরত সংগ্রামে জ্ঞাতিগোত্র ও বন্ধুবান্ধবদিগকে বধ করিয়া পাণ্ডবেরা ইদানীং আপনাকে দেখিয়া পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহাতেও বিধির নিগ্রহে আপনকার বিচ্ছেদরূপ বঞ্চনা উপস্থিত। রাজসূয় যজ্ঞকালে পাণ্ডবেরা পৃথ্বী মধ্যে একাধিপত্য করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই সদারা সুদূর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর সংগ্রামে শত্রুগণে সংহার করত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়া সম্প্রতি মাতৃবিচ্ছেদে অবসাদিত হইতেছেন। অতএব ঠাকুরাণি আমি দেখিলাম যে অতি দীপ্তিই আমারদিগের নির্ব্বানের কারণ হইতেছে। হে দেবি, আপনকার বিচ্ছেদে এই রাজপুরী অতঃপর দগ্ধারণ্যের ন্যায় শূন্য হইল।

(দ্রৌপদী রোদন করেন)

উত্তরা—ঠাকুরাণি, আমি অভিবাদন করিতেছি। আর স্বয়ং পতি শোকার্ত্তা আমি কিরূপে এই রোরুদ্যমান শিশুকে সান্ত্বনা করিব। কেননা দেখ, পরীক্ষিত অহরহ রোদন করিতেছে, এবং অভাগ্য ক্রমে আমারও নেত্রনীরের নিমিষার্দ্ধ বিরাম নাই।

কুন্তী—বিরাট তনয়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। এই মহানুভব শিশু তোমার সমস্ত সন্তাপের হরণ করিয়া মহীশ্বররূপে মহী পবিত্রা করিবেক। আর ভূতভাবি বিজ্ঞ মুনিরা কহিয়াছেন যে এই শিশু মহাত্মা ও কুরুবংশ লোচন হইবেক। অতএব, হে বালে, এই অসাধারণ সুতকে সযত্নে পালন কর যে তদ্দ্বারা তোমার বর্ত্তমান শোক ও দুঃখ দূর হইবে, এবং ভবিষ্যতে অসীম সুখ অনুভব করিবা। আর এই অজিতবল্লভা অযোনিজা যাজ্ঞসেনীর যত্নে তোমারদের অসুখমাত্র নহিবে। হে পঞ্চাল সুতে, রোদন সম্বরণ কর।

আমি উত্তরা ও তৎপুত্র এই পরীক্ষিতকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমার পবিত্র নাম সর্ব্ব পাপের সংহর্ত্তা ও প্রতিদিন প্রাণিগণের স্মরণীয় হউক।

দ্রৌপদী—ঠাকুরাণি, আমরা এক্ষণে প্রণাম করিতেছি, আর আপনকার সেবা ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমরা বঞ্চিত হইলাম আমারদিগের চিত্তে এই বিষম বিষাদ রহিল।

(দ্রৌপদী ও উত্তরা ও পরীক্ষিতের প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র—যুধিষ্ঠির, এক্ষণে সুপ্রসন্ন হইয়া আমারদিগকে অনুমতি দেও যে আমরা এই শুভক্ষণে শুভ যাত্রা করিতে পারি। হে পুত্র, তুমি মহাত্মা, অতএব মোহকর্ত্তৃক তোমার এইরূপে মোহিত হওয়া অকর্ত্তব্য। অতএব বিলাপপর পরিজনে প্রবোধ দান করিয়া পুরীমধ্যে লহ যে তোমার পুণ্য হেতু আমরা ছিন্ন মায়াকর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আক্রান্ত না হইয়া পরম পন্থায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

পঞ্চপাণ্ডব—হে দেব, পাণ্ডবের অপরাধ প্রশমন করুন, যেহেতুক আমারদের কৃত দুষ্কৃতি বহুধা, নচেৎ অতি অভাজন আমরা আপনকার পরম পদাশ্রয় হইতে কখন বঞ্চিত হইতাম না।

(যুধিষ্ঠির রোদন করেন)

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুর।—যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য হও, আমরা প্রসন্ন হইলাম। তোমরা মহাসত্ত্ব অতএব কোটিকল্প সুরলোকে বাস করিয়া অক্ষয় সুখ অনুভব কর, আর তোমারদের পবিত্র বংশ অনন্ত কাল ধরাধিপত্য করুক।

(পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্থান)

গান্ধারী—হে তনয়ে, [দুঃশীলা প্রতি] বধূগণ সমভিব্যাহারে তুমি গৃহে গমন কর, আমরা শুভ যাত্রা করি। দেখ দ্রৌপদী ও উত্তরা ধৈর্য্যাবলম্বনে নিকেতনে গমন করিতেছেন।

দুঃশীলা—হে জননি, দ্রৌপদী ভাগ্যবতী ও গৃহে গিয়া নানা সুখ অনুভব করিবেন আর অভাগ্যবতী আমরা গৃহে গিয়া কেবল অরণ্যের ন্যায় শূন্যময় দেখিব। ভারত সংগ্রামে আমি যেরূপ অনাথা হইয়াছি, তাহা মাতার অবিদিত নাই, তথাপি পিতা ও মাতার পালনে দুরদৃষ্ট কষ্টে সহ্য করিয়াছি। এক্ষণে তোমাতে ও পিতাতে বঞ্চিত হইয়া কোথায় ও কিমতে জীবন ধারণ করিব। জননি দেখ, তোমার বিচ্ছেদ ব্যাকুলা বিধবদনা বধূগণ ধূলায় ধূসর হইতেছে। হে মাতঃ ইহা দেখিয়াও কেন দয়ার্দ্রচিত্ত না হও।

(দুঃশীলা রোদন করেন)

গান্ধারী—তনয়ে, ধৈর্য্য হও, নতুবা তোমার বারম্বার বিলাপহেতু আমার মহা-শোকস্বরূপ নির্ব্বাণ বহ্নির পুনরুদ্দীপন হইয়া আমার সবাহ্যান্তরের দাহন

করিবেক। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা ও তাহার পালনে অসুখী হইবা না। তবে দুরদৃষ্টঘটিত দুঃখ অনিবার্য্য নতুবা, হে তনয়ে, রাজদুহিতা ও রাজবনিতা হইয়া অদ্য রাজপথে রোদন করিত না।

ধৃত—হে বালে, তাবদ্দুঃখই লালাটিক, অতএব বিলাপ সম্বরণ করিয়া বধূগণ সংমিলনে গৃহে গমন করত পরমার্থের চর্চ্চা কর যে ভবিষ্যতে এইরূপ মহা-দুঃখে অবসন্না না হও। দেখ এই আমার সংসারে মনুষ্যদিগের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা উভয় পথিকের মিলনের ন্যায় ক্ষণিক, বরং অলীক জ্ঞান করিবা। আর জ্ঞানী লোক সহকারে যাঁহারা নিবিড় তিমিরের ন্যায় দৃষ্টির অবরোধকারিণী মায়াকে বিচ্ছিন্না করিয়া পরমপদ দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন তাঁহারাই ধন্য।

দুঃশীলা ও বধূগণ } ঠাকুরাণি, তবে আমরা আপনাকে প্রণাম করি, অনুকম্পা করিয়া এই বরদাত্রী হউন যে সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের পরমার্থের মঙ্গল করেন। আমরা রাজ্যেশ্বরী হইয়া অতঃপর পরভাগ্যোপজীবিনী হইলাম। ঐহিকের এই সুখ হইল। হে মাতঃ আমরা বিদায় হইতেছি।

(সাশ্রুমুখী দুঃশীলা ও কৌরব বধূগণেব প্রস্থান)

বিদুর—মহারাজ, আপনকার অরণ্যে প্রস্থানহেতু নগরস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতারা উভরায় রোদন করিতেছেন এবং বহুদ্বিজগণও বেদোক্ত আশীর্ব্বাদকরত রাজ-পথে দণ্ডায়মান আছেন।

[দ্বিজগণের প্রবেশ]

ধৃত—ভ্রাতঃ অন্ধ নহিলে এই সমস্ত দেখিয়া আমি নিতান্ত মায়া মুগ্ধা হইতাম। এক্ষণে যুধিষ্ঠির প্রেরিত রজত কাঞ্চনাদি দীন দরিদ্র ও দ্বিজগণে দান কর।

বিদুর—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(বিদুর দীন দরিদ্র ও দ্বিজগণে দান করেন)

দ্বিজগণ। ভগবতী সর্ব্বমঙ্গলা মহারাজের পথে মঙ্গল করুন।

(প্রস্থানং)

ধৃতরাষ্ট্র—শুভমস্তু তবে আইস, সকলে শুভাগমন করি।

(ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও কুন্তী ও গান্ধারীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি, দ্বৈপায়ন বনে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ও কুন্তী ও গান্ধারীর প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—হে সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্র নামে সেই ধর্ম্মক্ষেত্র যথায় কৌরব ও পাণ্ডবেরা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গিনী সেনা সংগ্রহ করিয়া মহতী ভারত সংগ্রাম সম্পন্ন করিলেন, সেই পুণ্যভূমি কোন্ ভাগে তাহা আমাকে কহ, এবং ইহা কোন্ তপোবন ও কি কারণ প্রসিদ্ধ হইল।

সঞ্জয়—নরপতে, প্রাগুক্ত পুণ্যভূমি যথায় একাদশ অক্ষৌহিণী সহিতে কৌরব ও সপ্ত অক্ষৌহিণী সহিতে পাণ্ডব সেনাপতিরা সংগ্রামশায়ী হইলেন, তাহা বহু অভ্যন্তরে রহিল, আর জাহ্নবীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত নামে এই তিন ভাই মুনিগণের আশ্রমহেতু অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

[পদ্য]

অতি মনোহর বন শুন নৃপবর।
জাহ্নবীর তীরে হেতু আরো পুণ্যতর ॥
যোগেশ বিরাম স্থান যোগির আশ্রম।
দেবের বাঞ্ছিত বারি বায়ু মনোরম ॥
নানা পুষ্প সুবাসে বাসিত তপোবন।
ফল ভরে নত শির যত তরুগণ ॥
বহুতর তরুলতা শোভিতেছে কাননে।
অশোক কিংশুক বক পলাশ কাঞ্চনে ॥
পিয়াল তমাল তাল শাল আমলকী।
দেবদারু দাড়িম্ব কদম্ব হরিতকী ॥
সুচারু কদলী দল শোভিছে সুন্দর।
অমর বাঞ্ছিত ফল শুন কুরুবর ॥
পুষ্পের আরাম যত সংখ্যা নাহি তার।
বিরাম করয়ে পুষ্পধ্বজা অনিবার ॥
সারি ২ শেফালিকা বিচ্ছেদ বকুলে।
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুলে ॥
মল্লিকা মালতী লতী সেঁবতীর শোভা।
মাধবী মিলনে রাজা অতি মনোলোভা ॥
করবী চম্পক পদ্ম স্থলজ জলজ।
নানা রঙ্গ রঙ্গণাদি অরুণ অঙ্গজ ॥
মলয়া অনিল সদা বৈসে উপবন।
ফুল্ল ফুল বাসে ভারাক্রান্ত অনুক্ষণ ॥
কালাকাল নাহি সদা বৈসে ঋতুবর।
দক্ষিণ মরুত সঙ্গে শুন মহীশ্বর ॥
কমনীয় স্বরে গান করয়ে কোকিল।
বসন্ত বিচ্ছেদ জ্ঞান নাহি এক তিল ॥
তড়াগ দীর্ঘিকা কত কে করে গণন।
নিৰ্ম্মল শীতল জল স্বচ্ছ সদাক্ষণ ॥

মুনির আশ্রম রাজী বিরাজে রাজন্ ।
সংযোগে আছয়ে যোগী করি যোগাসন ॥
পঞ্চতপা করে কেহ পবন অশনে ।
জটা বল্কধারী সবে বর্জ্জিত বসনে ॥
সুসঙ্গ সংগতি রাজা আশ্রম উত্তম ।
তাপস তপস্যাহেতু বন অনুপম ॥
হেথায় কুটীর ত্রয় করিয়া নির্ম্মাণ ।
যোগাসনে বৈস সবে শুন মতিমান ॥

[গদ্য ।]

বিদুর—দেব, আপনকার সংমিলন হেতু সংপ্রতি এই তপোবনবাসি কতিপয় তপোধন আগমন করিতেছেন। অতএব মুনিগণে অভ্যর্থনা করুন।

[মুনিগণের প্রবেশ]

ধৃতরাষ্ট্র—আগচ্ছ। হে মুনে, আমরা ধরাবনত প্রণাম করিতেছি। আপনাদের কুশল ?

মুনিগণ—মহারাজের শুভাগমনে আমরা চরিতার্থ হইয়াছি, আর সেইহেতু এই অরণ্যবাসি ঋষিদিগের সম্যগিষ্ট। হে নরপতে, অতিশয় কঠোরাত্মক আশ্রমাবলম্বন করার জন্য যে উত্তমা প্রতিষ্ঠা তাহা আপনাদিগেই অর্হে। যেহেতুক মহৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে মহীপতিরা তপোবন অবলম্বন করেন তাঁহারা মহানুভাব ও শ্লাঘ্য।

ধৃত—মুনে, সঞ্জয় ও বিদুর কর্ত্তৃক আমরা এইরূপ ন্যায়েতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মুনিগণ—মহারাজ, সঞ্জয় ও বিদুর মহাসত্ত্ব, যেহেতুক সন্তাপিত ও মায়ামুগ্ধ সংসার হইতে মহারাজকে স্বল্পকালেই ন্যায়েতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন।

ধৃত—মুনে, আপনাদিগের সংমিলনে আমরা কৃতার্থ হইলাম, অতএব পুনর্ব্বার আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি।

মুনিগণ—ভগবান চন্দ্রচূড় মহারাজের মঙ্গল করুন।

(মুনিগণ প্রস্থান করেন)

বিদুর—দেব, আমি জাহ্নবী তীরে যোগাসন করিব, অতএব অনুকম্পা করিয়া তদর্থে অনুমতি প্রসাদ করুন। আর সেই মহাসন হইতে বিরাম না হয়, এজন্য অদ্যাবধি অশন বর্জ্জন করিলাম। আপনি নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হউন।

ধৃত—হে ভ্রাতঃ তোমার পরম পবিত্র সংসর্গ হেতু আমরা অরণ্যেও সুখানুভব করিতেছি। আর যদি ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্প হয় তবে এইমত আচরণ কর। কিন্তু আমরা তোমার পুনরাগমনের অনুক্ষণ প্রতিক্ষা করিব। ভগবান বাসুদেব তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি করুন।

বিদুর—দেবি, [কুন্তী ও গান্ধারী প্রতি] আমি সম্প্রতি বিদায় হইতেছি।

কুন্তী ও গান্ধারী —হে মহাত্মন, তোমার তপস্যা পূর্ণা হউক। আর তোমার পূর্ণনির্মলনরূপ মহাসুখ হইতে আমরা পরাঙ্মুখ না হই। আইস, ভগবতী গঙ্গাদেবী তোমার মঙ্গল করুন।

(বিদুরের প্রস্থান)

সঞ্জয়—একক্ষণে আপনারা কুটীরে প্রবেশ করিয়া যোগাসন করত হৃদয়ে পরস্পর চিন্তা করুন।

ধৃত—এই হউক।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজধানীতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির [চিন্তাগত]—বহুকাল নহিল, মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবী ও পিতৃব্যবিদুর মহাশয় গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিয়াছেন। আর সেইহেতু আমারদিগের গৃহও এক্ষণে দণ্ডারণ্যের ন্যায় শূন্যময় হইয়াছে। আর যদিও নির্ম্মল জ্ঞানিগণেরা "কা কস্য পরিবেদনা" ইত্যুক্তি দ্বারা এই সমস্ত সাংসারিক সম্বন্ধকে অলীক বোধ করেন। কিন্তু মায়া এইরূপ প্রবলা যে তৎকর্ত্তৃক মোহিত সাংসারিকেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া কুতূহলে ঐহিক শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই অনুজ ধনঞ্জয়। যেহেতুক বিবিধ পণ্ডাপণ্ডিত পাণ্ডবার্জ্জুনও মাতৃ বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়াছেন এবং ব্যাসদেব ও ভীষ্মদেবের বাচনিক বাহুযোগ সংবাদ শুনিয়াও আমার কিজন্য চিত্তের স্থিরতা হইতেছে না। কেননা ইদানীং বহুধা দুশ্চিন্তায় আমার কালহরণ হইতেছে, এবং দিবা ও তমস্বিনীর ন্যায় তিমিরাবৃত বোধ হইতেছে। ইহা মায়া কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন জ্ঞানের অবরোধ ভিন্ন নহে। তথাপি যদি হিতাহিত বিজ্ঞ অস্মদাদির এইরূপ চিত্তের স্থৈর্য্য না হয়, আর লৌকিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ যাহা পারলৌকিক পক্ষে যোগপরায়ণেরা উপহাস্য বোধ করেন তাহাতে ধৈর্য্য না হই, তবে এইরূপ মহাবিচ্ছেদহেতু স্বভাবতঃ স্বল্পজ্ঞান কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা বিলাপ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি আছে। সহদেব ও নকুল মাতৃবিচ্ছেদে ব্যাকুল, আর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীর মহাপ্রস্থান হেতু অন্ধরাজ-দুহিতাও অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। আর দ্রৌপদী ও উত্তরা এই হেতু খিদ্যমানা এবং ভীষ্মার্জ্জুনও আপনাদিগকে অতিশয় অবসন্নের ন্যায় দর্শাইতেছেন। আত্মজ্ঞান ভিন্ন প্রবোধ জন্মে না। অতএব এই শোকাকুল সংসারকে আমি কিরূপে শান্ত করিব। হে ভগবান, না জানি আমারদিগের চরমে কি

হইবে। অতিশয় আয়াসে সম্পাদ্য যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহা সম্পন্ন করিয়াও আমারদিগের শোকের সমাধি হইল না। অতএব এই শোক ও দুঃখের অবধি নাই ইহাই অনুমতি হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও বিদুর ইহারাই মহাত্মা, কেননা মহৈশ্বর্য্য ভোগে প্রাসাদে অবস্থান করিয়াও আমরা এইরূপ অসুখী হইতেছি, আর অরণ্য মধ্যে কুটীরে অবস্থিত ঐ মহাত্মারা পরমার্থানুশীলনে পরম সুখী হইতেছেন। অতএব যোগধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহা সাংসারিক চিন্তালেশ বিবর্জ্জিত, অথচ পরমার্থ তত্ত্বের কল্যাণপ্রদ। হে তত্ত্বান্বেষি মহাত্মারা তোমরা পরমার্থকে পাও, আর অন্যান্যেরা ঐশ্বর্য্যকে পাউক।

[ভীমার্জ্জুন ও নকুল, সহদেব ও দুঃশীলাসহ কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণের প্রবেশ]

অর্জ্জুন, সম্প্রতি রাজকন্যা ও বধূগণের আগমনের প্রয়োজন কহ।

অর্জ্জুন—দেব, একে ২ সকলেই আত্ম নিবেদন করিবেন। কিন্তু সকালে এতদ্রূপে আগমন করিয়া আমরা মহারাজের বিশ্রামের ব্যাঘাত করিলাম। জ্যেষ্ঠতাত কন্যা ও কৌরব বধূরা মহারাজের দর্শন হেতু অতিশয় ব্যগ্রা এবং পাঞ্চালী ও সুভদ্রা ও উত্তরা আমার অনুগমন করিলেন।

যুধি—হে বালে, তোমারদিগের আগমনের প্রয়োজন কহ।

দুঃশীলা—দেব, আমারদিগের অশ্রুপূর্ণ নয়নই আমারদিগের আগমনের প্রয়োজন কহিবেক। ফলতঃ আমরা মাতৃবিচ্ছেদে অতিশয় ব্যাকুলা এবং তন্মধ্যে বধূরা অতিশয় কাতরা। মহারাজ, যাহার গৃহে মাতা নাই তাহার গৃহ ও অরণ্য দুই তুল্য, ইহা বাস্তব কি না তাহা সম্প্রতি অনুধাবন করুন। আর এইরূপ মাতৃহীন গৃহকেও যদি গৃহ কহা যায়, তবে অরণ্যও কেন গৃহ না হয়। দেখুন সহদেব ও নকুল এইহেতু অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা নারী কিরূপে ইহা অনায়াসে সম্বরণ করিব।

যুধিষ্ঠির—ইহা অপ্রকৃত নহে, অনন্তর তোমাদের অভিলাষ কহ।

দুঃশীলা—দেব, আমরা বারেক দ্বৈপায়ন বনে গিয়া মাতা ও পিতা ও পিতৃব্যের শ্রীচরণ দর্শন করিব, এই অভিলাষ। আর মহারাজের মহতী ইচ্ছা হইলে আমরা প্রাপ্তাভিলাষ হইতে পারি।

দ্রৌপদী—হে পতে, শুভদ্রা ও বিরাট পুত্রীও ঠাকুরানীর বিচ্ছেদে অতিবড় বিষণ্ণা, ইহা আপনকার অগোচর নহে।

অর্জ্জুন—যদি মহারাজের অভিমত হয় তবে সকলের সন্তোষার্থ ইহা অকর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ নকুল ও সহদেব দিন ২ ম্রিয়মাণ হইতেছেন।

যুধিষ্ঠির—ভ্রাতঃ যে কার্য্যে বহুজনের প্রীতি জন্মে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সকলে বল, আমরা দ্বৈপায়ন বনে গিয়া মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতির সহিত সংমিলন করি। পার্থ, সত্বরে আয়োজন কর, আর তোমার অনুগামিনী

কৌরব ও পাণ্ডব বনিতাগণে প্রস্তুত হইতে কহ।

অর্জ্জুন—যে আজ্ঞা।

(অর্জ্জুনের প্রস্থান)

কৌরব ও পাণ্ডব বনিতাগণ — হে দেব, এই অনির্ব্বচনীয়া অনুকম্পা হেতু আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আপনাকে ধরাবনত প্রণাম করিতেছি। মহারাজের এই উত্তমা খ্যাতি চিরজীবিনী হউক।

(দুঃশীলাসহ কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণের প্রস্থান)

ভীম—সংপ্রতি, অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত আসিতেছেন। মহারাজ, এই শিশু মহানুভব।

যুধিষ্ঠির—বৃকোদর, ইহা অতিসত্য। এই শিশু এই সাম্রাজ্যের ভাবি সম্রাট। আর মুনিগণ কহিয়াছেন যে এই শিশু মহাত্মা ও পাণ্ডুবংশ চূড়ামনি হইবেক।

[পরীক্ষিতের প্রবেশ]

কহ পরীক্ষিত সংবাদ কি। তুমি অন্তঃপুরে মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কি হেতু এখানে আইলা। দেখ, আমরা মাতার বিচ্ছেদে সকলে বিষণ্ণ।

(যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে ক্রোড়ে করেন)

পরীক্ষিত—সেই মাতার নিমিত্ত আমিও বিষণ্ণ আছি। এই হেতু আপনার সহিত বনে গমন করিব।

যুধি—বনে হিংস্রক পশ্বাদি আছে, তুমি কিরূপে যাইবে।

পরী—আমি রথারোহণে গমন করিব। আর রাজার সহিত গমনে হিংসার অধিকার কি আছে। এবং আপনি অরণ্যে বাস করিলেও তাহা হস্তিনানগর হইবেক।

সহদেব—মহারাজ, এই শিশু অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি ও পরম পণ্ডিত হইবেক।

নকুল—ভগবান বাসুদেব এই অনন্য বংশধরের কুশল করুন।

(অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ)

অর্জ্জুন—মহারাজ, শুভ যাত্রা করুন; কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা আপনার শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর বহুতর নৃপ নারীও তাঁহারদের অনুগামিনী হইতেছেন।

[পদ্য।]

দ্রৌপদী উত্তরা ভদ্রা পাণ্ডুনারীগণ।
অপ্রমেয় কুরুবধূ কে করে গণন॥
ভারত সংগ্রামে হত যত নরপতি।
সসজ্জ হইল সব ভূপতির সতী॥

অখণ্ড মণ্ডল বিধু জিনিয়া বদন।
বিবিধ বাহনে চলে রাজার সদন॥
গজরাজি রাঙ্গী রাজা শোভে নানা সাজে।
পঞ্চম মোহন স্বরে নানা বাদ্য বাজে॥
বান্ধব বিয়োগ হেতু শোকাকুল মনে।
চলিল অনেক রাজা রাজ দরশনে॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে হইল সমর।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রায় একস্তর॥
মহাশব্দে স্তব্ধলোক কম্পিতা ধরণী।
পতাকা উড়িছে শূন্যে বিবিধ বরণী॥
নারী সৈন্যদল রাজা চলে হর্ষ মনে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ত্যজি মাতঙ্গ গমনে॥

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

সপ্তম অঙ্ক।

[রঙ্গভূমি দ্বৈপায়ন বনে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরব ও পাণ্ডব বধূ প্রভৃতি নারীগণের প্রবেশ]

অর্জ্জুন—মহারাজ জাহ্নবী তীরে দ্বৈপায়ন নামে এই বন অতি পবিত্র ও বহু তপোধনের আশ্রম হেতু এই তপোবনের অতিশয় প্রসিদ্ধি আছে। অন্ধ মহারাজ ও কুন্তী মাতা প্রভৃতিরা এই বনে আশ্রম করিয়াছেন। সংপ্রতি দেখুন, অন্ধরাজ আগমন করিতেছেন, এবং গান্ধারী ও জননী কুন্তী রাজার পশ্চাতে আসিতেছেন।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির—হে দেব, আমরা পঞ্চপাণ্ডব আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। অদ্য আমাদিগের শুভ দিন, যে চিরদিন পরে মহারাজের সহিত সংমিলন হইল।

ধৃতরাষ্ট্র / মহর্ষি } পুত্রগণ তোমারদিগের মিলন হেতু আমি অতিশয় পুলকিত হইলাম। সম্প্রতি তোমারদিগের ও পুরজনের কুশল কহ।

যুধি—দেব, কুশল আর কি নিবেদন করিব। আপনারদিগের বিচ্ছেদে পরিবার শোক পারাবারে মগ্ন। এই হেতু কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা মহারাজের দর্শনাভিলাষে এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। এবঞ্চ ভারত সংগ্রামে সংহত বহু রাজগণের বনিতারাও আপনারদের মিলন হেতু এখানে আসিয়াছেন।

ধৃত—আমারদিগের অতিশয় সৌভাগ্য হেতু অরণ্যমধ্যে এতদ্রূপ সংমিলন হইল। যুধিষ্ঠির তোমার কীর্ত্তি ধন্য। নচেৎ এই নিবিড় বনমধ্যে অন্তরঙ্গগণের সহিত সংমিলনের সম্ভাবনা কি ছিল।

[গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর প্রবেশ]

পঞ্চপাণ্ডব—জননী, আমরা প্রণাম করিতেছি। বহুকাল পরে আপনারদিগের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইলাম। আর আপনারদের গৃহত্যাগ হেতু পুরজন প্রায় স্পন্দন রহিত ও অনুক্ষণ শোক সলিলে মগ্ন। এই হেতু হস্তিনার নারীগণ আমরাদিগের অনুগমনে এই কাম্যক কাননে আসিয়াছেন।

কুন্তী ও গান্ধারী — রে বৎসগণ অনপেক্ষিতরূপে এই মিলন হেতু আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। শ্রীপতি তোমারদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুণ আর পৃথিবীমধ্যে তোমরা সুররাজ্যের আধিপত্য সম্ভোগ কর।

দুঃশীলা প্রভৃতি নারীগণ — হে মাতঃ আমরা আপনারদিগকে প্রণাম করিতেছি। কৃপাদৃষ্টি করুন।

গান্ধারী—তনয়ে তোমারদিগের কুশল কহ।

দুঃশীলা—হে মাতঃ সুরমানসলষিত সেই অপূর্ব্ব গৃহ অতঃপর দক্ষিণারণ্যের ন্যায় শূন্য হইয়াছে। যেহেতুক যে গৃহে মাতা নাই তাহা সুসজ্জ অট্টালিকা হইলেও অরণ্যের ন্যায় গণ্য। হে জননি, আপনাদিগের বিচ্ছেদে সেই পুরী অতিশয় ক্লেশদায়ী হইয়াহে। আর এই অরণ্যমধ্যে আপনারদিগকে দর্শন করিয়াও আমরা হস্তিনার পূর্ব্বসুখ অনুভব করিতেছি।

(দুঃশীলা বিলাপ করেন)

গান্ধারী—তনয়ে, ধৈর্য্যাবলম্বন কর। চিরদিন কাহারও মাতা ও পিতা বর্ত্তমান থাকে না। অতিশয় মাতৃস্নেহ হেতু তোমার উত্তমা বুদ্ধির বৈক্লব্য হইয়াছে। এক্ষণে কুটীরে গিয়া শ্রান্তি দূর কর। তোমারদিগের অকস্মাৎ মিলনে আমরা অতিশয় পুলকিত হইয়াছি।

[সঞ্জয়ের প্রবেশ]

সঞ্জয়—মহারাজ, অনশন ব্রতচারি বিদুর মহাশয় সম্প্রতি জাহ্নবী তীরে ম্রিয়মাণ হইতেছেন। অতএব সত্বরে সেই মহাত্মার সহিত মিলন করুন।

(যুধিষ্ঠিরাদি গঙ্গাতীরে বিদুরকে দর্শন ও সম্বোধন করেন)

যুধিষ্ঠির—হে কুরুবংশ চূড়ামণি, আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি, দৃষ্টি প্রসাদ করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবকে দেখিয়া বহুদূর হইতে সম্বোধন করিতেন, এক্ষণে কিজন্যে সেই স্নেহের বিপর্যয় হইল।

(যোগাসনে বিদুরের তনুত্যাগ)

আমি বুঝিতেছি যে আপনকার এই সমাধির আর ভঙ্গ নাই। ভ্রাতৃগণ দেখ বুঝি বিদুর মহাশয় যোগাসনে তনুত্যাগ করিলেন।

অর্জ্জুন—মহারাজ, এই বটে, পিতৃব্য মহাশয় অতঃপর অন্তর্হিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির—হে কুরুবংশলোচন, নীলোৎপলের ন্যায় তোমার যুগল নীল নয়ন

নিমীলন দেখিয়া আমরা অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি অতএব অনুকূল হইয়া পাণ্ডবকে বারেক প্রবোধ দান কর। যেহেতু তোমার বিচ্ছেদে বিষণ্ণ আমরা হস্তিনা পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে আসিয়াছি। আর বহু সংকটে তুমি বারম্বার পাণ্ডবের প্রাণ দান করিয়াছ; কেননা তোমার সদুপদেশ ভিন্ন কে সেই বারণাবতের অমাঙ্গলিক জতুগৃহ হইতে নিস্তার পাইত। আর সেই ভীষণ রচনার নৈষ্ঠুর্য্য মনে করিয়া কৌরব সভ্যেরা পাণ্ডবের অগ্রেই নিধন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। হে মুক্তিক, তোমার কীর্ত্তির কীর্ত্তন করিয়া কে সমাধা করিবেক।

(পাণ্ডবেরা বিলাপ করেন)

ধৃতরাষ্ট্র—ভ্রাতঃ অভাগ্যবান আমরা অতঃপর তোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম। এক্ষণে তত্ত্বকথা কহিয়া আমাকে কে প্রবোধ দান করিবেক। আর তোমাকর্তৃক আমরা ঐহিকে বহু উপকৃত হইলাম এবং পরমার্থ বর্ম্মে তুমি আমারদের অনুগমন করিয়া সন্তাপিত অন্ধ ভ্রাতার পারলৌকিক শুভানুধ্যান করিলা। হে ভ্রাতঃ, তুমি পরমেশ্বরপরিচিত ও মহাত্মা। আমি বিগত পুত্রগণেও কদাপি বিস্মৃত হইব কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিকের অনুসঙ্গী ও সম্বুদ্ধিদাতা তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

(কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণ বিলাপ করেন)

[ব্যাসদেবের প্রবেশ]

যুধি—মুনে, আমরা প্রণাম করি। সংপ্রতি বিদুর মহাশয়ের বিয়োগে আমরা বিষণ্ণচিত্ত আছি, এবং কৌরব ও পাণ্ডব বধূরা সেই হেতু অতিশয় বিলাপ করিতেছেন।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, ধৈর্য্য হও। বিদুর ও আপনি উভয়ই ধর্ম্মাত্মা। মাণ্ডব্য মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ধর্ম্ম বিদুররূপে ক্ষিতিতে আগমন করেন আর ভুভারাবতারণ জন্য সেই ধর্ম্মাংশে আপনার জন্ম হইয়া মর্ত্যলোকে আগমন হয়। এই সমস্ত তত্ত্ব কথা আমি তোমারদিগকে পূর্ব্বে বিস্তারপূর্ব্বক কহিয়াছি অতএব বিলাপ সম্বরণপূর্ব্বক বিদুরের বিধিমতে অগ্নিসংস্কার কর।

পঞ্চপাণ্ডব—যে আজ্ঞা।

(পাণ্ডবেরা বিদুরের সৎকার্য্য করেন)

ব্যাসদেব—নরপতে, আমি সম্প্রতি দ্বারকাভবনে গমন করিব। অতএব তোমারদিগের অভিলষিত যাচঞা কর। আর এই দ্বৈপায়ন বনে সমাহৃত কৌরব ও পাণ্ডব বধূগণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে যাহার যে মনোবাঞ্ছা তাহা আমাকে কহ।

[পদ্য]

গান্ধারী— [শোকার্ত্তা কৌরব মাতা এই কথা শুনি।
করযোড়ে প্রণমিয়া কহে মহামুনি॥]
ত্রিলোকে নাহিক কর্ম্ম অসাধ্য তোমার।
দেবের আরাধ্য স্বহি দেব অবতার॥
পুত্র শোক সম মুনে নাহি মর্ত্যপুরে।
ভুবন পুজিত পুত্র পড়িল সমরে॥
শতেক পুত্রের শোকে বিকল শরীর।
তিলেক বিরাম নহে নয়নের নীর॥
বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয়।
এই বরদাতা হও মুনি মহাশয়॥
প্রসারিয়া পুত্র মুখ না হেরি নয়নে॥
এই দুঃখ মুনিবর স্বপনে শয়নে॥
সন্তাপ সলিলে মগ্ন অন্ধ নৃপবর।
বিলাপ করয়ে নিত্য ব্যাকুল অন্তর॥

ধৃত— মম মনোনীত মুনে মৃতের মিলন।
সমরে যতেক পুত্র হইল নিধন।

কুন্তী— আমার মানস মুনে নহে অগোচর।
কর্ণ শোকে আমার বিদীর্ণ কলেবর॥
তপন তনয় পুত্র দেব দুর্নিবার।
প্রসারিয়া ক্রোড়ে না করিনু একবার॥
হেরিব নয়নে মুনে ইচ্ছা হয় মনে
এই বরদাতা হও দ্বৈপায়ন বনে।

দ্রৌপদী— [অনন্তর পঙ্কজাক্ষি পাণ্ডব ঘরণী।
করপুটে কহে দেবী বিদ্যুৎবরণী॥]
হতভাগ্য মম সম নাহি তিন লোকে।
জীর্ণ জরা হৈল তনু নানামত শোকে॥
দৈবের বিপাকে হত পঞ্চ পুত্রবর।
সবংশে মরিল পিতা পঞ্চাল ঈশ্বর॥
শোক পারাবার পার নাহি দেখি আমি।
কিবা অগোচর তব মুনি অন্তর্য্যামী॥
সংহত অমাত্য সুতে করাহ মিলন।
এই মনোভীষ্ট সিদ্ধি কর তপোধন॥

সুভদ্রা— নিবেদনে অবধান কর মুনিবর।
[সজল লোচনে ভদ্রা যুড়ি দুই কর ॥)
অভাগিনী মম তুল্য না দেখি সংসারে।
ক্লেশের না হয় শেষ ভব কারাগারে ॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র অভিমন্যু নাম।
শরত চন্দ্রিমারূপ বিচিত্র ধী-ধাম ॥
বিক্রমে বাসব তুল্য ধরায় অতুল।
মাতুলের তুল্য দিতে নাহি কোন কুল ॥
বিপুল জনক পার্থ শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুকুল।
তথাচ সংগ্রামে নহে পুত্রের প্রতুল ॥
বিরাট ভবনে আসি বিবাহ করিল।
পুনঃ পুত্র সহ দেব মিলন নহিল ॥
দেখিব পুত্রের মুখ এই মম মন।
কৃপা করি এই বর দেহ তপোধন ॥

দুঃশীলা— [প্রফুল্লা কমলমুখী কহে ধীরে ২।
চিকণ হেমাংগ অংগ ভাসে নেত্রনীরে ॥]
ভারত সংগ্রামে হৈল স্বামির বিনাশ।
দেখিব তাঁহারে মুনে এই অভিলাষ ॥
পতিহীনা নারীর জীবন অকারণ।
বিধির নিগ্রহ নহে দুঃখ নিবারণ ॥
সতীর সান্ত্বনা নহে পতির বিয়োগে।
জীবনে মরণ তাঁর দৈবের নিয়োগে ॥

যুধিষ্ঠির— [অনন্তর যুধিষ্ঠির করি যোড় কর।
বিনয়ে কহিল ব্যাসদেবের গোচর ॥]
কৌরব পাণ্ডব যত পড়িল সমরে।
সেনা সেনাপতি নারায়ণী সহচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য সাল্য দুর্যোধন।
বিরাট দ্রুপদ আদি হিড়ম্বা নন্দন ॥
সবন্ধু বান্ধব অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ।
মিলন করিয়া মুনে রাখ এই যশ ॥
অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন না হয়।
ত্বং হি নারায়ণ মুনে বেদ শাস্ত্রে কয় ॥

ব্যাসদেব— [তথাস্তু বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।
অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ ॥]

কৌরব ও পাণ্ডবগণ —[সহর্ষ হইল সবে মুনির বচনে।
ন ভাবি ন ভুত কর্ম্ম ভাবি মনে মনে ॥
কতক্ষণে অস্ত দিবা আসন্না যামিনী।
নিমিষ রহিতা আঁখি কৌরব কামিনী ॥
কুতুহলে কম্পিতা কহিছে কুলনারী।]
বিচ্ছেদ বিষাদ যার সহিতে না পারি ॥
পলক প্রমাণ নিশি প্রলয় সমান।
কহ মুনে কখন হইবে পরিত্রাণ ॥

ব্যাসদেব— [অনন্তর স্মরণ করিতে মুনিবর।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মিলিল সত্বর ॥
অদ্ভুত মুনির কর্ম্মে চমৎকৃত সবে।
ডাকিয়া সকলে কন দ্বৈপায়ন তবে ॥]
সম্মুখে দেখহ সবে ভীষ্ম মহাবীর।
দেবদত্ত রথারূঢ় সুমেরু শরীর ॥
অভেদ্য ধনুক করে শরপূর্ণ তূণ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ ॥
তদন্তর দেখ সবে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
লোহিত বর্ণাশ্ব যুক্ত রথ মনোহর ॥
মস্তকে উষ্ণীষ শোভে অঙ্গে মলয়জ।
জিনিয়া অরুণ বর্ণ লোহিত কবজ ॥
দ্রোণের পশ্চাতে দেখ কর্ণ মহাবল।
জিনিয়া মরীচি মাল্য শ্রবণে কুণ্ডল ॥
বিজয় ধনুক করে সূর্য্যের নন্দন।
পৌর্ণমাসী শশি জিনি সুন্দর বদন ॥
পঙ্কজ কুসুম মালা শোভে শুভ্র কায়।
আজানু লম্বিত ভুজ শোভিতেছে তায় ॥
অনন্তর দেখ দুর্য্যোধন মহারাজ।
বাসবের প্রায় সঙ্গে রাজার সমাজ ॥
ধবল মাতঙ্গে ঘটোৎকচ মহাবীর।
ইন্দ্রজিত প্রায় বীর নির্ভয় শরীর ॥
তারপর অভিমন্যু দেখহ রাজন।
সুরেশ সদৃশ শূর সুভদ্রা নন্দন ॥
হীরক কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
কৌস্তুভ কিরীটি যার ভাস্কর উজ্জল ॥

সসুত বিরাট সহ দুই সহোদর।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র দেখ একত্তর ॥
তদন্তর দেখ মনোহর রথধ্বজ।
দুঃশাসন বিকর্ণাদি কৌরব অঙ্গজ ॥
শকুনি মাতুল সহ সহোদরগণ।
তারপর দেখ রাজা তনয় লক্ষ্মণ ॥
পশ্চাতে সুশর্ম্মা সহ নারায়ণী সেনা।
না হয় নিঃশেষ যেন সমুদ্রের ফেনা ॥
সোমদত্ত ভুরিশ্রবা শল্য নরপতি।
কলিঙ্গ ঈশ্বর শত অনুজ সংহতি ॥
সেইরূপে সেই বীর সংগ্রাম করিল।
সেই ধনু সেই রথে হেথায় মিলিল ॥
অতঃপর মিলন করহ যুধিষ্ঠির।
বান্ধব বিচ্ছেদে ছিলা অন্তর অস্থির ॥
এমন সুখের নিশা আর না হইবে।
মৃত সহ কেবা কোথা মিলন করিবে ॥

যুধি— অদ্ভুত তোমার কীর্ত্তি বিশ্বের বিস্ময়।
স্বপনের ন্যায় এই সব বোধ হয় ॥
অন্ধরাজে দিব্য চক্ষু দেহ মহাশয়।
কৃতার্থ হউন রাজা হেরিয়া তনয় ॥

ব্যাস— মম বরে দিব্যচক্ষু লভ কুরুবর।
শত পুত্রে দেখ রাজা সানন্দ অন্তর ॥
[পাইয়া অপূর্ব্ব দৃষ্টি অন্ধ নরপতি।
আনন্দ অশ্রুতে আর্দ্রা কৈল বসুমতী ॥]

[ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদি সহিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার প্রবেশ]

দুর্য্যোধন সহোদর সহিত— —[জিনিয়া শতেক চন্দ্র শত সহোদর।
প্রণমিয়া দণ্ডাইল পিতার গোচর ॥]
কহ পিতঃ কিবা হেতু অরণ্যে প্রবেশ।
জটা বল্কধারী কেন তপস্বীর বেশ ॥
সন্ন্যাসী হইলা কেন অবনি ঈশ্বর।
হস্তিনার ভূপ কেন অরণ্য ভিতর ॥

ধৃতরাষ্ট্র— [কোলে করি কুরুরাজ শতেক কুমার।
অনিমেষ নয়নে নেহালে অনিবার ॥]
হস্তিনা ত্যজিনু পুত্র তোমার কারণ।

ব্রহ্মচর্য্য হেতু সবে প্রবেশি কানন ॥
[কথোপকথন করে হরষিত মনে।
ঘন ২ চুম দেয় পুত্র বরাননে ॥]
আস্তে ব্যস্তে আসি রাণী পুত্র কোলে নিল।
শত সহোদর মায়ে প্রণাম করিল ॥
সানন্দ অন্তরে কহে ধন্য ধন্য বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥

গান্ধারী— অরণ্য হইল গৃহ তোমার বিচ্ছেদে।
কাননে করিনু বাস সেই সব খেদে ॥
হেরিয়া তোমার মুখ দুঃখ হৈল দূর।
অক্ষির পুতলী পুত্র গুণের ঠাকুর ॥
[নানামতে বাৎসল্য করয়ে নৃপজায়া।
মোহিতা হইল মহী দেখী মাতৃমায়া ॥]
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য শাল্ল আদি বীর।
কুরুরাজ বেড়িয়া বসিল যত ধীর ॥
মহারথ জয়দ্রথ শ্যালক শকুনি।
জ্ঞাতি গোত্র পাত্র বহু জ্ঞানি গুণী ॥
পূর্ব্বমত সভা করি বৈসে নৃপবর।
দ্বৈপায়ন বন হইল হস্তিনা নগর ॥
বিপুল পুলকে পূর্ণ পঞ্চ সহোদর।
ভীষ্ম দ্রোণে প্রণমিল ভক্তিপুরঃসর ॥
মদ্ররাজ মাতুলের সম্ভাষ করিয়া।
পঞ্চ ভাই কর্ণেরে প্রণাম করে গিয়া ॥
সহোদর সহ কর্ণ করে আলিঙ্গন।
আনন্দ অশ্রুতে আদ্র্ ভাই ছয়জন ॥
কুন্তীর চরণে কর্ণ প্রণাম করিতে।
পুত্র কোলে নিল কুন্তী হরষিত চিতে ॥

কুন্তী— কহ বৎস, এতদিন বঞ্চিলা কেমনে।
জননী বলিয়া বুঝি নাহি ছিল মনে ॥
তোমার কারণে মনোদুঃখ অনিবার।
প্রসবিয়া কোলে না করিনু একবার ॥
[নির্ণিমেষ নেত্রে কুন্তী নেহালে নন্দন।
আনন্দে নয়ন বারি বহে অনুক্ষণ ॥
পূর্ব্ব শোক পাসরিল পাণ্ডব জননী।

কথোপকথনে বঞ্চে সুখের রজনী ॥
অনন্তর পাঞ্চালীর পুত্র পঞ্চজন ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন ॥
দ্রৌপদী কুন্তীর পদে প্রণাম করিল ।
স্নেহ ভাবে পুত্রগণে দোঁহে কোলে নিল ॥
পুলকে পূর্ণিতা কুন্তী করিল কল্যাণ ।
বিগলিত নেত্র নীরে ভাসিল বয়ান ॥
তবে পিতৃ পদে নতি কৈল ঘটোৎকচ ।
সম্মোহন রূপ চক্ষু কমল বিকচ ॥
হাসিয়া মারুতি তবে পুত্র কোলে নিল ।
দুই হেম গিরি যেন একত্র মিলিল ॥
অভিমন্যু ক্রোড়ে করে বীর ধনঞ্জয় ।
দেখিয়া সুভদ্রা শীঘ্র পুত্র কোলে লয় ॥
মাতা পিতা সম্ভাষিয়া অভিমন্যু বীর ।
পরীক্ষিত পুত্র কোলে লইলেক ধীর ॥
মিলিল উত্তরা দেবী অভিমন্যু পাশে ।
নানা আলাপন করে হাস্য পরিহাসে ।
তবে দুর্য্যোধন আদি শত সহোদরে ।
পাণ্ডবে প্রণাম করে অতি সমাদরে ॥
প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করে দুর্য্যোধন ।
পূর্ব্বের শাত্রব ভাব নাহিক এখন ॥
লক্ষ্মণ গান্ধারী পদে করিল প্রণতি ।
কুতূহলে পুত্র কোলে নিল ভানুমতী ॥
পঞ্চাল ঈশ্বর সহ যুগল কুমার ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী করে নমস্কার ॥
পিতৃ ভ্রাতৃ মিলনে বিলাপ পরিহরি ।
হইল সহর্ষচিত্তা হস্তিনা ঈশ্বরী ॥
চিত্তের পুত্তলী পুত্র সংগে পঞ্চজন ।
নয়নের তারা প্রায় সবে হারাধন ॥
কুশল আলাপ করে কুতূহল মন ।
মনে ২ ভাবে সুখ না হবে এমন ॥
দ্রুপদ বিরাট ভূপ সম্ভাষে পাণ্ডব ।
হৃষ্টচিত্তে পঞ্চ ভাই তোষয়ে বান্ধব ॥
আকাশে থাকিয়া দেখে অমর মণ্ডল ।

হস্তিনা অধিক শোভে হৈল বনস্থল ॥
হারাপতি হেরি করু বনিতা সকলে।
মৃদুহাসে পতি পাশে বৈসে কুতুহলে ॥
বিচ্ছেদ বিষদে যত বিস্মৃত হইয়া।
যামিনী যাপন করে পতিরে লইয়া ॥
পুলক পয়োধি নীরে মগ্না যত নারী।
স্তনু ব্যাপিয়া কারু বহে নেত্রবারি ॥
মিষ্ট আলাপন করে অভীষ্ট প্রস্তাবে।
বিচ্ছেদ অনিষ্ট মাত্র মনে মনে ভাবে ॥
মনোগত ভাব ভাগ্যে সৌভাগ্য উদয়।
"এমত রজনী যেন প্রভাত না হয় ॥"
বিরহ বিষের জ্বালা আর না সহিবে।
বিচ্ছেদ দহনে দেহ সতত দহিবে ॥
ধরিয়া পতির কর কহে বিনাইয়া।
ক্ষম অপরাধ পতে প্রসন্ন হইয়া ॥]

ব্যাসদেব— [সতীর করুণা বাক্যে ব্যথিত অন্তর।
ডাকিয়া কহেন সবে তবে মুনিবর ॥]
পতিসহ বাস ইচ্ছা যেই সাধ্বী সতী।
মম বরে স্বর্গে যাও পতির সংহতি ॥
সন্তাপ হইবে দূরে স্বামি সহবাসে।
পবিত্র পতির সংগ সর্ব্বপাপ নাশে ॥
উত্তরা রহিবে মাত্র পরীক্ষিত হেতু।
যত্নে পালনীয় সেই শিশু পুণ্য সেতু ॥

কৌরব বধূগণ—[কৃতার্থা কৌরব নারী করযোড়ে কয়।]
ত্রিলোকে নাহিক তব তুল্য মহাশয় ॥
অমৃত করিলা বৃষ্টি তৃষিতের আগে।
সতীর করিলা গতি নিজ পুণ্য ভাগে ॥
[অন্ধরাজ রাণী পদে প্রণাম করিয়া।
বিনয়ে বিদায় হয় চরণ ধরিয়া ॥
সানন্দে কৌরব নারী বাহিনী মিলিল
স্বর্গবাসিগণে তবে অদৃশ্য হইল ॥
এই রূপে অবসন্না হইল রজনী।
চরাচর প্রসন্ন প্রকাশে দিনমণি ॥]

(কৌরব নারীগণ সহিতে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর প্রস্থান

[গন্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র—হে মুনে, আপনকার এই অনির্ব্বচনীয়া উত্তমা কীর্ত্তিহেতু আমরা কৃতার্থ হইলাম। আর যদিও পুত্রগণের পুনর্বিচ্ছেদে আমরা অতিশয় খেদাপন্ন বটি, কিন্তু জন্মাবধি আমা কর্ত্তৃক অদর্শিত পুত্রগণে এক্ষণে দিব্য নয়নে দৃষ্টি করিয়া আমরা অত্যুল্লাসিত হইয়াছি। হে দেব, আপনকার কীর্ত্তি ধন্যা ; ও তাহা তিন লোকে প্রসিদ্ধ হইবেক। কিন্তু বন্ধু ও বান্ধবগণের বিচ্ছেদে আমরা অতঃপর অতিবড় উৎকণ্ঠিত, অতএব কিরূপে মর্ত্ত্যলোকে মনস্থির হইয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিষ্ঠা হইবেক তাহা সম্প্রতি বোধ হয় না।

ব্যাসদেব—নরপতে, এই মর্ত্ত্যলোকে আপনার আর অতি স্বল্পকাল মাত্র স্থায়ী অতএব কথঞ্চিদ্রূপে মনস্থির করিয়া ঐকান্তিক চিত্তে সদ্গতির অনুশীলন কর। আর যুধিষ্ঠির তুমি ভ্রাতৃগণসহ সত্বরে হস্তিনাপুরে গমন করত হৃষ্টচিত্তে এই মহাসাম্রাজ্যের শাসন ও প্রজাগণের পালন করহ। আমি অনতিবিলম্বে তোমারদিগের সহিত তথায় পুনর্ব্বার সংমিলন করিব। এইক্ষণে দ্বারকা ভবনে চলিলাম।

পঞ্চপাণ্ডব—মুনে, তবে আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, তোমরা মহাসত্ত্ব, অতএব তোমাদিগের পবিত্র নামে প্রাণিগণের পবিত্রতা হউক।

(ব্যাসদেবের প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির—মহারাজ, আমরা এক্ষণে সপরিবারে বিদায় হইতে বাসনা করি। অতএব সুপ্রসন্ন হইয়া অনুমতি প্রদান করুন। আমরা আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

(ধবাবনত প্রণাম করেন)

ধৃতরাষ্ট্র—যুধিষ্ঠির, তুমি কুরুবংশ চূড়ামণি আর তোমাদিগের তুল্য অতিবড় মহাত্মা "ন ভাবী ন ভূতঃ"। তোমাদিগের সন্নাম চিরজীবি হউক। আর চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ যাবৎ গগনমণ্ডলে উদয় হইতে থাকেন তাবৎ তোমরা জয়বন্ত হও।

পাণ্ডব বধূগণ—ঠাকুরাণি, আমরা প্রণাম করিতেছি, দাসীগণের অপরাধ প্রশমন করুন।

কুন্তী—পতিব্রতে, [দ্রৌপদী প্রতি] তোমার জগৎ পূজিতা খ্যাতি ও পুণ্য নাম তিন লোকের কল্যাণার্থ হউক। হে পংকজনেত্রে, শ্রীঅংশে সম্ভূতা তোমার বিদ্যমানে যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হউন। সুভদ্রা ও উত্তরা ও পরীক্ষিতকে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তোমার পালনে এই মহানুভব শিশু শশিকলার ন্যায় দিন ২ উন্নতিকে পাউক।

(পঞ্চপাণ্ডব ও পরীক্ষিত ও দ্রৌপদী ও সুভদ্রা ও উত্তরা ও সৈন্যগণের প্রস্থান)

সঞ্জয়—দেব, ব্যাসমুনির বাক্যাভাসে আমার বোধ হইতেছে যে আমরা আর স্বল্পকাল মাত্র এই অবনীমণ্ডলে স্থায়ী।

ধৃতরাষ্ট্র—তবে এইক্ষণে আমার এই পরামর্শ যে অনুষ্ঠানে আর মুহূর্ত্তেক কালও হরণ না করিয়া সকলে যোগাসনে প্রবৃত্ত হও।

সঞ্জয়—হে ভূপতে ইহাই ভদ্র।

(ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী ও গান্ধারী যোগাসনে বৈসেন)

সঞ্জয় আত্মকথন —আমি বুঝিতেছি যে সেই ভূত ভাবি বিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসমুনির বাক্য কদাচ ব্যর্থ নহে, এই হেতু বনবাসী আমরা প্রতিক্ষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে পারি। আর যদ্যপিও যোগাশ্রমিরা মৃত্যুকে বিশেষ দুর্যোগের মধ্যে গণ্য করেন না, কিন্তু যদ্দ্বারা এই পঞ্চ ভূত বিনির্ম্মিত কলেবর পঞ্চত্বে পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়া আপন২ কারণ লীন হয়, তাহা কি জন্য ভয়ানক নহে, তাহা ঐ যোগিরাই বিজ্ঞ, ফলতঃ মৃত্যু জন্য যে আশংকা তাহা মৃত্যু হইতেও ভয়ংকর। কেননা ক্ষণমাত্রেই মৃত্যুর মিলন হইয়া প্রাণিরা সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদ সমস্তই বিস্মৃত হয়। কিন্তু তচ্ছংকা-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট শরীরিরা দীর্ঘকাল ক্লিষ্ট হয়েন। আর মৃত্যুকে অতিক্রমণ-কারি অমৃতপায়িরা "অমর" এই ত্র্যক্ষর যুক্ত মাঙ্গলিক নাম ধারণ করিয়া নর হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। যদ্ধেতুক অমৃতহেতু এহারা অমরা, আর মৃত্যুহেতু অপরেরা নর এতাবতা নশ্বর হইয়াছেন। অপিচ, যদি মৃত্যুপুরে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সুখ না হইত, তবে রাক্ষস ও দানবেরা পরার্দ্ধং যুগ যোগাসন করিয়া চরমে কেবল অমর হইবার বরার্থী হইতেন না। এবং দৃষ্ট হইতেছে যে বিরিঞ্চ্যাদি বরদাতা দেবতারা তাহার অদাতা হইয়া দানব ও রাক্ষসগণকে অকৃতার্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই মৃত্যু যদ্দ্বারা চরাচর সশংক, আমি যোগাসনে জাগরূক থাকিয়া তাহার অধিকার চর্চ্চা দেখিব।

(কুটীর মধ্যে গমন করত যজ্ঞানলে কুটীর দাহ হওয়া দৃষ্ট করেন)

আঃ কুটীরে অগ্নিক্ষেত্র কিরূপে হইল। মুনে তুমি ধন্য, যেহেতুক তোমার বাক্য অমোঘ। দেখিতেছি যে জাজ্বল্যমান এই মহাগ্নি হইতে অস্মদাদির আর অব্যাহতি নাই। অন্ধরাজ সত্বরে সাবধান হউন। [যোগাসনে বাহ্যজ্ঞান রহিত] নতুবা এই মহানল আমাদিগকে গ্রাস করিল। হা হতভাগ্য আমরা নষ্ট হইলাম।

(ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী ও কুন্তী ও সঞ্জয় যজ্ঞানলে দগ্ধ হয়েন)

অষ্টম অঙ্ক

[রঙ্গভূমি হস্তিনানগর রাজবাটীতে দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রবেশ]

দ্রৌপদী—সুভদ্রে, সংপ্রতি দেখ, দ্বৈপায়ন বন হইতে আগমনাবধি রাজা

আপনাকে অতিশয় বিষন্নের ন্যায় দর্শাইতেছেন, এবং তদ্ধেতুক ভ্রাতৃগণও অনুক্ষণ অপ্রসন্ন বদন। ইহাতে আমার বোধ হয় যে রাজা অনতিবিলম্বে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিবেন, এবং তোমার পৌত্র পরীক্ষিত রাজ্যাধিপ হইবেন।

সুভদ্রা—আমি বুঝিতেছি যে ইহার অধিক কাল বিলম্ব নাই; কিন্তু যদবধি যদুশ্রেষ্ঠ মর্ত্যলোক হইতে লীলা সম্বরণ না করেন, তদবধি রাজা আশ্রমান্তরের চিন্তা করিবেন না। বিশেষতঃ পরীক্ষিতও শিশু, এইহেতু অদ্যাপি আসমুদ্র বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্য নহে। ফলতঃ দেখ, এই সন্তাপ সলিলে মগ্ন গৃহে সুখ মাত্র নাই। কৌরববধূরা ধন্যা, যেহেতুক অতঃপর স্বর্গ ও স্বামীকে পাইয়া তাঁহার সুখী হইলেন।

দ্রৌপদী—ভদ্রে, আমরা চিরদিন অসুখী, আর পিতৃ গৃহে সুখেতে অবস্থিত তুমি আমাদিগের দুরবস্থা জ্ঞাতা নহ। দ্বাদশ বৎসর অরণ্যের ক্লেশ ও বৎসরেক অজ্ঞাতের দীন বেলা মনে করিয়া দিন২ রোদন করিয়াছি।

সুভদ্রা—পাঞ্চালি, দেখ পতিসহ অরণ্যেবাসেও যে স্বচ্ছন্দ আছে তাহা পতিবিরহে উত্তম গৃহে থাকিয়াও দুষ্প্রাপ্য। অতএব তোমার বনকষ্ট হইতেও আমার গৃহকষ্ট গরিষ্ঠ বোধ করিলাম। কেননা পতি বিদ্যমানে কাননও নিৰ্জ্জন নহে, আর পতিবিরহে প্রাসাদও কানন হইতে পারে। হে দেবি, চিরকাল স্বামিসহ সুখেতে অবস্থিত আপনি এতদ্রূপ গৃহ কাষ্টর অভিজ্ঞা নহেন, এই হেতু ভাগ্যবতী আপনি আমার ভাক্ত সুখের প্রতি লক্ষ করিয়া আপনাকে অকারণ অসুখী জ্ঞান করিতেছেন।

দ্রৌপদী—ভদ্রে, আমার বোধ হয় যে ইহা সপত্নীর শ্লেষমাত্র। নচেৎ দেখ সৈরিন্ধ্রী বেশ ধারণ করিয়া কোন পৃথ্বীশ্বরী পরের পরিচর্য্যায় সুখানুভব করে।

সুভদ্রা—তত্রাপি, হে দেবি, আপনি ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ পতিকে অনুক্ষণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ইহাতে কোন্ দুঃখের বিমোচন না হইতে পারে।

দ্রৌপদী—কিন্তু, হে সুভদ্রে, দুঃশাসন ও কীচকের দুশ্চারিগ্রহেতু আমি যে দুঃখ পাইয়াছি তাহা কোন কুলনারী না পাউক। যাহা হউক আমি দেখিতেছি যে অরণ্য হইতেও এক্ষণে গৃহমধ্যে আমাদিগের দুশ্চিন্তা বহুধা, কেননা, ভদ্রে, ইদানীং আমি অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি। আর এই সকল অশুভ দর্শন বহু অকুশলের লক্ষণ ভিন্ন নহে। সম্প্রতি দেখ, ভ্রাতৃগণ সহ রাজা আগমন করিতেছেন।

[পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ]

যুধি—প্রিয়ে, আমরা অন্ধরাজ ও জননীদ্বয়কে অনাথের ন্যায় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আইলাম। না জানি, ইহাতে কি অমঙ্গল হইবে। বিশেষতঃ বিদুরের অবিদ্যমানে অন্ধরাজ এক্ষণে সহায়হীন হইয়াছেন।

দ্রৌপদী—পতে আমি এতদর্থে অনেক অমঙ্গল দেখিতেছি। বোধ হয় যে এই সন্তাপিত গৃহে আমাদিগের আর সন্তোষ নাই সংপ্রতি দেখুন, ব্যাস মহাশয় আগমন করিতেছেন।

[ব্যাসদেবের প্রবেশ]

যুধি—মুনে আমরা প্রণাম করি। আপনকার কুশল ?

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, সপরিবার তোমাদিগকে কি জন্য এইরূপ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি।

যুধি—দেব, অনাথের ন্যায় আমরা জ্যেষ্ঠ তাত ও জননীদ্বয় ও সঞ্জ.কে অরণ্যে পরিত্যাগ করত গৃহে আসিয়া অতিশয় অসুখী হইয়াছি।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির তদর্থে নিশ্চিন্ত হও। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় ও কুন্তী ও গান্ধারী দেবী যজ্ঞানলে দগ্ধ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছেন। যেহেতুক যোগাসনে সংযুক্ত এই মহাত্মারা চৈতন্যরহিত হইয়া জাজ্বল্যমান মহাবহ্নি কর্তৃক ব্যাপাদিত হইয়াছেন।

যুধি—হে মুনে, হতভাগ্য আমরা অতঃপর নিতান্তই হতাশ হইলাম।

(যুধিষ্ঠিরাদি বিলাপ করেন)

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কর। মর্ত্যলোকে আগমন করিয়া তোমরা আদ্যোপান্ত বহু বিলাপ করিয়াছ। ইহা জ্ঞানবিজ্জিতেন্দ্রিয়দিগের অননুমত। যেহেতুক, হে কৌন্তেয় অতিশয় বিলাপপর লোকেরা মুক্তশ্রী হয়েন। অতএব শোক সম্বরণ করিয়া মৃত জনন্যাদির উদ্দেশ্যে দানাদি কর যে তোমাদিগেরও পরলোকগত সেই মহাত্মাদিগের পারত্রিক কল্যাণ হইবেক।

যুধি—মুনে, আমরা কৃতার্থ হইলাম। অতএব আজ্ঞা মত আচরণ করিব।

ব্যাস—যুধিষ্ঠির, তোমরা মহাসত্ত্ব, অতএব বিদ্যাধরীগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বর্গের সুখ অনুভব কর। আর কৌরব বিয়োগ উপলক্ষে নররূপি দেবাত্মা তোমরা বহু বিষাদ করিয়াছ। অতএব কৌরব বিয়োগ সংবাদ লোকদিগের ধর্ম্মার্থে আর তোমারদিগের পুণ্য নাম প্রাণিগণের প্রতিদিন স্মরণীয় হউক। আর সত্যবান রাজারা তোমার ন্যায় ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন। এবং সতেরদের সর্ব্বদা ইষ্ট সিদ্ধি হউক।

(সর্ব্বেষাং প্রস্থানং)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুক্ত জে এচ পিটর্স সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

মীর মশাররফ হোসেন

জমীদার দর্পণ

প্রথম প্রকাশ—১৮৭৩

উপহার

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব,

আর্য্য ! পূজ্যপাদেষু।

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অন্তরের সহিত ভালবাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিংকরের ন্যায় জমিদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ

মীর মশাররফ হোসেন

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন।

নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অংকিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছে, যদি ইচ্ছা হয়, মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

কুষ্টিয়া, লাহিনীপাড়া। অনুগত

সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র। মীর মশাররফ হোসেন

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	—	জমীদার
সিরাজ আলী	—	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
আবু মোল্লা	—	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি	—	জমীদারের চাকর
		সাক্ষীদ্বয়
আরজান ব্যাপারী	—	জুরি

নট, সূত্রধার, মোসাহেব চারিজন, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্‌পেক্টর, কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টর, উকিল, মোক্তার, পেস্কার, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নূরন্নেহার	—	আবু মোল্লার স্ত্রী
আমিরণ	—	আবু মোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমণি		
নটি		

প্রস্তাবনা।

[সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্র।—(পদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম! তোমার ধর্ম্ম লুকালো ভারতে;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে!
পাতকীর কর্ম্মদোষে হলে পাপ ভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল
রাজ প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমীদার! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
নদনদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে তথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

[নটের প্রবেশ]

নট।—একা একা পাগলের মত কি বলছেন?

সূত্র।—কেন? অন্যায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি?

নট।—আমি সত্য-অসত্যের কথা বল্‌ছিনে, ভয়ের কথাও বল্‌ছিনে, বলি কথাটা কি?

সূত্র।—কথা এমন কিছু নয়। কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে

থাকবে এরি সন্ধান কচ্চের্ন ! কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য কচ্চের্ তার খোঁজ খবর নেই।

নট।—কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী-নির্ধনী, সুখী-দুঃখী সকলি সমান ! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া ! আজকাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান্ !

সূত্র।—(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন ? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর। শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না। বলব কি জান্‌ওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট।—কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয় ?

সূত্র।—আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জান্‌ওয়ারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীদে বসে, খোসামোদে কুকুররাও গদীর আশে-পাশে ল্যাজগুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই কচ্চের্। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই ! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে ? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয় ! এরা আবার দুই দল।

নট।—দল আবার কেমন ?

সূত্র।—যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট।—ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চম্‌কে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক !

সূত্র।—এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট।—যাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র।—কেন বলব না ? আপনিতো বলেছিলেন, যদি কোন দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা বল্‌বো। আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে !

নট।—কি করে ?

সূত্র।—একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না!

নট।—(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য!

সূত্র।—আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো। যত কথা মনে আছে সকলি বলবো! এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রংগভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে!

নট।—তাইতো ভাবছি, কোন্ নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে।

সূত্র।—আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটক" যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।

নট।—তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক।

(উভয়ের প্রস্থান)

[পুষ্পাঞ্চলে ধরিয়া নটির প্রবেশ]

নটি।—বেশ্, ইনি তো মন্দ নন্। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই। তা যাক, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই আসরে মালা গেঁথে নেই। [উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সংগীত।]

[রাগিণী মল্লার-তাল আড়া]

পাষাণ সমপ্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্নভাব অন্যমতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত কথা বলে, মজায় অবলা জাতি।
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্‌পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥

এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো!

[নটের প্রবেশ]

নট।—প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম! এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বা কি?

নটি।—না, আমার কোন কথা নাই। আপনি যা মানস করেছেন আমি কি আর তাতে কোন বাঁধা[১] দেই? দেখুন, আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি। এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে।

নট।—(সহাস্যে) একবারতো পরিয়েছ, আবার কেন?

---

১. বাধা

নটি ।—(মৃদু হাসে) এও এক সুখ ।
নট ।—প্রিয়ে । মালাতো পরালে এখন আর একটি গান গাও ।
নটি ।—আর কি গান গাইব ? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে আমি বলবো না ।
নট ।—তাতে আর ক্ষতি কি ?

উভয়ের সঙ্গীত ।

[লক্ষ্মৌয়ের সুর—তালে কাওয়ালী]

মরি দুর্ব্বল প্রজার পরে অত্যাচার ।
কতজনে করে, করে জমীদার ॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার ।
প্রজা কত সহে; কিছু নাহি কহে
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর ॥
জমিদার ধরে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার ।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥

(উভযেব প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

নেপথ্যে সঙ্গীত ।

[রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী]

ওরে প্রাণ মিলন সলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেম বারি পান ।
মনপ্রাণ সব সঁপেছি হেরে, ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষবাণ ?

প্র থ ম অ ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুর।
হাযওযান আলীর বৈঠকখানা।
(হাযওযান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায়।—দেখেছো ?

প্র, মো।—হুজুর দেখেছি।

হায়।—কেমন ?

প্র, মো।—সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই !

হায় !—কিন্তু ভারী চালাক, কিছুতেই পড়ছে না !

প্র, মো।—(সহাস্যে) সে কি ? সামান্য স্ত্রীলোক কিছুতেই পড়ে না !

হায়।—তোমরা বোধকর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধহয় সেটি অসামান্য !

প্র, মো।—অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়।—টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার[১] লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না !

প্র, মো।—ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী পুরুষ নয়, যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়।—না, তাই বা কি করে ? আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক ! বিধির নিব্বর্ন্ধ দেখ চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয় ?
"হায় বিধি ! পাকা আম দাঁড়কাকে খায় !"

প্র, মো।—(ক্রোধে) কি আর বলবো। যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন ! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধল্লেও হয় না ; হওয়ার আরও উপায় আছে ; একদিন—

হায়।—আমি যেন না বুঝি তা নয়। যে কাজ তাতো জানতেই পাচ্ছো, তায় আবার যদি বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে। আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র, মো।—কি এঁচেছেন হুজুর !

হায়।—একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আরম্ভ করে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দেই। সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

---

১. গযনাব

প্র, মো।—বেশ যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে।
এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হোলে আজ রাত্রেই—

হায়।—আজ রাত্রেই?

প্র, মো।—রাত্রেই—এখনি—

হায়।—যেদিন তারে দেখিছি, সেদিন হোতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যেন উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

[সর্দ্দার বেশ, জামালের প্রবেশ]

জামা।—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।) হুজুর—

হায়।—আর সকলে কোথায়?

জামা।—(যোড় হস্তে) সকলেই দেউড়ীতে হুজুর।

হায়।—পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও।

জামা।—যো হুজুর।

(সেলাম করিয়া প্রস্থান

হায়।—দেখা যাক! ফাঁদতো পাতলেম; এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হলে কোন্‌দিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র, মো।—বোধ হয় এইবারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে না! এইবারেই হবে।

হায়।—কৈ তা হয়? ক'মাস হোলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা হাটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

প্র, মো।—অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায়।—ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না কর্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা!

প্র, মো।—সে রোজাও এদেশে নাই।

হায়।—এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।

প্র, মো।—হুজুর যে ফন্দী এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—
[নেপথ্যে আজান দান, নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈঃস্বর।]

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্‌, আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্‌ আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মা-দর রাসুলুল্লাহ্‌। আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মা দর রাসুলুল্লাহ্‌। হাইয়া আলাস সালাহ্‌, হাইয়া আলাস সালাহ্‌। হাইয়া আলাল ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল ফালাহ্‌। আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর। লাএলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।"

হায়।—নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক। (গাত্রোত্থান)

(উভয়ের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

নেপথ্যে গান।

[রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি ?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি ?
মধু মাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি ?
সতীর সতীত্ব ধন হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আবুমোল্লার বাহির বাটির ঘর।

(সর্দ্দারগণ বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা)

আবু।—(কাতর স্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখানা নিয়ে আসি ; মনিব ডেকেছেন না গিয়ে বাঁচতে পারি ?

জামা।—নেওয়াতী রাখ্‌ তোর নেওয়াতী রাখ্‌, মান রাখতে পারিস একটু দাঁড়াই। নৈলে চল্‌ (গলা ধাক্কা।)

আবু।—(সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের চাদরখানা আনি। আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি। অপমান করোনা।

জামা।—রাখ্‌ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু।—কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি।

জামা।—দিচ্ছি কি ? ক'টাকা দিবি ? আগে টাকা আন্‌, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো ? তেরা বাতমে বায়ঠেগা ? চল্‌ (গলা ধাক্কা)—

আবু। —দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি।

জামা।—আন্ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্, বসছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারি মুখো করবো। (ঘাড় ধারণ।)

আবু।—দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত করবেন না আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা।—টাকা দিচ্ছতো কত বারই বল্লি, টাকা আন্‌না।

আবু।—আমি নিতান্ত গরীব। (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই দুটি টাকা।

জামা।—(মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে আলা! আমরা ভিক্ষে কর্ত্তে এয়েছি? দুটো টাকা নেব? চল্ (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাঁচটা মুষ্ঠাঘাত)

আবু।—দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি। [নেপথ্যে (অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) ন্যাও আর কি কর্ব্বে, যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু।—(হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা।—(টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীগণের প্রতি) বসোহে বসো।

আবু।—(তামাক সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করিনি; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বল্লে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবা হুকার কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করেনা। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও যোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হক-না হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে প'লে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর নাদি!" আপনারা বসুন আমি চাদরখানা নিয়ে আসি!

জামা।—না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারী নে' যাব। যেমন আছে তেমনি চল, হুকুম মত কাজ কর্ত্তে হয় এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন।

আবু।—এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা।—আমরা আর কি শুনবো ? গেলেই শুনবে চলো।

(সকলের গাত্রোত্থান)

আবু।—তবে চল কপালে যা থাকে তাই হবে !

(সকলের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

নেপথ্যে গান।

[রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন ?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥
ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর
দেখে আসি একবার, প্রেয়সী বদন।
দু'জন দু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ।
দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে
আনিতে দিলানা মোরে আমারি বসন ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাযওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হাযওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়।—(তাস দেখিতে দেখিতে) বিস্তি নাই ?

দ্বি, মো।—কি বড় ?

হায়।—বিবী বড়।

দ্বি, মো।—প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড় ? আপনার নিকট বিবীর বড় বাড়াবাড়ী দেখতে পাচ্ছি ! বিবি যে আর ছাড়ে না !

হায়।—বিবী ছাড়ে বৈকি, সাএবই ছাড়ে না ! খেলনা। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্য কত খানা হোয়ে যাচ্ছে কৈ একবারও সায়েবের পানে ফিরেও তাকায় না ! রঙের দশ আমার।

দ্বি মো।—আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে।

হায়।—সে যথার্থ, কিন্তু ভাই আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য আহার-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ, পূর্ব্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। বলবো কি, জীয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ কচ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না ! কাবার বিস্তি !

দ্বি, মো।—(তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেলেহো দেখে খেলো! গোচ বড় ভাল নয়!

প্র, মো।—কাবার ইস্তক!

দ্বি, মো।—তবে ঠক্‌লেম।

তৃ, মো।—কাজেরই ও'দের পড়্‌তা পড়েছে; পড়্‌তা পলে এই হয়! (গান) "পড়্‌তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হুন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?" এই টেক্কা হাতের পাঁচ আমার!

হায়।—হাতের পাঁচ মিলে কি হবে, ওদিকে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (১ম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ ধর (তাস একত্রে করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো।—(হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেমনা, গোলামেই সব হবে।

হায়।—কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো।—আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়।—ওহে! আমরা সাধে জিত্‌ছি, আমাদের যাত্রা ভাল; ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি, মো।—কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয় পালিয়েছে।

হায়।—পালাবে কোথায়? একটু বসোনা, এখনি দেখতে পাবে।

তৃ, মো।—দেখবে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হুন্দর হয়েছে!

হায়।—এমন সময় এমন কাজ কল্লে? হাতে না তুলতেই হুন্দর—

প্র, মো।—(দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আন্‌ছে

হায়।—চুপ কর, ওদিকে তাকিওনা—এইবারে খেলাটা হোয়ে যাক্।

[সর্দ্দারগণ বেষ্টিত আবুর প্রবেশ]

আবু।—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা।—হুজুর।—আবু হাজির।

হায়।—কাঁহা হ্যায়? পঞ্চাশ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস্ আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু।—(ভয় কাতর স্বরে) হুজুর। আপনি সব কর্ত্তে পারেন; আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!

হায়।—তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অ-কৌশল? তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কোর্ব্ব। কাবার পঞ্চাশ—জামাল। হারামজাদাসে প'চাশরোপেয়া, জরবানা আদা কর!

জামা।—যো হুকুম!

আবু।—(যোড় করে) হুজুর! আমি কি ঘাট করেছি?

হায় ।—চোপরাও হারামজাদা ! আবতাক্ হাম্রা সাম্নে মু'খোলকে বাৎ কাহতাহায় ! আভি লে যাও ! লে যাও ! (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘণ্টে কা দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর ।

জামা ।—(মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্ !

মোল্লা ।—খোদাবন্দ আমায় মাপ্ করুণ ।

হায় ।—মাপ ক্যা, এ্যা মাপ হ্যায় নাই ! জামাল ! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায় ইট চাপিয়ে দে', তা না হোলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না !

জামা ।—(চোদ্দ পোয়া করণ)

আবু ।—খাঁ সাহেব আমার মাথায় ইটই দিন আর আমারে কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবে না। বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম বেচে নিন !

হায় ।—হারামজাদা ! আমি তোর ঘর বেচবো ! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা এনে দে। (সর্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলি নি ।

(একজন সর্দারেব প্রস্থান)

আবু ।—হুজুর ! আমি বড় গরীব, কুপুষ্যিগলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি ? এত টাকা কোত্থেকে জোটাই ? দোহাই খোদাবন্দ ! মাপ করুণ !

প্র, মো ।—কেন ? তোমার কুপুষ্যি এমন কে ?

দ্বি, মো ।—আরে জাননা, ছোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী তার এক পুষ্যিতেই একশ' ! নিত্যি-নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আব্দার !

প্র, মো ।—ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ ?

দ্বি, মো ।—উরির মধ্যে ।

হায় ।—তবে অবশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে । তার গয়নাই থাক, নগদই থাক্, আর যার কাছে থেকেই হোক্, টাকার তার অভাব কি ? (ইট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে !

(সর্দ্দার কর্তৃক আবুব মাথায় ইট দেওন)

আবু ।—দোহাই সাহেব ! আর সয় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী গে, ঘটি বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি ! হুজুর কপালে যা ছিল, তাই হোলো ! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হইনি ! এর চেয়ে মরণই ভাল !

হায় ।—চোপরাও, চোপরাও । (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেলুবে ? না আর কাজ নেই ! (চ, মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান !

চ, মো ।—(নিকটে গিয়া) বলুন ?

হায় ।—(কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না ! গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন !

চ, মো।—যাচ্ছি!

হায়।—যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব!

আবু।—(চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্তা! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ আঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব।

চ, মো।—(হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায়।—(মৃদু স্বরে) আচ্ছা আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুণ, আপনার আসা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি।

চ, মো।—(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা পয়সা আদায় হবে না! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আসুক।

হায়।—তা হবে না, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই করবো; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না।

চ, মো।—আপনি সব করতে পারেন! আমার কথায় যে এই কল্লেন এতেই কৃতার্থ হোলেম!

(প্রস্থান)

হায়।—জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখ। সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে'যা।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি, মো।—আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারছি না।

"সীতা নাড়ে আংগুলী, বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা।"

হায়।—বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

দ্বি, মো।—দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চলবে না। "ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ্ দাদার কড়ি"—প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই!

হায়।—(মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মশায় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না!

দ্বি, মো।—চুপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে করবেন।

হায় ।—সেজন্য আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি
—চল আড্ডায় যাওয়া যাক্ !

শিব, মো ।—গুলিতে যে হাড় কালি হোয়ে চল্ল।

হায় ।—চুপ কর হে চুপ কর ; বেশী ব'কোনা, মাথা ঘুরবে।

(সকলের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

দ্বি তী য় অ ঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী।
(নুরুন্নাহার ও আমিরণ আসীনা)

আমি ।—(কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁদলে কি হবে। জমিদারের হাত কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিতেই হবে।

নুর ।—পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব ? আজ যে করে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি তা আর কি বোল্‌বো ! আর একটি পয়সারও ফিকির নাই, জিনিষপত্র ঘর কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হোতে পারে। তা এ অবস্থায় কে-ই বা কিনতে সাহস করে ? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো ? এত টাকা কোথায় পাব ? তিনি কাছারিতে আটক রইলেন, আমি মেয়ে মানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো ? গরীব বলেও কি তার দয়া হোলনা ? পঞ্চাশ টাকা এক সাথেতো আমরা চক্ষেও দেখিনি। আজ আর কোথা হতে দেব।

আমি ।—না দিয়ে কি আর বাঁচবে ? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়োনা !

নুর ।—পালাব ! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কত বারই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে ! তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই (রোদন)। টাকার জন্য তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেল্‌বে।

আমি ।—মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি করবে ? তাঁর নামে তো আর সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পারবে না ? নালিশ কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সংগে কার কথা, সে কিনা কর্ত্তে পারে !

নুর ।—পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন ? এই কি জমীদারের বিচের, জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেলো মাটি চাপা। উল্টে দিনে ডাকাতি !

আমি।—চুপ কর চুপ কর, ঐ কেষ্টমণি আসছে যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই বলে দেবে। মাগো ওতো সামান্য মেয়ে নয়!

নুর।—তাইতো ও আবার আসছে কেন? ওকে দেখলেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

[ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ]

কৃষ্ণ।—"জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!"—মা ভিক্ষে দেওগো! ওমা তোমায় আজ এমন দেখছি কেন গো? কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ যে একেবারে রাঙা করেছ, ওমা এ কি গো?

আমি।—ও মরে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারী ধরে নে গেছে, তুমি শোননি?

কৃষ্ণ।—দুই চোখের মাথা খাই মা! আমি কিছুই শুনিনি! ধরে নিয়ে গেছে সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবার লোক নয়।

আমি।—শুধু ধরে নিয়ে গেছে! ধরে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হেঁকেছে; আরও কত অপমান কচ্ছে, টাকার জন্য মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না; এত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কৃষ্ণ।—(কিঞ্চিত ভাবিয়া) আহা-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি করবে বাছা জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধল্লে আর এড়ান নেই। তবে একে ভয়ও করতে হয়,—তার কথা শুনতে হয়, জমিদার আস্ত বাঘ।

নুর।— দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে। এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোত্থেকে দেব? ঘর দোর ঘটি বাটি বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো, তবে এর বিচের হোতো!

কৃষ্ণ।—ওমা। হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে কর্‌বে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় কর্‌বে।—মা। বেলা গেলো আর থাকতে পারিনে, একমুঠো ভিক্ষে দাও যাই, আর কি করবে মা! (দীর্ঘশ্বাস)

নুর।—(ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ।—(পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নুর।—(ভিক্ষা লইয়া ভিখারিণীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ।—(ভিক্ষা লইতে লইতে)—চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জন্য একেবারে পাগল। দেখ না, একমাস হোলো তোমার পাছেই লেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়!

নুর।—(সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে করবো!

কৃষ্ণ।—আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার তা'হলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আস্তে পারবে!

নুর।—আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন? এই কি তার ধর্ম্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হোতে এমন কর্ম্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হোতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো!

কৃষ্ণ।—(জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পারবেনা! জানলেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। দেখ জমীদার, সে কি না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে; জাবরান কল্লেও তো করতে পারে! সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বে না! তবে কেন অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন, তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পুস্তস্ত এ কাজ করেছে। চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত! পাড়া-পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে! কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটেমাটিতে একেবারে উলকুড় উঠিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জানতেও পাচেছা-বুঝেছ—

নুর।—বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান থাকতে তো নয়! আগে আমায় খুন করুণ, তারপর যা ইচেছ তাই করবেন। (ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্যতা)

কৃষ্ণ।—দাঁড়াও না শু—

নুর।—আমি শুনবো না (আমিরণের নিকট গমন)

কৃষ্ণ।—শুনলেনা শুনলেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতী-

পনার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন ! শেষে জানতে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি।"

(সক্রোধে প্রস্থান)

আমি ।— কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ ?

নুর ।—তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আনবোনা, ছি, ছি, বড় মানুষের এই আচরণ !

আমি ।—কি কথা, বল না শুনি ?

নুর ।—তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি ।—(গালে হাত দিয়া) এমন ! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত !— পর্য্যন্ত পার পায় না ! তুমি আমিতো ছার কথা ! বলতেও লজ্জা করে বন ; শুনতেও লজ্জা ! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়, জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো ! কেউ চিরকাল বাইরে বাইবে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে ! যেখানে যান সেইখানেই মরেন, একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারেন না। বাঈ ! বাঈ ! বাঈ ! বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই ! এঁরাই আবার বড় লোক ! সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই অবোর ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে ! সৎকাজের বেলায় এক পয়সা মা বাপ ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু ! চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিভ্ লক্‌লক্ করে। সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাই ! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিণী যুগিণী, চাড়ালণী, কলুণী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন ! তা বোন এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই ! তা বলে আর কি করবে বল ? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবেই খাবে ! তা এখন চল, ওদিকে—

নুর ।—ওদিকে আর তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে ! খা সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর পর মিছি মিছি শিকারের ছুতো করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচেছন ! আমি আজ সকলি বুঝেছি ! আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে ? আমি কোথায় পালাব ? এখন যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তবে আমার কি দশা হবে ? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব ? এমন কি কেউ নেই।

[পটক্ষেপণ]

নেপথ্যে গান।

(রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা)

আর কে আছে আমার
এ দুঃখ পাথারে কে বা হবে কর্ণধার ?
যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্টজন দণ্ডকারী
তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুলির আড্ডা।

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আসীন)

হায়।—ওহে বসো বসো, কেবলই টানছো, দু'একটা গল্প চলুক !

তৃ, মো।—হুজুর ! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো।—বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়ীও চলেছে বটে, কিন্তু—

তৃ, মো।—(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি ?

প্র, মো।—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না ; দুমাস পরেই হোক, আর ছমাস পরেই হোক ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে। যত বেটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে ! গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন !

হায়।—না হে না, ভাঙ্গবে না। শুনিছি ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র, মো।—হুজুর থাম পুতলে কি হবে ? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায়।—নড়বড়ে কি রকম ?

প্র, মো।—শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিশ করেছিল যে পুলের ভার আর সইতে পারিনে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেস্‌লী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হন, আমি একদিনে ভেঙ্গে চুরে একেবারে কুমারখালি গিয়ে ধর্ব্বো !

হায়।—এতো শুনলেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে।

প্র, মো।—হুজুর, খৃষ্টান হওয়া মিছি মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয় তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে। ওদের দলের যিনি কর্ত্তা

তাঁর কোনমতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক! ভাল মানুষ হোলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হোত না। দেখ্‌তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের মত দেখায়! মুসলমানের আবার আচার-ব্যাভার? ধর্ম্ম কিছুই নাই—বলতে কি, তারা কোরাণ কেতাব কিছুই মানে না। কোনো বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সাম্‌নে অপরের নিন্দাকর্ম্মে মজ্‌বুদ।

হায়।—আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্তা।

প্র, মো।—হুজুর! কুঠির কর্ত্তা একবার কর্ত্তার বড় কর্ত্তামী বার করেছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্য্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

"যখন দেখে আঁটা আঁটি
তখন কেঁদে কেটে ভিজায় মাটী।"

তারপর অমনি চোখ উল্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেডা হে?

হায়।—সে কথা থাক, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র, মো।—সে কথা আর কি বল্‌বো? কলিকালে সকলেই গেলো। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেরা তসবি টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায়।—তা তো কইলেন, তারপর?

প্র, মো।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়? ডিসমিস হয়েছে!

হায়।—বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত বাঁচলো। শুনেছিলাম এ মকদ্দমায় বড় যোগাড় হোয়েছিল।

প্র, মো।—জোগাড় কল্লে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হোচ্ছে!

হায়।—শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড় কনে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল, ভাগ্যিশ হারিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো! তবে—তবে যে বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে।

প্র, মো।—সে কথা যাক, এ দিগের কি হোলো?

হায়।—আজ যে যোগাড় করেছি তাতো শুনিইছ!

প্র, মো।—হুজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়।—না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা

রটনা কচ্ছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি! একি ছেলের হাতের পিঠে!

প্র, মো।—(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী!

হায়।—হ'ক তায় ক্ষতি কি?

[চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

হায়।—চালাক দাস! খবর কি? গালভরে চিনি দেব, না দুটো ছিটে টানবে!

চ, মো।—(কুব্জ হইয়া আংগুলী নাড়িয়া) ছিটে ফোটার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায়।—সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপারখানা কি?

চ, মো।—কোন মতেই না! সে হাত মুখ নেড়ে কত কি বল্লে! আরো বল্লে, এদের উপর হাকিম থাকতে তাহলে এর শোধ নিতেম। কি আশ্চর্য্য! মেয়েমানুষের এমন কথা! কৃষ্ণমণি আরও অনেক বল্লে, সে কথা এখন বলবোনা, আর এক সময় শুনতে পাবেন!

হায়।—কি? তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিচ্ছি, খাড়া করে রেখেছি আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি! আর বলতে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি! আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র, মো।—আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায়।—এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী হোয়েছে! সতীপণা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

[জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

জামা।—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়।—দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে সব যাও। মোল্লাকো জরুকো পাকাড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দাও। আমি মোল্লা চাইনে, নুরন্নেহার চাই।

জামা।—হুজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়।—তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্বস্ব যায়, তাও স্বীকার, নুরন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখবো! আর বিলম্ব করোনা, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। কি? মেয়েমানুষের এত বড় কথা!

জামা—হুজুরের হুকুম, চল্লেম!

(সেলাম পূর্বক জামাল কামালের প্রস্থান)

হায়।—(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে!

(তৃ, মোসাহেবের প্রতি—) ওহে টান না ?

তৃ, মো।—(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)

গু, খো।—(আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়।—শুধু শুধু টান। কেউ গান ধর না—

তৃ, মো।—আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।

গু, খো।—কর্ত্তা আমি সারাদিন কিছুই খাইনি।

হায়।—কিছুই খাস্‌নি এই যে এত ছিটে খেলি।

গু, খো।—কর্ত্তা না জলটুকুও মুখে দিইনি!

তৃ, মো।—আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেয়ে যা! (দুটো পয়সা দান)

(সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান)

হায়। একটা গান ধর না।

তৃ, মো—আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

(রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড় খেমটা)

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে
দু'গালে চার চড় লাগাই তার, দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামের ধ্বজা
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড্ডায় এসে
আড্ডা করে।
দু'চার ছিটে উঁড়িয়ে দিলে চতুর্ব্বর্গ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে ?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে!

(প্র, মো, ব্যতীত সকলের উচ্চস্বরে গান)

প্র, মো,।—এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তৃ, মো।—নয় তবে এটা কি ? ভায়া ভারি কলোয়াত।

প্র, মো।—ওরে তোর মাথা! এটা আড়া খেমটা আর রাগিণী শঙ্করা।

তৃ, মো।—কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা!

হায়।—(উষ্ণ ভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ কর! (উচ্চ স্বরে—)
ওহে তোমরা কি পাগল হোয়েছ ? একটু চুপ কর না!

(মোসাহেব পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাফ্‌লাক্‌সিন ধিনিতাক)

হায়।—(হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না। তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে! (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ? বড় গোল হচ্ছে! চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক!

সকলে।—চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি!

(উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা আল্লা' করিয়া)

নেপথ্যে—উচ্চস্বরে-ছোট বিবি মলেম, (সকলেব প্রস্থান)

আমায় নিয়ে চল্লো এইবার গেলাম।)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগোরে।

[পটক্ষেপণ]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুব।

হাযওযান আলীব বৈঠকখানা।

(মোসাহেবগণ, সর্দাবগণ এবং হায়ওয়ান আলী নূরুন্নাহারেব হস্ত ধবিয়া দণ্ডায়মান। নূরন্নাহাব হেট বদনে কম্পিতা)

হায়।—কেমন? এখন তো হাতে পড়েছো! এখন আর কে রক্ষা করবে? বাড়ীতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আর হাকিম নেই? কই কাকেও যে দেখতে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখ না! এসে রক্ষা করে না! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে পড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখলে। আরও এখনই দেখতে পাবে জান্! এতদিন আমার জান্‌কে এত হয়রাণ করেছো জান্। এস তার প্রতিফল দিই!

নূর।—(সকরুণে) আপনি সব কত্তে পারেন। আমি আপনার প্রজা, আমি আপনাব মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত মান রক্ষা করতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ্! (রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন!

হায়।—এইতো কচ্ছি! (নূরন্নাহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নূর।—(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাবা! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পাড়ি, ছেড়ে দিন।

হায়।—(রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি!

নূর।—(গোঙাইতে গোঙাইতে) পায় ধ'রি—আমা—

হায় ।—(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর হাত ধরুন আমি চুল ধরে টেনে নিচ্ছি !

(তৃ ও চ, মোসাহেব বেগে হস্তধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক নুরুন্নাহারকে ধরে অগ্রসর ।)

(প্রস্থান)

দ্বি, মো ।—(ক্ষণচিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি । কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে !

জামা ।—দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লে আর অদুল কত্তে পারিনে । এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে ! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরাণ । এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে ! কি করি ? এর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে ! এর তো দিগ-বিদিগ জ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার । আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে ।

[হায়ওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ]

হায় ।—ওহে তোমরা এখানে কি কচ্ছো ? ওদিকে যে—যাওনা এমন দিন— !

প্র, মো ।—আচ্ছা যাই ।

(প্রস্থান)

হায় !—(সর্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুশী করেছো, আমি মনের মতো খুশী কর্ব্বো ।

জামা ।—হুজুর আমরা হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মরি ! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এতো ভাবতেম না !

হায় ।—তার জন্যে ভয় কি ? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল । জামাল ওকে কি রকম ধল্লে ?

জামা ।—আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম । কোন মতে আর ফাঁক পাইনে । অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি । আবার শুনলুম, যাও চাঁদনির রাত ভয় কি ? তারপরই দেখি নুরুন্নাহার বাইরে এয়েছে ! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূন্যে শূন্যে আনতে লাগলুম ! ও কেবল মুখে বল্লে, 'ছোট বিবি মলেম !'…তারপরই আপনি গিয়েছেন । মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন । হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই ।

হায় ।—তোমাদের ভয় কি ? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি ?

জামা ।—হুজুর ! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরীব সেইটি যেন মনে থাকে ।

হায়।—মনের মত বখ্‌শিস করবো।

[প্র, মোসাহেবের প্রবেশ]

প্র, মো—হুজুর সর্বনাশ হয়েছে।

হায়।—কি হলো ?

প্র, মো।—আর কি দেখ্‌ছেন, নুরুন্নাহার কেমন কচ্ছে, বুঝি বাঁচে না।

হায়।—বটে (ত্রস্তে উঠিয়া)

প্র, মো।—তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন)

জামা।—অদৃষ্টে জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। (হায়ওয়ান আলী মোসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরুন্নাহারকে লইয়া প্রবেশ)

হায়।—(মাটীতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে ? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ কোরে রয়েছে !

দ্বি, মো।—না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল ! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় কচ্ছে !

হায়।—(নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ; তলপেট অতো নড়ে কেন ?

নুর।—(মৃদুস্বরে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিলো ! নারী কুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল ! জন্মেই কেন মরে গেলাম না ! তা হলে এতো লাঞ্ছনা সইতে হতো না ! কি করি উপায় নাই, দুঃখ কাকে জানাব ! এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হোলো না। মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলাম না ! প্রতিবেশীরাও আমাকে দেখতে পেলে না ! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা ! তোর মনে এই ছিল ! জমীদার হয়ে এমন কাজ কল্লে ! ধর্ম্মের দিকে চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর প্রাণে সয় ! হায় হায়, এদের দমনকর্ত্তা কি আর কেউ নেই। এদের উপরে কি আর হাকিম নেই ! হায় হায়, জাত গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হোলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল তা নয়। পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো। খাঁ সাহেব আপনার মনে এই ছিল এই কল্লেন ! খোদা আপনার বিচার কোরবেন ! শুনেছি যে মহারাণী সকলের উপরে বড়, সাএবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন তোমার প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার কোরবেন না ? প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না ? কেবল বড় বড় লোকই কি কি তোমার প্রজা ? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না ?

মা—আ—মার—আ—মা—সয় না, মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর—তো—পা—য়—(মৃত্যু)

হায়।—ওহে, যথার্থ মলো ! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাসে নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে ? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটেরটাও মলো ! (বুকে হাত দিয়া) এখন উপায় ?

(প্র, মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি, মো।—আর উপায়। তখনইতো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা করে কোরবেন। এখনতো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো !

হায়।—চুপ্ চুপ্। খুনখুন করোনা ! যা হবার তা হোলো, এখন কি করা যায়। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতেই এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি, মো।—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হোয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়।—জামাল ! তোমার বিবেচনায় কি হয় ?

জামা।—আপনি যে হুকুম করেন তাই কোরব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি ?

(প্র, মোসাহেব এবং নিম্নোল্লিখিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরা।—আরে পাজিরে ! এমন কাজ কল্লি ? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি ? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই ? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো ? লক্ষ্মীছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না ? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয় ? যত গোঁয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ করেছ। এখন মুখে কথা নাই। তোর জন্য সর্ব্বনাশ হবে ! পূর্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হয়েছিস ? এখন আর কি বলবো ? তোর এ বুদ্ধি কে দিল ! (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাজিরা এখন কেউ নেই। সর্ব্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজালি ! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্টাঘাত) তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। তোদের কুপরামর্শেতেই হোয়েছে।

দ্বি, মো।—দোহাই আল্লার ! কোরাণের কিরে ! আপনার গা ছুয়ে বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ কর্ব্বেন না !! তা কি উনি শুনেন, উনি না একজন !

সিরা।—জামাল। তোরাই সর্ব্বনাশ কল্লি। তুই কি এই বদমাইসের দলে মিশে গেছিস।

জামা। কর্ত্তা আমি কি আর কর্ব্বো ? হুকুম কল্লে তো আর আদুল কর্ত্তে পারিনে।

সিরা।—আর সকল বেটারা কোথায় ?

জামা।—সকলেই পালিয়েছে।

সিরা।—(উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁট মুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না। পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন! আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি না!

জামা।—তা। বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা।—এক কাজ করা যাক, রাত শেষ হয়ে এলো। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভোর হোল-নেও, নেও, উঠ, উঠ, আর দেরী করো না।

শিব, মো।—হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই রাত ফর্সা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নেই ধর ধর —।

সিরা।—জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা।—(কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হোয়েছে। ঐ সেই পাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়েমানুষকে নে যেতে আর আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল কামাল কর্ত্তৃক শবদেহ লইযা গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

নেপথ্যে গান।

(রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা)

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘনায়ে এলো
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল।
মায়াবিনী এই নিশি আসলো ঘুম পড়ানি মাসি
ভোগা দিয়ে সর্ব্বনাশী, সার কথাটি ভুলিয়ে দিলো!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে?
মন রেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল।
দুষ্টলোক রেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল!

তৃতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার খেজুর বাগান।

(কনষ্টবলদ্বয় মুক্তাহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন।—বাবু যে এতক্ষণও আস্‌ছেন না!

দ্বি, কন।—উঠতে পাল্লে তো আস্‌বেন!

প্র, কন।—সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন।—তাতে কি আর নতুন পুরান আছে, বেশী মাত্রা হোলেই দিন কাবার। আবার যে লক্ষ্মী কাঁধে ভর করেছেন তিনি ত—জানই আর কি!

[কাস্তে বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ]

প্র, চা।—এ গাঁয়ে আর বস্তিচ্চি হয় না। গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম ত শুনেছি। এরা যেমন বাবা!

দ্বি, চা।—মামুজি, কি নকমে মাল্লে?

প্র, চা।—আমি কি দেখতে গেছি?

দ্বি, চা।—বুঝিছি বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়! পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জেলা বড় হ্যাকমত করে বলে হ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত ক'র্ব্বো না!

[ইনস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ]

ও মামুজি ঐ সাএব (পালাইতে উদ্যত)

ইনি।—খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র, চা।—(হুকা ফেলিয়া করযোড়ে) কর্তা আমরা কিছু জানিনে।

ইনি।—(শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে লোকটি কে? কি হয়েছে? এ রকম এখানে পড়ে কেন?

প্র, চা।—মরে গেছে, শুনিছি খুন হোয়েছে!

আবু।—ধর্মাবতার! আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ি হোয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে?

ইনি।—(কনষ্টবলদের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো!

প্র, কন।—এই ভাবেই দেখেছি।

ইনি।—লাশ উল্টাও।

প্র, কন।—(ঐ রূপ করিয়া) এই:তো দাগ জখম দেখছি।

ইনি।—কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন।—হুজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ ফুলো আর থান থান রক্ত।

আবু।—হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়! খোদা এই করে এই দেখালে।

ইনি।—দু'জন কুলি বোলাও।

প্র. কন।—ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইনি।—আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবকে লাশ্ পাঠাতে হবে।

প্র, চা।—কর্তা আমরা মুসলমান মরা মানুষ ছুতে পারবো না!

দ্বি, চা।—আমাদের জাত যাবে, আমিত পারবো না!

প্র, কন।—কি? পারবিনে, পার্তেই হবে। (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবিনে, উঠাও লাশ উঠাও!

দ্বি, চা।—না বাবা! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পারবো না। আমাদের জাত যাবে, এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন।—(মুষ্টাঘাত করিয়া) নে শালা শুওর কি বাচ্চা-লাশ্ নে।

দ্বি, চা।—এই নিচ্ছি।।

(চাষাদ্বয়ের লাশ লইযা প্রস্থান)

ইনি।—জমীদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র, কন।—হুজুর! তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে—চলুন।

ইনি।—আচ্ছা চল—

(সকলের প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসপুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবু মোল্লা এবং উকিল, মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত)

ম্যাজি।—নেই, হামি আর সাক্ষী চাহে না।

কোঃ ইন।—(নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

ম্যাজি।—নেই, সবুদা হুয়া (ফরিয়াদীর মোক্তারের প্রতি) টোমরা কুছ ছওয়াল হ্যায় ?

মোক্তা।—ধর্মাবতার ! (গাত্রোত্থান)

ম্যাজি।—ও হটে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্টটা শেষে হতে পারে। (বাদীর মোটারের প্রতি) টোমার আর কি আছে ?

মোক্তা—(স্কন্ধে চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্মাবতার ! এই মোকদ্দমা বাদী আবু মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, অত্যাচার করিতে থাকা ও তদহেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইতেছে। আর সেই জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সংগে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্মাবতার ! খোদাবন্দ ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া) থুড়ি হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার ! মফস্বলের প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার তাদের আদালত ফোজদারীতেই নিষ্পত্য করিয়া থাকে প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হক বা না হক আপন নজরের টাকা হলেই হলো ! প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না ! জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করিয়া দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি।—চুপ্ চুপ্ আসল কথা বল—

মোক্তা।—খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার। এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়। তবে যে হুজুর এন্দুর হয়েছে সে কেবল সাত্য ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শনে) ইতিপূর্বে —সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরাণে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন সে আমি বলতে চাইনে ! ধর্মাবতার, ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে ! প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।

(উপবেশন)

উকিল।—ধর্মাবতার ! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত বকে গেলেন, এ মকদ্দমার সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে

কথা এ মকদ্দমায় কিছু মাত্র সংশ্রব নাই। হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্মপরায়ণ, বয়স এ পর্যন্ত ৫০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে। কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নূরন্নেহার আওরতকে জবরাণ বলৎকার করেছেন, আর সেই বলৎকারে তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। ফরিয়াদি আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ।

আবু।—(গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্মাবতার, আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধ্য কি যে জমীদারেব নামে মিছে মকদ্দমা করি? হুজুর সে—

ম্যাজি।—চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সাবইনস্পেক্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়।

কো, ইন।—(রিপোর্ট পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নূরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ও তমিজ-উদ্দিন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্যভ্রাতা সিরাজ আলীর সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতলমারিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার জমিজমা লইয়া বিবাদ ও মনোবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁ দিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি দুষ্ট স্বভাবের মানুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কু-প্রবৃত্তি সাধনের জন্য আপন চাকর ও বাধ্যানুগত ২নং হইতে ১৮নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবন্ধ হইয়া অমুখ তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২নং আসামীর বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বল-পূর্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্ধ করিয়া শূন্য ভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্বদারী বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখবন্ধ করিয়া ও নানামত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২নং হইতে ১০নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২/৩৫৪/৩০২/৩৬৭ ধারার অপরাধক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যাগ্রে ফৌজদারী আদালতে চালান হইয়াছে ১নং প্রধান আসামী ও ১১নং হইতে ১৮নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করতঃ ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) কারাম সহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠান হইল আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী স্বারায় বাদীর স্ত্রীব মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ

দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধ করা প্রকাশ ও সেজন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস।

ম্যাজি।—ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায় ?

কোঃ ইনি।—নথিতেই আছে।

ম্যাজি।—(নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোঃ ইনি।—হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

[পটক্ষেপণ]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিনাসপুর জিলার সেসন আদালত।

দায়রা বিচার।

জজ, উকিল, বাদিপ্র—আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী)

বাদীগণ ও দর্শকগণ।

পেস্কা।—(জজের নিকট গিয়া) হুজুর জুরীর সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, একজন গরহাজির।

জজ।—ডেকে আনতে পারো।

পেস্কা।—(দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সঙ্কেতে ডাকেন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শক।—(নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা।—আপনি জুরী হতে পারেন ?

জজ।—আপনি কে আছে ?

দর্শক।—খোদাবন্দ—আমি-আমি (জোড়হাত) না না খোদাবন্দ—কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ামুড়কি পতন)।

জজ।—নেই টোমার জুরি হ'টে হবে।

দর্শক।—দোহাই ধর্মাবতার আমার কোন কসুর নাই আমি কিছু ঘাট করি নাই আমি কোষ্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলাম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনীর বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি। ধর্মাবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম!—

জজ।—নেই নেই হাম টুমকো জরুরী করেগা। টোমরা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ্ দিয়া তুড়ি এবং ভংগি করিয়া নৃত্য)।

দর্শক।—(সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই কর্ত্তে পারেন কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ।—(ব্যংগ ভংগীতে) তোমরা নাম ক্যা হায়?

দর্শক।—(সরোদনে করযোড়ে) আরজান ব্যাপারী হুজুর! খোদাবন্দ—

জজ।—টোম ঐ চেয়ার মে বৈঠো।

আর।—(বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ।—পাকড়ো, পাকড়ো (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান।)

আর।—(চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, হুজুর! আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না!

জজ।—চুপ রাও।

আর।—এই বারই গেলুম! (নিস্তব্ধ)

পেস্কা।—(জজ সাহেবের নিকট করযোড়ে) হুজুর! ছাপাই সাক্ষী আরও দু'জন আছে।

জজ।—লে আও।

পেস্কা।—(আরদালী প্রতি জীতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।) (আদালত রীতিমত আরদালী দ্বারা তিনবার ফোকরান।)

জীতু।—আমার নাম জীতু মোল্লা, বাপের নাম কেদু মোল্লা, বয়স ৬০/৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ।—মোল্লাকি কি?

জীতু।—কোরাণ পড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরের কথা কই যাতে দীন দুনিয়ার ভালাই হবে! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর এই সকল আমার কাজ—

জজ।—(গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জীতু।—হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খানকা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ।—টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর?

জীতু।—সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।

ব্যারি।—নেহ ওবাত নেই, টুম কুচ গোলমাল শুনা হ্যায়।

পেস্কা।—হাকিম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে।

জীতু।—সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে করে আবু মোল্লা এদের রটিয়েছে।

ব্যারি।—টুমি মক্কামে গিয়া ?
জীতু।—জনাব! গেছলাম! আমি চারবার অজ করেছি।
ব্যারি।—মোল্লার জরু কি রকম মরেছে টুমি তার কিছু জান ?
জীতু।—জানবো না ক্যা ? আবুই মারতে মারতে এহেবারে খুন করেছে।
ব্যারি।—আবু কেউ মারা ?
জীতু।—ও নাহি কার সংগে কথা কইল।
ব্যারি—হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে ?—
জীতু।—(তসবি ছুইয়া কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দীলদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।
ব্যারি।—হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহারকে মারিয়াছে ?
জীতু।—(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে, তা কহনো হবার নয়।
ব্যারি।—আচ্ছা তুমি যাও।

(কলম ছুইয়া জীতুর প্রস্থান)

(নামাবলী গায় কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান, সর্ব্বাংগে তিলক ছাপা, হস্তেগলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ ও পূর্ব্বমত হলফ পাঠ)
হরি।—আমার নাম হরিদাস পিতার নাম ঠাকুরদাস, বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।
ব্যারি।—আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন করিয়াছে টুমি জানে ?
হরি।—(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছুই জানিনে!
ব্যারি।—কিছু শুনিয়াছো ?
হরি।—শুনেছি হুজুর!
ব্যারি।—ক্যা শুনা হ্যায়!
হরি।—হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ!! হরিবোল! হরিবোল!
ব্যারি।—আবু মোল্লা কেমন লোক ?
হরি।—হুজুর সে বড় ফেরেববাজ, একদিন আমি—
জজ।—তুমি কি ? ফেরেব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ তুরি ও শিষ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্য পূর্ব্বক উপবেশন) তুমি একদিন তুমি কি— ?
হরি।—হুজুর! একদিন আমি ভিক্ষা কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে

ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'লো। রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

ব্যারি।—মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিলো?

হরি।—(দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ! আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবে না—(দীর্ঘশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু!

ব্যারি।—এই আসামীরা কেমন লোক?

হরি।—বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্মিক, গরীব লোকের প্রতি ভারী দয়া! আর বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন!

বা, উ।—তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি?

হরি।—কৃষ্ণমণি।

বা, উ।—হুজুর সেই কৃষ্ণমণি—

জজ।—হাঁ হাঁ। আমি জানে।

[ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ]

জজ।—How are you?

ডাক্তা।—Thanks! Quite well.

জজ।—Please take your seat. How is Mrs. Cuningham? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তা।—Thanks! She is in delicate state and this is the seventh months.

জজ।—Oh! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত) Do you like to go soon?

ডাক্তা।—Yes; she is alone.

জজ।—(আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) Dr. Cuninghum is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

ব্যারি।—Yes; I have no objection.

বা, উ।—(দণ্ডায়মান পূর্বক) হুজুর! হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সাওয়াল আছে!

জজ।—Wait, Wait (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo can't you wait? (মৃদুস্বরে) Natives! Let me take Dr. Cuninghum's deposition first.

(বাদীর উকিলের নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন, ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তা।—(বাইবেল চুম্বন পূর্বক) My name is F. B. Cuninghum;

aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the Postmortem examination of the body of Nooren Nehare a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmasala police station. No marks, of external violence except on the genital, profuse discharge of blood from this said part ; the lungs highly conjected on digesting away the skin of throat, extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain.

জজ।—(মৃদুস্বরে) Must be brain discase, (বাদীর উঁকিলের প্রতি) টোমার কুছ আছে ?—

বা, উ।—ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল, ঐ কারণে কি "ব্রেন ডিজিজে" মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ?

জজ।—হাঁ। কেন হোবে না ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন ; হোবে হোবে।

বা, উ।—হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ।—(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট ! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the vagina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, can produce sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তা।—(উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sort of blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ।—আর কিছু সাওয়াল আছে ?

বা, উ।—হুজুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই ! (উপবেশন)

জজ।—(ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. Cuninghum.

ব্যারি।—(সাশ্চার্য্যে) To whom ? To Dr. Cuninghum ?

জজ।—Yes !

ব্যারি।—Certainly not, he is perfectly right.

জজ।—(ডাক্তারের প্রতি) Then you can go ; give my compliments to Mrs. Cuninghum.

ডাক্তা।—Thanks.

(প্রস্থান)

ব্যারি।—(হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ ?

হরি।—গয়া, কাশী, পেড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ।—(ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হরি।—নাম সই কর্তে পারি।

জজ।—আচ্ছা দস্তখত কর। [নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান] (বাদীর উকিলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

(পাঁচ মিনিট কাল উকিলের বাঙ্গালা বক্তৃতা)

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরেজী বক্তৃতা]

আবু।—দোহাই ধর্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হ'য়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি।—টুমি চোপরাও—

আবু।—আমার বাড়ী-ঘর সব গেছে, জাতও গেছে হুজুর ; আমার কিছু নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ।—চুপ্‌রাও।

আবু।—দোহাই ধর্ম্মাবতার ! আমার প্রতি বড় অন্যায় হ'য়েছে—আমি নিতান্ত গরীব !

জজ।—চুপরাও (কিঞ্চিৎ পরে জুরিগণের প্রতি) Is this case guilty or not ?

জুরি।—(যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি।—(হো হো শব্দে হাস্য পূর্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে ধারণ এবং জজের একটু খোসামোদ)।

জজ।—(রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্‌মিস্—আসামীগণ খালাস ! (হাতে তুড়ি দিয়া নৃত্য)।

ব্যারি।—(হাস্য করিয়া) সেকহ্যাণ্ড !

[পটক্ষেপণ]

[নটীর প্রবেশ]

নটী।—(স্বগত) হায় হায় একি হ'লো ? হা ভগবান তুমি কোথায় ?

হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল !
হায়রে পাতকী অর্থ ! তোর লাগি ভবে
শুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ—পাষণ্ড বর্বর

জমীদার ! ধর্ম্মাসনে হোলা না বিচার !
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা ? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে--
কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?
দু'জন জিজ্ঞাসা পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্বনেত্রবান
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর জগত-কারণ
সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যারা সদা আজ্ঞাবহ,
তারে বিজ্ঞাপিব লোক মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ?
আরো বিজ্ঞাপিব শোকে কাঁদি তার কাছে
ঈশ্বর প্রসাদে যিনি ভারতেশ্বরী
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার !

সঙ্গীত

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

কাতরে ডাকি মা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি ॥
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে
রক্ষ মা প্রজা কিংকরে, বিনয়ে মিনতি করি ॥
অবলা সরলা সতী তাহে ছিল গর্ভবতী
সে সতীর এ দুর্গতি, উহু মরি মরি ॥
সবল দুর্ব্বল পরে হেন অত্যাচার করে ?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি ॥
দয়া মমতা পালিনী প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন দুঃখী নাশিনী, মা তুমি শুভংকরী ;
জননী বলিয়া ডাকি শুন সিন্ধু পারে থাকি
করুণা কটাক্ষ রাখি ; তর মা ভারতেশ্বরী ।

নট ।—প্রিয়ে ! আর দুঃখ ক'ল্লে কি হবে ? আমাদের কথা কে শুনে ? আর

কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চোখের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়! দিনে দুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধনমান প্রাণ পর্য্যন্ত গেলো তার প্রতিশোধ পর্য্যন্ত হলোনা! (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সেকথায় কাজ নেই! আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটি।—বলেন কি? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুনবে না। গরীবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবু মোল্লার প্রবেশ]

নট।—আবার কি হয়েছে? উঃ! কি ভয়ানক!

আবু।—আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমায় জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেংগে চুরে মানেওয়ারন করে ফেলেছে। আমাদের আর দাঁড়াবার লক্ষ্য নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধনমান প্রাণ সকলই গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলই লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্নবস্ত্র কিছুই নাই! (ক্রন্দন)

নট।—নির্দ্দয়!! কি নিষ্ঠুর!!!

নট ও নটি।—(উভয়ের দুঃখিত স্বরে সংগীত)

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর
নাশিবে তমঘোর, ঘোর অন্ধকার হরি?
ওহে বিপদ বারণ কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি;
তুমি দেব সর্ব্বময়—কাতরে করুণাময়
নাশ কর দীনভয়,—শ্রীপদ কমলে ধরি॥

যবনিকা পতন।

মুক্তাবলী নাটক

সর্ব্বসাধারণের পরিগ্রহার্থ
মুদ্রিত।
কলিকাতা।
বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সম্বৎ ১৯১৫

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্বকালের পণ্ডিতগণ প্রণীত উত্তমোত্তম সংস্কৃত নাটক সকল প্রায় সমুদায়ই বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, এবং বঙ্গভাষানুরাগী ইদানীন্তন কবি মহোদয়-গণ অনেকেই সুরসাভিষিক্ত অভিনব নাটক সকল রচনা করিতেছেন। ফলতঃ এইরূপে প্রচলিত দেশভাষার বিশেষরূপ অনুশীলন ও সমাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু নাটক রচনা সামান্য শক্তির কর্ম্ম নহে, ইহার প্রশংসালাভ সকলের অদৃষ্টে ঘটনা হয় না। অধিক কি, অনেককে রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াও পরাহত হইতে হয়। এবং বিফলতা ও উপহাস লাভই শেষ ফল হয়। এই সমূহ ভয় থাকিলেও জন-সমাজে দুরূহ বিষয় সাধনের চেষ্টাও ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রশংসনীয় হয়, এই মানসেই মুক্তাবলী নাটকের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই। কিন্তু কোন বিষয় রচনা করিয়া উপহাসের আশঙ্কায় অপ্রকাশ রাখিলেও সেই বিষয়ের অনুষ্ঠান করা, বা না করা, সমান হইয়া উঠে, উহাও এক উপহাসের বিষয়,—কেবল এই বিবেচনায় জনসমাজের দর্শন বিধানই বিধেয় বোধ করিয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। নতুবা মুক্তাবলীর দ্বারা যে জনগণের মন মুহূর্ত্তমাত্রের নিমিত্তও প্রসন্ন হইবে এরূপ সাহস করিতে পারি না। ফলতঃ নিতান্ত চপলতা প্রকাশ করিয়া যথার্থই বালকের ন্যায় কার্য্য করা হইল। অতএব সকলের নিকট আবেদন করিতেছি যে, পণ্ডিতগণ কল্পতরু স্বরূপ। যেরূপ কল্পতরুর নিকট ফলের প্রার্থনা করিলে কি সাধু, কি ইতর, ব্যক্তি মাত্রেরই সাফল্যলাভ হইয়া থাকে, ইতরেও কৃতার্থতা লাভ করে, এক একবার এই ক্ষুদ্র রচনায় দৃষ্টিপাত করিয়া সেইরূপ আমাকেও কৃতার্থ করুন।

এক্ষণে আর একটু লিখিতে বিশেষ বাধ্য হইতেছি। মহাত্মা শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয় এই মুক্তাবলীর প্রকা । বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ-রূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। অধিক কি লিখিব, আমি তাঁহার অসামান্য দয়ার পাত্র হইয়া এত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে, তাহা আমার চিরস্মরণীয় রহিল।

যোড়াবাগান।
১৫ ফাল্গুন।

শ্রীকালিদাস শর্ম্মা।

চরিত্র

চন্দ্রকেতু … নায়ক, মগধদেশস্থ রাজপুত্র।

বিজয়সেন … রাজা, সিন্ধুদেশাধিপতি।

মন্ত্রী …

বিদূষক …

পুরোহিত ও সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

ভাট …

ক্লীব … অন্তঃপুর রক্ষক ভৃত্য।

গন্ধর্ব … চন্দ্রকেতুর ভৃত্য বিশেষ।

মুক্তাবলী … নায়িকা, বিজয়সেনের কন্যা।

অনঙ্গমঞ্জরী
রত্নমঞ্জরী
স্বর্ণলেখা } … সখীগণ।

মহিষী … মুক্তাবলীর মাতা।

সহচরী … তাঁহার সখী।

অনঙ্গরেখা … মুক্তাবলীর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী।

মুক্তাবলী নাটক।

প্রথম অঙ্ক

(নটের প্রবেশ)

[রাগিণী বাগেশ্বরী, তাল আড়া]

নট।— তুষিব কেমনে।
সুরসিক সভাজনে, রসমাধুরি বর্ণনে॥
হেরিয়ে পণ্ডিত গণ, জুড়ায় নয়ন মন,
কিন্তু ভয় হয় পুন, রাগরস আলাপনে॥
প্রকাশিব মনে করি, ভয়ে প্রকাশিতে নারি,
পাছে সরস মাধুরি, বিরস হয় শ্রবণে॥
অতএব করি স্তুতি, আমি অতি মূঢ়মতি,
কৃপা করি দীনের প্রতি, হের করুণ নয়নে॥

(সভার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)। হাঁ, সমস্ত গুণিজনের আগমন হয়েচে, এই সময়ে কোন নাটকের অভিনয় করা কর্ত্তব্য? এখন কোন্ নাটকের অভিনয় করি? (উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঁ তবে মুক্তাবলী নামে যে একখানি নূতন নাটক প্রস্তুত হয়েচে তারি অভিনয় করা যাক্, (চিন্তা করিয়া) আহা আজ্ কি শুভদিন। আজ আমার চিত্ত চরিতার্থ হলো, আর যিনি বহু পরিশ্রমে এই মুক্তাবলীর রচনা প্রস্তুত করেচেন তিনিও আজ কৃতার্থ হলেন, যাহোক্ একবার প্রিয়াকে ডাকি দেখি, তিনিই বা কি বলেন। (নেপথ্যে চাহিয়া) প্রিয়ে একবার এই দিগে এস।

নটী।—(প্রবেশ করিয়া) কেন নাথ আমাকে ডাক্‌লে?

নট।—প্রিয়ে! এসো ২ আজ এই সভায় আমাকে মুক্তাবলী নাটকের অভিনয় করতে হবে, তা আমি কোন কর্ম্ম তোমা ব্যতিরেক্ তো করি না—

নটী।—(সহাস্যে) সেটী আমার প্রতি অনুগ্রহ, তা, এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন?

নট।—প্রিয়ে, তবে শোন, তুমি পরম সুন্দরী, সকলেই ইচ্ছা করেচেন, তোমার নিকটে অভিনয় দেখবেন, আর তোমার মুখকমলের সরস বাক্য শ্রবণ করবেন। ঐ দেখ, সকলেই তোমার মুখপানে চেয়ে আছেন।

(নটী মুখ বিবর্ত্তিত করিল)

নট।—প্রিয়ে! সে কি, তোমার এতে লজ্জা কি?

নটী।—তোমার যেমন কথাশ্রী।

নট।—আহা প্রিয়ে! এতে লজ্জা করোনা, তুমি নব যুবতী, যুবতীদের স্বাভাবিক

লজ্জা একটা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু আজ্ আমার অনুরোধেও অভিনয় কত্তে হবে।

নটী।—(সহাস্যে) তোমার কথা আর অবহেলা করতে পারিনে, কিন্তু আমি কি পার্‌ব ? তা তুমি কেবল আমাকে এই পণ্ডিতগণের নিকটে লজ্জা দেবে তাই সত্যি, আমার এমন কি গুণ আচে যে সকলের মন হরণ হয় ?

নট।—না না প্রিয়ে, একথা বলোনা, তুমি যেরূপ রূপবতী, আর তোমার যে স্বাভাবিক মধুর বাক্য, সহজেই সকলের মন হরণ হয়, তবে তুমি নাটকের অভিনয় করলে, যে কি মধুর হবে তার আর কি বলবো ? ভাল এখন এঁয়াদের একটী গান শোনাও দেখি।

নটী।—কি গান শোনাব ?

নট।—(চিন্তা করিয়া) এখন তো এই সুমধুর বসন্ত সময়, তা এরি একটী গান করলে ভাল হয় না ?

নটী।—তবে তাই শোনাই।

(রাগিণী বসন্ত বাহার, তাল তেতালা)

হায়, কি সুখ বসন্ত হইল উদয়।
তাহে মন্দ বহিতেছে মধুর মলয় ॥
হইল সব প্রকাশ, নব মল্লিকা পলাশ,
ফুলভরে তরু যত, নত হয়ে রয় ॥
প্রফুল্ল কুসুমবনে, মধুকর মধুপানে,
গুণ গুণ রবে কিবা, ভ্রমিয়ে বেড়ায় ॥
কোকিল পঞ্চমস্বরে, যুবজন মন হরে,
বিরহিণীগণে আর, দ্বিগুণ জালায় ॥

নট।—আহা প্রিয়ে! কি সুন্দর গানটিই গাইলে, আমি তোমার নিকট প্রত্যহ শুনি তবুও আমার নূতন বোধ হচ্চে, সভাজনেরা যে কতই সুখী হয়েচেন, তা আর কি বলবো, চল এখন শীঘ্র গিয়ে আমরা সুসজ্জিত হয়ে আসিগে। মুক্তাবলীর অভিনয় দেখ্‌তে যেমন সভাজনেরা উৎসুক হয়েচেন, তেমনি মগধ দেশস্থ রাজকুমার চন্দ্রকেতু মুক্তাবলীকে লাভ করিবার নিমিত্তে, রাজবাটীর অন্তঃপুরের উদ্যানে ভ্রমণ কর্‌চেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, শীঘ্র চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রস্তাবনা।

[মগধ দেশাধিপতি রাজা হংসধ্বজের পুত্র রাজকুমার চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]।

চন্দ্র।—(স্বগত) এই তো কুসুম-নগরাধিপতির অন্তঃপুরের উপবন, এই যে, সম্মুখে রাজবাটীও দেখা যাচ্চে, যা হোক. নগরের কি অপূর্ব্ব শোভাই দেকলেম।

(উদ্যানের চতুর্দ্দিক দেখিয়া) আহা উদ্যানটীও ততোধিক মনোহর, রাজকুমারীর চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছে বটে, কিন্তু এখানে এসে, আর এই সকল দেখে. অনেক শান্ত হলো। তা যাহোক এখন সমাগমের উপায় কি করি, মনের উৎসুকতা বশতঃ এলেম বটে, এখন রাজকুমারীকে না পেলে যে সকলি মিথ্যা, কেবল ক্লেশ পাওয়াই সার। (ক্ষণকাল চিন্তিয়া) এখন একবার দেকতে পেলেও নয়নযুগল সার্থক হয়, বোধ হয় বেলা অবসান হলে উদ্যানে ভ্রমণ করতে এলেও আসতে পারেন, তা হলেই দেখতে পাব, ততক্ষণ এই উদ্যানের শোভাই দর্শন করি।

[অন্য দিকে সখীদিগের সহিত রাজকুমারী মুক্তাবলীর প্রবেশ]

মুক্তা।—(অঙ্গুলি নিদর্শনে) সখি। দেখেচ কেমন বসন্তকালে উপবনের শোভা হয়েচে। কেমন ফুলগুলি ফুটেচে, আহা। মরি মরি, কেমন সুগন্ধ আসচে!

অনঙ্গমঞ্জরী।—হাঁ সখী। বড় সুন্দর শোভা হয়েচে, এ শোভা দেখলে প্রাণ, মন, নয়ন একেবারে জুড়ায়।

মুক্তা।—আবার এদিকে দেখ, ফুলগুলিন কেমন সব বাতাসে নড়চে, ভ্রমরারা বোসতে পারচে না, সব উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে।

স্বর্ণলেখা।—(হাঁসিয়া) হাঁ সখি! কিন্তু ওটি বড় দুঃখের বিষয়, ফুলে আবার ভ্রমরারা বোসতে পায় না।

রত্নমঞ্জরী।—(ঈষৎ হাস্যে, রাজকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) না বোন। সে দুঃখ আমরা করলে কি হবে, আজ্ঞে না হলে ওরা বোসতে পারে কৈ।

মুক্তা।—কেন ভাই, ভ্রমরার জন্যে তোমাদের এত দুঃখ কেন?

রত্ন।—মিথ্যেও তো নয়, আমরা কেন পরের ভাবনা ভাবি, ঐ যে বলে না, যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়া পড়শির ঘুম নেই, আমাদের তাই হয়েচে।

মুক্তা।—আর ও সব কথায় কাজ নাই, চল একটু বাগানের শোভা দেখিগে।

(কিঞ্চিৎ গমন)

অনঙ্গ।—(গমন করিতে ২ স্বর্ণলেখার প্রতি) সখি! সেই শুক পাকিটে এসে, সে কোন রাজপুত্রের কথা বলে, এক খানি পত্তর দিয়ে, দিদি ঠাকুরুণের মুক্তার হার নিয়ে গেল, তার কি হলো, কৈ আর যে সে এলোনা?

স্বর্ণ।—হাঁ সখি! তাইত, কৈ সে আর এলো কৈ? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) আমাদের

দিদিঠাকুরুণ যেমন, কোত্থেকে একটা বনের পাকি এসে বল্লে, "মগধ দেশের রাজপুত্র চন্দ্রকেতু তোমার রূপের কথা শুনে, অধৈর্য্য হয়ে, আমাকে দিয়ে এই পত্র পাঠিয়েচেন" তা উনিও তার কথায় বিশ্বাস করে, পত্রখানি পড়ে, অনামে সোনার হার ছড়াটি খুলে দিলেন।

রত্ন।—সখি! যথার্থ বটে, সেটা পাকি বৈত নয়, হার নিয়ে কোথা ফেলে টেলে দিয়েচে, এখন কোথায় বা সে রাজপুত্র, আর কোথায় বা সে পাকি।

মুক্তা।—(সবিষাদে) সখি! আর ভাল লাগে না, সে সব কথা আর কেন, যাহবার তা হয়ে গেচে, আর মিছে এখন গঞ্জনা দিও না।

চন্দ্র।—(দূরে হইতে মালতীলতাবেষ্টিত এক কুঞ্জ দেখিয়া, স্বগত) আহা কি মনোহর মালতীকুঞ্জ! উদ্যান যেন আলো করেচে। ঐটেই ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিগে।

(দর্শন করিতে গমন)

মুক্তা।—(মালতীকুঞ্জে দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! বসন্তকালে মালতীকুঞ্জের কি শোভাই হয়েচে! কুসুমের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত কচ্চে। (অন্তরাল হইতে সহসা চন্দ্রকেতুকে নিরীক্ষণ করিয়া, স্বগত) ও আবার কে এলো (বিশেষরূপে দেখিয়া) হ্যাঁ, যেন একটি পুরুষ বোধ হচ্চে না? তাইতো, পুরুষিতো বটে, আহা এমন সুন্দর পুরুষতো কখন দেখিনি। আমরি, নবীন বয়সে কি মনোহর আকার, ঈষৎ গোঁপের রেখা, তাতে আবার মনোহর ভুরুর ভাংগমা কি শোভাই হয়েচে, কোন্ রমণীর মনচোর, কার হৃদয় শীতল করেন, কিছুই বলতে পারিনে।

রত্ন।—(দেখিয়া) সখি। উদিক্ পানে চেয়ে কি ভাব্চ?

মুক্তা।—না না সখি, কিছু ভাবিনি, বলি, ঐ বাগানের মধ্যে একজন কে বেড়াচ্চে তাই দেখ্‌চি।

রত্ন।—কৈ কোন্‌খানে (ক্ষণকাল দেখিয়া সবিস্ময়ে) ওমা তাইত, ও আবার কে?

অনংগ ও স্বর্ণ।—(শুনিয়া সবিস্ময়ে) কোথায়লো কোথায় কে (ইতস্তত দেখিয়া) আমরাত কিছুই দেক্‌তে পাইনে, কোথা বল্‌না।

রত্ন।—তোমরাকি দেকতে পাওনি, সেকি। (অংগুলি দ্বারা দেখাইয়া) ঐ যে লতাকুঞ্জের আড়ালে ২ এই দিকেই আস্‌চে।

উভয়ে।—ওমা! তাইতো লো, ও আবার কে, ওযে পুরুষ মানুষ, এখানে কেমন করে এলো?

[সকলের অন্তরালে অবস্থিতি]

অনংগ।—কিন্তু সখি কি চমৎকার রূপ দেখেচো, আহা। যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প।

আহা মরি কিবা রূপ অতি সুনিম্মর্ল।
হেরিয়ে নয়ন মন হইল শীতল।

ভুরুর ভংগিমা কিবা আহা মরি মরি।
লজ্জা পান ফুলধনু নিজ ধনু ধরি ॥
শত শত শশী যদি ভূতলে লুটায়।
হেন রূপ ছেড়ে কেহ তথা নাহি চায় ॥
বুঝিবা অনংগ আজি হয়ে মূর্ত্তিমান।
বিহরিতে উপবনে হন অধিষ্ঠান ॥

রত্ন।—তা যা হোক বোন, ও পুরুষ মানুষ, এখানে কেমন কোরে এলো, এ অন্তঃপুরের বাগান, এখানে কেবল আমরাই থাকি, চারিদিকে চৌকি পাহারা দিচ্চে, তবে ও কেমন কোরে এলো ?

স্বর্ণ।—আমার কিন্তু বোধ হয় ও মনিষ্যি নয়।

রত্ন।—(মস্তক সঞ্চালন দ্বারা) না সখি, ও মানুষ বটে, তা নৈলে এদিকে আসবে কেন, দেবতা কি গন্ধর্ব হলে মানুষের কাচে অতো উৎসুক হয়ে আসতো না, ঐ দেখ, আবার চকের নিমিষ রয়েচে।

অনংগ।—তবে আবার যদি চোর টোর হয়, আমি না হয় আর সবাইকে ডাকি ?

মুক্তা।—(স্বগত) বোধ হয় আমার সেই হৃদয় চোরই হবেন, বলা যায় না।

রত্ন।—(অনংগমঞ্জরীর প্রতি) না ভাই, বলিস্ কি, যদি আমাদের সেই রাজকুমারই হন, তাহলে আবার হিতে বিপরীত হবে যে।

স্বর্ণ।—তবে কেন চল না, কাচে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক, উনি কে।

মুক্তা।—আমি কিন্তু ভাই যেতে প্যারবোনা, তোমরা জিজ্ঞাসা করগে, আমি চল্যেম।

(গমনে উদ্যত)

স্বর্ণ।—(অঞ্চল ধারণ করিয়া) না না সখি। তা হবে না, একটু দাঁড়াও।

মুক্তা।—(কৃত্রিম কোপে) না ভাই, ছি ছি ধরো না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই।

স্বর্ণ।—শোনো ভাই, জিজ্ঞাসাটা করে সকলে একেবারেই যাওয়া যাবে এখন।

মুক্তা।—তবে ভাই আমাকে ধর কেন, ইচ্ছা হয়ে থাকে আপনারাই কেন জিজ্ঞাসা করগে না।

অনংগ।—সখি ! আমি আর একটি কথা বলি, যদি ইনি রাজকুমার চন্দ্রকেতু হন, তবে তোমার জন্যেই ইহাঁর আসা, তুমি কি বলে যেতে চাও ?

চন্দ্র।—(আসিতে ২ স্বগত) আহা, লতাকুঞ্জটী বড় সুন্দর দেখ্‌তে। বারম্বার দেখ্‌চি তবুও আশ মেটে না (ইতস্তত দেখিয়া) আর মালতীলতা দেখেই বা কি হবে, কৈ কেহইত এলোনা ? যা হোক্ একটা সামান্য পাকির কথায় আমার এত বিশ্বাস করা ভাল হয়নি, তা যা হোক্ গন্ধর্ব্ব যে আমায় আশ্বাস দিয়ে রেখে গেল সেওকি প্রতারণা করুলে ; আর শুকের কথাই বা মিথ্যা

কেমন করে বল্‌বো, সে যে আমায় এই হার নিয়ে চুগিয়ে দিয়েছে, এত আর মিথ্যে নয়, (ক্ষণকাল চিন্তিয়া) কোনরূপে রাজবাটীতে যাব কি ? তাইবা কি করে হতে পারে, কিন্তু মন্‌তো আর স্থির হয় না, কি করি ? (ক্ষণকাল চিন্তিয়া) যা কপালে আছে তাই হবে, বিধাতা কি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন ?

(দুঃখিতপ্রায় স্থিতি)

মুক্তা ।—না ভাই, আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাই ।

চন্দ্র ।—(শুনিয়া) লতার অন্তরালে কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে না ? দেখি ২ (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, দেখিয়া, স্বগত) এই যে কতকগুলি সহচরীর সহিত একটী পরম সুন্দরী কুমারী রয়েচেন্ ।

(চন্দ্রকেতুকে নিকটস্থ দেখিয়া মুক্তাবলী সসম্ভ্রমে সখীর হস্ত হইতে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইলেন)

চন্দ্র ।—(মুক্তাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) আ মরি মরি, কি সুন্দর রূপ ! বোধ হয়, ইনিই সেই রাজকন্যা । আহা চারি দিকে সখীগণ বেষ্টিত হয়ে আরো কি শোভাই হয়েচে ।

নিরুপমা মনোরমা সুরূপা কামিনী ।
নবীনা যৌবনী ধনী ভুবন মোহিনী ॥
আহা মরি কি সুন্দর ও মুখচন্দ্রিমা ।
ত্রিভুবনে নাহি হেরি ইহার উপমা ॥
এমন সুরূপ আর আছে কি ভুবনে ।
যে জন না দেখে তার কি কাজ নয়নে ॥
মরালগামিনী ধনী করিছে ভ্রমণ ।
হেরিয়ে নয়ন মন হয় উচাটন ॥

যাহোক্, এমন সুন্দরী কুমারী তো কখন দেখিনি, দেখে নয়ন জুড়াল ।

(নিকটস্থ বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইলেন)

(মুক্তাবলী সলজ্জে সখীদিগের অন্তরালে গিয়া মুখাবরণ পূর্ব্বক দাঁড়াইলেন)

অনঙ্গ ।—(স্বর্ণলেখার প্রতি) সখি ! ইনি আগন্তুক, চলে গিয়ে এঁর অপমান করা ভালো হয় না ।

স্বর্ণ ।—সখি ! আকার প্রকারে বোধ হয় ইনিই সেই রাজকুমার চন্দ্রকেতু হবেন, পরিচয় নিতে হান্ কি আচে, চল যাওয়া যাক্ ।

অনঙ্গ ।—(ঈষৎ হাস্যে) আমি ভাই তা পারবো না, তুমি যাও ।

স্বর্ণ ।—তুমি দশটা বোলতে কইতে পারো, তোমারি যেতে হবে । (রত্নমঞ্জরীর প্রতি) কেমন ভাই ! তুমি কি বলো ?

রত্ন ।—তা বইকি ভাই ! উনি যাবেন বৈকি, নৈলে আবার কে যাবে ?

অনঙ্গ ।—(ঈষৎ হাস্যে) নিতান্তই তবে আমি যাব, আচ্ছা তবে যাই ।

(রাজপুত্রের নিকটে গমন, সলজ্জ, অঞ্চলে মুখাবরণ-পূর্ব্বক)

কে তুমি, কোথায় ধাম, ওগো মহাশয় ।
কুসুমকাননে আসি হইলে উদয় ॥
হেরিয়ে লাবণ্য তব হেন মনে লয় ।
দেবতা গন্ধর্ব বুঝি হইবে নিশ্চয় ॥

মহাশয় ! আমরা স্ত্রীলোক, আপনাকে দেখে অত্যন্ত ভয় হচ্চে, তা এখন কে আপনি পরিচয় দিয়ে ভয় ভঙ্গ করুন ।

চন্দ্র ।—(স্বগত) ঐ যে সখীদের আড়ে ২ বেড়াচ্চেন, উনিই রাজকন্যা হবেন, তার আর সন্দেহ নাই । আকার ইঙ্গিতেও বিলক্ষণ বোধ হচ্চে । যাহোক, আমি আগে সখীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে পরিচয় নি, তারপর আপনার পরিচয় দেবো (প্রকাশে) গুণবতি ! আগে তোমরা কে বল, তবে আমি পরিচয় দেবো ।

অনঙ্গ ।—(রাজকন্যাকে নির্দ্দেশ করিয়া, সলজ্জে) উনি রাজকন্যা, মুক্তাবলী, আমরা ওঁয়ারি সহচরী ।

চন্দ্র ।—(সতৃপ্ত নয়নে মুক্তাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) বিধাতা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কল্যেন, যা কিছু সন্দেহ ছিল এখন তা সব দূরে হলো, এখন কি পরিচয় দিব । কেন আমার কাচেত এই মুক্তার হার প্রমাণ রয়েচে । (প্রকাশে) গুণবতি ! এখন আমার পরিচয় শোন । আমি গন্ধর্ব্বও নই, দেবতাও নই, আমি মানুষ ।

মগধপতির সুত, নাম চন্দ্রকেতু ।
আসিয়াছি প্রিয়ার প্রণয় লাভ হেতু ॥
শুক দেয় প্রেয়সীর যৌতুক রতন ।
এই সে মুক্তার হার, দেখ সখীগণ ॥

(সখীকে সেই হার প্রদান, সখীর সলজ্জে করপ্রসারণে গ্রহণ ।)

অনঙ্গ ।—(সোল্লাসে সখীদের নিকট গমন করিয়া সহাস্যে রাজকন্যার প্রতি) সখি, যাঁর জন্যে ভেবে ২ অঙ্গ মলিন হোয়েছিলো তাঁর ভাবনা আর ভেব না, আজ বিধি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন । এই দেখ দেখি, কি এনেচি ।

(হার প্রদর্শন)

মুক্তা ।—(দেখিয়া মুখাবরণ পূর্ব্বক লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া) সখি, থামো আর রঙ্গে কাজ নাই । (স্বগত) বিধাতা কি এমন দিন দেবেন ?

চন্দ্র ।—(সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) ওকি, প্রিয়া যে নম্রমুখী হয়ে রইলেন, কেন সহসা এরূপ প্রার্থনা করলেম, তাতেই কি ক্রোধে এমন ধারা হলেন, না লজ্জিতা হয়ে অমন করে রইলেন ? দেখি ২, এঁয়ারি কিরূপ অনুরাগ ? না, লজ্জাতেই বটে, ঐ যে আমাকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে

ইদিক উদিক চাচ্চেন, আর ছলক্রমে মৃদু২ হাস্‌চেন। না তবে আর চিন্তা নাই, এবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

মুক্তা।—(সলজ্জে স্বগত) আ, আজ কি শুভ দিন। আজ আমার জীবন যৌবন সফল হলো, আমার সাধনের ধন লাভ হলো। আমি যা মনে করেছিলাম, ভগবান প্রসন্ন হয়ে, আজ তাই করলেন।

অনঙ্গ।—(সোৎসুকে) কেন ভাই, আমি তোমাকে এমন অমূল্য রত্ন দেখালেম, তুমি কিনা মৌন হয়ে রৈলে? ছি ভাই, অমনধারা ভালো লাগে না।

স্বর্ণ।—(ঈষৎ হাস্যে) সত্যি কি রাজকুমার চন্দ্রকেতুই এসেচেন?

অনঙ্গ।—আহা ভাই, আমি কি মিছে বল্‌চি? এই দেখ না সেই হার।

(হার প্রদর্শন)

রত্ন।—(সহাস্যে) তবে আর অমন ভাব কেন? রাজপুত্র নবীন মেঘের ন্যায় উদয় হয়েচেন, তুমি চাতকিনী, মুখখানি তোলো।

অনঙ্গ।—শুকের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন মনে কর দেখি, কত ব্যস্ত হয়েছিলে, এখন আবার অমন হলে কেন?

রত্ন।—(ক্ষণেক চিন্তিয়া) হ্যাঁ, আমি বুঝিচি, মনে বড় খুসি, বাইরে যেন কত লজ্জা হয়েচে। ছি ভাই, পেটে খিদে মুখে লাজ, ও ভালো লাগে না। এখন কি কর্‌তে হবে তাই বলো, আমরা করি, আমাদের কাচে লজ্জা কি? আমরা কি তোমার অন্যিপর?

মুক্তা।—(সলজ্জে) আঃ, সেই অবধি এমনি করেচে।

স্বর্ণ।—হ্যাঁ, ভাল বল্‌লে মন্দ হয়, তাবই কি, "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর"।

মুক্তা।—(কৃত্রিম কোপে) না ভাই, তোরা থাক্, আমার মাথা ধরেচে, আমি বাড়ি যাই।

(সস্পৃহ দর্শন করিতে ২ প্রস্থান)

অনঙ্গ।—(সখীদের প্রতি) উনি ত চলে গেলেন, তা ভাই এখন কি করা যায়, রাজপুত্রকে নিয়ে যাবার কি হবে বল দেখি?

রত্ন।—তাইত, আমিও তাই ভাব্‌চি, কি কর্‌বো, চল তবে রাজপুত্রের কাছে যাওয়া যাক্।

সকলে।—হ্যাঁ, তাই চল, কিন্তু নিয়ে যেতে হবে।

স্বর্ণ।—সেকি সখি, নিয়ে যেতে হবে বল্‌চিস্, কিন্তু যদি কেউ দেক্‌তে পায়, তবেই ত ঘোর দায় ঘট্‌বে।

অনঙ্গ।—এমন লুকিয়ে নিয়ে যাব, যে কেউ দেক্‌তে পাবে না।

রত্ন।—চল তবে, আর বিলম্বে কাজ নাই, বেশ সন্ধে হব হব সময়, গা ঢাকা অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, এটুকু যেতে২ সন্ধে হবে এখন, তাহলে আর কেউ

দেক্‌তে পাবে না।

সকলে।—হ্যাঁ চল।

(রাজকুমারের নিকটে গমন)

স্বর্ণ।—(ঈষৎ হাস্যে) মহাশয়! শুভাগমনের মঙ্গল তো?

চন্দ্র।—(প্রকাশে) হাঁ সখি, এস, প্রিয়সমাগমে আর কার অমঙ্গল থাকে?

রত্ন।—(জনান্তিকে, সখীর প্রতি) সখি! রাজপুত্র কেমন চতুর দেখেচ?

অনঙ্গ।—ওলো! সেকি কথা? চন্দন কাষ্ঠ কি কখন গন্ধশূন্য হয়? হীরা কি কখন দীপ্তিহীন হয়?

স্বর্ণ।—(রাজকুমারের প্রতি) মহাশয়! আমাদের রাজকন্যা চলে গেলেন, এখনো আপনার যথোচিত আতিথ্য করা হয়নি, সেই জন্যে বড় দুঃখিত আছি, যদি আপনি অনুগ্রহ কোরে সেইখানে যান, তাহলে আমরা চরিতার্থ হই।

চন্দ্র।—(সসন্তোষে, স্বগত) সেটা আমারই অভিলাষ, সখীরা তাই প্রার্থনা কচ্চে, তবে এর পর আর সৌভাগ্য কি? (প্রকাশে) সখি, তোমরা আকিঞ্চন কচ্চো, সেতো আমার সৌভাগ্যের কথা, অবশ্য যাবো।

স্বর্ণ।—তবে অনুগ্রহ করে আসুন।

চন্দ্র।—হাঁ সখি, চল।

নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক গীত।

(রাগিণী পূরবী, তাল আড়া)

কিবা শোভা, মনোলোভা, দিবা অবসানে।
অরুণ মলিন হয়ে গেলেন স্বস্থানে॥
বহিছে মন্দ অনিল, নানা ফুল বিকসিল,
গান করিছে কোকিল, সুমধুর তানে,
হয়ে অতি ব্যাকুল, গুঞ্জরিয়ে অলিকুল,
ভ্রমিতেছে নানা ফুল, মকরন্দ পানে॥
হেরে অস্ত দিনমণি, ম্রিয়মানা কমলিনী,
প্রফুল্লিত কুমুদিনী, বিধু আগমনে॥

রত্ন।—এই সন্ধেও হলো, অন্তঃপুরে যেতে যেতে বেশ অন্ধকার হবে এখন, মহাশয়! এই দিগ্‌ দিয়ে আসুন।

(পথ প্রদর্শন, সকলের প্রস্থান)

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

মুক্তাবলীর উপবেশনাগার।

মুক্তা।—(স্বগত) আহা, তাঁকে পেয়েও কেন সেখান থেকে চলে এলেম ? এসে অবধিই আমার মন অত্যন্ত অস্থির হয়েচে, ইচ্ছা হয় সেই রাজকুমারের মুখচন্দ্রই সর্ব্বদা দেখি (চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া) যেদিকে চাই সেই দিকেই তাঁর মোহন রূপ বৈ আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, আরাধনের নিধি হাতে পেয়ে হারানো যে বলে, আমার তাই হোলো, দেখি দেখি সখীরা কেউ আস্‌চে কি না।

(উঠিয়া ইতস্তত দর্শন)

কৈ কেউতো আসেনি, আমার কি এমনি কপাল যে তারা এখনি আস্‌বে. কি করি ? ইচ্ছে হয় আবার সেইখানেই যাই, তাঁকে মনে পড়্‌লে শরীরটে কেমন করে, একবার যদি বলেও আসতেম্ তা হলে আর এত ভাবতে হতোনা। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর দাঁড়িয়ে থেকেই বা কি করি, দেখি ২ কোন কর্ম্ম করে, তাতেও যদি মনটা একটু স্থির থাকে (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে, এখানে কতকগুলি মালতীফুল রয়েচে, বুঝি অনুপরেখা মালা গাঁথতে ২ ফেলে রেখে গিয়েছে, তবে খানিকক্ষণ মালাই গাঁথি।

(গ্রন্থনারম্ভ)

[অনুপরেখা তাম্বুলকরঙ্কবাহিনীর প্রবেশ]

অনুপ।—(মুক্তাবলীকে দেখিয়া, স্বগত) ইকি, আজ যে বড় রাজকুমারী অন্যমনা হয়ে একলাটি বসে আচেন, দেখি ২ কি কচ্চেন। (নিকটে গিয়া, দেখিয়া স্বগত) এ কি, মালা গাঁথ্‌চেন ! (প্রকাশে, মুক্তাবলীর প্রতি) আপনি অন্যমনা হয়ে এখানে একলাটি বসে যে মালা গাঁথ্‌চেন ?

মুক্তা।—(দেখিয়া সসম্ভ্রমে) কে ও, অনুপরেখা, এস, এস। কি বল্‌চ ? (স্মরণ করিয়া) হাঁ, মালা গাঁথ্‌চি। (স্বগত) এমনি অন্যমনা ছিলেম যে ও এসেচে তা জান্‌তেও পারিনি।

অনুপ।—আপনি এমন বিরস বদনে, একলাটি বসে আচেন কেন ? এই সন্ধের সময় এমন করে কি বসে থাকতে আচে ? উঠে একটু বাহিরে বেড়ান।

মুক্তা।—কি সন্ধে হয়েচে নাকি ? (উঠিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য, সন্ধে হয়েচে, তা আমি কিছুই জান্‌তে পারিনি। আর তা হবেই ত, মনে তো আর মন নেই, তা যা হোক, ও কোত্থেকে এলো ? উদ্যানে গিয়াছিল কি ? (প্রকাশে) রত্নমঞ্জরী আর অনঙ্গমঞ্জরী কি উদ্যান থেকে আস্‌চে ? তুমি দেখেছ।

অনুপ।—কৈ না, তাঁরা কি আজ আপনার সঙ্গে আসেন্‌নি ?

মুক্তা।—(স্বগত) তবে এখন আসেনি, এত যখন দেরি হচ্চে তবে বোধ হয় সঙ্গে করেই আন্‌বে।

অনূপ।—(স্বগত) রাজকুমারী কথার উত্তর দিচ্চেন না, এমন মৌনভাবে থাকচেন কেন, কিছু একটা মনে ২ আচে বুঝি।

(ক্ষণকাল চিন্তিয়া)

তা যা হোক, একবার উদ্যানে গিয়ে দেখেই আসিগে না কেন। (প্রকাশে) রাজকুমারী! তবে আমি কি একবার দেখে আসবো. তাঁরা কত দূর আসচেন।

মুক্তা।—তবে একবার দেখ দেখি।

অনূপ।—আপনি একটু বাহিরে বাতাসে বসে বিশ্রাম করুন, আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

মুক্তা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর বিশ্রাম করবোনা, যাই আমিও একটু আগিয়ে গিয়ে দেখিগে।

(কিঞ্চিৎ গমন)

মুক্তা।—এ দুঃখের কথাটি কারুরে আর বলবার যো নেই আপনার দোষেই আপনি দুঃখ পাচ্চি, তা কারেই বা কি বলবো। (চিন্তা করিয়া) কেনই বা তখন শুকের কথা শুনে সম্মত হলেম ? আর কেনই বা তার পর হার পাঠিয়ে দিলেম ? পূর্ব্বাপর না বুঝে কর্ম্ম কল্লেই এমনি দুঃখ পেতে হয়। আর তিনিই বা কি মনে করচেন, তিনি আমার নিমিত্তই কত ক্লেশ ভোগ করে, এ পর্য্যন্ত এসেচেন। তা যাহোক, আর ভেবেই বা কি করি, যা কপালে আছে তাই হবে। হা বিধি ! আমার অদৃষ্টে এই লিখেছিলে।

(রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা)

একি হলো হলো।
না হেরে তাহারে. প্রাণ যে বিদরে,
বিরহ অন্তরে, দ্বিগুণ জ্বলিলো ॥
মরি কি লাঞ্ছনা, সহেনা যাতনা,
হইয়ে উন্মনা, দৈব বিড়ম্বনা,
মনের কামনা, দিতেছে বেদনা,
হইয়ে অতি প্রবলো ॥
আশা পিপাসিত. চাতকিনী মত,
বিনে প্রাণনাথ, জীবনেতে মৃত,
হয়েছি নিতান্ত, ওহে প্রাণকান্ত,
ভেবে ২ প্রাণ গেলো ॥
দেখা তার সনে; হইবে কেমনে,
তাই অনুক্ষণে, ভাবি মনে ২,
সে চাঁদবদনে, না হেরে নয়নে
হইতেছে প্রাণাকুলো ॥

(সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া) এখন যে কেউ আসচেনা ; রাত্রিটেও অধিক্ হলো, আর এ যন্ত্রণা পাওয়ার চেয়ে মরণি ভাল ; তা কৈ মরণি বা হয় কৈ ? আমার সর্ব্বনেশে লজ্জাই কাল হোলো, নৈলে আমি কি সেই মনচোরকে ফেলে রেখে আস্‌তে পারি ? দেখি আর কতক্ষাণি বিলম্ব হয়।

(সোৎসুকে দর্শন)

[অনুপবেখার প্রবেশ]

অনূপ।—(সহর্ষে) রাজকন্যে ! আর ভেবোনা, এঁয়ারা সকলেই আস্‌চেন্। আমি এই অর্দ্ধেক পথ্ থেকে দেখে আস্‌চি, রাজকুমারও আস্‌চেন।
(নেপথ্যে, আসুন, ২ এই দিগদিয়ে আসুন)

মুক্তা।—(সচকিতে) ঐ যে সখীদেরি মত কথা শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে না। দেখি২। (সহর্ষে পুনর্ব্বার দেখিয়া) ঐ যে, রত্নমঞ্জরী আস্‌চে, তার মধ্যস্থলে রাজকুমার আস্‌চেন, (চিন্তা করিয়া) হা জগদীশ্বর আমাকে এত যন্ত্রণাও দিলে, এতক্ষণ মনে ছিল না যে ঐ চন্দ্রবদন আর দেক্‌তে পাব।

অনূপ।—এখন আসুন, এইখানে বসুন্‌সে।

মুক্তা।—হ্যাঁ বসিগে।

(উপবেশন ও সোৎসুকে দর্শন)

[সখীত্রযের সহিত রাজকুমারের প্রবেশ]

রত্ন।—মহাশয় ! এইটি কন্যার অন্তঃপুর, এই তাঁর বস্‌বার ঘর।

চন্দ্র।—(দেখিয়া স্বগত) আহা, এমন রমণীয় স্থান তো কখন দেখিনি। সে যা হোক, কৈ প্রিয়া কৈ, তাঁকে দর্শন করে অবধি আর যে কিছুই ভাল লাগে না। (দূরে হইতে সম্মুখে মুক্তাবলীকে দেখিয়া) এই যে, প্রিয়া বসে আচেন, আহা কি আশ্চর্য্য রূপ !

প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ কিবা শোভা পায়।
শ্বেত রক্ত নীল পীত রত্ন যুক্ত তায় ॥
তার মধ্যে মুক্তাবলী পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
চতুর্দ্দিকে নক্ষত্র শোভিছে মণিচয় ॥

(সকলের নিকট আগমন)

মুক্তাবলীর সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান।

অনঙ্গ।—(মুক্তাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি ! এই রাজকুমার এসেচেন, এখন যা হয় কর।

মুক্তা।—(সহাস্য মুখে) এস প্রিয়সখি ! এসো।

(সলজ্জ ভাবে, রাজকুমারকে আসন প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন)

চন্দ্রা।—সুন্দরি ! কর কি, এত ক্লেশ কর্‌বার প্রয়োজন নাই, তোমার অতি কোমল শরীর, তুমি বোস।

অনূপ।—মহাশয়। এই আসনে বসুন।

(আসন প্রদান)

চন্দ্র।—হাঁ আমি আপনিই বোস্‌চি। (সখীগণের প্রতি) সখি! তোমরাও বোস।

(সকলের উপবেশন)

অনূপ।—(স্বগত) রাজকুমারী যে এঁয়ার নিমিত্ত এত ক্লেশ পেয়েচেন তা সার্থক বটে, এমন সুন্দর রূপবান পুরুষ আর আমি কখন দেখিনি, আহা! কথাগুলিও তেমনি অমৃতময়! রাজকুমারী আমাদের যেমন সুন্দরী, ইনিও তেমনি সুন্দর রূপবান পুরুষ।

অনঙ্গ।—(মুক্তাবলীর প্রতি) সখি! রাজকুমার তোমার জন্যেই অনেক ক্লেশ করে এসেচেন, তোমার শুশ্রূষা করা উচিত।

চন্দ্র।—সখি! অমনিতেই আমার শুশ্রূষা করা হয়েচে, লোকের অভীষ্ট বস্তুর জন্যে যে ক্লেশ হয়, তায় অভীষ্ট সিদ্ধ হলে কি সে ক্লেশকে ক্লেশ বোধ থাকে।

মুক্তা।—(স্বগত) যাহোক, আমি চলে এসেছিলেম বলে মনে কিছু করেন্‌নিতো? (অঞ্চলে মুখাবরণ করত, প্রকাশে) নাথ! আমরা মেয়ে মানুষ অল্পবুদ্ধি, বুঝতে না পেরে সখীদের কাচে তোমাকে রেখে চলে এসেছিলেম, তা সে অপরাধটি আমার মার্জ্জনা করুন।

চন্দ্র।—(স্বগত) স্ত্রীলোকেরা প্রিয়জন ব্যতিরেক কখনই নাথসম্বোধন করে না। তবে আর মানস পূর্ণ হবার কোন চিন্তা নাই (প্রকাশে) প্রিয়ে! তোমার ও মিনতি করবার আবশ্যক নাই। আমি শুকের মুখে তোমার কথা শুনে অবধিই তোমায় প্রাণ সমর্পণ করেচি।

অনঙ্গ।—মহাশয়! আজ আমাদের বড় আহ্লাদের দিন। আজ মুক্তাবলী চন্দ্রকান্ত মণিতে একত্রিত হয়ে বড় শোভাই হয়েচে, আজ দেখে চক্ষু সার্থক হলো।

চন্দ্র।—হাঁ সখি, তোমরা আহ্লাদিত হবে না তো আর কে আহ্লাদিত হবে? তোমাদের আশ্রয়েই আমি আজ এই অপার সুখ প্রাপ্ত হলেম।

রত্ন।—(সহাস্যে) সে কি, আপনিই আমাদের সখীর আশ্রয়তরু স্বরূপ, কোন্‌ কালে তরু আবার কার আশ্রয় নিয়ে থাকে? আমাদের সখীই আপনাকে আশ্রয় কর্‌লেন, আমরাও আশ্রিত হচ্চি, এখন এইরূপ স্নেহটিই যেন চিরকাল থাকে।

চন্দ্র।—(সহাস্যে) কি বল্যে সখি? স্নেহ থাক্‌বে। তা তোমাদের সখী পূর্ব্বে তোমাদের জীবন তুল্য ছিলেন, এখন আমার প্রাণ তুল্য হলেন। লোকে সামান্য একটী মুক্তা পেলে, কোথায় রাখ্‌বে তার স্থান পায় না, তা আমি তো একেবারে মুক্তাবলীই পাচ্চি। তা আর অধিক কি বল্‌বো যথার্থই

তোমাদের সখী আমার কণ্ঠের মালা হলেন।

(অনঙ্গরেখা অনুপরেখাকে ইঙ্গিতে তাম্বুল আনিতে আদেশ করিলেন, অনুপরেখার প্রস্থান, ও তাম্বুল লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

অনংগ।—(মুক্তাবলীর প্রতি) সখি! রাজকুমার অনেক্ষণ এসেচেন, এখনো সম্মান রাখা হয়নি, তাম্বুল দিয়ে মান রাখ।

মুক্তা।—(জনান্তিকে) সখি! উটি আমি পারব্ না, তুমি বরং আমার হয়ে দাও।

অনংগ।—সেকি, তোমার কর্ম্ম তুমিই করবে, এতে আর ভার দেওয়াদিই কেন? (সহাস্যে) সকল বিষয়ে এম্নি ভার দিতে পার, তবেতো বুঝি।

(অনুপরেখার নিকট তাম্বুলপাত্র লইয়া মুক্তাবলীর করে প্রদান। মুক্তাবলী মুকুলিতাক্ষী হইয়া রাজকুমারের হস্তে তাম্বুল প্রদান করিলেন, রাজকুমার হস্ত বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন)

রত্ন।—(অন্য সখীর প্রতি) আহা সখি, হাতে দিতে কেমন শোভা হয়েচে দেখ।

কিযে শোভা করে ২, আহা মরি ২।
প্রণয় হয়েচে যেন দোঁহাকরোপরি॥

অনু।—নকলি হলো বটে, কিন্তু আসল কর্ম্মটি এখনো হয়নি, তোমরা বোস, আমি শীঘ্র গিয়ে একটু হলুদ বেটে আনি, বিয়েটিও শীঘ্র শেষ করা উচিত।

স্বর্ণ।—চল তবে আমিও যাই, একটা শাঁক আনিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

অনংগ।—(রত্নমঞ্জরীর প্রতি) ওরাত গেল, ততক্ষণ এসো না কেন আমরা মালা এক ছড়া ভালকরে গুচিয়ে রাখি।

(উভয়ে মাল্যগ্রহণ)

অনংগ।—আহা সখি! দেখেচ, আজ্ মালাগুলি কেমন সুন্দর গাঁথা হয়েচে।

রত্ন।—হাঁ ভাই, বড় চমৎকারি দেখ্চি, এমালাগুলি কে গেথেঁচে, অনুপরেখা বুঝি? আহা! বেশ হয়েচে। তা যাহোক, আমাদেরতো সব হলো। এরা যে এখন আস্চেনা?

অনংগ।—অনুপরেখা বড় আল্গা মেয়ে, কোথাও গেলে আর আস্তে চায় না।

(বিবাহোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া অনুপরেখার প্রবেশ)

রত্ন।—তোমরা এলে, বাঁচলেম ভাই, আমরা এই ভাবছিলেম, বলি এখনো এলো না কেন। কৈ স্বর্ণরেখা এলো না?

অনুপ।—না, তিনি বাসর সজ্জার উদ্যোগ করুতে গেলেন। এই সকল দ্রব্য ন্যাও। (দ্রব্যাদি প্রদান)

অনংগ।—তা যাহোক, এখন্ শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করে কাজ নাই।

(কেহবা হরিদ্রা লইয়া উভয়ের ললাটে প্রদান করিল, কেহবা শঙ্খধ্বনি, কেহবা উলুধ্বনি করিতে লাগিল)

অনংগ।—(পুষ্পের মালা লইয়া সহাস্যে মুক্তাবলীর প্রতি) সখি, এই মালা ন্যাও, রাজকুমারের গলায় দিয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

মুক্তা।—(স্বগত) সখি, এ তোমাদেরি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা বটে।

(মালা লইয়া সলজ্জভাবে রাজকুমারের গলদেশে মাল্য প্রদান)

অনংগ।—আহা, আজ্ আমাদের কি সুখের দিন আজ চক্ষু সার্থক্ হোলো।

(রাগিণী ললিত, তাল জৎ)

আহা মরি কি অপরূপ রূপ শোভিছে।
রোহিণী মত সজনী চন্দ্রবামে হাঁসিছে॥
জিনি রতি রতিপতি, বসিয়াছে দম্পতি।
নবজলধরে যেন চপলা প্রকাশিছে॥
আজি কি সুখ রজনি, পাইয়ে নাগরমণি
হৃদে প্রফুল্লিত ধনী, সুখনীরে ভাসিছে॥

রত্ন।—আহা সখি, বড় সুন্দর গানটীই গাইলে, শুনে হৃদয় জুড়াল, আমার আবার শুনতে ইচ্ছা কর্চ্চে। তা আজ আর শোনা হবে না, রাত্রিটে অধিক হয়েচে।

অনংগ।—হাঁ সখি! রাত্রিটে অধিক হয়েচে বটে, (রাজকুমারের প্রতি সহাস্যে) আজ বর কন্যা উভয়কে বাসর ঘরে বাস করতে হয়। তা আপনাকে আমাদের এ অনুরোধটিও রাখ্‌তে হবে।

চন্দ্র।—(সহাস্যে স্বগত) ওতো আমারি প্রার্থনা, (প্রকাশে) হাঁ সকলি তোমাদের অনুরোধেই হোলো বটে, তা চল যাই।

রত্ন।—আসুন।

(সকলের প্রস্থান)

(দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)

তৃতীয় অঙ্ক

মুক্তাবলীর উপবেশনাগার।

(রত্নমঞ্জরীর সহিত মুক্তাবলীর প্রবেশ)

মুক্তা। ভাই! আগে কেমন সাজান হয়েচে দেখ্‌দেখি, তার পর ভাল মন্দ বলো এখন। (অঙ্গুলিদ্বারা দর্শাইয়া) ঐ দেখ, কোন খানে কোন খুঁতটি বার কর্ত্তে পারবে না।

রত্ন।—(চারিদিক্ দেখিয়া) আহা সখি! বেশ হয়েচে। কে সাজালে? অনুপরেখা তো বেশ, অনুপরেখা সকল কর্ম্মেই নিপুণ, ঘরপানে চেয়ে চার দণ্ড দেখতে ইচ্ছে করে। বেশ হয়েচে, এতদিন বিয়ে থা হয়নি, সে এক রকমে ছিলে, এখন রাজকুমার এসেচেন, এমন নইলেইবা সাজবে কেন?

মুক্তা।—(সহাস্যে) ন্যাও, ও আবার কি কথা হোলো। বিয়ে হলেই বুঝি সাধ

আহ্লাদ কর্‌তে হয়, নৈলে ব্‌ঝি হয় না ?

রত্ন।—কেন ভাই, তারই আর কি, মনে ভেবে দেখ দেখি, রাজকুমারের আসবার পূর্ব্বে কি রঙ্গটা করেছিলে, অন্য আহ্লাদ আমোদ দূরে থাক, তোমার আহার নিদ্রে পর্য্যন্ত বন্ধ হয়েছিল।

মুক্তা।—(ঈষৎ হাসিয়া) যা হোক ভাই, এখন আর সে কথায় কাজ নেই, এখন বোসো।

(উভয়ের উপবেশন)

মুক্তা।—ভাল, আমি আর একটি ভাবি, রাজকুমার এখানে এলেন্‌ কি করে ?

রত্ন।—(আশ্চর্য্যে) যথার্থ, আমিও এই কথাটি ভাবি, তা জিজ্ঞাসা করবো, মনে করি, কিন্তু ছাই আর মনে পড়ে না।

মুক্তা।—আজ রসো আমি জিজ্ঞাসা কর্চ্চি (চিন্তা করিয়া) যাহোক ভাই, সে ভাবনা কিছু বড় নয়, তিনি এসে কদিন যেন এই খানেই আছেন, তার পর, বরাবোর কোথায় থাক্‌বেন সেই ভাবনাই বড়, তার উপায় কি ?

রত্ন।—তার ভাবনা কি ? এখানে আর কেউ তো আসে'না, কেবল আম্‌রাই থাকি বৈত নয়। এখন এই খানেই থাকুন, তার পর প্রকারান্তরে রাণীকে জানিয়ে যা হয় করা যাবে।

[চন্দ্রকেতুর প্রবেশ]

চন্দ্র।—(স্বগত) প্রিয়া এখন কোথায় আছেন ? (সম্মুখে দেখিয়া) এই বসবার ঘরেই আছেন কি, দেখি দেখি। (দেখিয়া) এই যে বসে রত্নমঞ্জরীর সহিত কি কথা বার্ত্তা কচ্চেন। আহা আজ্‌ আবার কি শোভাই দেখচি, আজ আবার যেন আরো নতুন বোধ হচ্চে। বেশভূষা করে যথার্থই মুক্তালতার ন্যায় বড় শোভাই হয়েচে।

(গমন)

মুক্তা।—(চিন্তা করিয়া) তাই যা হয় করো, এখন তিনি আছেন কোথায়, জান কি ?

চন্দ্র।—(শুনিয়া) তবে তো আমারি কথা হচ্চে। ভাল, কি কথাটা হয় শুনিইনা কেন।

(অন্তরালে অবস্থিতি)

রত্ন।—তিনি কোথায় আছেন তা আমি কি করে জানবো ? তুমি এখন আপনিই জানবে।

মুক্তা।—তা বলে কি জিজ্ঞাসাও কর্ত্তে নেই।

রত্ন।—কেন জিজ্ঞাসাইবা কর্‌বে কেন ? তিনি তোমারি বস্তু, তোমার কাচেই আছেন। আমরা বরঞ্চ এক দিন এসে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি, যে রাজকুমার কোথা আছেন।

চন্দ্র।—সখী বেশ বলেচে। যথার্থই ওরা কেবল দেক্‌বা শোনবার পাত্রী। ওদের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি ?

মুক্তা। —যাহোক ভাই, কি সুমধুর কথা নিয়েই পৃথিবীতে এসে জন্মে ছিলে। তা আমার জিজ্ঞাসা করাই ঘাট হয়েচে।

রত্ন।—না না অমন কথা বলো না, যার কর্ম্ম তাকে সাজে অন্যেকে তা লাঠি বাজে, এত জান।

মুক্তা।—(ঈর্ষান্বিত হইয়া) না ভাই, আর তোমার নানা কথায় কাজ নেই।

রত্ন।—না ভাই রাগ করো না। এতই যদি থাক্‌তে পার না, তবে আপনার নয়ন ছাড়া কর কেন ?

চন্দ্র।—(স্বগত) আহা সখি! বড় কথাই বলেচে। আমার মনটা হয় যে, একবারো প্রিয়ার নয়ন ছাড়া না হই। দেখি প্রিয়াইবা এতে কি বলেন।

মুক্তা।—সেটা কি আপন ইচ্ছায় করি।

চন্দ্র।—প্রিয়ার তবে এর জন্যে ক্ষোভ আচে, আহা এর বাড়া আর আমার সৌভাগ্যের কথা কিছুই নাই, ভগবান এই জন্যেই সুন্দর বস্তুকে দুর্লভ করেন। দুর্লভ বস্তু পেতে একটু বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু পেলে যে কত সুখোদয় তা এক মুখে বল্‌তে পারা যায় না। আমারও তেমনি প্রিয়ার নিকট সর্ব্বদা সহবাস না হলেও এই সকল কথায় বড় সুখোদয় হয়।

রত্ন।—(হাস্য করিয়া) তবে না হয় আমি ওঁকে আনিগে।

(গাত্রোত্থান)

চন্দ্র।—আন্‌তে আর কোথাও যেতে হবে না, আমি আপনিই এই এসে রয়েচি।

মুক্তা।—(ধরিয়া) না না সখি, তোমায় আর আন্‌তে যেতে হবে না।

রত্ন।—তার আর লজ্জাকি, আমি সখী বৈতোনই, আমাদের তো ঐ কর্ম্ম।

মুক্তা।—(সহাস্যে) বেশ ২, তোমাদের ঐ কর্ম্মই বটে, তোমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু, এখন স্থির হয়ে বোসো। (ধরিয়া রত্নমঞ্জরীকে বসাইলেন)

চন্দ্র।—প্রিয়া লজ্জাতেই সখীকে আস্‌তে দিলেন্ না দেখচি, কিন্তু মনে২ ইচ্ছাটা আচে বোধ হচ্চে। তা যাহোক সখীকে না বল্যেও এ দেখে আমি আর থাক্‌তে পারিনে।

রত্ন।—আর অধিক ক্ষণ ভাব্‌তে হবেনা, তুমি যেমন বেশভূষা করে বসে আচ, তিনিও তেমনি তোমার কাচে আস্‌বেন বলে বেশভূষা কচ্চেন তা এসেন এই।

চন্দ্র।—এই কথাটিতে কি বলেন।

মুক্তা।—(ঈষৎহাস্যে) আমার নিমিত্তে তাঁকে আর বেশভূষা কর্‌তে হয় কি আমারি বরঞ্চ তা বটে।

রত্ন।—ভাই তা মনে করো না, যেমন তোমার আপনার মন, তার অধিক জেনো আবার তাঁর মন।

মহিষী।—তার কথা কি, মুক্তাবলী আমাদের একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব। তা যাহোক, এখন একটি মনের মতন রাজকুমারের সহিত বিবাহটী হলেই বড় সুখী হই।

সখী।—তা বৈ কি, তার বাড়া আর সুখের কথা কি আছে (দেখিয়া) এই ঘরের মধ্যেই বুঝি বসে আচেন, আসুন।

মহিষী।—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যে) সখি একি, মুক্তাবলীর কাচে যে একটি পুরুষমানুষ বসে রয়েচে, দেখ্‌চি। বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, ওমা সেকি!

সখী।—(আশ্চর্য্যে) তাইতো, এযে বড় লজ্জার কথা, এখন বিয়ে হয়নি, ইরি মধ্যে একি করে বস্‌লো। দেখে শুনে আমার আর কথা সরে না।

(চিবুকে অঙ্গুলিস্পর্শ)

মহিষী।—(সক্রোধে) তাহবে বৈ আর কি, আমি তো রাজাকে পূর্ব্বেই বলেছিলেম, যে মেয়ে দিনকের দিন বাড়চে, এই বেলা বিয়ে দাও। তা আমার কথা কানেও শুনলেন না, এখন তার ফল স্বচক্ষে এসে দেখুন। চল এখন তাঁকেই গিয়ে বলি।

সখী।—তাই চলুন।

[প্রস্থান।

মুক্তা।—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাতো সকল জানি কিন্তু নাথ, তুমি এখানে এলে কি কোরে তাই আমাকে বলনা।

চন্দ্র।—তাই শুনবে? শুন, বড় আশ্চর্য্যগল্প। তারপর তুমি যে সেই হার পাঠিয়ে ছিলে, তাই নিয়ে, শুকের সহিত পরামর্শ কোরে বাড়ি থেকে বাহির হলেম, তার পর কিছু দিন চলিতে ২ একটা ভয়ানক বনে এসে পড়্‌লেম, সে বনের কথা বোলবো কি।

নিবিড় কানন সেই অতি ভয়ঙ্কর।
ব্যাঘ্র আদি বনপশু ভ্রমে নিরন্তর॥
মানবের সমাগম নাহিক তথায়।
শুদ্ধমাত্র বনচর ফেরে মৃগয়ায়॥

প্রিয়ে! সে অত্যন্ত ভয়ানক বন, দেকলে হৃদয় কম্পিত হতে থাকে। আমি সেই বনের মধ্যে দিয়ে আস্‌চি, এমন সময় বিকটাকার একটা গন্ধর্ব্ব আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো, হুয়ে বল্লে ওরে দুরাত্মন্ তুই এ বন দিয়ে কোথায় যাবি, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাই, এই বলে আমাকে বজ্রাঘাতের মতন নিষ্ঠুর প্রহার করতে লাগলো।

মুক্তা।—(সভয়ে) কি তোমায় প্রহার করতে লাগলো, আহা, তোমার কোমল অঙ্গে কতই লেগেচে!

চন্দ্র।—তাতে আমাকে আর কি লাগবে, আমিও বরং তার সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ

করে, শেষে পরাজয় করাতে সে মিনতি করে বল্লে যে, আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না, এই পর্য্যন্ত আপনার আমি ভৃত্যের মত হলেম, যখন আমাকে স্মরণ করবেন আমি তৎক্ষণাৎ এসে আপনার কার্য্য সাধন করবো।

মুক্তা।—সেকি, গন্ধর্ব্ব তোমার এমন বাধ্য হোলো! তার পর কি করলেন!

চন্দ্র।—তার পর ক্রমে ২ আমি এই দেশে এসে উপস্থিত হলেম। কিন্ত তোমার কাচে আসবার কোন উপায় না পেয়ে, গন্ধর্ব্বকে স্মরণ করে ছিলেম, তাতে সেই এসে আমাকে তোমার বাগানে রেখে গেল।

মুক্তা।—ভাল, তবে তোমার সে শুক পাখিটি কোথায় রইল।

চন্দ্র।—সেও পথ থেকে আবার সেই নন্দন বাগানে উড়ে গেল।

[ক্লীবের সহিত ক্রোধিত রাজার প্রবেশ]

(চন্দ্রকেতু ও মক্তাবলী দেখিয়া সভয়ে স্থিতি)

রাজা।—(সক্রোধে চন্দ্রকেতুর প্রতি) ওরে দুরাত্মন নরাধম পাপিষ্ঠ তুই কে, তোর কি মনে একটু ভয় নাই, যে তুই কোথায় এসেচিস্, ওরে হতভাগ্য কুলাঙ্গার তোকে এমন কর্ম্ম কর্ত্তে কে লওয়ালে? তোর কি মরণের ভয় নাই। জানিস্নে, এখনি তোর প্রাণ হরণ করবো। (মুক্তাবলীর প্রতি) অরে পাপীয়সি! তোর মনে কি এই ছিল, যে তোহতে আমার এই অকলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হলো। আঃ পিতৃঘাতিনি! কি করিলি (কম্পিত কলেবর হইয়া) (ক্লীবের প্রতি) অরে এই পাপিষ্ঠ চোর বেটাকে বন্ধন করে লয়ে, বুকে পাথর দিয়ে, কারাগারে বন্ধ রাখগে, এর উচিত শাস্তি দিব।

ক্লীব।—যো হুকুম মহারাজ।

(চন্দ্রকেতুকে বন্ধন)

(রাজার প্রস্থান)

মুক্তা।—(দেখিয়া স্বগত) হা অদৃষ্ট! এও আমায় দেখতে হলো! হা ভগবান্! হতভাগিনীর কপালে কি এই লিখেছিলে।

চন্দ্র।—(স্বগত) কি করি, এখন কে রক্ষা করবে। হে জগদীশ্বর! তোমার নিকট কি অপরাধী হয়ে ছিলেম। (মুক্তাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়াকে দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হচ্চে।

(ক্লীবের সহিত সজলনয়নে প্রস্থান)

মুক্তা।—(উচ্চস্বরে রোদন করত ভূতলে পতিত হইয়া) হায় কি হইল, হে জগদীশ্বর! এ অভাগিনীর কপালে কি এই ছিলো যে আমার নিমিত্ত প্রাণেশ্বর কারাবদ্ধ হলেন। হা নাথ! তোমার অদর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি তোমাবৈ আর কিছু জানি না, এত দিন এক দেহের ন্যায় ছিলেন। তুমি নৈলে কে আমার এ তাপিত হৃদয় শীতল করবে? একবার দর্শন দাও। আমি তোমার জন্যে পিতা মাতার ভয় রাখিনি, আত্মীয়গণের অপেক্ষা করিনি,

লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। তুমি কারাগারে রৈলে, আমি এখনো জীবিত আচি (শিরে করাঘাত) আমার বাড়া কৃতঘ্ন আর পৃথিবীতে নাই! হে মা কালি! বিশ্বরূপা, আমি কি এই জন্যে তোমার অর্চনা কর্তেম? হে ভগবন্! তুমি আমার হৃদয়কে কি পাষাণে নির্ম্মাণ করেচ, (কঙ্কণাঘাত করিয়া) নৈলে এখনো বিদীর্ণ হয়না কেন?

(মূর্চ্ছাপন্ন)

[শশব্যস্ত অনুপরেখার প্রবেশ]

অনুপ।—(স্বগত) ইকি বিড়ম্বনা! হায় ভগবন্ কেন এমন কল্লে, না জানি রাজকুমারী কি কচ্চেন, তাঁর সাক্ষাতেই রাজকুমারকে ধরে আনা হয়েচে. (মুক্তাবলীকে সম্মুখে পতিত দেখিয়া) একি ২! (ধরিয়া) আহা মূর্চ্ছাগত হয়েচেন যে।

(বসন দ্বারা বায়ু প্রদান)

মুক্তা।—(সচকিতা) এই যে আবার বেঁচেচি, হায়! মনে কর্লেই যদি মৃত্যু হতো, তা হলে আর ভাবনা কি ছিলো। হা পিতা মাতা! আমাকেও কারাগারে বদ্ধ কর্লে না কেন? সেও যে আমার ভাল ছিলো। (অনুপরেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কেও অনুপরেখা? যাতে শীঘ্র আমার মৃত্যু হয় তুমি এমন কোন উপায় কর।

অনু।—সে কি রাজকুমারি? একটু স্থির হও

মুক্তা।—আর কতক্ষণ এ যন্ত্রণা সহ্য করবো শীঘ্র আমার মরণি ভাল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে মা পৃথিবী! তুমি দুখণ্ড হও, হয়ে আমায় একটু স্থান দাও, তুমিই আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর। এর পর প্রাণেশ্বরের আর কোন অনিষ্ট সম্বাদ শুন্তে পারবো না।

(রাগিণী [illegible] ট, তাল মধ্যমান)

এই ছিলো কি আমার কপালে।
যন্ত্রণা সহিতে আমার অঙ্গ ভাসে নয়ন জলে।
মরিরে অনুপরেখা, একবার প্রাণনাথকে দেখা,
এই দেখা জনমের দেখা,
আর হবে না প্রাণে মলে॥
তার বিরহে প্রাণ বিদরে, কি করে আর রব ঘরে;
বিনে সেই জলধরে, ত্যজিব জীবন জলে॥
কোথা গেলে প্রাণনাথ, করিয়ে আমায় অনাথ,
কি হবে অধিনী জনে দুঃখ সলিলে ভাসালে॥

অনুপ।—রাজনন্দিনী! একটু ক্ষান্ত হও, ভয় কি, রোদন করোনা।

(রাগিণী ললিত, তাল আড়া)

রোদন করোনা ধনী, পাবে পুন প্রাণেশ্বরে।
জনক জননী তব কভু না বধিবে তাঁরে ॥
ক্রোধ করি কারাগারে, রেখেচেন ক্ষণেকের তরে,
শেষে তব স্নেহ ভরে, পাঠাবেন যতন করে ॥
আসিবেন প্রাণ ধন, যুড়াইবে প্রাণ মন,
সুখ সলিলে ভাসিবে দুঃখ যাইবে অন্তরে ॥

(নেপথ্যে ঘোরতর শব্দ)

মুক্তা।—(শুনিয়া শশঙ্কচিত্তে) ঐ আবার কি শব্দ হচ্চে, বুঝি প্রাণনাথেরি অনিষ্ট ঘটলো।

অনুপ।—না না, আপনার সে ভাবনা নাই, বাপ মায়ে কি তেমন নিষ্ঠুরের মত কর্ম্ম করতে পারবেন? তা কখন পারবেন না।

মুক্তা।—তাঁদের দোষ কি, আমার অদৃষ্টের দোষ, ভগবান আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েচেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) তবুও পাষাণ প্রাণ আর বেরুতে চায়না।

(সরোদন প্রায় স্থিতি)

(দ্রুতগমনে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

চন্দ্র।—(সজল নয়নে) প্রিয়ে ভয় নাই, এই আমি এসেচি, আর রোদন করোনা।

(হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

মুক্তা।—(দেখিয়া) এসো নাথ, এসো এসো, তোমার ঐ চন্দ্রবদন পুনরায় যে দেখতে পাব এমন আশা ছিল না, আহা নাথ! তুমি যে কত দুঃখ পেলে তা কিছু বলা যায় না, কেবল এই হতভাগিনীর জন্যেই তোমার এত দুঃখ।

চন্দ্র।—প্রিয়ে, আর দুঃখ কি, তোমার মুখচন্দ্র দেখে সকল দুঃখ দূর হলো। আহা, তোমার মুখকমল নয়নজলে মলিন হয়েচে, (উত্তরীয় বসনদ্বারা নয়নজল মোচন করিয়া) যাহোক, আর কোন দুঃখই করোনা।

(উপবেশন)

মুক্তা।—নাথ। তুমি সে বিপদ হতে এলে কি প্রকারে?

চন্দ্র।—হাঁ তা বলি, তার পরে যে আমাদের কার্য্য সাধন হবে তারো উপায় হয়েচে, সে সব বলচি শোন। প্রথমে আমাকে নিয়ে গিয়ে কারাগারে রাখলে, আমি আসবার কোন উপায় না পেয়ে, সেই গন্ধর্ব্বকে স্মরণ কল্লেম, সে এসে আমায় মুক্ত কল্লে, তার পর আমি তাকে বল্লেম, আমার কার্য্যসিদ্ধির উপায় কি?

মুক্তা।—সে গন্ধর্ব্ব তো তোমার বড় উপকারী, তারপর সে কি করলে?

অনুপ।—উনি তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন, এ তার প্রাণ দিয়েও করা উচিত বটে।

চন্দ্র।—তাতে সে বল্লে, রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করে তোমাকে রাজা করবো। আমি বল্লেম, না মহারাজকে প্রাণে মেরো না, বরং আর কোন উপায়ে হয়তো তা কর। এই কথা শুনে সে পুনরায় বল্লে সে, ভয় দেখাবার জন্যে আমি রাজাকে ক্ষণকাল শূন্য পথে নিয়ে গিয়ে রাখবো, তা হলেই তোমার কার্য্য সাধন হবে। তার পর আমি তার এই কথাতেই সম্মত হয়ে আসচি সেও রাজসভায় গেল।

(মুক্তাবলী সভয়া)

নেপথ্যে গেলেম ২, রক্ষা কর।

মুক্তা।—(সভয়ে) নাথ! রক্ষা কর ২। ঐ কিসের শব্দ হলো, আমার অত্যন্ত ভয় হচ্চে।

(হস্ত ধারণ)

চন্দ্র।—প্রিয়ে। ভয় নাই, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলেচি, যে গন্ধর্ব্ব এই এই করবে, তাতে আর ভয় কি।

(ছিন্ন ভিন্ন বেশে মহিষীর প্রবেশ)

মহিষী।—(সকাতরে) রক্ষা কর ২ (সরোদনে) বৎস! তুমি কে, দেবতা, কি মনুষ্য, তা জানি না, তোমার অদ্ভুত কর্ম্ম দেখে অত্যন্ত্য ভয় হয়েচে, তোমার প্রেরিত কে একটা যক্ষ, কি গন্ধর্ব্ব, এসে মহারাজকে শূন্যে তুলে নিয়ে গেলো। এখন মহারাজকে আনুত বল।

(শশবাস্তে মুক্তাবলী ও চন্দ্রকেতুর উঠিয়া প্রণিপাত)

মুক্তা।—নাথ! কি হলো, পিতা বুঝি প্রাণে মলেন।

চন্দ্র।—জননী, ভয় নাই, আমি আপনার পুত্র পুত্রকে যা বলেন তাই কচ্চি, আমি মহারাজকে আনাচ্চি, আপনি আর রোদন করবেন না।

(গন্ধর্বের প্রতি স্মরণ)

উর্দ্ধ হইতে অচৈতন্য রাজার সহিত গন্ধর্বের আগমন, ও যুবরাজ সম্মুখে স্থিতি, দেখিয়া সকলের ভয়প্রকাশ।

চন্দ্র।—তোমাদের ভয় করবার প্রয়োজন নাই, উনি আমার পরম বন্ধু।

রাজা।—(চৈতন্য পাইয়া সবিনয়ে কুমারের প্রতি) মহাশয়, আপনি কে, পরিচয় দিয়ে আমার সর্ব্বস্বধন মুক্তাবলীকে গ্রহণ করুন, আমি বিশেষ না জেনেই আপনাকে এরূপ ক্লেশ দিয়েচি।

চন্দ্র।—(নিকটে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক) মহারাজ, আমি আপনার পুত্রতুল্য, পুত্রকে এত বিনয় করবার আবশ্যক নাই :

(মুক্তাবলীও পিতাকে প্রণিপাত করিলেন)

রাজা।—বৎস, পরিচয় প্রদান করে আমার ভয় ভঞ্জন কর।

(চন্দ্রকেতুর ইঙ্গিত দ্বারা গন্ধর্ব্বের পরিচয় প্রদান)

গন্ধর্ব্ব।—মহারাজ, যুবরাজের পিতা মগধ দেশস্থ রাজা হংসধ্বজ, ওঁর নাম চন্দ্রকেতু।

রাজা।—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) বাপু, কৃতার্থ হলেম, আমার আজ বংশ উজ্জ্বল হোলো যে তোমাকে জামাতা রূপে প্রাপ্ত হলেম। এই আসনে উপবেশন কর।

(উপবেশনের আদেশ, ও আপনার উপবেশন এবং চন্দ্রকেতুর উপবেশন)

গন্ধর্ব্ব।—মহারাজ, যেমন আপনি, যুবরাজ আপনার উপযুক্ত জামাতাই বটেন, যেমন বংশে জন্ম চক্রবর্ত্তী মহারাজা হংসধ্বজের তনয়, আর-গুণও তেমনি। মনুষ্যের মধ্যে একত্রে সমুদয় গুণ থাকা বড় কঠিন। কিন্তু যুবরাজ সকল গুণেরই আধার।

রাজা।—আরো সুখের বিষয়, মগধ দেশাধিপতির বৈবাহিক হলেম, তা ভগবান আমার অজ্ঞাতসারেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেচেন।

চন্দ্র।—(সবিনয়ে) আপনি পিতৃতুল্য, তা পুত্র প্রতি এইরূপ স্নেহই রাখবেন।

(নেপথ্যে নিশীথ সময়ের সঙ্গীত)

(রাগিণী বেহাগ, তাল আড়া)

অতি ঘোর রজনী।
অপার আনন্দ রসে মজ সজনী॥
নক্ষত্রে হয়ে বেষ্টিত, গগনে চন্দ্র উদিত,
কিবা শোভা চমকিত, হেরলো ধরণী॥
হেরে পূর্ণ শশধরে, কুমুদিনী সরোবরে,
প্রকাশে আমোদ ভরে, হয়ে প্রণয়িনী॥
কমলিনী মুদিত, চক্রবাকী বিষাদিত।
সতত বিরহানলে, দহে বিরহিণী॥

রাজা।—তবে অধিক রাত্রি হয়েচে, আর জাগরণ করে প্রয়োজন নাই, কাল শুভক্ষণ দেখে, বিবাহাদি কর্ম্ম বিধিমতে সম্পূর্ণ করা যাবে, এখন সকলে অন্তঃপুরে এস।

(সকলের উত্থান)

গন্ধর্ব।—মহারাজ, আজ্ঞা করুন আমি আসি।

রাজা।—হাঁ এসো।

(গন্ধর্ব্বের প্রস্থান)

(অন্য দিগ দিয়া রাজার পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান)

(তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত)

চতুর্থ অঙ্ক

(রাজসভা, রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক ও অন্যান্য সভাজন সকলে উপবিষ্ট আছেন)

রাজা।—(স্বগত) আহা, আজ কি সুখের দিন; মুক্তাবলীকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত করবো এই বহুকালের মানস, তা ভগবান আজ পরিপূর্ণ করলেন। (সভার চতুর্দ্দিক দেখিয়া) এই যে সভাসদ্‌গণ সকলেই এসেচেন। (প্রকাশে মন্ত্রীর প্রতি) কেমন মন্ত্রী, সকলের আগমনে সভার আজ বড় শোভাই হয়েচে।

মন্ত্রী।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করেচেন, বড় চমৎকারি হয়েচে।

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য, তুমি কি বল।

বিদূ।—তা হবেই না কেন, কেমন সব সভাসদ্‌গুলি বসে আচেন।

রাজা।—(সহাস্যে) আর কেউ থাকুক আর না থাকুক, ভাই তুমি তো আচ, তা হলেই হয়েচে। তুমিই আমাদের একায় একশত। (মন্ত্রীর প্রতি) সে যাহোক, অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হচ্চে, তুমি একটু সতর্ক থেকে দেখো যেন কারু কোন প্রকারে সম্মানের ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী।—(করযোড়ে) যে আজ্ঞা মহারাজ, যথাসাধ্যরূপে সতর্ক থাকলেম, কোন চিন্তা করবেন না।

রাজা।—ভাল, তুমি অতি সুবুদ্ধি পণ্ডিত, তাতে অকৌশল ঘটবার সম্ভাবনা কি ?

মন্ত্রী।—সকলি মহারাজের অনুগ্রহ, আর আপনার সাধারণের প্রতি যেরূপ দয়া দাক্ষিণ্য আছে, তায় কোন ব্যক্তি অবাধ্য নাই।

রাজা।—এখন একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে চন্দ্রকেতুকে আনয়ন কর।

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞা, চল্লেম।

(প্রস্থান)

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) ভাই বয়স্য, দেখ দেখি, আজ আমাদের আমোদের দিন হে, আজ সকল মনোরথ সফল হলো।

বিদূ।—আজ্ঞে হাঁ, উৎসবের দিন তার আর সন্দেহ কি, কিন্তু ঐ যে বল্লেন আমাদের আমোদের দিন, তা আপনাদের কিসে, আমোদ যা, তা আমারি।

রাজা।—কেবল তোমারি, আমাদের কি কারু নয় ?

বিদূ।—কিসে, আপনারা কি আহার করতে পারেন যে আমোদ হবে, আপনাদের ও কথা বলাই উচিত নয়।

রাজা।—(সহাস্যে) বয়স্য, তুমি আহারটাই শিকেচ ভাল।

বিদূ।—তা আহার ভিন্ন আর আমোদের বিষয় কি আছে বলুন, আমি তো যা বুঝি।

রাজা।—হাঁ, তুমিই বুঝেচো ভাল, তা ভাই বেশ, যাহোক এখন একটু সাবধান

হয়ে বোস, আর কথাবার্ত্তাগুলোও একটু বিবেচনা করে কও, আজকের সভায় যেন অভব্যতা প্রকাশ না পায়।

বিদু।—কেন, এই ত আমি সাবধান হয়েই আছি, তাকি আবার আপনাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

রাজা।—তাই বল্‌চি, বলি সেইটে হলেই ভাল হয়।

বিদু।—বিলক্ষণ, তা আমি অবগত আছি, তাই বলুন্‌ যে ওটা স্মরণ করে দিচ্চেন, যা বলোন আমোদেতেই ভুলে যেতে হয়।

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো।—মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করি।

রাজা।—আসুন মহাশয়, প্রণাম। (করযোড় কপালে প্রদান করিয়া) এই আসনে উপবেশন করুন।

(আসন প্রদর্শন)

বিদু।—কিগো খুড়ো মহাশয় নাকি, আসুন ২ নমস্কার করি।

(নমস্কার)

পুরো।—(নস্য লইয়া) ঐ হেঁ হেঁ বাপু এলেম।

(উপবেশন)

রাজা।—(পুরোহিতের প্রতি) মহাশয়, সমুদায় কুশল তো ?

পুরো।—আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, আপনার কল্যাণে সমস্তই কুশল।

বিদু।—আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু একটা কেবল—

(পুরোহিতের প্রতি দৃষ্টিপাত)

পুরো।—(সক্রোধে) এই—এই—অব্যবস্থিত ব্যাল্লিকটা পরিত্যক্ত আরম্ভ করলে।

রাজা।—(সহাস্যে) ভাল কি বল না শুনি, এতে আর লজ্জা কি।

বিদু।—তাই তো, ঘোল মাগ্‌তে আর পশ্চাতে ভাণ্ড কেন, খোলাশায় সব ভাল বাপু বোঝোনা, রাগ্‌ করো না। (রাজার প্রতি) মহারাজ! বলি এমন কিছু নয়, এই কতকগুলিন পরিবার নিয়ে খুড়োমশায়ের সদাসর্ব্বদা অপ্রতুল, তাই বল্‌ছিলেম আর কি।

রাজা।—(সহাস্যে) এই কথা, তার চিন্তা কি।

বিদু।—আপনি চিরজীবী হোন। (সগর্ব্বে পুরোহিতের প্রতি) বাপুহে, রাগ কচ্চির্লে, এাকি তোমার তেমন ভাইপো, এ মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম করে না। এখন হাসি ২ মুখখানি হয়েচে।

পুরো।—নে বাপু। আর গোল করিস্‌ নে।

রাজা।—(বিদুষকের প্রতি) যাহোক, এখন ও কৌতুক রাখ, একবার উঠে দেখ দেখি, মন্ত্রী রাজপুত্রকে নিয়ে আস্‌চেন্‌ কি না, এত বিলম্ব হচ্চে কেন।

বিদু।—তিনি এই যাচ্চেন বৈত নয়, তিনি যাবেন, তার পর রাজপুত্রের বেশভূষা

হবে, তবেত আস্‌বেন, তা আস্‌চেন এই ৷.

(কুমারাখ্য ক্লীবের প্রবেশ)

কুমার।—(করযোড়ে) মহারাজের জয় হউক্‌, মহারাজ! মন্ত্রী কুমারকে লয়ে আস্‌চেন।

রাজা।—ভাল, শীঘ্র আস্‌তে বলগে।

কুমার।—যে আজ্ঞা চল্যেম্‌।

(প্রস্থান)

(মন্ত্রীসহ চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

(অভিমুখে আসিয়া চন্দ্রকেতুর রাজাকে প্রণিপাত)

রাজা।—(শশব্যস্ত গাত্রোত্থান করত) এস বাপু, চিরজীবী হও। এই পার্শ্বস্থিত সিংহাসনে উপবেশন কর।

(চন্দ্রকেতুর উপবেশন)

বিদূ।—মহারাজ, আপনার যেমন মন, আর যেমন মুক্তাবলী কন্যা, রাজপুত্র তার উপযুক্তই বটেন, রাজকুমার রূপ গুণ সর্ব্বপ্রকারেই উত্তম।

রাজা।—তার আশ্চর্য্য কি ভাই, সিংহের সন্তান সিংহই হয়, রাজকুমার কেমন বংশে জন্মেচেন, আর কেমন লোকের সন্তান (চন্দ্রকেতুর প্রতি) বৎস, না বুঝে ক্রোধ করে তোমায় অনেক ক্লেশ দেওয়া হয়েচে, তা কিছু মনে করোনা, রাগ চণ্ডাল, মনুষ্যকে আশ্রয় করলে আর জ্ঞান থাকে না।

চন্দ্র।—মহারাজ, পিতার নিকট পুত্র সর্ব্বথাই দণ্ডনীয়, তা আমিও পুত্রস্বরূপ বৈতোনই।

রাজা।—(মন্ত্রীর প্রতি) তবে মন্ত্রী, বিবাহের অন্যান্য সকল বিষয়ের আয়োজন হয়েচে?

মন্ত্রী।—(করযোড়ে) আজ্ঞে হাঁ, সকলি প্রস্তুত।

বিদূ।—মহারাজ সেকি, আবার বিবাহ, একবার তো গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয়েচে।

রাজা—তাই তো হে, বলি কি আবার বিধিমতে দান করবো তা নয়, তবে একবার সকলকে জানান মাত্র।

বিদূ।—হাঁ তাই হোক, নতুবা আবার বিবাহ কি, (সহাস্যে) তাও বটে, আপনার কন্যার বিবাহ, ব্রাহ্মণসজ্জন আমরা পাঁচ জন না জান্‌লেই বা ভাল হয় কৈ।

রাজা।— তাই হে।

বিদূ।—তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

পুরো।—(নস্য গ্রহণ করিয়া) আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আর বিলম্বের আবশ্যক কি, শাস্ত্র যুক্তি উভয়তই প্রমাণ আছে, শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম, শুভ কর্ম্মটা শীঘ্রই নির্ব্বাহ করা উচিত।

রাজা।—হাঁ বিলম্বের আর আবশ্যক করে না বটে। বিশেষ আপনাদের সকলকার

অনুমতি হচ্চে, এর অধিক আর শুভক্ষণ কি আছে (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রিন্। অন্তঃপুর হতে কন্যা মুক্তাবলীকে আনাও, আর দেখ, নর্ত্তক নর্ত্তকী গায়ক গায়িকাদিগের নৃত্য গীত করতে বলগে, বাদ্যকর দিগের স্থানে ২ বেণু বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্য করতে আদেশ দাওগে, অন্তঃপুরে স্ত্রীজনেরা যেন মঙ্গল-সূচক শঙ্খধ্বনি করে, আর, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীন দরিদ্র অনাথ কুব্জ অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি ভাট ভিক্ষুকদিগের অনবরত ধনদান করুগে, ইহাতে কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। এবং সেনাপতি সিংহমিত্রকে বল যে কারাগৃহে যত বন্ধ ব্যক্তি আছে, সকলের যেন বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই সকল সম্পন্ন হতে হতেই তুমি মুক্তাবলীকেও শীঘ্র নিয়ে এসো।

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞা মহারাজ, চল্লেম।

(প্রস্থান)

(অন্য দিগ দিয়া ভাটের প্রবেশ)

ভাট।—(সভার চতুর্দ্দিক দেখিয়া)

ভূপলকী আশীষ রাজ, বিজয়সেন মহারাজ।
আপনীকে মহিমাগুণ, অবনীপুর ছায়ে।
নারায়ণ বিধি শঙ্কর, উনকে নিত সেবা কর।
ইন্দ্রকে সমান আপ, সিংহাসন পায়ে॥
সেসী মোহন মূরত, তৈসী সুন্দর সূরত।
নিরখ নিরখ সকল লোক, জগমে গুণ গায়ে।
কৃষ্ণভট্ট কহত বাত, অরিগণ সব অবনিনাথ,
গর্ব্ব খর্ব্ব মানকে তুহমারে গুণ গায়ে॥

(হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া) মহারাজ আশীর্ব্বাদ লীজে।

রাজা।—কে ও, ভট্টরাজ, এসো ২, বোসো।

(ভাটের উপবেশন)

(নেপথ্যে নানাবিধ বাদ্য ও মঙ্গল ধ্বনি)

বিদূ।—(উঠিয়া) বাহবা, বাহবা, বাহবা, বাহবা।

(কক্ষবাদ্য করত নৃত্য)

রাজা—ও কিহে, ও আবার কি।

বিদূ।—বিলক্ষণ মহারাজ, এমন সময় একটু নৃত্য করবোনা, দেখুন দেখি, সকলেই গান বাদ্য আরম্ভ করেচে, মেয়েরা মঙ্গল ধ্বনি করচে, এতে কি চুপ্ করে থাকা যায়, না সেইটেই ভাল হয়, দেখুন আমার পা যেন আপনিই উঠচে।

রাজা।—দূর মূর্খ।

বিদূ।—মূর্খ নই, এই মূর্খ্য।

রাজা।—হাঁ, তা বটে।

(সকলের হাস্য)

বিদূ।—আপনি পরিহাস করবেন না।

রাজা।—না! তা কেন ভাই, পরিহাসের বিষয় কি, আজতো আমোদেরি দিন।

মন্ত্রী।—(প্রবেশ করিয়া) মহারাজ! আপনার আজ্ঞানুসারে সকলকেই আদেশ করা হয়েচে, আর রাজকন্যা মুক্তাবলীও আসচেন।

রাজা।—ভাল, আসুন।

বিদূ।—ও বাবা! তবে আমি বসি, পরম্পরায় মহিষী শুনলে আর রক্ষা থাকবে না।

(উপবেশন)

রাজা।—(স্বগত) আহা! ভগবান যে কখন কি ঘটনা উপস্থিত করেন তা কিছুই জানা যায় না, তাঁর অপার মহিমা! কাল সেই সময়টায় কি অমঙ্গলেরই বিষয় সবল হয়ে উঠেছিলো, আজ আবার অপার সুখসাগরে নিমগ্ন কচ্চেন।

(রত্নমঞ্জরী সখীসহ রাজনন্দিনীর প্রবেশ)

মুক্তা।—(জনান্তিকে) ভাই! শেষটায় সকলি হোলো, কিন্তু আমি যে, অজ্ঞাতসারে রাজকুমারকে রেখে ছিলেম, সেইটেই কেবল চিরকালের তরে একটা লজ্জার নিমিত্তে রইল।

রত্ন।—(জনান্তিকে) সখি, তায় আর তোমার লজ্জা কি, এমনধারা কত শত রাজকন্যারা আপনিই ইচ্ছামত পতিকে বরণ করেন, তার পরে বাপ মায়ে টের পায়। এখন এসো।

(মুক্তাবলার রাজার নিকটে গিয়া চরণে প্রণিপাত ও সলজ্জে স্থিতি)

রাজা।—(দেখিয়া) এলে মা, এসো ২, আমি বাপ হয়ে তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়েচি, তা মা সেটা না জান্তে পেরেই হয়েছিল, তার পরে আমিও মনে ২ অনেক দুঃখ পেয়েচি, তবে এখন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে সকল দুঃখ দূর করি, তুমিও পিতা বলে সে দুঃখ বিস্মৃত হও।

বিদূ।—মহারাজ! তার আর আপনি কি বলচেন, বাপ মায় যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করে তেমনি শাসন করে থাকে, তবে এতে আর দুঃখ কি।

রাজা।—(মুক্তাবলীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, চন্দ্রকেতুর হস্তে অর্পণ করত, চন্দ্রকেতুর প্রতি) বৎস, সকলের সমক্ষে জীবিত সর্ব্বস্ব মুক্তাবলীকে তোমায় সমর্পণ করলেম, এই গ্রহণ কর। আমাদের এই একমাত্র কন্যা, কিন্তু জগদীশ্বর তোমায় জামাতা করে দিয়ে আমার পুত্রমুখ নিরীক্ষণের আশা পরিপূর্ণ করলেন। এখন আশীর্ব্বাদ করি, কুলদেবতা তোমাদের উভয়কে দীর্ঘজীবী করুন, নিরাপদে এই রাজ্য প্রতিপালন কর, প্রজাগণ সুখে থাকুক, দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে সুযশ বিস্তার করুক, লক্ষ্মী অচলা হউন,

আর তুমি ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট কর, দেখে আমরাও সুখী হই।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

বিদু।—মহারাজ! অবশ্য তাই হবে।

রাজা।—(মন্ত্রীর প্রতি) আমি তবে একবার এদের লয়ে অন্তঃপুরে যাই। (ব্রাহ্মণগণের প্রতি) আপনারা আজ্ঞা করুন।

(সকলেরই আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ)

(রাজা সপ্রণাম হইলেন)

ভাট।—(যশোবর্ণন এবং আশীর্ব্বাদ।)

বাজে বীণ কানুন দারা মৃদঙ্গ।
পিয়ানা সারঙ্গী দামামা মন্ত্রে ॥
পুরী ইন্দ্র রাজাকি যৈঁশী শুনী হে।
আভী রাজ দরবার তৈঁসী বণী হেঁ ॥
রতি কাম গৌরী মহাদেব যৈঁসে।
মুক্তাবলী কুঙর সুন্দরহী তৈঁসে ॥
কহে কৃষ্ণচন্ডী এহী বাত লীজে।
আভী দম্পতীকে চিরঞ্জীব কীজে ॥

রাজা।—(মন্ত্রীর প্রতি) তবে আমি চল্লেম। তুমি দেখ, কাহারো যেন আজ অসুখে কাল যাপন না হয়, কেহ যেন নিরুৎসাহী না থাকে, সবলেরই যেন আহ্লাদ আমোদে দিন যায়।

মন্ত্রী।—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমিও তার নিমিত্ত চল্লেম।

(রাজার প্রস্থান)

(ক্রমে ২ মন্ত্রী প্রভৃতি সকলের প্রস্থান)

(চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত)

—